সূত্রপিটকে

মধ্যম-নিকায়

(দ্বিতীয় খণ্ড)

অনুবাদক

পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্ম্মাধার মহাস্থবির

তত্ত্বভূষণ, বহুশ্রুত, সূত্র-বিনয়-অভিধর্ম্ম বিশারদ (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত), উপাধ্যায়Iনালন্দা বিদ্যাভবন, অধ্যক্ষIবৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার, সহ-সভাপতিIবঙ্গীয় বৌদ্ধ সমিতি, পরীক্ষকIবঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষদ ও আসাম সংস্কৃত বোর্ড, সঙ্গীতিকারকIষষ্ঠ বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি (রেঙ্গুন); এবং ধম্মপদং, শাসনবংশ ও বৌদ্ধদর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

রাজেন্দ্র সিরিজ—১

প্রকাশক :

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুধাংশু বিমল বড়ুয়া Captain. Ex. I. A. M. C.

ও

তদীয় পত্নী শ্রীমতী তটিনীবালা বড়ুয়া

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমর্পণ

ব্রহ্মাতি মাতাপিতরো পুব্বাচরিয়াতি বুচ্চরে,
আহুনেয়্যো চ পুত্তানং পজায় অনুকম্পকা ॥ (অ. নি.)
যাঁহার ঐকান্তিক
উৎসাহে সমাজ সংস্কার–
অবৌদ্ধোচিত পূজা-পার্বণ, বিবাহে
পণপ্রথা নিবারিত হইয়াছে। যাঁহার
চেষ্টায় পূর্ণানন্দ বিহার সংস্কৃত ও উন্নত হইয়াছে।
যাঁহার প্রেরণায় বিহার প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়
অর্ধশতাব্দীব্যাপী জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে শিক্ষা বিস্তার
করিতেছে। যিনি ছিলেন রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি
তদানীন্তন পুঁথিপাঠক পণ্ডিতরূপে খ্যাত,
সদালাপী, মধুরভাষী, সমাজনেতা,
সমাজে শান্তি, ও সংহতি রক্ষক,
পুত্রবৎসল, আমার সেই
পিতৃদেব স্বর্গত
হরচন্দ্র বড়ুয়া
মহাশয়
এবং
যাঁহার অনাবিল স্নেহে
পিতৃবিয়োগ বৃথা ভুলিয়াছি,
মানুষ হইবার প্রেরণা লাভ করিয়াছি,
উন্নত জীবন গঠনের নিমিত্ত যিনি আমাকে
বুদ্ধশাসনে দান করেন, সারল্যের মূর্ত প্রতীক
আমার সেই স্নেহময়ী জননী স্বর্গীয়া
প্রাণেশ্বরী বড়ুয়ার পুণ্যস্মৃতির
উদ্দেশে গ্রন্থখানি
নিবেদিত
হইল।

ইতি—গ্রন্থকার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎসর্গ-পত্র

অনন্ত, গুণের আধার পরমারাধ্য
আমার স্বর্গীয় মাতাপিতার
পুণ্যস্মৃতি উদ্দেশ্যে
অমৃতোপম
এই
'বুদ্ধবচন' গ্রন্থখানি
পরম ভক্তি সহকারে
উৎসর্গিত
হইল।

প্রকাশক
ডা. শ্রীসুধাংশু বিমল বড়ুয়া

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শ্রীত্রিপিটক প্রকাশনী প্রেস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনামূলক ভূমিকা

ব্রহ্মদেশের পেগু জেলার অন্তর্গত ডাইকুতে মদীয় পিতৃব্য মহোদয় ডাক্তার স্বর্গীয় রাজেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দী চিকিৎসা কার্য করিতেন। তিনি সম্ভ্রান্ত, বঙ্গীয় বৌদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্বের যথার্থ নীতি অনুসরণে জীবন অতিবাহিত করিতেন। তিনি উপযুক্ত গুরুর সন্নিধানে বৌদ্ধ বিদর্শন সাধনা শিক্ষা করিয়া ডাইকুতে উহারই গবেষণা করিতেন। পরে তিনি স্বয়ং বাঙ্গালি ও বর্মীদের মধ্যে বিদর্শন সাধনা প্রচারের আদর্শ কর্মভার গ্রহণ করেন।

১৯২৪ ইংরাজিতে আমি যখন সর্বপ্রথম ব্রহ্মদেশে আসি তাঁহার বিদর্শন সাধনা সম্বন্ধীয় গবেষণায় ও আলোচনায় আগ্রহ দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। সে সময় বৌদ্ধ দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমি প্রায় সময় আলোচনা করিতাম।

এরূপে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় ভাবের গভীরতায় প্রবেশ করিয়া আমি সবিশেষ লাভবান হই। বৌদ্ধ সাহিত্য ত্রিপিটকে যেই গভীর সারতত্ত্ব সমূহ নিহিত রহিয়াছে বাঙ্গালা অক্ষরে পালি ভাষায় এবং বাঙ্গালা অনুবাদে বৌদ্ধ সাহিত্য ত্রিপিটকের অভাবে বাঙ্গালীদের নিকট উহা অদ্যাবধি গোপনই রহিয়াছে। অতএব বাঙ্গালা অক্ষরে পালি ভাষায় এবং বাঙ্গালা অনুবাদে বৌদ্ধ সাহিত্য ত্রিপিটক প্রকাশে আমার প্রবল উচ্ছা জাগ্রত হয়। যে দেশে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি হইয়াছিল সেই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালী বৌদ্ধজাতি কিরূপে বাঙ্গালা অক্ষরে পালি ভাষায় ও উহার অনুবাদে এই সারতত্ত্ব নিহিত বৌদ্ধ সাহিত্য ত্রিপিটক চর্চার সুযোগ লাভ করিতে পারিবে, উহাই ছিল আমার একমাত্র চিন্তার বিষয়।

১৯২৪ ইংরাজি হইতে আমি বঙ্গাক্ষরে পালি ভাষার এবং উহার অনুবাদ করিয়া বৌদ্ধ সাহিত্য ত্রিপিটক প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু তখন আমি ছিলাম একজন নব্য যুবক মাত্র, সবে মাত্র ডাক্তারী পাস করিয়া মেডিকেল স্কুল হইতে বাহির হইয়াছি। স্বীয় জীবন গঠনে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এবং উক্ত সাহসিক কার্যের জন্য কিভাবে প্রয়োজনীয় অর্থ অর্জন করা যায় উহাই ছিল আমার তখনকার উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা।

১৯৩১ ইংরাজীতে বিদর্শন সাধনা করিবার নিমিত্ত অনেক লোক ভারত হইতে রেঙ্গুনে আসিতেছিলেন দেখিয়া আমরা ডাইকুতে একটি সাধনাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব করি। আমাদের এই প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইয়া পার্শ্ববর্তী গ্রামের শ্রদ্ধাবতী এক কারেন মহিলা সাধনা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রায় দুই একর জমি দান দেন। আমি ও আমার পিতৃব্য মহোদয় আমরা উভয়ে সেই প্রদত্ত জমির উপর প্রথমতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকখানি চালাঘর নির্মাণ করিয়া বিদর্শন সাধনা কেন্দ্রের সূচনা করি। কয়েক বৎসর পরে সেই বিদর্শন সাধনা কেন্দ্রখানি সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার নিমিত্ত আমরা স্থানীয় এক সমিতির উপর উহার কার্যভার অর্পণ করি। এখানে বলিতে আমার আনন্দ হইতেছে যে উহা সেই একই স্থানে অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে, পরবর্তী সময়ে ধর্মশালা ও পাকা কুটিরাদি নির্মিত হইয়া উহার আরও হুবহু উন্নতি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

১৯২৮ ইংরাজীতে রেঙ্গুনের **১৫৮** নং আপার ফেয়ার ষ্ট্রীটস্থ চট্টল বৌদ্ধ সমিতির শ্রদ্ধাষ্পদ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহোদয় আমার সঙ্কলিত সেই একই উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠা করিতেছেন জানিয়া আমি সাতিশয় আনন্দিত হই। সর্বপ্রকার উৎসাহের সহিত উহার কাজ আরম্ভ করা হইয়াছিল। বঙ্গাক্ষরে পালি ভাষায় ও বঙ্গানুবাদে বৌদ্ধ সাহিত্য ত্রিপিটক প্রকাশনে উহাতে কাজের দ্রুত উন্নতি হইতেছিল। ইত্যবসরে বিশ্ব বিধ্বংসী দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই মহাযুদ্ধে সেই পরিকল্পিত মহান কার্যের প্রতিষ্ঠান বৌদ্ধ মিশন প্রেসে প্রচণ্ড বোম বর্ষিত হইয়া উহা ধ্বংস হয়, তদ্‌সঙ্গে মিশনের মূল্যবান পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত গ্রন্থ সমূহ জ্বলিয়া ভষ্মীভূত হয়।

১৯৫৩ ইংরাজীর সংবাদ পত্র পাঠে জানিতে পারিলাম ব্রহ্ম গভর্ণমেন্টের অন্তর্গত বুদ্ধ শাসন কাউন্সিল পালি ভাষায় ব্রহ্ম অক্ষরে, দেবনাগরী অক্ষরে ও ইংরাজী অক্ষরে সম্পূর্ণ ত্রিপিটকের নূতন সংস্করণ এবং সেই সেই ভাষায় উহার অনুবাদ প্রকাশের এক বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই খবরে আমি অত্যন্ত, আনন্দিত হই। এই সঙ্গে বঙ্গাক্ষরে পালি ভাষায় ও তদনুবাদে ত্রিপিটক প্রকাশ করিবার জন্য বুদ্ধ শাসন কাউন্সিলকে অনুরোধ করা যায় কিনা তদ্‌সম্বন্ধে পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্য আমি শ্রদ্ধাষ্পদ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে ইয়েগু বুদ্ধিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাষ্পদ শিনকেলেসা এম, এ; মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পরামর্শ দেন, তিনি আমার সঙ্কল্পিত কার্যে আমাকে সাহায্য করিতে পারিবেন বলিয়াও বলিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তদনুসারে আমি শ্রদ্ধাস্পদ অতুলানন্দ স্থবির সহ শ্রদ্ধাস্পদ শিনকেলেসার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। তিনি ধৈর্য সহকারে আমাদের সমস্, কথা শুনিবার পর একখানা পরিচয় পত্র লিখিয়া দিয়া আমাদিগকে তৎকালীন এটর্ণী জেনারেল (বর্তমানে বিচারপতি) উ চানটুনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলেন। তাঁহার পরামর্শানুসারে পরে আমি বুদ্ধ শাসন কাউন্সিলের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার উ সেইন মঙ্ এর সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে বঙ্গাক্ষরে পালি ভাষায় ও বঙ্গানুবাদে ত্রিপিটক প্রকাশ করিবার জন্য বুদ্ধ শাসন কাউন্সিলকে অনুরোধ করিয়া শ্রদ্ধাস্পদ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহোদয়ের নামে উক্ত কাউন্সিলে একখানা দরখাস্, করিবার পরামর্শ দেন। তদনুযায়ী আমি ১৯৫৩ ইংরাজীর ৫ই আগষ্ট তারিখে বুদ্ধ শাসন কাউন্সিলে একখানা দরখাস্, করি।

তদুত্তরে বুদ্ধ শাসন কাউন্সিল আমাদিগকে জানাইলেন যে ইতিমধ্যে তাঁহারা ব্রহ্ম অক্ষরে ও দেবনাগরী অক্ষরে পালি ভাষায় ত্রিপিটকের নূতন সংস্করণ প্রকাশের কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই তাঁহারা এখন বাঙ্গালার জন্য অতিরিক্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। অবশ্য পরে গ্রহণ করা যাইতে পারে বলিয়াও জানাইলেন।

বুদ্ধ শাসন কাউন্সিলের এবম্বিধ উত্তরে আমি একটু হতাশ হইলাম বটে, কিন্তু শ্রদ্ধাস্পদ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহোদয়ের প্রেরণায় পুনরায় সাহস অর্জন করিয়া আমি ভারত ও পাকিস্তানের কয়েকজন প্রসিদ্ধ ভিক্ষুর নিকট পত্রের দ্বারা আমার সঙ্কল্পের বিষয় জানাইলাম। আমি আরও জানাইলাম যে তাঁহারা বঙ্গাক্ষরে পালি ভাষায় ও তদনুবাদে ত্রিপিটক লিখিয়া আমাকে সাহায্য করিতে পারেন কিনা।

প্রত্যুত্তরে আমি তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে বঙ্গাক্ষরে পালি ভাষায় ও তদনুবাদে ত্রিপিটক লিখিয়া আমাকে সাহায্য করিবেন বলিয়া আন্তরিক উৎসাহ ও স্বীকৃতি পাইলাম।

অতঃপর কোনও এক কার্য উপলক্ষ্যে রেঙ্গুনের চট্টল বৌদ্ধ সমিতির মন্দির প্রাঙ্গণে নিমন্ত্রিত হইয়া ব্রহ্মের কয়েকজন মন্ত্রী, বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমাগম হয়। সেই সময় আমি তদ্‌কালীণ ধর্মমন্ত্রী উ উইন, অর্থমন্ত্রী উ টিন, স্যার উ থুইন, ব্রহ্মের প্রধান বিচারপতি উ থেইন মঙ্ বিচারপতি উ চানটুন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত প্রভৃতি মহোদয়গণের সহিত আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলাপ করিবার সুযোগ লাভ করি। তাঁহারা আনন্দের সহিত কাজ আরম্ভ করিবার জন্য আমাকে সমধিক উৎসাহিত করেন।

১৯৫৩ ইংরাজীর ডিসেম্বর মাসে আমার স্ত্রী রেঙ্গুনে "শ্রীত্রিপিটক প্রকাশনী প্রেস" নামে একখান প্রেস স্থাপন করেন। এই প্রেসে দুইটি বিভাগ করা হইয়াছে, যথাİ(১) ধর্মবিভাগ অর্থাৎ মূল ত্রিপিটকের যাবতীয় গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে পালি ভাষার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এবং উহার বাঙ্গালা অনুবাদের মুদ্রণকার্য বিভাগ, (২) কর্ম বিভাগ অর্থাৎ আয়ের জন্য ইংরাজী, বর্মা ও বাঙ্গালায় মুদ্রণকার্যের ব্যবসায় বিভাগ। কর্ম বিভাগের লভ্যাংশ বঙ্গাক্ষরে পালি ভাষায় ও বঙ্গানুবাদে ত্রিপিটক মুদ্রণ কার্যে ব্যয়িত হইবে। প্রেস স্বত্ত্বাধিকারি আমার স্ত্রী প্রেস হইতে প্রকাশিত ত্রিপিটক গ্রন্থ ব্রহ্ম গভর্ণমেন্টের অন্তর্গত বুদ্ধ শাসন কাউন্সিলের মাধ্যমে বিভিন্ন বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং লাইব্রেরীতে বিনামূল্যে দান দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

প্রেস প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে প্রায় পাঁচ বৎসর, কিন্তু অপরিহার্য অবস্থার দরুণ ত্রিপিটক প্রকাশনের কার্যে এতদিন আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারা যায় নাই।

বর্তমানে ত্রিপিটক গ্রন্থের বঙ্গাক্ষরে পালি ভাষায় ও বঙ্গানুবাদে প্রায় ১৫টি পাণ্ডুলিপি মুদ্রণের জন্য আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। সুখের বিষয় উহার মধ্যে মধ্যম নিকায়ের দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ গ্রন্থটির মুদ্রণ কার্য শেষ করিয়া আমরা আমাদের সঙ্কল্পিত দানকার্যের জন্য পাঠাইতে পারিতেছি। আরও সুখের বিষয় হলো দীর্ঘ নিকায়ের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ গ্রন্থটির মুদ্রণ কার্য চলিতেছে। আশাকরি আগামী ছয় মাসের মধ্যে উহার মুদ্রণকার্যও শেষ হইবে।

আমাদের গৃহীত কর্তব্যের গুরুত্ব সাধনে আমরা সম্পূর্ণ সতর্ক। অধ্যবসায়শীল উদ্যমের সহিত আমরা আমাদের পুণ্যময় উচ্চাকাঙ্খাকে বাস্তবে পরিণত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। আশাকরি ত্রিরত্ন প্রভাবে আমরা আমাদের সেই আকাঙ্খা পূর্ণ করিতে পারিব।

আয়ুদীঘা মেডিকেল হল
৭০/২০ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
১৩ই মার্চ ১৯৫৯ ইংরাজী

ডা. শ্রীসুধাংশু বিমল বড়ুয়া
Capt. Ex. I. A. M. C.

Visit: http://www.buddhistdownload.com

FOREWORD

My uncle Dr. R. L. Mutsuddy was a medical practitioner at Daiku in the District of Pegu, Lower Burma. Born in a Buddhist family, he lived in strict observance of the ethical principles of Buddhism. He also practiced meditation (Vipassana) at Daiku.

Later he took upon himself the noble task of the propagation of the Dhamma, amongst the Bengali speaking people as well as Burmese.

When I came to Burma for the first time in the year 1924, I was amazed to see my uncle's zeal for the propagation of the Dhamma. I used to discuss Buddhist Philosphy with him.

Going deep into the Buddhist scriptures, I was so much benefited by them, that there arose in me a strong desire to share the wealth contained in the sacred-texts with my Bengali speaking brethren. for most of whom the Scriptures have so far remained a sealed book, on account of the difficulty of the language. Since then I have always been thinking of one thing. And that is how to make the sacred texts available to the Bengalee Buddhists, the majority of whom live in the land where Buddhism was born

Since 1924, I had been contemplating the publication of the sacred texts in Bengali character and their translation in Bengali. I was merely a youngman, having just completed my course of study in medicine, I had yet to try to build up a carrier and also learn how to earn money absolutely needed for any venture.

In the year 1931. when we found that many were coming from India for meditation's sake, we proposed to see a meditation centre established at Daiku, for which a devout Karen Lady from an adjacent Village, donated about two Acres of Land. Hence my uncle and myself made an humble beginning by building a few huts on for the meditation centre. After a few years we handed the same, over to an association at Daiku. I am happy to state that it still exists in the same place with a nice Damayun (Dharmasala) and other buildings erected later.

In 1928, I was delighted to learn that Ven. P. L. Mahathero of the Chittagong Buddhist Association (158, Upper Phayre Street, Rangoon) had founded a Buddhist Mission Press with a similar object. The work started in all earnestness. Remarkable progress was made in

Visit: http://www.buddhistdownload.com

the matter of publication of the sacred texts together with their Bengali translations. Meanwhile, the second world war started. As a result of this disaster the scheme of Ven. P. L. Mahathero suffered a great loss. Heavy bombs fell upon Buddhist Mission Press and burnt down invaluable manuscripts and also much printed matter.

In the year 1953, I read in the newspapers that the Buddha Sasana Council, of the Union of Burma Govt. is going to undertake the publication of Tripitaka in Burmese, Devanagari, Roman and other characters together with translations in various languages. I was overwhelmed with joy. Ven. P. L. Mahathero advised me to see Ven. U. Shin Kelesha M. A. (Principal, Buddhist Pali College, Yegu) who, I Was told, could help in this connection.

Accordingly I went with Ven. Atulananda Thero to see Ven. U Shin Kelesha who gave us a patient hearing, and sent us to the then Attorney General of Burma (Now Justice Mahan They Seth U Chan Hon) with a latter of introduction and with his advice I next saw U Seen Mauna, Chief Executive Officer of the Union Buddha Susana Council.

U Seen Mauna asked me to send an application in the name of Ven. P. L. Mahathero to the council, requesting the same to take up the publication of the sacred texts in Bengali. Under his instruction we submitted an application to the Buddha Sasana Council on the 5th August 1953.

On the receipt of our application the Council informed us that they had already undertaken the task of publishing the sacred texts in Burmese and Devanagari characters and so at present were not in a position to undertake an additional responsibility, but they night take up the matter later.

A bit disappointed with this reply, with the kind help of the Ven. P. L. Mahathero I started correspondence with some eminent Bengali Buddhist monks in India and Pakistan.

I received from them warm response with the assurance to undertake the translation of the Tripitaka into Bengali. Later on a certain occasion some of the Ministers, Ambassadors and other high dignitories were invited to our monastery, situated in the permises of the Chittagong Buddhist Association, where I took the opportunity of discussing the subject with the then Minister of Religious Affairs U Win, finance Minister U Tin, Sir U Thwin, Honourable U Thein Maung, Chief Justice of Union, Honourable Justice U Chan Htoon and the Ambassador of Pakistan in Burma. They were pleased at the idea and encouraged me to go ahead.

Visit: http://www.buddhistdownload.com

In the month of December 1953, my wife established a priting press in Rangoon under the name æSIRI TIPITAKA PUBLISHING PRESS.” The press has got two sections :- (1) Religous Section and (2) Job Section in English, Burmese and Bengali.

The profit from the job section are spent for the publication of the original sacred texts in Bengali characters and their translation also. My wife intends to make a free gift of the Tripitaka publication to different Buddhist Organizations, Universities and Libraries, through the Buddha Sasana Council of the Union of Burma.

Although this is the 5th year, that the press has been established, yet it is regretted that due to some unavoidable circumstances the publication work has not come up to our expectations.

At the present moment less no then 15 manuscripts of the original texts in Bengali character and their translations are ready in hand to be sent to the press. Out of these, we are happy, at least one Vol (Majjhima Nikaya Vol. 2) is ready for presentation. We are also glad that the Ist Vol. of the Digha Nikaya is in the press and ist completion is expected within six months.

We are fully aware of the magnitude of the task that we have undertaken. we are determined to make a diligent effort towards the realisation of our noble aspiration and with the blessings of æTriratna,’’ hope to accomplish the same.

Dr. S. B. Barua.
Capt. Ex. I. A. M. C.

Ayudigha Medical Hall
70/20th Street, Rangoon.
Dated 13th March 1959.

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভূমিকা

বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের সূত্র পিটক পাঁচ নিকায় বা ভাগে বিভক্ত। উহার দ্বিতীয় বা মধ্যম নিকায়ের দ্বিতীয় অংশে পঞ্চাশটি সূত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মহাস্থবির ধর্মাধার ভিক্ষু দ্বিতীয় অংশের বঙ্গানুবাদ করিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

মধ্যম নিকায়ের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে দর্শন ও সাধনমার্গের বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। এই নিকায়ের সূত্রাবলী সুপ্রাচীন ও ভগবান বুদ্ধের সমসাময়িক রচনা। মনে হয় ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তী ও রাজগৃহেই অধিকাংশ সময় অবস্থান করিতেন। ধর্ম দেশনার উদ্দেশ্যে তিনি পর্যটন করিয়াছেন নানা দেশIপূর্বে অঙ্গদেশে চম্পা (ভাগলপুর), পশ্চিমে অবন্তীদেশে উজ্জয়িনীর নিকটবর্তী মথুরা এবং উত্তরে কুরুদেশ পর্যন্ত, বিস্তৃত ছিল তাঁহার পরিক্রমণ পথ। তাঁহার পঞ্চাশটি সূত্রের মধ্যে আঠারটি কোশলে, এগারটি মগধে, চৌদ্দটি অঙ্গদেশে এবং দুইটি করিয়া কাশী ও কুরুদেশে ও একটি করিয়া ভর্গদেশ, কোশাম্বী ও অবন্তীতে দেশিত হইয়াছিল। যাঁহাদের উদ্দেশ্যে ভগবান বুদ্ধ এই সূত্রগুলি দেশনা করিয়াছিলেন তাঁহারা নানা শ্রেণীর মানুষIকেহ রাজা, কেহ গৃহপতি, কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ভিক্ষু ও কেহ বা পরিব্রাজক। তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য (১) রাজা প্রসেনজিৎ ও তাঁহার রাণী মল্লিকা এবং ভর্গদেশের বোধিরাজকুমার; (২) গৃহপতি জীবক, উপালি ও পঞ্চকঙ্গস্থপতি; (৩) পরিব্রাজক অগ্নিবৎস, দীর্ঘনখ ও বৈখানস্; (৪) ভিক্ষু সারিপুত্র, উদায়ী, অশ্বজিৎ, মালুঙ্ক্যপুত্র ও রাহুল; (৫) ব্রহ্মায়ু কৈনেয়জটিল, অশ্বলায়ণ ও বসিষ্ঠ। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বা শ্রোতৃবর্গকে উদ্দেশ্য করিয়াই ভগবান বুদ্ধের উক্ত পঞ্চাশটি সূত্রের অধ্যায় ভাগ ও নামকরণ হইয়াছে, যথা : গৃহপতি, ভিক্ষু, পরিব্রাজক, রাজা ও ব্রাহ্মণ।

ভগবান যে সময়ে ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন সে সময়ে মগধে ও কোশলে অনেক প্রকার ধর্মমত প্রচলিত ছিল। উহা লক্ষ্য করিয়া 'অরিয়পরিয়সেনা সুত্তে' এই উক্তি আছে "পাতুরহোসি মগধেসু পূব্বে ধম্মো অসুদ্ধো সমলেহি চিন্তিতো"। এই সব প্রচলিত ধর্মমত হইতে বৌদ্ধ ধর্মমতের কি পার্থক্য ও বিশেষত্ব তাহাই গৌতম বুদ্ধকে তাঁহার ধর্মপ্রচারের প্রথমাবস্থায় বুঝাইতে হইয়াছে। এই সব ধর্মাবলম্বীরাও অনেক সময় বুদ্ধদেবের সঙ্গে তাঁহাদের ধর্মমত লইয়া আলোচনা করিতেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অবৌদ্ধ ধর্মমত

ভগবান বুদ্ধের কয়েকটি দেশনায় অবৌদ্ধ ধর্মমতের ও সাধন প্রক্রিয়ার অসারতাই দেখানো হইয়াছে। কয়েকজন পরিব্রাজক ভগবান বুদ্ধকে প্রশ্ন করেন্Iজগৎ শাশ্বত, না অশাশ্বত? আত্মা ও শরীর এক, না পৃথক? নির্বাণের পর বুদ্ধের অস্তিত্ব থাকে কিনা? ইতাদি। ভগবান বুদ্ধ প্রশ্নগুলির কোন উত্তর দেন না্Iপ্রশ্নগুলির অবাস্তবতাই অব্যাকৃতির কারণ। প্রশ্নকর্তারা যেন আকাশকুসুমের রঙ্ বুঝিতে চাহেন। জানিতে চাহেন, তাহাদের গন্ধ আছে কিনা। আত্মার অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব সম্বন্ধে বৌদ্ধমত হইতেছে যে, উহা একেবারে অবাস্তব্Iআকাশকুসুমের ন্যায়। জগৎ বিকল্প মাত্র। উহার নিত্যতা বা অনিত্যতার প্রশ্ন উঠে না। সেইজন্য এই ধরণের প্রশ্নকে তিনি **"অব্যাকৃত"** বলিয়া ক্ষান্ত, হইয়াছেন। ভগবান বুদ্ধের মতে এই ধরণের প্রশ্নের সমাধানে প্রশ্নকর্তা মুক্তি পায় না। তাঁহার মেধাশক্তির অপব্যয় হয় মাত্র।

শুধু পরিব্রাজক নয়, বিভিন্ন ধর্মাচার্যগণও অনুরূপ প্রশ্নের অবতারণা করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন, অজিৎ কেশকম্বলী, প্রকুধকাত্যায়ন, পূর্ণকাশ্যপ, মস্করিন্ গোশালপুত্র, সঞ্জয় বৈরুপুত্র ও নির্গন্থ নাথপুত্র। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনজন ছিলেন,ঘোর জড়বাদী, চতুর্থ আচার্য ছিলেন নিয়তিবাদী। এই চার আচার্যের দার্শনিক মতাবলম্বীদের বুদ্ধদেব আখ্যা দিয়াছিলেন **'অব্রহ্মচর্যাবাসী'** পঞ্চম আচার্য ছিলেন সঠিক জ্ঞানাভাববাদী্Iএঁরই শিষ্য ছিলেন সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্যায়ন। ষষ্ঠ আচার্য হইতেছেন্Iসুবিখ্যাত জৈনধর্ম প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর।

জৈনধর্মে শীলরক্ষা কর্মবাদ ও পুনর্জন্মবাদ গৃহীত হইয়াছে। সেইজন্য ভগবান বুদ্ধ এই ধর্মমতকে পৃথকভাবে আলোচনা করিয়াছেন। গৃহপতি উপালী ও অভয়রাজকুমার জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন। দেবদত্তও মনে হয় জৈনধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বুদ্ধ বিদ্বেষী হইয়াছিলেন।

পূর্বোক্ত প্রথম পাঁচটি দার্শনিক মত সম্বন্ধে গৌতম বুদ্ধের বিশেষ আপত্তি ছিল। কারণ জৈনদর্শন ব্যতীত অন্যান্য মতবাদগুলিতে পাপ ও পুণ্যের স্থান নাই। ইঁহারা কর্মফলে ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস করিতেন না। বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মাদিতে কর্মফল ও পুনর্জন্মের অস্তিত্ব বহু প্রমাণাদির দ্বারা নিরুপিত হইয়াছে। প্রাণীহত্যায় পাপ নাই, দয়া ও দানে পুণ্য নাই্Iআধ্যাত্মিক ও বাহ্যিকভাবে পরীক্ষা করিয়া এই ধারণাকে ভগবান বুদ্ধ অমূলক বলিয়া দেখাইয়াছেন।

জৈন ধর্মমত

জৈনধর্ম সম্বন্ধে উপালি গৃহপতি সঙ্গে বুদ্ধের যে কথোপকথন হয় তাহাতে দেখা যায়, জৈনমতে মানসিক কর্ম অপেক্ষা কায়িক কর্মে বেশী গুরুত্ব আরোপ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করা হইয়াছে। কারণ জৈন দার্শনিকদের মতে প্রাণীহত্যায় যত পাপ, প্রাণীহত্যার চিন্তায় তত পাপ নাই। বুদ্ধদেব তাঁহাদের সঙ্গে একমত হইতে পারেন নাই। কারণ অনেক সময় মানুষের অনিচ্ছাকৃত প্রাণীহত্যাও সংঘটিত হইতে পারে এবং সেইজন্য হত্যাকারীকে পাপী বলা যায় না। **"মনোপুব্বংগমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া"** এই উক্তি দ্বারা বুদ্ধদেব বলেন যে, সমস্, কার্য করিবার পূর্বে মন ক্রিয়াশীল হয়। সুতরাং মানসিক কর্মকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এই মনোভাব লইয়াই বুদ্ধদেব ভিক্ষুদের মাংসভক্ষণ পর্যন্ত, নিষিদ্ধ করেন নাই। তিনি নির্দেশ দিয়াছেন যে, যদি ভিক্ষুরা অদৃষ্ট, অশ্রুত, অচিন্তিত ও অনুদ্দিষ্ট মাংস ভক্ষণ করেন তাহাতে আপত্তি নাই। এই গ্রন্থে পঞ্চান্ন সংখ্যক সূত্রে উপাসক জীবক এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার শিষ্যেরা সকলেই মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই চারিটি ব্রহ্মবিহারের সাধনা করেন। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে প্রাণীহত্যা করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ অসম্ভব। **"মনোকম্ম"**কে প্রধান্য দেওয়াতে বুদ্ধদেব জৈন মতবাদকে গ্রহণ করেন নাই। এই কায়কর্ম্মের উপর গুরুত্ব আরোপ করায় জৈন আচার্যেরা কায়িক সংযমের জন্য যে প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাহা অতি কঠোর এবং বুদ্ধদেবের মতে নিষ্ফল। কয়েকটি সূত্রে জৈন ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের মধ্যে কায়িক সংযমের জন্য যে সমস্, কঠোর ব্যবস্থা ছিল তাহার নমুনা স্বরূপ তালিকা কয়েকটি সূত্রে দেওয়া আছে। এই তালিকা হইতে বেশ প্রতীয়মান হয় যে, সন্ন্যাসীরা কঠোর সাধনাদ্বারা এই জন্মে কষ্ট পায় এবং পরজন্মেও তাহার দরুণ কোন সুফল হয় না। বুদ্ধদেব ইহাই লক্ষ্য করিয়া তাঁহার **"মধ্যপথের"** নির্দেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে চিত্তকে নিষ্কলুষ না করিয়া কেবলমাত্র শারীরিক সংযমে কোন সুফল হয় না। ঊর্ধ্ববাহু বা কণ্টকশয্যাশায়ী সন্ন্যাসীর চিত্তে যদি অনুরাগ, হিংসা ও মোহ থাকে তাহা হইলে তাহার কৃচ্ছ্রসাধনার কোন ফল নাই। অনর্থক শারীরিক কষ্ট সহ্য করা মাত্র। ভগবান বুদ্ধ নিজে এই কৃচ্ছ্র সাধনার চরমে গিয়াছিলেন এবং উহাতে তিনি সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। সেইজন্য তিনি **'মধ্যপথের'** নির্দেশ দিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম

ব্রাহ্মণ্য দর্শনের প্রতিবাদ পালিশাস্ত্রে প্রায় বিরল। কেবল যাগযজ্ঞের নিরর্থকতা, যজ্ঞে পশুবলির নির্মমতা ও জাতিভেদে ব্রাহ্মণের প্রাধান্যের অযৌক্তিকতা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে।

কোনো কোনো সূত্রে বেদের অপৌরুষেয়তার প্রতিবাদ আছে। ভগবান বুদ্ধ বলেন যে, ঋক্‌বেদের মন্ত্রগুলি কায়েকজন সু-ব্রাহ্মণ মহর্ষি দ্বারা রচিত। এই মহর্ষিরা কোনদিনই ঈশ্বরকে স্বচক্ষে সাক্ষাৎ করেন নাই এবং করিয়াছেন বলিয়াও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কোন উক্তি নাই। সেইজন্য বেদ পুরুষকৃত, অপৌরুষেয় নয়।

জাতিভেদের অযৌক্তিকতা কয়েকটি সূত্রে আলোচিত হইয়াছে। ভগবান বুদ্ধ বলেন, সদ্‌বংশজাত ব্রাহ্মণদের মধ্যে যদি কেহ শিক্ষা ও চর্চায় ব্যাপৃত থাকে ও শুচিভাবে জীবনযাপন করে, আর যদি কেহ প্রাণীহত্যা ও চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করেİতাহা হইলে এই দুই প্রকার ব্রাহ্মণদের কি এক পর্যায়ে স্থান দেওয়া উচিত? তিনি আরও বলেন, যদি কেহ নিকৃষ্ট বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও দয়াশীল ও শীলবান হয় ও পুণ্যকার্যে ব্যাপৃত থাকেİতাহা হইলে তিনি দুঃশ্চরিত্র ও পাপকার্যে লিপ্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও উচ্চস্থান অধিকার করিবে না, কে ইহার মধ্যে নির্বাণ বা মুক্তি লাভ করিবে? মানুষের জন্ম ও মৃত্যুতে কোন পার্থক্য নাই, তাহাদের পার্থক্য হয় কর্মেতে। সেইজন্য জাতিভেদে বিশ্বাস অযৌক্তিক।

অবৌদ্ধমত লইয়া যে সমস্, আলোচনা এই গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়াছে তাহার সামান্য আভাষ দিলাম। এইবার বৌদ্ধধর্ম ও সাধনা সম্বন্ধে যে সমস্, উক্তি আছে তাহার ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করিব।

বৌদ্ধধর্ম ও সাধনার মার্গ

এই গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক সূত্রে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সাধনার নির্দেশ আছে। সাধনার আনুপূর্বিক ধারাও কোন কোন সূত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তবে প্রত্যেক ভিক্ষুকে যে সেই একই ধারা অবলম্বন করিতে হইবে এইরূপ কোন বিধান নাই। যে সমস্, সাধনার নির্দেশ এই গ্রন্থে আছে তাহার মর্ম এইরূপ :

(১) **ব্রহ্মচর্য পালন বা সাত্ত্বিকভাবে জীবনযাপন।** পালিভাষায় বলে **"সিক্‌খাসাজীবসমাপন্নো"** অর্থাৎ শীলচর্চা ও দৈনিক জীবনযাপনে আত্মসংযম। যে সমস্, অকুশল কর্ম হইতে ভিক্ষুদের বিরত হইতে হইবে তাহা এই :

(ক) জীবহিংসা, অদত্তদ্রব্য গ্রহণ, অব্রহ্মচর্য, মিথ্যাবচন বা হিংসাসূচক অনর্থক বচনাদি, বীজ ও বৃক্ষের অনিষ্ট সাধন।

(খ) নৃত্যগীতবাদ্য-উপভোগ, মালা-গন্ধ-বিলেপন ব্যবহার, স্বর্ণরৌপ্য গ্রহণ, অরন্ধিত ধান্য ও মাংস গ্রহণ, স্ত্রী-পুরুষ-কুমারী-দাস-দাসী বা পশ্বাদি গ্রহণ।

(গ) দৌত্যকার্য, বাণিজ্য, বন্ধনাদি।

(ঘ) মধ্যাহ্নের পর আহার, চীবরাদি পছন্দ করা, ইত্যাদি।

মোটের উপর ভিক্ষুদের প্রয়োজন অল্পাহার, যৎসামান্য চীবর, শয্যা, আসন ইত্যাদির ব্যবহার অর্থাৎ যাহাতে শরীর সুস্থ ও সবল থাকে। লোভ ও আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া বিহারে বাস ও চিত্ত স্থির করিবার প্রয়াস। বিহারে বাস করার নিয়মাদি পালন।

(২) **ত্রয়োদশ ধুতাঙ্গ।** যদিও ভগবান বুদ্ধ কৃচ্ছ্র সাধনার পক্ষপাতী ছিলেন না তবুও যে সমস্, ভিক্ষুদের চিত্ত কৃচ্ছ্র সাধনার দিকে আকৃষ্ট হইত তাঁহাদের জন্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তের রকম কঠোর সাধনের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, যেমন সদাসর্বদা অরণ্যে বাস, ভিক্ষোপলব্ধ আহারই একমাত্র উপজীবিকা, শ্মশানে বাস, ছিন্ন ও ত্যক্ত বস্ত্রখণ্ড হইতে চীবর ব্যবহার ইত্যাদি।

(৩) **ইন্দ্রিয় সংযম।** ইন্দ্রিয় সংযমের উপর ভগবান বুদ্ধ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। পঞ্চিন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ বিষয়াদির প্রতি চিত্তকে নিরপেক্ষ রাখা। ইহাকে পালিভাষায় বলে **"পঞ্চকামগুণা"** হইতে বিরতি। জগতে সর্ববিষয় সম্বন্ধে নির্লিপ্ত ও নির্বিকার মনোভাব পোষণ করা এবং ঐ উদ্দেশ্যে সদাসর্বদা সচেতন থাকা। আহারাদির পর নির্জনে চিত্তস্থির করার প্রয়াস।

(৪) **চৈতসিক ক্লেশ ও উপক্লেশাদি বর্জন।** আধ্যাত্মিক উন্নতি ও নির্বাণমার্গে অগ্রসর হইবার একমাত্র উপায় চিত্তের বিশুদ্ধতা, অর্থাৎ চিত্তের উপক্লেশাদিকে নির্মূল করা। উপক্লেশাদি অনেক প্রকার, তন্মধ্যে উল্লেখ্য অতি লোভ, হিংসা, অলসতা, ঔদ্ধত্য, সন্দিগ্ধতা, আত্মা বা জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস, ত্রিরত্নে শ্রদ্ধাভাব, ব্রত ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের সার্থকতায় আস্থা স্থাপন, ইত্যাদি।

(৫) **নির্বাণমার্গের উচ্চতর সাধনা।**

পূর্বোক্ত বিধানগুলি সাধারণভাবে সকল ভিক্ষুকে পালন করিতে হয়। তবে উচ্চস্তরে যে সমস্, সাধনার ব্যবস্থা আছে তাহাদের মধ্যে বিশেষ সাধনপথকে সাধকেরা স্ব স্ব শরীর ও মনোভাব অনুযায়ী বাছিয়া লইতে পারেন। ভগবান বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যদের মনোভাব পরীক্ষা করিয়া সাধনামার্গ নির্দেশ করিয়া দিতেন। কোন ভিক্ষুকে হয়ত শ্মশানে শব সাধনা করিতে দিতেন, আবার কাহাকেও বা মনোরম ফুলের বাগানে সুন্দর ফুল বা গন্ধকে ধ্যানের বিষয় করিতে বলিতেন। কাহাকেও চতুর্থধ্যান বা অষ্টধ্যান বা চতুর্ব্রহ্মবিহার ইত্যাদি সাধনা করিতে বলিতেন। আবার কাহাকেও কেবলমাত্র শাস্ত্রাভ্যাসের জন্য নির্দেশ দিতেন এবং উহার দ্বারা তাহার চিত্তের স্থৈর্যের মার্গ দেখাইয়া দিতেন। সেইজন্য পালিশাস্ত্রে সাইত্রিশটি বোধিপক্ষীয় ধর্মের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সাইত্রিশটি ধর্মের যে কোনও একটি বা দুইটি সাধনার দ্বারা মোক্ষ লাভ হইতে পারে। এই ধর্মগুলির ব্যাখ্যা এই গ্রন্থের অনেক সূত্রে আছে। ধর্মগুলির একটি তালিকা দিয়াই ক্ষান্ত, হইলাম :

(ক) **চার প্রকার উদ্যম** (প্রধান)। যেমন, চিত্তে অকুশল চিন্তা আসিতে না দেওয়া ইত্যাদি।

(খ) **চার প্রকার অত্যুদ্যম** (ঋদ্ধিপাদ)। যেমন, সমাধির জন্য ব্যগ্রতা, বীর্যপ্রয়োগ ইত্যাদি।

(গ) **পাঁচ রকম চিত্তপ্রয়োগ** (ইন্দ্রিয়)। যথা : শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি ইত্যাদি বৃদ্ধির জন্য মানসিক প্রযত্ন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঘ) **পাঁচ রকম চিত্তশক্তি অর্জন**। যেমন, শ্রদ্ধাশক্তি, স্মৃতিশক্তি ইত্যাদি।

(ঙ) **সাত রকম বোধিজ্ঞান লাভের অঙ্গবিশেষ**। যেমন, ধর্মবিশ্লেষণ, চিত্তের প্রীতি ও প্রশমতা, উপেক্ষা ইত্যাদি লাভ।

(চ) **অষ্টপর্যায় মার্গ**। যেমন, বৌদ্ধ দার্শনিক মত গ্রহণ (সম্যকদৃষ্টি), কায়িক ও বাচনিক সংযম ও চিত্তের স্থৈর্য।

(ছ) **চার প্রকার স্মৃতিমান হওয়ার উপায়**। কায়িক কর্মাদির প্রত্যবেক্ষণ, সুখ, দুঃখ, অদুঃখাসুখ ভাবাদির অনুধাবন, চৈতসিক ক্রিয়াদি ও সাধনার ক্রমোন্নতি লাভের দিকে দৃষ্টি।

(৬) **ধ্যান ও সমাধি**। বৌদ্ধ সাধনার মার্গে ধ্যান ও সমাধি ব্যতীত আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে না। সেইজন্য সকল সাধককে প্রথম চারটি ধ্যানে সর্বাঙ্গীন পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে। তারপর যাঁহারা সক্ষম হইবেন তাঁহারা আরও চারিটি সমাপত্তির সাধনা করিবেন। প্রথম চারটি ধ্যান চিত্তে উপেক্ষাভাবজনিত হয় ও দ্বিতীয় চারিটি সমাপত্তিতে জগতের জীব ও বস্তু সম্বন্ধে একপ্রকার ভাব জ্ঞান হয়।

(৭) **স্মৃত্যুপস্থান**। ভগবান বুদ্ধ কোন কোন সূত্রে বলিয়াছেন যে, একমাত্র স্মৃত্যুপস্থান ভাবনার দ্বারা মুক্তিলাভ হয়। চারপ্রকার স্মৃত্যুপস্থানের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে এবং গ্রন্থে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা আছে।

(৮) **ব্রহ্মবিহার**। বিশ্বের সর্বজীবের প্রতি মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষাচিত্ত হওয়ার জন্য ভগবান বুদ্ধ কোনো কোনো সাধকের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও দিয়াছেন। বিশেষত গৃহী বা বোধিসত্ত্বদের জন্য। এই চারিটি সাধনার মধ্যে **"মুদিতা"** সাধনা বিশেষ কঠিন। কারণ সাধকের মনোভাব এমনি করিতে হয় যে, সাধক তাহার নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও শত্রুর উন্নতি সাধনে প্রীতিলাভ করিবেন। এই গ্রন্থের মাঝে মাঝে দার্শনিক মতের আলোচনাও আছে। যেমন, মহারাহুলোবাদ সূত্রে ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন যে, জীব চিত্ত ও চারি মহাভূতের সমষ্টি। এই চিত্ত বা মহাভূতের স্বকীয় সত্ত্বা নাই এবং উহাকে নিত্য আত্মা বলিয়া গ্রহণ করা ভূল। উহার অনিত্যতা ও অনাত্মতা উপলব্ধিতে সম্যক জ্ঞানলাভ হয় এবং তাহাতেই মুক্তি পাওয়া যায়।

দুই রকম সাধনার পথে ক্রমোন্নতির স্তর

এই গ্রন্থে ভিক্ষুদের সাধনার পথে ক্রমোন্নতির স্তরগুলি সম্বন্ধে কয়েকটি উক্তি আছে। সাধারণতঃ চারিটি কিম্বা আটটি স্তরের কথা প্রচলিত আছে; যেমন, স্রোতাপত্তিমার্গস্থ ও ফলস্থ, সকৃদাগামীমার্গস্থ ও ফলস্থ, অনাগামীমার্গস্থ ও ফলস্থ এবং অর্হত্ত্বমার্গস্থ ও ফলস্থ। এই চার বা আট স্তরের মধ্যে অনেক অনুস্তর নির্ণীত হইয়াছে। যেমন কায়সাক্ষী, দৃষ্টিপ্রাপ্ত, শ্রদ্ধাবিমুক্তধর্মানুসারী, শ্রদ্ধানুসারী, উভতোভাগোবিমুক্ত (৮৫ পৃ.) প্রজ্ঞাবিমুক্তি (১১১ পৃ.) ইত্যাদি। অনুস্তরের বিবৃতি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইতে জানা যায় যে, সাধকদের কেহ শ্রদ্ধামার্গ এবং কেহ বা প্রজ্ঞামার্গ গ্রহণ করেন। এই দুই মার্গই নির্বাণপ্রাপ্তির পথ।

নির্বাণ

নির্বাণ যে কি তাহা ভগবান বুদ্ধ পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। তাহার কারণ নির্বাণের বিবৃতি দেওয়া যায় না; উহা কেবলমাত্র উপলব্ধির বিষয়। মহামালুঙ্ক্য সূত্রে এই মাত্র বলা হইয়াছে যে, নির্বাণ শান্ত, শ্রেষ্ঠ তৃষ্ণাক্ষয়, সর্ব সংস্কারের সমতা। সর্ব জাগতিক বিষয় বর্জন ও তাহার বিরাগ ও নিরোধ। এক কথায় নির্বাণ অনির্বচনীয় পরমার্থ চিত্তবিমুক্তি ও পুনর্জন্মনিঃশেষ।

এই গ্রন্থের কয়েকটি সূত্রে ভগবান বুদ্ধের পূর্বজন্ম ও জীবনীর উল্লেখ আছে। আর কয়েকটি সূত্রে আছে তাঁহার কয়েকজন বিশিষ্ট শিষ্যের জীবনী<u>I</u>যেমন, রাষ্ট্রপাল, অঙ্গুলিমাল। এই সঙ্গে অশ্বজিৎ, পুনর্বসু ও রাহুলের জন্য ধর্মদেশনা এবং রাজা প্রসেনজিৎ ও তাঁহার কর্মচারী পঞ্চকঙ্গস্থপতির সহিত কথোপকথন<u>I</u>বৌদ্ধ সাহিত্য ও ধর্মজীবনে ইহার মূল্য অপরিমেয়।

অনুবাদক **মহাস্থবির ধর্মাধার ভিক্ষু** এই অমূল্য গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া দেশের ও দশের বহু উপকার সাধন করিলেন এবং নিজেরও সাধনায় এক স্তর উপরে উঠিলেন। ভগবান তথাগতের বাণী প্রকাশনায় ও তাহার পঠন ও পাঠনে পুণ্য ও সার্থকতা অনেক। আশা করি এই গ্রন্থের দ্বারা তাহা সাধিত হইবে।

ইতি–

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
পালি বিভাগের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক
বৈশাখী পূর্ণিমা, ১৩৬৫ সাল

নলিনাক্ষ দত্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

A life sketch of Rajaguru Pandit Dharmadhara Mahasthavira

Tatwabhusan, Bahussuta,
Satta-Vinaya-Abhidhamma Visarada
(Gold Medalist)

Venerable Pt. Dharmadhara Mahasthavira is a Bengali Buddhist monk, born in a family of moderate means in the village of Dharmapur, P S. Fatikcheri in Chittagong district of Bengal (now in East Pakistan). In the early life of his monkhood he acquired proficiency in Pāli and in Buddhist literature in Chittagong under the guidance of two prominent and learned Mahatheras- Venerable Dharmakathika Mahasthavira at Binajuri and Venerable Visuddhananda Mahasthavira at Abdulapur. After completing his studies in Chittagong, he went over to Ceylon in 1928 for further study where he stayed for five years and specialised his studies in the three branches of Pāli Pitakas along with the different versiong of the commentaries. In recognition of his erudite scholarship and attainments in the Theravāda Buddhism and Buddhistic studies, two titles of Tatwabhusana and Bahussuta were conferred upon him by Venerble Wagiswara Mahathera and Ven. Upasena Mahathera respectively, the two High-priests of Ramaya Nikāya of Ceylon. He also passed the title examinations on Sutta, Vinaya and Abhidhamma in 1934, 1935, and 1936 respectively held under the Bengal Govt. Sanskrist Association and to his credit he was awarded the Anāgārika Dharmapāla Gold Medal by the Sanskrit Board for having stood first in the first class. Returning to India from Ceylon he was appointed Principal and Professor of Pāli at the Mahāmuni Pāli College in Chittagong and gradually he was raised to the position of the High Priest with the title of Rajaguru in the localmonastery of Maharaja Bahadur Nepru Sein, the Moung-in-chief of Chittagong Hill Tracts. He held these two posts with

Visit: http://www.buddhistdownload.com

high credit continuously for more than twelve years. In the meantime he became the Secretary to the Bhikkhu Mahāsabhā of Chittagong, constituted of more than 200 members of the Buddhist Holy Order. and during these years of strenuous service, he established his reputation as a very successful teacher and organiser.

In 1938 he became the President of the 16th Buddhist Council held in Satbaria, Chittagong and in 1941 he, along with his disciple Ven. Santa Rakkhita Sthavira, joined the Assam Buddhist Conference as a delegate.

In 1945 he joined the Nalanda Vidyabhavana, Calcutta, a College of the Buddha knowledge as its Vice-Principal and subsequently in 1947 he became its Principal. Since then he has been serving this institution with high credit, simultaneously he has been the Vice-President of the Bengal Buddhist Association since the year 1945. He has been associated with the Vangiya Sanskrita Siksā Parisad (Formerly Bengal Govt Sanskrit Association) as a member of the Board of Examiners both as a paper-setter as well as an examiner. Being invited by the Nepal Government, he joined the Nepal Buddhist Conference held in 1951 with his disciple Ven. Buddhadatta Sthavira.

In the year 1954 he was nominated a member of the Vangiya Sanskrita Siksā Parisad. In the same year in the month of May, he was deputed, on behalf of the Nalanda Vidyabhavana and Bengal Buddhist Association, to attend the sixth Buddhist Synod held in Rangoon under the auspices of the Government of Burma, and also he acted as a sangitikāraka in the Chastha Sangāyana there in. In the meantime with one of his Dāyaka Aswini Kumar Barua he trevelled over the important Buddhist Centers in the South-East Asia including Thailand, Cambodia etc. In 1956 he returned to Calcutta and resumed his services in the Nalanda Vidyabhavana and since then he has been serving the Institution as a its Principal and Secretary.

Bisides he associated with many cultural and religious associations. He has been acted as Vice-President of the æChattagram Sammilani" and he also elected as Vice-President of the æKavi Nabin Chandra Sen Smriti Committee."

Visit: http://www.buddhistdownload.com

His valuable writings bear ample testimony to his critical scholarship and wide reading. The range and depth of his scholarship will be evident from his numerous publications, a selected list of wich is given below :-

Books :-

(1) Bauddha Darsan (1956)- This is a book in Bengali bearing on the essential ideas of Buddhism, accurately interpreted and skilfully eo-ordinated based on Ven, Rahula Sankrityayan's work.

(2) Dhammapadam (1954)- Edited with Bengali translation and notes on important words.

(3) Buddha Vandanā.

(4) Majjhimanikāya- An authentic Bengali translation of the Pāli Majjhima-Nikāya, Vol. II.

(5) Majjhima-Nikāya, Vol. III. A Bengali translation. (Ready for the Press).

(6) Sāsanavamsa- An authentic Bengali translation of Paññāsāmi's Pāli work, which deals with the history of Buddhism in Burma and its relation to India (Now ready or the Press).

(7) Milinda Pañha- A text with Bangali translation. (In preparation)

Besides books, Ven. Dharmadhara Mahasthavira has to his credit numerous papers on Buddhism and Buddhistic Culture contributed by him to different learned journals. Some of the important articles are noted below :-

The articles contributed to-

A .The Sanghasakti- A Bengali Journal issued from Rangoon.

(1) Bhāva Parivartan (1931)
(2) Vimukti Sukha (1931)
(3) Carama Sānti (1932)
(4) Anādi Samsāre (1932)
(5) Nirvāna (1933)
(6) Buddhadharma and Sankarācārya (1933)
(7) Janmāntaravād (1933)
(8) Pratisambhidā (1935)
(9) Kārya-Kārana-hetu-Pratyaya (1935)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(10) Abhinibbhoga Rūpa (1936)

(11) Samālocanā (1938)

(12) Karmatatva (1939)

(13) Abhidhāsan (1939)

B. In the Jagajjyoti- A Bengali journal published from Calcutta by the Bengal Buddhist Association.

(1) Bodhisatva (1951)

(2) Maitri-Sādhanā (1953)

(3) Anātmavāda (1954)

Moreover, at the request of the authors, he wrote a prefece for the book entitled æMahāparinirbāna Sūtra" edited with Bengali Translation by Ven. Pt. Dharmaratna Mahasthavira. This preface is an excellent one like a booklet from covering 10 pages written by him in 1941. The other preface was written by him in 1936 for the book entitled æMūlasikkhā Pāli." written by Ven. Subimala Bhikkhu.

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মুখবন্ধ

মধ্যম-নিকায়ের অনূদিত দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে সন্নিবেশিত সূত্র সমূহের শ্রেণীবিন্যাস ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ভূমিকায় সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে আমাদের তেমন কিছু বলিবার নাই। বিবিধ মতবাদের আলোচনা হেতু নিকায় গ্রন্থ সমূহের মধ্যে ইহার গুরুত্ব সমধিক। বহুস্থলে শাস্ত্রান্তরের সহিত তুলনা করিয়া ইহাতে প্রকৃষ্টরূপে স্বমত প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। সেই সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় আমরা এইখানে আলোচনা করিব।

১। অহিংসা ও আমিষাহার

বুদ্ধের সমসাময়িক কালে ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকল বর্ণের লোক প্রাণীহিংসা ও মাংসাহার করিতেন। মৃগয়া ছিল তাঁহাদের বীরত্বের পরিচায়ক। বাড়ীতে অতিথি আসিলে গোবৎস হত্যা করিয়া তাঁহার আপ্যায়ণ করা হইত। এই কারণে অতিথির নাম হইয়াছে গোঘ্ন। উৎসবানুষ্ঠানে মদ, মাংসের ব্যবহার চলিত। ইন্দ্রপ্রস্থে সভাগৃহ নির্মিত হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠির 'ঘৃত ও মধুমিশ্রিত পায়স, ফল-মূল, বরাহ ও হরিণের মাংস, তিলমিশ্রিত অন্ন প্রভৃতি দ্বারা দশসহস্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেন।' **(মহাভারত)**

মুনিঋষির আশ্রমেও এই নীতির ব্যতিক্রম ছিল না। শ্রীরামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য সপরিষদ ভরত যখন ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন তখন মুনিবর অতিথি সৎকার কল্পে তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'সুরাপায়িগণ সুরাপান কর, যাহারা ক্ষুধার্ত তাহারা যথেচ্ছভাবে পায়স ও সুমেধ্য মাংস ভোজন কর।' **(রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড)**

শ্রাদ্ধে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে মাংস নিবেদিত হইত। কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণের পিতৃশ্রাদ্ধে বরাহ প্রভৃতি পশুমাংস পরিবেশন করা হয়। যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবকে কহিলেন, 'পিতামহ! আমি এইরূপ শুনিয়াছি যে, পিতৃপুরুষেরা আমিষ ইচ্ছা করেন, সেই কারণে শ্রাদ্ধে বহুবিধ মাংস দেওয়া হয়।' **(ম. ভা.)**

বেদবিধান অনুসারে যজ্ঞে নানাবিধ পশুবলির প্রথা ছিল। নিবেদিত অর্ঘ্যের নামানুসারে অজমেধ, গোমেধ, অশ্বমেধ, নরমেধ, বাজপেয়, রাজসূয়, প্রভৃতি নামে যজ্ঞগুলি অভিহিত হইত। বলিপ্রদত্ত পশুমাংস প্রসাদ বা পবিত্র খাদ্যরূপে পুণ্যার্থীরা গ্রহণ করিতেন। রামায়ণে উল্লেখ আছে : 'কৌশল্যাদেবী স্বহস্তে, অশ্বমেধ যজ্ঞাশ্বের সর্বপ্রকার পরিচর্যা করিয়া পরমানন্দে তিনবার অস্ত্রাঘাতে উহাকে হত্যা করিলেন।'

বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ মৃগয়া ও মাংসাহারে অভ্যস্থ ছিলেন। তাঁহারা যুদ্ধে অনেক পশু ও নরহত্যা করিয়াছেন, যাহাদের মাংস ভোজনযোগ্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নহে। রামচন্দ্র চতুর্দশ বর্ষ বনে তাপসজীবন যাপন করিবার সময় ক্ষুধার্ত হইয়া বরাহ, হরিণ প্রভৃতি পঞ্চবিধ পশু শিকার করিয়া তাহাদের মাংস আহার করেন, রামায়ণে এই কথার উল্লেখ আছে। অথচ তাঁহাদের অনুগামী বর্তমান বৈষ্ণবদের কোন কোন সম্প্রদায় আমিষ আহার করেন না। ভারতের বহু অঞ্চলের লোক বর্তমানে নিরামিষ ভোজী। এই আদর্শ তাঁহারা কোথা হইতে পাইলেন? এই সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু বলেন, "... বৌদ্ধধর্মের প্রভাবেই ভারতে নিরামিষ আহার ও সুরাপান বর্জন প্রচলিত ও ক্রম প্রসূত হইল এবং পশুবলি নিষিদ্ধ হইল। তৎপূর্বে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ মাংস গ্রহণে অভ্যস্থ ছিলেন। (নিরঞ্জনা, ১ম, বর্ষ ১০শ সংখ্যা।)

গোহত্যার বিরুদ্ধে ভগবান বুদ্ধই প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ব্রাক্ষণধম্মিক সূত্র ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, :

"যথা মাতা-পিতা-ভাতা অঞ্ঞেবাপি চ ঞাতকা।
গাবো নো পরমা মিত্তা যাসু জাযন্তি, ওসধা ॥
অন্নদা বলদা চেতা বণ্ণদা সুখদা তথা।
এতমত্থবসং ঞত্বা নাস্‌সু গাবো হনিংসু তে ॥ (সুত্তনিপাত)

মাতা-পিতা-ভ্রাতা ও অপর আত্মীয় স্বজনের ন্যায় গরু আমাদের সকলের পরম মিত্র, যাহাদের হইতে ঔষধি অর্থাৎ দুগ্ধ, দধি, ছানা, ননী, ঘৃত প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। ইহারা অন্নদাতা, বলদাতা, সৌন্দর্য তথা সুখদাতা। অতএব পরম হিতকারীরূপে জানিয়া প্রাচীনেরা গোহত্যা করিতেন না। বর্তমান কালেও গোবধ না করা বিধেয়। ফলে গরুকে বহু কৌটি দেবদেবীর অধিষ্ঠাতা বা অধিষ্ঠাত্রীরূপে আখ্যাত করা হইয়াছে।

সেই যুগে জীবহিংসা ও সুরাপান যে পাপI মানুষের সে ধারণা ছিল না। ভগবান বুদ্ধ বহু যজ্ঞভূমিতে উপনীত হইয়া যূপকাষ্ঠ হইতে অসহায় পশুদের জীবন রক্ষা করিয়াছেন, অনেক যুদ্ধক্ষেত্রের আসন্ন সমরানল নির্বাপিত করিয়াছেন। তাঁহার কণ্ঠেই সর্বপ্রথম অহিংসার বাণী উচ্চারিত হয় :

"ন তেন অরিযো হোতি যেন পাণানি হিংসতি,
অহিংসা সব্বপাণানং অরিযো'তি পবুচ্চতি।" (ধম্মপদ)

যে ব্যক্তি প্রাণীহত্যা করে তদ্বারা সে আর্য হইতে পারে না। যিনি সকল প্রাণীর প্রতি অহিংসাপরায়ণ তিনিই আর্য বলিয়া কথিত হন।

"অহিংসকা যে মুনযো নিচ্চং কাযেন সংবুতা,
তে যন্তি, অচ্চুতং ঠানং যত্থগন্ত্বা ন সোচরে।" (ধম্মপদ)

যে সকল মুনি অহিংসাপরায়ণ এবং সতত দৈহিক সংযম রক্ষা করেন, তাঁহারা এমন অচ্যুত স্থানে গমন করেন, যেখানে গিয়া শোক করিতে হয় না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জনসাধারণের সংযত জীবনযাপনের জন্য ভগবান বুদ্ধ যে পঞ্চশীলের বিধান দিয়াছেন, তাহাতে জীবহিংসা ও মাদকদ্রব্য সেবন নিষিদ্ধ। এমন কি ধর্মের নামেও তিনি এরূপ আচরণ সমর্থন করেন নাই। বুদ্ধের বিশ্বমৈত্রী ও অহিংসাবাণীর প্রভাবে ভারতে ক্রমশঃ জীবসেবা নীতি সম্প্রসারিত হয়। সম্রাট অশোকের সময় মানুষের ন্যায় পশুদের জন্যও স্থানে স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহে অবস্থানকালে দেবদত্ত পাঁচটি প্রস্তাব লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। তন্মধ্যে একটি ছিল : "সাধু, ভন্তে! ভিক্খু ... যাবজীবং মচ্ছ-মংসং ন খাদেয্যুং বজ্জং নং ফুসেয্যা'তি" (চূলবগ্গ ৩৫৯ পৃ.) উত্তম, প্রভু! ভিক্ষুগণ যাবজ্জীবন মাছ-মাংস ভোজন করিবে না। যে ভিক্ষু মাছ-মাংস ভোজন করিবে, তাহার আপত্তি বা অপরাধ হইবে।

বুদ্ধ এই প্রস্তাব সমর্থন করেন নাই। আমিষ কিংবা নিরামিষ ভোজনের জন্য তিনি কাহাকেও বাধ্য করেন নাই। আমিষ-নিরামিষ আহার দেশ কাল পারপার্শ্বিক অবস্থা ও বাধ্যগত রুচির উপর নির্ভর করে। বুদ্ধের বিশ্বজনীন ধর্ম দেশ কাল পাত্রের গণ্ডিত মধ্যে আবদ্ধ নহে।

তবে মহাবগ্গের ভৈজষ্যখন্ধকে হস্তী, অশ্ব, কুকুর, সর্প, সিংহ, ব্যাঘ্র, দীপি, ভল্লুক, তরক্ষু ও মানুষের মাংস ভিক্ষুদের অখাদ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে প্রাতিমোক্ষে মৎস্য, মাংস, ঘৃত, মাখন প্রভৃতি উপাদেয় বা পুষ্টিকর খাদ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং ভিক্ষুদের পক্ষে উপযুক্ত, ত্রিদোষ বর্জিত, মৃত মৎস্য ও পশুমাংস ভোজন নিষিদ্ধ নহে। বৌদ্ধধর্ম প্রাণীহত্যার তীব্র বিরোধিতা করিয়াছে, মাংস ভোজনের নহে। তাহাতে সতর্কতার প্রয়েজন। এই জাতীয় এক আলোচনা জীবকসূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় :

"ভন্তে! শোনা যায়I"শ্রমণ গৌতমের উদ্দেশ্যে জীবহত্যা হয়, আর শ্রমণ গৌতম সজ্ঞানে সেই মাংস ভোজন করেনIএবং নিমিত্ত কর্মের ভাগী হন। ... যাঁহারা ইহা বলেন, তাঁহারা ভগবান সম্বন্ধে কি সত্যবাদী ... ?" বুদ্ধ : "তাঁহারা আমার সম্বন্ধে সত্যবাদী নহে ...। জীবক! আমি দৃষ্ট, শ্রুত ও পরিশঙ্কিত মাংস অপরিভোগ্য বলি এবং তদ্বিপরীতই পরিভোগ্য বলি।" (২৯ পৃ.) অর্থাৎ যদি দেখা যায় কিংবা শোনা যায় যে আমার জন্য জীব হত্যা করা হইয়াছে, অথবা এই বিষয়ে মনে সংশয় উৎপন্ন হয় তবে সেই মাংস ভোজন বিধেয় নহে, এই স্থলে নিরামিষাহার শ্রেয়। এই দোষত্রয় মুক্ত হইলে ইচ্ছুকের পক্ষে মাংস গ্রহণে দোষ নাই। অহিংসা ও আমিষাহারের মধ্যে সঙ্গতি বিধান করা অনেকের পক্ষে সহজ সাধ্য নহে। অহিংসা জীবের প্রতি, মাংসের প্রতি নহে, উহা খাদ্য, তৎসম্বন্ধে বিচার বুদ্ধিই যথেষ্ট। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কেহ কেহ বলেন, 'জীবহত্যাকারী,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মাংসক্রেতা, বাহক ও মাংসভোজী হত্যার নিমিত্ত সকলেই সমান দায়ী ও পাপী। এই বিচারের পিছনে উপযুক্ত যুক্তি নাই।

প্রাণীহত্যার পঞ্চবিধ অঙ্গ, যথা :

পাণোভবে পাণসঞ্ঞী বধচিত্তমুপক্কমো।
তেন জীবিতনাসো চ অঙ্গাপঞ্চ বধস্সিমো॥ (সদ্ধর্ম রত্নাকর)

হত্যার যোগ্যবস্তু প্রাণী হওয়া চাই। হন্তার মনে প্রাণী বলিয়া ধারণা থাকা চাই। বধ করিবার সঙ্কল্প বা তদনুরূপ চিত্ত গঠন করিতে হইবে। হত্যার নিমিত্ত উপক্রম বা প্রচেষ্টা করিতে হইবে, উহা স্বহস্তে, কিংবা আদেশের দ্বারা এই উভয়বিধ ভাবেই সম্পন্ন করা চলে। আর সেই উপক্রমে প্রাণীবধ হওয়া চাই। এই পাঁচ অঙ্গ সম্মিলিত হইলেই প্রাণীহত্যা হয়। একটির অভাব হইলে প্রাণীহিংসাজনিত শীল ভঙ্গ হয় না। শুধু মানসিক হিংসাদ্বারা প্রাণীহত্যা ও মাংসাহার সম্ভব নহে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে হত্যাকারী ব্যতীত অন্যেরা হিংসার জন্য দায়ী নহে।

চারি কারণে মানুষ পাপ-পুণ্যের অধিকারী হয়, যথা : কৃত, কারিত, অনুমোদিত ও প্রশংসিত। অঙ্গুত্তর নিকায়ে উক্ত হইয়াছে : "পাণাতিপাতে অত্তনা সম্পযুত্তো হোতি, পরং সমাদাপেতি, সমনুঞ্ঞো হোতি, বণ্ণং ভাসতি।" (৪ নি.) অর্থাৎ প্রাণীহিংসায় স্বয়ং নিযুক্ত হয়, পরকে নিয়োগ নিয়োগ করে, হত্যা শমর্থন করে এবং উহার প্রশংসা করে। ক্রেতা কিংবা ভোক্তাগণ উক্ত চার প্রকারে সংসৃষ্ট না হইয়াও স্ব স্ব কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন। মাংস ভোজীরা নিমিত্ত কর্মের ভাগী হন কিনা এ প্রশ্নে অবান্তর। যদি পূর্বোক্ত চতুর্বিধ কারণে কোনটার দ্বারা সংসৃষ্ট হন তবে তিনি নিমিত্ত কর্মের ভাগী হইবেন।

বলা হয় যে, লোকে মাংস ভক্ষণ করে তদ্ধেতু হত্যাকারী জীব হত্যা করিয়া উহার মাংস বাজারে বিক্রয় করে। যেখানে সকলে নিরামিষাশী সেখানে মাংস বিক্রয় হয় না। এই যুক্তি অকাট্য নহে। কেহ হত্যা না করিলেও সেই পরিমাণ জীবের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিত। সুতরাং মাংসাশীর অভাব হইত না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মাংস জীব নহে। আর ক্রেতার সহিত হন্তা ও বিক্রেতার সম্বন্ধ যদি অপরিহার্য হয় তবে কোন লোক একদিন মাংস খরিদ না করিলে তাহার বিরুদ্ধে বিচারালয়ে ক্ষতিপূরণের দাবী চলিতে পারিত, বস্তুতঃ তাহা হয় না। কারণ ব্যবসায়ী স্বীয় ব্যবসার খাতিরেই মাংস মজুত করিয়া রাখে। যদি কাহারও দ্বারা পূর্বে আদিষ্ট হয় তবে মাংস না কেনার জন্য অবশ্যই তাহাকে দায়ী করা চলে। ভোজন পরবর্তী ব্যাপার। উহার সহিত হত্যা বা হিংসার সম্পর্ক নাই। যে পঞ্চ অঙ্গের সমন্বয়ে সত্যিকার প্রাণীবধ হয় ভোজনের সময় উহারা থাকে না। এ ক্ষেত্রেও পূর্বোক্ত ত্রিদোষ বর্জিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। হত্যার বিরুদ্ধেই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বৌদ্ধধর্মের অভিযান, আমিষাহারের বিরুদ্ধে নহে।

আমার নেপাল ভ্রমণের সময় স্থানীয় এক ব্রাহ্মণপণ্ডিত প্রমাণ করিতে চাহেন যে নেপাল বাসীরা বৌদ্ধ নহেন; যেহেতু তাঁহারা আমিষভোজী। আমিষভোজীর পক্ষে বুদ্ধের অহিংসাধর্ম অনুসরণ সম্ভব নহে। আমাদের বক্তব্য ছিল যে বৌদ্ধধর্ম আমিষ-নিরামিষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। হিংসা না করিয়াও আমিষ ভোজন করা চলে। পক্ষান্তরে নিরামিষাশীও হিংসার জন্য দায়ী হইতে পারেন। উদাহরণ এই : স্বয়ম্ভুনাথ পর্বতের পার্শ্বে কোন নিরামিষাশীর ধান্যক্ষেত্র। তাহাতে বন্য হরিণ আসিয়া ফসল নষ্ট করে। একদা সে ফাঁদ পাতিয়া শত্রু নিধন করিল। পরিত্যক্ত মৃতদেহ মাংসাশী পশু-পক্ষীরা খাইতেছে দেখিয়া কোন মাংসভোজী সেই তাজামাংস বাড়ীতে লইয়া গেল। ইহার কিছু অংশ সে খাইল আর কিছু বিক্রয় করিল। এই ক্ষেত্রে প্রাণীহিংসাজনিত পাপ কাহার হইবে?

জীবক সূত্রের পরবর্তী অংশে ভগবান প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, ভিক্ষুরা যে স্থানে অবস্থান করেন সে স্থানে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা সহগত চিত্তে সর্বদিক প্রসারিত করিয়া বাস করেন ...। তাঁহারা ... অনাসক্তভাবে ... বিচারপূর্বক পিণ্ডপাত ভোজন করেন। তখন তাঁহারা আত্মনিপীড়নার্থ, পরনিপীড়নার্থ কিংবা উভয় নিপীড়নার্থ চিন্তা করিতে পারেন না। তখন তাঁহারা অনবদ্য আহার গ্রহণ করেন। তিনি আরও সতর্কবাণী ঘোষণা করেন যে"জীবক! যে ব্যক্তি তথাগতের কিংবা তথাগত শ্রাবকের উদ্দেশ্যে জীবহিংসা করে, সে পঞ্চকারণেই বহু অপুণ্য অর্জন করে।" [৩০ পৃ.]

২। অব্যাকৃত

বৌদ্ধধর্মে অনভিজ্ঞ কোন কোন পণ্ডিতমহলে এক ভ্রান্তধারণা প্রচলিত আছে যে, মালুঙ্ক্যপুত্রের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বুদ্ধ ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নীরবে স্বীকৃতি দান করিয়াছেন। অনেকে মূল সূত্র না দেখিয়াও এইরূপ মন্তব্য করেন। বর্তমান গ্রন্থে মূল সূত্রটি বিদ্যমান। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, মালুঙ্ক্যপুত্রের প্রশ্নে ঈশ্বরের কোন স্থান নাই। যেমন :

(১) লোক শাশ্বত?
(২) লোক অশাশ্বত?
(৩) লোক অন্তবান?
(৪) লোক অনন্তবান?
(৫) যেই জীব সেই শরীর?
(৬) জীব অন্য শরীর অন্য?
(৭) মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন?
(৮) মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন না?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৯) মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন নাও থাকেন?
(১০) এবং মৃত্যুর পর তথাগত থাকেনও না/না থাকেনও না? [৭৪ পৃ.]

এইখানে প্রথম চারি প্রশ্ন লোক বা জগৎ সম্পর্কিত। জগৎ সম্পর্কিত আলোচনাকে বুদ্ধ অবান্তর বিষয় মনে করিতেন। তৎসম্বন্ধে অঙ্গুত্তর নিকায়ে উক্ত আছে : "লোকচিন্তা ভিক্খবে অচিন্তেয্যা, ন চিন্তেতব্বা, যং চিন্তেন্তো উন্মাদস্স বিঘাতস্স ভাগী অস্স।" [চতুক্ক নি.] ভিক্ষুগণ! লোক-বিষয় অচিন্ত্য, চিন্তা করা অনুচিৎ, ইহা চিন্তা করিলে উন্মাদেরও বিঘাতের ভাগী হইতে হয়।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রশ্নে জীব ও শরীর অর্থাৎ আত্মা ও দেহের ভেদাভেদ সম্বন্ধীয়। আত্মাবাদ বৌদ্ধধর্মের প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। "এই যে আমার আত্মা অনুভব কর্তা অনুভবের বিষয় হয় এবং সেই সেইস্থানে স্বীয় ভালমন্দ কর্মের বিষয়কে অনুভব করে, আমার সেই আত্মা নিত্য=ধ্রুব=শাশ্বত=অপরিবর্তনশীল, অনন্তবর্ষ ব্যাপী একই রূপে অবস্থিত থাকিবে। "ভিক্ষুগণ! ইহা কেবল পরিপূর্ণ বালধর্ম/মূর্খ বিশ্বাস মাত্র।" [ম. নি. ১।১।২] বুদ্ধ স্বয়ং অনাত্মবাদী, সুতরাং জীবাত্মা ও দেহের ভেদাভেদ কিংবা সম্বন্ধ তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় নহে।

পরবর্তী চার প্রশ্ন মুক্তপুরুষের গতি বা নির্বাণের অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। সাধকের সিদ্ধিলাভের সঙ্গে সঙ্গে অবিদ্যা তৃষ্ণাদি ক্লেশের নির্বাণ হয়। ইহা সউপাধিশেষ নির্বাণ। মৃত্যুর সঙ্গে তাঁহার স্কন্ধের বা জীবন সন্ততির অবসান ঘটে। ইহার নাম অনুপাদিশেষ নির্বাণ।

আমরা এই মতবাদগুলি অর্থকথা ও টীকার সাহায্যে যথাস্থানে আলোচনার চেষ্টা ও মতান্তরের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছি। তাহাতে প্রমাণিত হইবে যে, এই দশ অব্যাকৃত বিষয়ের সহিত ঈশ্বরবাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই। বুদ্ধের সমসাময়িককালে ঈশ্বর কর্তৃত্ববাদ দার্শনিকদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল না।

বুদ্ধ এই দশ বিষয় অব্যাকৃত রাখার কারণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "মালুঙ্ক্যপুত্র! ইহা অর্থসংহিত নহে, আদি ব্রহ্মচর্যের উপকারী নহে, আর নির্বেদের ... অসংখত নির্বাণ ধাতুর সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত সংবর্তিত হয় না। এই কারণেই আমি তাহাদিগকে অব্যাকৃত রাখিয়াছি।" [৭৮ পৃ.]

এই সকল বিষয় ভগবানের সহিত পরিব্রাজক বচ্চগোত্তের পুনরায় আলোচনা হয়। [১১৭ পৃ.] বচ্চগোত্ত পরবর্তী চারি প্রশ্ন সম্বন্ধে বিশেষ জোর দেন; প্রশ্ন করেন; 'বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষু কোথায় উৎপন্ন হন?' বুদ্ধের উত্তর শুনিয়া পরিব্রাজক মন্তব্য করিলেন,"হে গৌতম! আমি কিছু বুঝিলাম না ... ইহাতে সম্মোহিত হইলাম। পূর্ব আলোচনায় মাননীয় গৌতম সম্বন্ধে আমার যাহা প্রসাদ (শ্রদ্ধা) ছিল, ইদানীং আমার তাহাও অন্তর্হিত হইল।"

"বচ্চ! নিশ্চয় তোমার পক্ষে ... সম্মোহিত হওয়া স্বাভাবিক, কারণ বচ্চ! এই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রত্যয়াকার (কার্য-কারণ) ধর্ম গম্ভীর ... পণ্ডিত বেদনীয়। সুতরাং তোমার ন্যায় অন্য মতাবলম্বী, অন্য আচার্যের অনুগামীর পক্ষে সে ধর্ম জানা দুষ্কর।"

বুদ্ধ তখন প্রজ্বলিত অগ্নি নির্বাপনের উদাহরণ দিয়া তাঁহাকে বুঝাইলেন,"যদি বচ্চ! তোমাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার সম্মুখে যে অগ্নি নির্বাপিত হইল সে অগ্নি এস্থান হইতে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর বা দক্ষিণ কোন দিকে গেল? ... তবে তুমি কি উত্তর দিবে?"

"ভো গৌতম! কোথায়ও গেল একথা বলা চলে না। যেই তৃণ-কাষ্ঠ উপাদান অবলম্বনে (ইন্ধনের সাহায্যে) অগ্নি জ্বলিয়াছিল, তাহার (উপাদানের) অবসান হেতু এবং অন্য নূতন উপাদান আহরিত না হওয়ায় ইন্ধনহীন হইয়া আগুন নিভিয়া গিয়াছে, ইহাই বলা চলে।"

নির্বাণের অর্থ হইল নির্বাপিত হওয়া, দীপ বা অগ্নি জ্বলিতে জ্বলিতে ইন্ধন অভাবে নিভিয়া যাওয়া।

প্রতীত্যসমুৎপন্ন (বিচ্ছিন্ন প্রবাহরূপে উৎপন্ন) নামরূপ (চেতন ও ভৌতিকতত্ত্ব) তৃষ্ণার আকর্ষণে সম্মিলিত হইয়া যে এক জীবন প্রবাহরূপে প্রবাহিত হইতে থাকে সেই প্রবাহের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদই নির্বাণ। পুরাতন, তৈল, সলিতা বা ইন্ধন জ্বলিয়া নিঃশেষ হইলে, নূতন আমদানি না হইলে যেমন প্রদীপ বা অগ্নি নিভিয়া যায়; সেইরূপ আস্রব সমূহের=চিত্তমনের=ক্ষয় হইলে এই সংসরণ বিনষ্ট হইয়া যায়। নির্বাণ নিভিয়া যাওয়া, নির্বাপিত হওয়া ইহা উহার শব্দার্থেই প্রকাশ পাইতেছে। এই ভাব প্রকাশের নিমিত্ত বুদ্ধ স্বয়ং এই বিশেষ শব্দকে নির্বাচন করিয়াছেন। কিন্তু নির্বাণগত পুরুষের কি গতি হয়, এই প্রশ্নকেও তিনি সঙ্গে সঙ্গে অযৌক্তিক ঘোষণা করিয়াছেন। অনাত্মবাদী দর্শনে উহার (নির্বাপিতের) কি গতি হইতে পারে, তাহাত সহজেই উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু সে ধারণা 'বালানং ত্রাসজনকং'[অজ্ঞদের ভীতিজনক [বৌদ্ধদর্শন ৩৯ পৃ.]

বুদ্ধ এই সকল মতবাদকে 'দৃষ্টি সংযোজন' বা ভ্রান্ত, ধারণার বন্ধন বিশেষ মনে করিতেন। "ইহাদের আলোচনা ... নির্বাণমুক্তির জন্য সংবর্তিত হয় না, সহায়তা করে না। সুতরাং বচ্চ! এবম্বিধ দোষ দেখিয়াই আমি এই সমস্, ভ্রান্ত, দষ্টি গ্রহণ করি নাই।" [১১৮ পৃ.]

যে সকল বিষয় আলোচনা করিয়া আত্মোন্নতির কিংবা পরোপকারের সম্ভাবনা নাই, সে সকল বিষয় চর্চা করা তিনি নিরর্থক মনে করিতেন। এই কারণে এই প্রশ্নগুলি অব্যাকৃত রাখা হইয়াছে।

৩। বুদ্ধবচন

পরধর্মের উন্নতি দর্শনে কেহ কেহ বিচলিত হন, সেই ধর্মের কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখিলে বলেন, উহাতে আর অভিনবত্ব কি? উহা আমাদের ধর্মেও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আছে। এই বলিয়া নিজের ধর্মের সহিত তাহার সামঞ্জস্য করিয়া তৃপ্তি লাভের প্রয়াসী হন। এই ধরণের লোক অতীতে যেমন ছিল, বর্তমানেও বিরল নহে, ভবিষ্যতেও থাকিবে। বুদ্ধের সময় এই জাতীয় লোক হিসাবে দেখা যায় পরিব্রাজক মাগন্দিয়কে। [ম. নি. ২।৩।৫]

পরিব্রাজকের সহিত কথা প্রসঙ্গে ভগবান নিম্নোক্ত উদান উচ্চারণ করিলেন, "আরোগ্য পরম লাভ, ... নির্বাণ পমর সুখ।"

"হে গৌতম! আমিও আমার পূর্ব পরিব্রাজক আচার্য-প্রচার্যদের ভাষণে শুনিয়াছি"আরোগ্য ... পরম সুখ।' উহার সহিত ইহা বেশ সামঞ্জস্য হইতেছে।"

"মাগন্দিয়! তুমি যে ... শুনিয়াছ ... উহাতে আরোগ্য কি প্রকার আর নির্বাণই বা কি প্রকার?"

তখন পরিব্রাজক স্বীয় দেহ হস্তদ্বারা মার্জনা করিতে করিতে বলিলেন,"ভো গৌতম! ইহাই আরোগ্য, ইহাই নির্বাণ।"

"মাগন্দিয়! জ্ঞানহীন অন্ধ অন্য তৈর্থিকগণ ... নির্বাণ দেখেন নাই, তথাপি এই গাথা বলিয়া থাকেন। ... পূর্বের অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধগণ এই গাথা ভাষণ করিয়াছেন। ... সেই গাথার অংশ বর্তমানে ধীরে ধীরে প্রাকৃতজনের মধ্যে প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে। [১৩৮ পৃ.]

অর্থকথায় উক্ত হইয়াছে"এই ভদ্রকল্পের বিপস্‌সী, কণকমুনি ও কশ্যপ বুদ্ধ ... এই গাথা ভাষণ করিয়াছেন। ... তখন ইহা জনসাধারণ শিক্ষা করে। শাস্তার পরিনির্বাণ হইলে ইহা পরিব্রাজকদের মধ্যে প্রচলিত হয়। তাঁহারা গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়া পদদ্বয় মাত্র রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।"[প. সূ.]

বুদ্ধের অবর্তমানে তাঁহাদের লোকোত্তর ধর্ম অন্তর্হিত হইলে অহিংসাদি লৌকিক শ্রেষ্ঠ ধর্মমত সমূহ বেদের পুষ্টিসাধন করে। সেই কারণে পুরাণে বুদ্ধের প্রতি নিম্নোক্তরূপে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইয়াছে,–

"নমো বেদ রহস্যায় নমস্তে, বেদযোনয়ে।
নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় নমস্তে, জ্ঞানরূপিনে॥"

যিনি বেদের রহস্যরূপ, যিনি বেদ সমূহের যোনি বা উৎপত্তি স্থান আর যিনি সাক্ষাৎ জ্ঞানস্বরূপ সেই শুদ্ধ বুদ্ধকে নমস্কার। জগতের বহু ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পকলার ন্যায় বেদেও বুদ্ধের প্রভাব অনস্বীকার্য।

যেই বাক্য অর্থবান, ধর্মপদ সংযুক্ত, ত্রিলোকের ক্লেশ নাশক আর শান্তির প্রশংসা জ্ঞাপক উহা বুদ্ধ বচন। যাহা তদ্রূপ নহে তাহা বুদ্ধ বচন নহে।

[বো. চ. পঞ্জিকা ৪৩২ পৃ.]

চিত্ত শান্তিকর সমস্ত, সুভাষিত বাক্যই বুদ্ধ বচন। সুতরাং শাস্ত্রান্তরে যে সকল প্রাসাদিক বাক্য আছে সে সকল বুদ্ধ বচন। এই যুক্তিতে বেদ বাক্যের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মধ্যে যাহা হিংসাদি দোষহীন তাহাকে বুদ্ধ বচন বলা চলে। এই বৌদ্ধ পরম্পরা মধ্যে প্রসিদ্ধি আছে যে, প্রাচীন ঋষিরা দিব্যচক্ষে দেখিয়া ভগবান কশ্যপ বুদ্ধের বাণীর সহিত মিলাইয়া মন্ত্রকে জীবহিংসা রহিত ভাবে রচনা করেন। কিন্তু পরবর্তী বাহ্মণেরা জীবিকার নিমিত্ত প্রাণীহিংসাদি সংযোগ করিয়া বেদকে বুদ্ধ বচনের বিরুদ্ধে করিয়াছেন। বেদবাক্যে যে শান্তভাব আছে, তাহা বুদ্ধ বচনের সমান; আর যাহা অশান্তভাবে আছে উহার প্রত্যাখ্যান বুদ্ধবাণীতে দেখা যায়। [বোধিচর্যাবতার পরিশিষ্ট]

৪। অপৌরুষের বাদ খণ্ডন

বেদগ্রন্থাবলী কোন পুরুষের রচিত নহে, এই সিদ্ধান্তের নাম অপৌরুষেয় বাদ। যদিও কোন বুদ্ধিমানের বিচারে ইহা অসম্ভব তথাপি পূর্বকালে এই জাতীয় ধারণা পোষণ করা আশ্চর্যের বিষয় ছিল না।

অপৌরুষেয় বাদের উপর ভিত্তি করিয়া বেদের নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। অপৌরুষেয়ত্বে বিশ্বাসীর পক্ষে উহার নিত্যতা স্বীকার করিতেই হয়। আবার এই পৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্বকে যুক্তি বিচারে প্রমাণিত করা কঠিন; সুতরাং এই সকল গ্রন্থের কেহ না কেহ রচয়িতা থাকা বাঞ্ছনীয়। তাই তাঁহারা ঈশ্বরকে বেদের প্রণেতা স্বীকার করিলেন :

"তেনেশ্বরেন প্রণয়নাদ্ বেদস্য প্রামাণ্যম্।" (শঙ্কর মিশ্র)

বেদের প্রমাণতা এই কারণে যে ইহা ঈশ্বরের প্রণীত, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন বিরুদ্ধ মত প্রচলিত আছে। তিনি সাকার কি নিরাকার, কোথায় বসিয়া বিভিন্ন যুগে এই গ্রন্থগুলি কিভাবে রচনা করিলেন,এরূপ নানা প্রশ্ন মনে জাগে। কোন মন্ত্রের রচয়িতার নাম না পাইলে উহা ঈশ্বর প্রণীত বলা চলে না। এমন অনেক পল্লীগাথা লোক পরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছে যাহাদের রচয়িতার নাম জানা নাই, সেই কারণে এই গুলি ঈশ্বর প্রণীত বলা যুক্তি সঙ্গত নহে।

ত্রিপিটকের নানাস্থানে উক্ত আছে, "প্রাচীন ঋষিরা বেদের কর্তা। অষ্টক, বামক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, অঙ্গিরা, ভরদ্বাজ, বশিষ্ট, কশ্যপ ও ভৃগুকে বেদমন্ত্রের কর্তা ও প্রবর্তক বলা হইয়াছে। [চঙ্কীসূত্র ২৯২ পৃ.]

তাঁহাদের রচিত সূক্ত সংখ্যা আধুনিক পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন। "ঋগ্‌বেদের ঋষিদের মধ্যে বামকের নাম নাই, অংগিরার নিজস্ব মন্ত্র নাই। কিন্তু অঙ্গিরা গোত্রীয়দের সাতান্নের অধিক সূক্ত আছে। ... অবশিষ্ট আট ঋষিদের রচিত ঋগ্‌মন্ত্র এই প্রকার,–

নাম	সূক্ত সংখ্যা
১। অষ্টক (বিশ্বামিত্র পুত্র)	১
২। বামদেব (বৃহদুক্‌খ, মূর্ধণ্বা, অংহোমুচের পিতা)	৫৫

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। বিশ্বামিত্র (কুশিকপুত্র)	৪৫
৪। জমদগ্নি (ভার্গব)	৪
৫। ভরদ্বাজ (বৃহস্পতি পুত্র)	৬০
৬। বশিষ্ট (মিত্রাবরুণ পুত্র)	১০৫
৭। কশ্যপ (মরীচি পুত্র)	৭
৮। ভৃগু (বরুণ পুত্র)	১

[বৌদ্ধ দর্শন ৩১ পৃ.]

দীঘনিকায়ের অগ্গঞ্ঞসূত্রে বুদ্ধ বলিছিলেন,"তাঁহারা অরণ্যে পর্ণকুটী নির্মাণ করিয়া তথায় ধ্যান করিতেন। ... তন্মধ্যে অনেকে ধ্যানে সিদ্ধি লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া গ্রাম কিংবা নিগম সমীপে আসিয়া গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। ... সেই সময় তাঁহাদিগকে নীচ মনে করা হইত; কিন্তু বর্তমানে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ প্রতীত হইয়া থাকেন।"

বুদ্ধের পূর্ববর্তী যাস্ক আপন নিরুক্তে ঋষিদিগকেই মন্ত্রের প্রবক্তা বলিয়াছেন–

"সাক্ষাৎকৃত ধর্ম্মান্ ঋযয়ো বভূবুঃ। তে অবরেভ্যো অসাক্ষাৎকৃত ধর্ম্মভ্য উপদেশন মন্ত্রান্ সম্প্রাদুঃ। **[অধ্যায় ১, খণ্ড ২০]**

যাঁহারা ধর্মের সাক্ষাৎকার করিয়া ঋষি হইয়াছেন, তাঁহারা উপদেশ দ্বারা অসাক্ষাৎকৃত ধর্মা অবর (হীন) গণকে মন্ত্র প্রদান করেন।

যাস্ক কেবল এই পর্যন্ত, নহে্‌Iপ্রত্যুত ঋষি পরম্পরার উপর আলোক সম্পাত করিতে গিয়া ইহাও বলিয়াছেন যে তাঁহারা ধর্ম সাক্ষাৎকার করেন নাই তাঁহারা প্রাচীন ঋষিদের উপদেশ বা মন্ত্র সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

"উপদেশায় গ্লায়ন্তো অবরে বিল্মগ্রহণায়েমং গ্রন্থং সমাণাসিষুর্বেদং চ বেদাঙ্গানি চ।" [নিরুক্ত অধ্যায় ১, খণ্ড ২]

উপদেশ গ্রহণে অসমর্থ সে অবর (হীন) লোকেরা এই গ্রন্থ (=নিঘণ্টু) তথা বেদ ও বেদাঙ্গসমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন।

দেখা যায় বুদ্ধের উক্তি ও যাস্কের মতের মধ্যে বেশ সামঞ্জস্য বিদ্যমান। বেদ ঋষি প্রণীত্যIএই মত জৈমিনির পূর্ব সময় পর্যন্ত, প্রচলিত ছিল। এই অসম্ভব অপৌরুষেয়ত্ব বর্ণনায় জৈমিনি ও তাঁহার অনুগামীগণ কিছু মাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে এই অপৌরুষেয় বাদের সিদ্ধান্ত, আবিষ্কার করিয়া নিজেরা যশস্বী হইয়াছেন। পরবর্তী তার্কিক জয়ন্ত, ভট্ট মীমাংসদিগকে বলিয়াছেন্যI"হাঁ, আপনারা নিশ্চয় যশ পান করিয়াছেন। আপনারা চাই যশ পান করুন, চাই দুধ পান করুন অথবা স্বীয় বুদ্ধির জড়তা অপনোদনের নিমিত্ত ব্রাহ্মীঘৃত পান করুন, কিন্তু এই বিষয় নিঃসন্দেহ যে বেদ কোন না কোন পুরুষের দ্বারা রচিত হইয়াছে। অবশ্য উহার রচনাতে কিছু বৈচিত্র্য আছে, সে বৈচিত্র্যের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দরুণ উহা কাহারো রচিত নহে বলা সম্পূর্ণ অভিনব যুক্তি মাত্র।"

"মীমাংসকা যশঃ পিবন্তু পয়োব পিবন্তু বুদ্ধি জাড্যাপনয়নায় ব্রাহ্মীঘৃতং বা পিবন্তু। বেদস্তু পুরুষ প্রণীত এব নাত্র ভ্রান্তিঃ।... বৈচিত্র্যমাত্রেন বেদে কর্ত্রভাবো রূপাদেব প্রতীয়তে নূতনেয়ং বাচোযুক্তি।" [ন্যায় মঞ্জুরী, আহ্নিক ৪]

৫। সর্বজ্ঞতার স্বরূপ

ভারতীয় দর্শনের অধিকাংশ শাখাই সর্বজ্ঞতা ভাব স্বীকার করে। 'সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ' বাদরায়ণের এই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন[I"ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিস্বরূপ, উহার মায়া-মহান; উহাতে সর্বধর্মের সমন্বয় হয়।"

পতঞ্জলি যোগীদের সর্বজ্ঞতা স্বীকার করিতেন। যোগীরা সংযম ও সাধনা বলে যে জ্ঞান অর্জন করেন, উহার নাম 'তারক'। উহা সমস্, বিষয় ও বিষয়ের সর্ব-অবস্থার জ্ঞান-যার জন্য কোন ধারাবাহিকতার প্রয়োজন নাই। একবারেই করতলামলবৎ জানিতে পারেন।

"তারকং সর্ব্ববিষয়ং সর্ব্বথা বিষয়ক্রমং চেতি বিবেকজং জ্ঞানম্॥"

[যোগ-সূত্র ৩।৫৪]

ঈশ্বরে সর্বজ্ঞবীজ নিরতিশয় বা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। উহা কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে। উহা প্রাচীন ঋষিদের গুরু।

"তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম্ [স] পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাত্॥

[যোগ-সূত্র ১। ২৫।২৬]

যোগিগণের সর্বজ্ঞতা সম্বন্ধে কণাদও বিশ্বাস করিতেন। তিনি বলেন,"আত্মা ও মনের সংযোগ বিশেষে (ধ্যানে) আত্মার ও অন্যদ্রব্য সমূহের জ্ঞান জন্মে।"

"আত্মান্যাত্মমনসোঃ সংযোগবিশেষাদাত্মপ্রত্যক্ষম্। তথা দ্রব্যান্তরেষু।

[বৈশেষিক-সূত্র ১। ১। ১১, ১২]

এই সর্বজ্ঞতা বাদের দাবী করিয়াই ধর্ম প্রবর্তকেরা নিজেদের বাণী জনসমাজে প্রচার করিয়াছেন। সর্বজ্ঞতাবাদ ব্রহ্ম কিংবা ঈশ্বরের সহিত জড়িত হউক, অথবা মহাবীর, বুদ্ধ, কপিল, কণাদ, অক্ষপাদ, পতঞ্জলী প্রভৃতি যাহার সহিত যুক্ত হউক না কেন ইহার উদ্দেশ্য কেবল দৃষ্ট জগতের উপর অদৃষ্ট জগতকে তুলিয়া ধরা। বস্তুতঃ অদৃষ্ট জগতকে সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের পক্ষে সর্বজ্ঞতাবাদের প্রয়োজন ছিল।

জৈনগণ প্রথম হইতেই তাঁহাদের ধর্ম প্রবর্তক বর্ধমান মহাবীরকে সর্বজ্ঞ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। আচারংগ সূত্রে বলা হইয়াছে :

"সে ... জিনে কেবলী সব্বঞ্ঞু সব্বভাব দরসী।"

তিনি কেবলী, জিন, সর্বজ্ঞ ও সর্বপদার্থের দ্রষ্টা। আবশ্যক নিরুক্তে বলা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইয়াছে,–

"তং নত্থি জং ন পাসয্হ ভূযং ভব্যং ভবিস্সং চ।"

ভূত ভবিষ্যত ও বর্তমানের এমন কোন পদার্থ নাই যাহা তিনি জানেন না।

বৌদ্ধ সাহিত্যে ও বর্ধমান মহাবীরের সর্বজ্ঞতা সম্বন্ধে দাবীর উল্লেখ দেখা যায়। মধ্যম নিকায়ে চূলদুক্খক্খন্ধ সূত্রে (১৪) বলা হইয়াছে, "নিঘণ্ঠনাত পুত্র সর্বজ্ঞ।"

বর্তমান খণ্ডের সন্দক সূত্রে (৭৬) এ বিষয় পরিহাসচ্ছলে উল্লিখিত হইয়াছেÏ"এখানে কোন শাস্তা সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, অশেষ জ্ঞানদর্শন জানার দাবী করেন ...। তথাপি তিনি শুন্যগৃহে প্রবেশ করেন, (তথায়) ভিক্ষা লাভ করেন না ...। (আপনি সর্বজ্ঞ হইয়া) এই কি (করিতেছেন)?" জিজ্ঞাসিত হইলে বলেন,"শূন্যগৃহে প্রবেশের আমার নিয়তি ছিল, তাই প্রবেশ করিলাম। ভিক্ষা না পাইবার নিয়তি ছিল, তাই পাইলাম না ...। (১৪৭ পৃ.) তাহা হইলে প্রশ্ন হইল, ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমান কালের সর্ববিষয় জানার দাবীর সার্থকতা কি?

বৌদ্ধেরাও বুদ্ধকে সর্বজ্ঞ মনে করেন। ত্রিপিটকের বিভিন্ন স্থানে এই কথার উল্লেখ থাকিলেও বুদ্ধ তাহা সোজাসোজি ভাবে স্বীকার করেন নাই। পরিব্রাজক বচ্চগোত্ত ভগবানকে বলিলেন,"শুনা যায় ভন্তে! শ্রমণ গৌতম সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, নিখিল বিশ্বের সর্বপ্রকার জ্ঞান দর্শন অবগত আছেন। চলন, দাঁড়ান, সুপ্ত ও জাগরণ অবস্থায় তাঁহার জ্ঞানদর্শন উপস্থিত থাকে। ... যাহারা এরূপ বলে তাহারা কি ভগবান সম্বন্ধে যথার্থবাদী?"

"বচ্চ! তাহারা আমার সম্বন্ধে যথার্থবাদী নহে ...।" [১১৫ পৃ.]

রাজা প্রসেনদি কোশলকে বুদ্ধ বলিতেছেনÏ"মহারাজ! আমি যে বাণী প্রচার করিয়াছি তাহা এইরূপÏ'এমন কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ নাই যিনি একইবারে (সকিদেব) সমস্, জানিবেন, সমস্, দেখিবেন; ইহা সম্ভব নহে।" **[কণ্ণকত্থল সূত্র ২৫৩ পৃ.]**

আচার্য নাগসেন 'মিলিন্দ প্রশ্নে' বুদ্ধকে সর্বজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেনÏ"বুদ্ধ সর্বজ্ঞ ছিলেন।" [১২১ পৃ.]

কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে তিনি প্রতিক্ষণে সংসারের যাবতীয় ঘটনা অবগত হইতেন। তাঁহার সর্বজ্ঞতা ছিল ধ্যান সাপেক্ষÏঅভিজ্ঞাপাদক ধ্যান সহকারে যে কোন বিষয় তিনি জানিতে সমর্থ হইতেন।

আচার্য নাগসেনের বাণী কণ্ণকত্থল সূত্রকে সমর্থন করিতেছে। একবারে নহেÏপরন্তু যখন যাহা জানিবার প্রয়োজন হয় তখন তাহা জানা বুদ্ধের পক্ষে সম্ভব ছিল। সুতরাং বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা ও অপরের সর্বজ্ঞতায় বিলক্ষণ প্রভেদ বিদ্যমান। অন্যেরা সদাসর্বদা সর্ববিষয় দেখিয়া থাকেন আর বুদ্ধ যখন যাহা জানার প্রয়োজন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বোধ করেন তখন তাহা জানিতে পারেন।

আচার্য শান্তরক্ষিত 'তত্ত্ব সংগ্রহে' এ বিষয় পুনরুল্লেখ করিয়াছেন :

"যদ্যাদিচ্ছতি বোদ্ধোং বা তত্তদ্বেত্তি নিরোগতঃ।
শক্তিরেবং বিধা তস্য প্রহীণাবরণো হ্যসৌ ॥"

তিনি যে বিষয় জানিতে ইচ্ছুক তাহা ধ্যানযোগে জানিতে পারেন। তাঁহার শক্তি এতাদৃশী, যেহেতু তাঁহার যাবতীয় আবরণ (অবিদ্যাদি) পরিত্যক্ত হইয়াছে।

বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা স্বীকার করিলেও বৌদ্ধেরা উহার উপর বিশেষ জোর দেন নাই। বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা বিষয় অপেক্ষা ধর্মবিষয়ের উপরই তাঁহাদের আকর্ষণ অধিক। ধর্মকীর্তি 'প্রমাণ বার্তিকে' বলিয়াছেন–

"হেয়োপাদেয় তত্ত্বস্য সাভ্যুপায়স্য বেদকঃ।
যঃ প্রমাণমসাবিষ্টো ন তু সর্ব্বস্য বেদকঃ ॥"

তিনি উপায় সহিত হেয় ও উপাদেয় তত্ত্বের উপদেশ প্রদান করেন, এই কারণে বৌদ্ধেরা বুদ্ধকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন।তিনি সর্ব বিষয়ের জ্ঞাতা বলিয়া নহে।

স্থির বুদ্ধিতে চিন্তা করিলে নিশ্চয় প্রতিভাত হইবে যে, কোন মহাপুরুষের পক্ষে তিনি যত বড় জ্ঞানীই হউন না কেন।এক সঙ্গে বিশ্বের সকল ঘটনা জানা ও দেখা কেবল অবিশ্বাস্য নহে, অসম্ভবও বটে। যদি কেহ সতত জগতের সকল বিষয় জানার দাবী করেন তবে তাঁহার পক্ষে সারাক্ষণ আহার নিদ্রা কিছুই হইবে না। কারণ এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে নিরন্তর কত অসংখ্য বিচিত্র ঘটনাই না সংঘটিত হইতেছে।

৬। জাতিভেদের অনর্থ

জাতিভেদের ভিত্তি শুধু অন্ধবিশ্বাসে নহে, পরন্তু ইহার মূলে রহিয়াছে স্বার্থপরতা, ঘৃণা ও হিংসা। শূদ্র সম্বন্ধে মনু প্রভৃতি যাহা বলিয়াছেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি-পাত করিলে এ বিষয়ে দৃঢ় প্রতীতি জন্মে। রামায়ন ও মনুস্মৃতির উক্তিরূপে হিন্দিতে তুলসীদাসের এক কবিতায় বলা হইয়াছে :

"পূজিত্র বিপ্র সকলগুণহীনা-শূদ্রন গুণগণ জ্ঞান প্রবীণা।
ঢোল গমার শূদ্র পশুনারী-সকল তাড়নাকে অধিকারী ॥"

সর্ববিধ গুণহীন হইলেও ব্রাহ্মণকে পূজা করিবে, গুণরাজি ও জ্ঞানে প্রবীণ হইলেও শূদ্রদিগকে পূজা করিতে নাই। ঢোল, গ্রাম্যলোক, শূদ্র, পশু এবং নারী ইহারা সর্ববিধ উৎপীড়নের অধিকারী বা যোগ্য। এখানে শূদ্র নারীকে পশুর সমান কল্পনা করা হইয়াছে।

কূটবুদ্ধির চক্রান্তে, এক সময় ভারতীয় জনতার এক বৃহত্তর অংশ শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা, জ্ঞানচর্চা, মানবোচিত অধিকার ও সাম্য ব্যবহারে বঞ্চিত ছিল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আজও তাঁহাদের সংখ্যা বহুকোটি, যার জন্য স্বাধীন ভারত সরকারকে আইন করিয়া এই অস্পৃশ্যতা বর্জন করিতে হইয়াছে।

এই জাতিভেদকে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ করিবার নিমিত্ত প্রবল প্রয়াস চলিয়াছে। বুদ্ধের সময়েও কোন কোন লোকের ধারণা ছিল যে, ব্রহ্মার মুখ হইতেই ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই কারণে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ :

"ভো গৌতম! ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ, অন্য বর্ণ হীন। ... ব্রাহ্মণেরাই ব্রহ্মার ঔরসপুত্র, ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্মজ, ব্রহ্ম-নির্মিত, ব্রহ্মের দায়াদ।"

এই যুক্তি খণ্ডনের নিমিত্ত বুদ্ধ বলিয়াছেন :

"অশ্বলায়ন! বস্তুতঃ ব্রাহ্মণদের গৃহে ব্রাহ্মণীদিগকে ঋতুমতী হইতে, গর্ভধারণ করিতে, প্রসব করিতে ও স্তন্য পান করাইতে দেখা যায়; তাঁহারা ব্রাহ্মণী যোনিজ হইয়া এইরূপ বলে কেন?" [২৭৭ পৃ.] অর্থকথাকার বলেন যে, "যদি তাহা হয় তবে ব্রাহ্মণীদের গর্ভাশয় ব্রহ্মার উরু? এবং প্রস্রাবমার্গ ব্রহ্মার মুখে পর্যবসিত হয়।" [প. সূ.]

এই সূত্রে নানা যুক্তি-উপমার সাহায্যে বুদ্ধ পমাণ করিয়াছেন যে, চার বর্ণই সমান এবং শুদ্ধ। জন্মের দোহাই দিয়া কাহারও শ্রেষ্ঠত্ব-হীনত্বের বিচার ভিত্তিহীন।

"অশ্বলায়ন! প্রথমে তুমি জাতিবাদে গিয়াছিলে, জাতি হইতে মন্ত্রে পৌঁছিলে, তৎপর তপস্যায় উপনীত হইলে; অধুনা আমি যাহা উপদেশ করিতেছিI তুমি সেই 'চাতুবর্ণ্য শুদ্ধিতে' প্রত্যাবর্তন করিলে।" ২৮১? এসুকারী সূত্রে চারিবর্ণের ... করিবেন?" [২৯৯ পৃ.]

বাশিষ্ট ও ভারদ্বাজ নামক দুই শিক্ষাব্রতী ব্রাহ্মণ যুবকের মধ্যে সংশয় জাগ্রত হইল, 'কি প্রকারে ব্রাহ্মণ হয়।' ইহার সমাধান করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহারা বুদ্ধের সমীপে উপনীত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন–

"জন্মে হয় কিংবা কর্মে কিসে হয় যথার্থ ব্রাহ্মণ?"

ভগবান কহিলেন, "তৃণ-বৃক্ষলতা, ক্ষুদ্র কীট-পিপীলিকা পতঙ্গাদি, ছোট বড় চতুষ্পদ জন্তুগণ, উরগনিচয়, মৎস্যাদি জলচর প্রাণীসমূহ ও পক্ষীগণ জন্মগত চিহ্নের দরুণ ভিন্ন জাতি হয়; কিন্তু মানুষের মধ্যে তদ্রূপ জন্মগত বিভিন্ন গঠন নাই। কেশ, শির, চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকল, মুখ, নাক, ওষ্ঠ, ভ্রূ-যুগল, গ্রীবা, অংস, পৃষ্ঠ, উদর, শ্রোণি, বক্ষঃ গুহ্যদেশ, হস্ত, পদ, নাক, অঙ্গুলি, জংঘা, উরু, বর্ণ ও কণ্ঠস্বরে কোন পার্থক্য নাই।" [৩১০ পৃ.] সুতরাং জন্মের দরুণ ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণত্বের দাবী যুক্তিসঙ্গত নহে।

প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ যদ্বারা অনেকের মধ্য হইতে একজনকে বাছিয়া লওয়া যায়Iতাহা ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণে যেরূপ দেখা যায়,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণেও সেরূপ স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান।

"বস্তুতঃ জন্মহেতু কেহ ব্রাহ্মণ কেহ অব্রাহ্মণ হয় না। কর্মবশে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ হয়। কৃষক, শিল্পী, বণিক, প্রেষ্য, চোর, যোদ্ধা, যাচক ও রাজা কর্ম নিবন্ধন হইয়া থাকে।"

জন্মগত সাম্যবাদ ভারবর্ষে বহু শতাব্দীব্যাপী অব্যাহত ছিল। ফলে বিদেশাগত গ্রীক, শক, হুন, প্রভৃতি দুধর্ষ জাতি ভারতের সাম্য-মৈত্রী ও অহিংসা নীতিতে আপন স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ভারতীয় সমাজে মিশিয়া গিয়াছে। এই মতবাদ পরবর্তী মহাভারতেও স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে :

"ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্ ॥
বৃত্তেস্থিতশ্চ শূদ্রোপি ব্রাহ্মণত্বং চ গচ্ছতি।"

ব্রাহ্মণ কূলে জন্ম, সংস্কার, বিদ্যা এই সকল ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে, কিন্তু ব্রাহ্মণোচিত সদাচারই উহার কারণ। যিনি সদাচারে স্থিত আছেন তিনি শূদ্র হইয়াও ব্রাহ্মণত্বের অধিকারী হন।

এই নীতি উপেক্ষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের বৈষম্যমূলক জাতিভেদ প্রথা আবার মাথা তুলিয়াছে। ভারতীয় জাতি শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া সাম্য, মৈত্রী, সংহতি ও স্বাধীনতা হারাইয়াছে। পরস্পরে অকারণ ঘৃণা ও হিংসা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বহিরাগতকে আপন করা আর সম্ভব হয় নাই। ফলে বৃহত্তর ভারত আজ দ্বিধা খণ্ডিত হইয়াছে।

এই সর্বনাশকর জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে ভারতীয় মনীষিগণ যুগে যুগে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পণ্ডিত শ্রীনেহেরু বলেন, "ভারতে বহুশত বৎসর ধরিয়া জাতিভেদ প্রথা অভিশাপের মত বিরাজ করিতেছে। উহা ভারতের দুর্বল ও উহার মর্য্যাদাহানি করিয়াছে। উহা তাহাদিগকে বিভক্ত করিয়াছে এবং তহাদিগকে বিদেশী বিজয়ীদের দাসত্ব স্বীকারে বাধ্য করিয়াছে। উহা ঐক্যবোধ তিরোহিত করিয়াছে। উহা বহু সংখ্যক দেশবাসীর মর্যাদা হানি করিয়াছে, কারণ বহু দেশবাসী এই হীনতা চাপাইয়া দিয়াছে। ভারতে এই প্রথার কোন স্থান নাই।" **[নিরঞ্জনা ১ম বর্ষ ১০ম** সংখ্যা]

নবার্জিত স্বাধীনতার স্থিতি ও উন্নতির নিমিত্ত বর্তমান ভারতে শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থার একান্ত, প্রয়োজন। তজ্জন্য মানুষের হৃদয় গঠনে বৌদ্ধ সাম্যবাদ পরম সহায়ক হইবে।

পালিসাহিত্য ভারতীয় সাংস্কৃতির এক বিরাট ভাণ্ডার। তদানীন্তন ভারতের দর্শন, সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, শিল্প-কলা, রাজনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা প্রভৃতি গবেষণার অপরিমেয় সামগ্রী ইহাতে বিদ্যমান।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এই ভাষা সহস্রাধিক বৎসর ভারতে প্রচলিত ছিল। এখনও ইহা সিংহল, ব্রহ্মা, শ্যাম, কম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েৎনাম প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহৎ অংশে অধীত ও আধ্যাপিত হইয়া স্থানীয় ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করিতেছে। চীনা, জাপানী, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় পালির অনেক গ্রন্থ অনুদিত হইয়াছে। অনুবাদের অভাবে বাঙ্‌লা সাহিত্য এই দিক্ হইতে এখনো অপূর্ণ রহিল। বাঙ্‌লা ভাষার সমৃদ্ধি ব্যাহত হইয়াছে। সমগ্র বৌদ্ধ সাহিত্য বাঙ্‌লায় অনুদিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনেক মনীষী এই অভাব অনুভব করিয়াছেন। আজ পর্যন্ত, ইহার প্রতিকার হয় নাই। কোন সরকারী কিংবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এই কার্যে হস্তক্ষেপ করে নাই। ইহা বাঙ্‌লার পক্ষে গৌরবের নহে।

বাঙ্‌লাদেশে অনেক বৌদ্ধের বাস। তাহারা প্রাচীন বৌদ্ধ ভারতের বিবর্তিত মহাযান শাখার ক্ষয়িষ্ণু পরিণতি। পাল রাজত্বের পর হইতে ইহারা নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছেন। ফলে তাঁহারা নিজস্ব ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি হারাইয়া পশ্চাদপদ হইয়া পড়েন। এই সময় পূর্ববঙ্গের কিয়দংশ আরাকান রাজাদের অধীন হয়। তাঁহাদের সংস্রবে আসিয়া বাঙ্‌লার বৌদ্ধগণ পূর্বমত ছাড়িয়া থেরবাদ গ্রহণ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে থেরবাদে পরিবর্তিত হন। ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত চেষ্টায় ত্রিপিটকের সামান্য মূল ও সংগ্রহগ্রন্থ অনুদিত ও রচিত হয়। ধর্মীয় সাহিত্য মাতৃভাষায় সুলভ না হওয়ায় বৌদ্ধদের স্বধর্ম শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটিতেছে।

যৌথ প্রচেষ্টায় রেঙ্গুনে বুদ্ধিষ্ট মিশনের প্রেস প্রতিষ্ঠা, গ্রন্থমুদ্রণ এই অভাব পুরণে অগ্রনী ছিল। যোগেন্দ্র রূপসীবালা ট্রাষ্ট বোর্ডের চার পাঁচখানা গ্রন্থমুদ্রণও উল্লেখ যোগ্য। কিন্তু বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে এই সব প্রতিষ্ঠানের আরব্ধ কার্য্য অসমাপ্ত রহিয়া গেল। ইহাদের ধ্বংসাবশেষের পরিণামও হতাশা ব্যঞ্জক।

শ্রদ্ধাবান উপাসক ডা. শ্রীযুত সুধাংশু বিমল বড়ুয়া Captain. Ex. I. A. M. C. মহাশয় এই মহৎ কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া স্বোপার্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার করিলেন না, বরং বঙ্গ সাহিত্যের ও বাঙ্গালীর এক বিরাট অভাব মোচনে ব্রতী হইলেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টা সকল দিক্ হইতে অভিনন্দন যোগ্য। আমরা সর্বান্তকরণে তাঁহার সাফল্য কামনা করি।

রেঙ্গুনে অবস্থান করিয়া যাঁহারা গ্রন্থানুবাদ করিবেন তাঁহাদের ভরণপোষণের নিমিত্ত ডাক্তার সুধাংশু বাবু সতত উৎসুক। তথাকার "চট্টল বৌদ্ধ সমিতি" এইকার্যে উৎসাহী ও সহানুভূতিশীল। ব্রহ্মসরকার হইতেও এই কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্যের আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে। অনেক লেখক কোন কোন গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াও অর্থাভাবে প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। সুধাংশু বাবুর এই উদ্যোগ তাঁহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবে সন্দেহ নাই। যাঁহাদের সামর্থ্য ও অভিলাষ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আছে পালি সাহিত্য অনুবাদ করিয়া এই মহৎ কার্যে তাঁহারা সহযোগিতা করিলে বাঙ্‌লা ভাষায় ত্রিপিটক অনূদিত ও প্রচারিত হইবে এবং দেশের উপকার সাধন করিবে।

মধ্যম নিকায়ের প্রথম ভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ভাষার প্রধান অধ্যাপক ত্রিপিটকাচার্য ডক্টর স্বর্গীয় বেণীমাধব বড়ুয়া এম, এ; ডি, লিট্ (লণ্ডন) মহোদয় ১৯৩৭ অব্দে বাঙ্‌লা ভাষায় অনুবাদ করেন। উহা অতি উপাদেয় সংরক্ষণ হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগের অনুবাদ করিবার জন্য এক সময় তিনি আমাকে উৎসাহিত করেন, প্রয়োজনীয় সাহায্যের আশ্বাস দেন। তাঁহার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া আমি ইহার অনুবাদ কার্য আরম্ভ করি। কয়েকটি সূত্র অনুবাদের পর অকস্মাৎ তিনি দেহত্যাগ করেন। আমার অনুবাদ তাঁহাকে দেখাইবার আর সুযোগ হইল না, উৎসাহ দমিয়া গেল, অনুবাদ কার্য বন্ধ রইল।

১৯৫৩ অব্দে মধ্যম নিকায়ের পরবর্তী অংশ অনুবাদের জন্য ত্রিপিটক প্রচার সমিতি আমাকে অনুরোধ করেন।

নিজের অযোগ্যতা সম্বন্ধে সচেতন থাকা সত্ত্বেওIপূর্বে আরম্ভ করায়Iউহাতে আমি সাগ্রহে সম্মত হই। ধর্মাঙ্কুর বিহার সংস্কার কার্যে ব্যস্, থাকার দরুণ তখন অনুবাদ কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই।

১৯৫৪ সালে ব্রহ্মদেশে দুই বৎসর ব্যাপী ষষ্ঠ সংগায়নের অধিবেশন হয়। তথায় থেরবাদী দেশ সমূহের আড়াই হাজার বিখ্যাত পণ্ডিত ভিক্ষুর সমাবেশ হয়। তাঁহারা পালি ত্রিপিটকের তুলনামূলক সংস্কার করিয়া সংগায়ন করেন। ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে 'সঙ্গীতিকারক' রূপে আমারও তথায় যোগদানের সুযোগ ঘটে। এই উপলক্ষ্যে ১৯৫৪ ইং মে মাস হইতে ৫৬ ইং মে মাস পর্যন্ত, আমাকে ব্রহ্মদেশে অবস্থান করিতে হয়। এই সময় অবসর মত তথাকার ধর্মদূত বিহারে এই অনুবাদ কার্য সম্পন্ন করি।

শাস্ত্রজ্ঞানের ন্যায় ভাষাজ্ঞানও আমাদের নিতান্ত, সীমাবদ্ধ। কলিকাতায় অনুবাদ করিলে যাঁহাদের সাহায্য লাভের সম্ভাবনা ছিল, ব্রহ্মদেশে সেই সুযোগ ঘটে নাই। পক্ষান্তরে ব্রহ্মদেশে যে নিভৃত সাধনার সুযোগ লাভ করিয়াছি এবং ধর্মদূত লাইব্রেরী ও সোয়েডাগন পেগোডার চেতিয়ঙ্গন লাইব্রেরী হইতে অর্থকথা, টিকা প্রভৃতি নানা গ্রন্থের সাহায্য পাইয়াছি, এই কর্মবহুল, পালি সাহিত্য বিরল কলিকাতায় হয়তঃ তাহা সুলভ হইত না। এই সকল সুবিধা অসুবিধার মধ্যেই গ্রন্থখানি অনূদিত হইয়াছে।

আমাদের রচনার এত ভূল প্রমাদে পূর্ণ যে, অনেকবার সংশোধন করিতে হয়। প্রুফ দর্শনে, এমন কি মুদ্রণেও তাহা সংশোধনের প্রয়োজন। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া আমাকে স্বস্থানে চলিয়া আসিতে হয়। রেঙ্গুনে ইহার মুদ্রণ কায্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চলে। এই সময় পরম শ্রদ্ধেয় 'অগ্গমহাপণ্ডিত' শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহোদয় তাঁহার অমূল্য সময় ব্যয় করিয়া ইহার প্রুফ দেখিয়া দেন, অনুবাদের সময় তিনি নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ। আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমৎ শান্ত, রক্ষিত মহাস্থবির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতে আমাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে, আদ্যোপান্ত, প্রুফ দর্শন ও প্রয়োজন বোধে পরিবর্তন পরিবর্ধন করিয়াছে, তজ্জন্য তাহাকে আমার উহার আন্তরিক ধন্যবাদ। তথাপি গ্রন্থখানিতে ভুল রহিয়া গিয়াছে। উহার সংশোধন কল্পে গ্রন্থ শেষে 'শুদ্ধিপত্র' সংযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু যাহাতে ইহার কলেবর বৃদ্ধি না পায় তৎপ্রতিও আমরা সচেতন। একশব্দ বিভিন্ন স্থানে অশুদ্ধ থাকিলেও প্রথমস্থানে সংশোধিত হইয়াছে। "নিব্বান" শব্দ পালির অনুরূপ রাখার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সর্বত্র সে নীতি রক্ষিত হয় নাই। অনুরূপ অনেক পালিশব্দ বাংলায় প্রচলনের চেষ্টা হইয়াছে। স্থান বিশেষে বন্ধনীতে বাংলা শব্দ প্রদত্ত হইয়াছে। হলে অনুবাদ অনেকটা পালি ঘেঁষা হইয়া পড়িয়াছে। যে অযোগ্যতার দরুণ পাণ্ডুলিপিতে ভূল-ক্রুতি রহিয়াছে, "শুদ্ধিপত্র" তৈরীর সময়ও তাহা নিরসন হয় নাই। সুতরাং অতঃপরও ক্রতি-বিচ্যুতি থাকা অস্বাভাবিক নহে। ভবিষ্যতে সংশোধনের জন্য সহৃদয় পাঠকবর্গের পরামর্শ সাদরে আহ্বান করা হইতেছে।

ত্রিপিটকাচার্য পণ্ডিত শ্রীযুত রাহুল সাংকৃত্যায়ন মহাশয় মধ্যম নিকায় হিন্দিতে সম্পূর্ণ অনুবাদ করিয়াছেন (১৯৩৩)। উহার অনুসরণ করিয়া আমরা পুনরুল্লেখ গুলি যথা সম্ভব বাদ দিয়াছি। ডা. বেণীমাধব বড়ুয়ার অনুবাদ অনুসরণ ও গ্রহণ করিয়া গাথার অনুবাদ পদ্যে করা হইয়াছে। বর্তমান অনুবাদক তাঁহারা উভয়ের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের প্রধানাচার্য ডা. শ্রীযুত নলিনাক্ষ দত্ত এম, এ; বি, এল; পি, আর, এস; পি, এইচ্, ডি; লিট (লণ্ডন) মহাশয়ের মূল্যবান ভূমিকা গ্রন্থের মর্যাদা সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। তজ্জন্য তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ রহিলাম। অধ্যাপক শ্রীযুত সুকুমার সেনগুপ্ত এম, এ; সূত্র বিশারদ মহাশয় গ্রন্থশেষে ইহার "নির্ঘণ্ট" করিয়া ধন্যবাদার্হ হইলেন। যে সকল গ্রন্থ হইতে অনুবাদে সহায়তা লাভ করিয়াছি। সেই সকল গ্রন্থকারের উপকার স্মরণীয়। ভাই শ্রীমৎ অতুলানন্দ স্থবিরের প্রাণ-ঢালা সেবা-যত্ন আমার প্রবাস জীবনকে মধুর করিয়াছিল, তাহা চিরকাল ভূলিবার নহে। ব্রহ্ম প্রবাসী ও অধিবাসী উপাসক-উপাসিকাদের সৌজন্য ও বদান্যতা এই অনুবাদের সহায়ক ছিল, তজ্জন্য তাঁহারা সকলেই ধন্যবাদার্হ।

১, বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট
কলিকাতা।১২
৬।১০।৫৮ ইং

শ্রী ধর্ম্মাধার মহাস্থবির
অধ্যক্ষ
নালন্দা বিদ্যাভবন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। মজ্ঝিম নিকায়োÍসিংহল ও ব্রহ্ম সংস্করণ।
২। মধ্যম নিকায় (হিন্দি)Íরাহুল সাংকৃত্যায়ন।
৩। মধ্যম নিকায় ১ম খণ্ড (বাংলা)Íডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া।
৪। পপঞ্চসূদনী অত্থকথাÍআচার্য বুদ্ধঘোষ মহাথের কৃত।
৫। পপঞ্চসূদনী টীকা- আচার্য ধর্মপাল মহাথের।
৬। বিসুদ্ধিমগ্গÍআচার্য বুদ্ধঘোষ মহাথের।
৭। বিসুদ্ধি মহাটীকাÍআচার্য ধর্মপাল মহাথের।
৮। পটিসম্ভিদা অত্থকথাÍআচার্য বুদ্ধঘোষ মহাথের।
৯। সমন্ত, পাসাদিকা (বিনয়ার্থ কথা)Íআচার্য বুদ্ধঘোষ মহাথের।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সূচিপত্র

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স

মধ্যম-নিকায়

(দ্বিতীয় খণ্ড)

মধ্যম পঞ্চাশ সূত্র

১। গৃহপতি-বর্গ

৫১। কন্দরক সূত্র (২।১।১)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১। এক সময় ভগবান মহাভিক্ষুসংঘের সহিত চম্পানগর[১] সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, গগ্গরা[২] পুষ্করিণী-তীরে চম্পক বনে। তখন হস্ত্যারোহী (মাহুত) পুত্র পেস্স ও পরিব্রাজক কন্দরক ভগবত সমীপে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া হস্ত্যারোহী-পুত্র পেস্স ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে, উপবেশন করিলেন। পরিব্রাজক কন্দরক ভগবানের সহিত প্রীতি-সম্ভাষণ করিলেন, সম্মোদনীয় ও স্মরণীয় কথা শেষ করিয়া এক প্রান্তে, দাঁড়াইলেন। এক প্রান্তে, স্থিত পরিব্রাজক কন্দরক তুষ্ণীভূত ভিক্ষুসংঘের দিকে অবলোকন করিয়া ভগবানকে বলিলেন :

"আশ্চর্য, ভো গৌতম! অদ্ভুত ভো গৌতম! ভগবান গৌতম কর্তৃক ভিক্ষুসংঘ এতদূর সম্যক প্রতিপাদিত (উত্তমরূপে নিয়ন্ত্রিত)। ভো গৌতম! অতীতকালে যে সকল অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ছিলেন, সেই সম্যকসম্বুদ্ধগণও ভিক্ষুসংঘকে এই পরিমাণই সুনিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন, যেমন অধুনা ভিক্ষুসংঘ ভগবান গৌতম কর্তৃক সুনিয়ন্ত্রিত। ভো গৌতম! অনাগতে যাঁহার সম্যকসম্বুদ্ধ হইবেন, সেই ভগবানগণও ভিক্ষুসংঘকে এই পরিমাণ সম্যক প্রতিপন্ন করিবেন; আধুনিক ভিক্ষুসংঘ ভগবান গৌতম কর্তৃক যেরূপ সুনিয়ন্ত্রিত।"

---

[১] এই নগরের সর্বত্র চম্পক বৃক্ষের আধিক্য ছিল। (প. সূ.)

[২] গগ্গরা নাম্নী রাজ মহিষী-খণিত পুষ্করিণী। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। "কন্দরক! তাহা সত্যই, তাহা যথার্থই। হে কন্দরক! যাঁহারা অতীতকালে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ছিলেন, সেই সকল ভগবানও ভিক্ষুসংঘকে এই পরিমাণই সম্যক প্রতিপাদিত করিয়াছিলেন; যেমন অধুনা আমা কর্তৃক ভিক্ষুসংঘ সম্যক প্রতিপাদিত। কন্দরক! অনাগতে যে সকল অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হইবেন, তাঁহারাও ভিক্ষুসংঘকে এই পরিমাণ সম্যক প্রতিপাদন করিবেন, যেমন অধুনা আমা কর্তৃক ভিক্ষুসংঘ সম্যক প্রতিপাদিত। কন্দরক! এই ভিক্ষুসংঘে ক্ষীণাস্রব ব্রহ্মচর্যব্রত-উদ্‌যাপিত, কৃত-করণীয়, অপনীত-ভার, সদর্থ-অনুপ্রাপ্ত, ভব-সংযোজন পরিক্ষীণ, সম্যকজ্ঞান দ্বারা বিমুক্ত অনেক অর্হৎ ভিক্ষু বিদ্যমান আছে। কন্দরক! এই ভিক্ষু-সংঘে সন্তত (সতত) শীল, সন্তত বৃত্তি, প্রজ্ঞাবান, প্রজ্ঞাজীবী, শৈক্ষ্য (শিক্ষাব্রতী)[১] বহু ভিক্ষু আছে যাহারা চতুর্বিধ স্মৃত্যুপস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্ত হইয়া অবস্থান করে। কোন চতুর্বিধ স্মৃত্যপস্থানে? কন্দরক! এই শাসনে বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞান, স্মৃতিমান ভিক্ষু লোকে (উপাদানস্কন্ধে) অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্য (দ্বেষ) বিনোদন পূর্বক রূপ-কায়ে কায়ানুদর্শী ... , বেদনাসমূহে বেদনানুদর্শী ... , চিত্তে চিত্তানুদর্শী ... ও ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করে[২]।

৩। এইরূপ উক্ত হইলে হস্ত্যাচার্য্য-পুত্র পেস্‌স ভগবানকে বলিল, "অতি চমৎকার ভন্তে! অতি অদ্ভুত ভন্তে! সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির নিমিত্ত, শোক-পরিদেবনের সম্যক অতিক্রমের নিমিত্ত, দুঃখ দৌর্মনস্যের অন্তসাধনের নিমিত্ত, জ্ঞানের (আর্য-মার্গের) অধিগমের জন্য এবং নির্বাণ সাক্ষাৎকারের জন্য ভগবান কর্তৃক এই চতুর্বিধ স্মৃতি-উপস্থান এমন সুন্দররূপে দেশিত হইয়াছে। প্রভো! শ্বেতবসনধারী আমরা গৃহীরাও সময় সময় এই চতুর্বিধ স্মৃতি-উপস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্ত হইয়া অবস্থান করি। ভন্তে! আমরা অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন পূর্বক বীর্যবান, প্রজ্ঞাবান ও স্মৃতিমান হইয়া কায়ে কায়ানুদর্শীরূপে ... , বেদনা সমূহে বেদনানুদর্শীরূপে .... , চিত্তে চিত্তানুদর্শীরূপে ... , ধর্মে ধর্মানুদর্শীরূপে অবস্থান করি।

"অতি আশ্চর্য, ভন্তে! অতিশয় অদ্ভুত, ভন্তে! এইরূপ মনুষ্য-গাম্ভীর্য[৩], মনুষ্য-কলুষ ও মনুষ্য-শঠতা বিদ্যমান সত্ত্বেও ভন্তে, ভগবন! সত্ত্বগণের হিতাহিত মার্গ পরিজ্ঞাত আছেন। ভন্তে! মানুষেরা গভীর, পশুরা অগভীর। ভন্তে! যতক্ষণের মধ্যে হস্তীগুলি (হস্তীশালা হইতে) চম্পানগরে যাতায়াত করিবে এবং যে সমস্,

---

[১]। স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী, মার্গস্থ—ফলস্থ ও অর্হৎ মার্গস্থ আর্য।

[২]। স্মৃতি-উপস্থান সূত্র দেখুন, মূল-পর্যায় বর্গ ১০ম।

[৩]। অভিপ্রায় ও ক্লেশ গাম্ভীর্য। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শঠতা[১], কূটতা[২], বঙ্কতা[৩] ও জিহ্মভাব[৪] (চতুর্বিধ শারীরিক ক্রিয়া) প্রদর্শন করিবে, আমি সেই সকল হস্তী-চরিত্র স্মরণ করাইতে সমর্থ। প্রভু! আমাদের দাস, প্রেস্য (ভৃত্য) ও কর্মচারীগণ শারীরিক একপ্রকার আচরণ করে, বাচনিক একপ্রকার আচরণ করে, অথচ তাহাদের চিত্ত ভিন্নরূপে থাকে। আশ্চর্য ভন্তে! অদ্ভুত ভন্তে! এইরূপ মনুষ্য-গাম্ভীর্য, এইরূপ মনুষ্য-কলুষ, এইরূপ মনুষ্য-শঠতা বিদ্যমান সত্ত্বেও সত্ত্বগণের হিতাহিত (প্রতিপদা) এতদূর অবগত আছেন। ভন্তে! মানুষেরা অতিগভীর, পশুরা অগভীর (স্থূলবুদ্ধি, সরল)।"

৪। "উহা সেইরূপই পেস্‌স! উহা তদ্রূপই পেস্‌স! ইহারাই গভীর যথা মানুষেরা, ইহারা অগভীর যথা পশুরা। পেস্‌স! জগতে চারিপ্রকার পুদ্গল (ব্যক্তি) বিদ্যমান দেখা যায়; চারি প্রকার কী কী? (১) এখানে এক প্রকার পুদ্গল আত্মন্তপী ও আত্মপরিতাপানুযোগে (পরিতাপানুষ্ঠানে) নিযুক্ত, (২) একপ্রকার পুদ্গল পরন্তপ হয় ও পরিতাপানুযোগে নিয়োজিত, (৩) কোন ব্যক্তি আত্মপরন্তপ ও আত্ম-পরতাপানুযোগে নিযুক্ত থাকে, (৪) আর কোন ব্যক্তি আত্মন্তপ নহে আত্মন্তপানুযোগে নিযুক্ত নহে, পরন্তপও নহে পরন্তপানুযোগে নিযুক্তও নহে; সেই অনাত্মন্তপ অপরন্তপ মহাপুরুষই ইহ জীবনে তৃষ্ণা-মুক্ত, নিবৃত, শীতিভূত (তৃষ্ণাশীতল) সুখ[৫] অনুভব করিতে করিতে স্বয়ং ব্রহ্মভূত হইয়া অবস্থান করে। পেস্‌স! এই চতুর্বিধ পুদ্গলের মধ্যে কোন প্রকার পুদ্গল তোমার চিত্ত আরাধিত করে?"

"ভন্তে! যে ব্যক্তি আত্মন্তপ, আত্ম-পরিতাপানুযোগে নিযুক্ত, সে আমার চিত্ত আরাধিত করে না। ভন্তে! যে ব্যক্তি পরন্তপ, পরপরিতাপানুযোগে নিযুক্ত, এই ব্যক্তিও আমার চিত্ত আরাধিত করে না। আর ভন্তে! যে ব্যক্তি আত্মন্তপ আত্মপরিতাপানুযোগে নিযুক্ত ও পরন্তপ পরপরিতাপানুযোগে নিযুক্ত সেও আমার চিত্ত আরাধিত করে না; পরন্তু ভন্তে! যে ব্যক্তি আত্মন্তপ ও আত্মপরিতাপানুযোগে নিযুক্ত নহেন এবং পরন্তপ ও পরপরিতাপানুযোগে নিযুক্তও নহেন, সেই অনাত্মন্তপ ও অপরন্তপ পুরুষই যিনি ইহ জীবনে তৃষ্ণাহীন, নিবৃত, (শান্তিপ্রাপ্ত), শীতলীভূত, সুখানুভবকারী[৬] ও স্বয়ং ব্রহ্মভূত হইয়া অবস্থান করেন; তিনিই

---

[১]। দাঁড়াইবার স্থানে প্রোথিত স্তম্ভের ন্যায় চারিপা নিশ্চলভাবে দাঁড়ান। (প. সূ.)

[২]। যথাস্থানে ভার পরিত্যাগ। (প. সূ.)

[৩]। প্রয়োজন স্থানে মার্গ হইতে উন্মার্গ গমন। (প. সূ.)

[৪]। উত্তর, দক্ষিণ সঙ্কেত অনুসারে গমন। প. সূ.)

[৫]। ধ্যান, মার্গ, ফল, নির্বাণ সুখ। (প. সূ.)

[৬]। ধ্যান, মার্গ, ফল, নির্বাণ সুখানুভবকারী। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমার চিত্ত আরাধিত করেন।”

৫। “কেন পেস্‌স! এই ত্রিবিধ পুদ্গল তোমার চিত্ত আরাধিত করে না?”

“ভন্তে! যে ব্যক্তি আত্মন্তপ ও আত্মন্তপানুযোগে নিযুক্ত, সে দুঃখা বিরোধী সুখকামী নিজকে সন্তপ্ত করে, পরিতপ্ত করে; সেই কারণে এই ব্যক্তি আমার চিত্ত আরাধিত করিতে পারে না। ভন্তে! যে ব্যক্তি পরন্তপ ও পরপরিতাপানুযোগে নিযুক্ত, সে সুখকামী দুঃখবিরোধী পরকে সন্তপ্ত করে, পরিতপ্ত করে; সে কারণে এই ব্যক্তিও আমার চিত্ত আরাধিত করে না। এবং যে ব্যক্তি আত্মন্তপ আত্মপরিতাপানুযোগে নিযুক্ত ও পরন্তপ, পরপরিতাপানুযোগে নিযুক্ত, সে সুখকামী ও দুঃখ ঘৃণাকারী নিজকে এবং পরকে সন্তপ্ত করে, পরিতপ্ত করে; সে কারণে সেই ব্যক্তিও আমার চিত্ত আরাধিত করে না। অপিচ ভন্তে! যে ব্যক্তি আত্মন্তপ নহেন, আত্মতাপানুযোগে নিযুক্ত নহেন এবং পরন্তপ নহেন, পরপরিতাপানুযোগে নিযুক্ত নহেন; সেই অনাত্মন্তপ ও অপরন্তপ পুরুষই ইহ জীবনে তৃষ্ণামুক্ত, নিবৃত, শীতলীভূত, সুখ প্রতিসংবেদী ও স্বয়ং ব্রহ্মভূত হইয়া অবস্থান করেন। সেই কারণেই তিনি আমার চিত্ত আরাধিত করেন। উত্তম ভন্তে! এখন আমরা যাই, আমাদের বহু কৃত্য বহু করণীয়।”

“হাঁ, পেস্‌স! এখন তুমি যাহা উচিত মনে কর।” অতঃপর হস্ত্যাচার্য-পুত্র পেস্‌স ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করিয়া আসন হইতে উঠিল এবং ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিল।

৬। তখন হস্ত্যাচার্য-পুত্র পেস্‌স প্রস্থান করিলে অনতিবিলম্বে ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :

“ভিক্ষুগণ! হস্ত্যাচার্য-পুত্র পেস্‌স পণ্ডিত, ভিক্ষুগণ! মহাপ্রাজ্ঞ হস্ত্যাচার্য-পুত্র পেস্‌স। ভিক্ষুগণ! আমি এই চতুর্বিধ ব্যক্তি সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা পর্যন্ত, যদি পেস্‌স মুহূর্তকাল অবস্থান করিত তবে তাহার মহৎ অর্থ (স্রোতাপত্তি ফল) সংযুক্ত (লাভ) হইত[১]। অথচ ইহাতেও হস্ত্যাচার্য পুত্র পেস্‌স মহৎ অর্থের (সংঘে প্রসাদ ও স্মৃতি-উপস্থানে কৌশল্যের) অধিকারী হইল।”

“ভগবান! এই চতুর্বিধ পুদ্গল সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বিভাগ করুন। ভগবান! উহার এই কাল; সুগত! এই উপযুক্ত সময়। ভগবানের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুরা ধারণ করিবেন।”

“তাহা হইলে ভিক্ষুগণ! শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনে রাখ, আমি বর্ণনা

---

[১]। যাহাদের মার্গফলের উপনিশ্রয় আছে, বুদ্ধের সম্মুখে আসিলেও ক্রিয়া পরিহানি ও পাপমিত্রতা এই দুই কারণে তাহাদের কৃচিৎ অন্তরায় হয়। ধানঞ্জনী ব্রাহ্মণ ও অজাতশত্রু ইহার নিদর্শন। (পঃ সূ)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিব।"

"হাঁ, ভন্তে!" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান এই প্রকারে বলিলেন :

৭। " ভিক্ষুগণ কোন ব্যক্তি আত্মন্তপ, আত্মপরিতাপানুযোগে নিযুক্ত?

ভিক্ষুগণ! জগতে কোন কোন ব্যক্তি অচেলক (দিগম্বর), আচার-মুক্ত, হস্তাবলেহী হয়; 'আসুন, ভদন্ত!' বলিলে আসে না, 'তিষ্ঠ, ভদন্ত!' বলিলে দাঁড়ায় না, পূর্বাহরিত, [তাহার] উদ্দেশ্যে সজ্জিত ভিক্ষা ও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে না। সে কুম্ভী (কলস) মুখে [প্রদত্ত ভিক্ষা] গ্রহণ করে না, খড়োপি (খল্লিকা, খোলা?) মুখে প্রদত্ত ভিক্ষা গ্রহণ করে না; ফলকান্তর (তক্তার অন্তরাল হইতে প্রদত্ত), দণ্ডান্তর, মুষলান্তর, ভোজন পরায়ণ দুইজনের, গর্ভিণীর, স্তন্যদায়িনীর, পুরুষান্তর-গতা স্ত্রীর ও সংককীর্তিত (ভেরি-বিঘোষিত) ভিক্ষা গ্রহণ করে না। যেখানে কুকুর উপস্থিত থাকে এবং যেখানে মক্ষিকা দলবদ্ধভাবে বিচরণ করে তথায় ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে না। মৎস্য-মাংস ভোজন করে না, সুরা, মৈরেয় ও থুসোদক[১] (কাঁজি?) পান করে না; সেই ব্যক্তি এক গৃহে ভিক্ষা করে, এক গ্রাস মাত্র ভোজন করে; দুই গৃহে ভিক্ষা করে, দুই গ্রাসে যাপন করে, সপ্ত গৃহে ভিক্ষা করে, সপ্ত গ্রাস ভোজী হয়। এক দত্তি (পাত্র বিশেষ) দ্বারা যাপন করে, দুই দত্তি দ্বারা যাপন করে, সপ্ত দত্তি দ্বারা যাপন করে। একদিন অন্তর আহার গ্রহণ করে, দুইদিন অন্তর আহার গ্রহণ করে, সপ্তাহ অন্তর আহার গ্রহণ করে। এইরূপে এমন কি অর্ধমাস অন্তর পর্যায়ক্রমে অন্ন-ভোজন-ব্রতে নিরত থাকিয়া অবস্থান করে। শাক ভোজী হয়, শ্যামাক (কাঁচাশাক) ভোজী হয়, নীবার (বন্য ধান) ভোজী হয়, দর্দুর (চর্মকার ত্যক্ত ময়লা) ভোজী হয়, শৈবাল ভোজী হয়, কণ্ (তণ্ডুলাংশ) ভোজী হয়, আচাম (দগ্ধান্ন) ভোজী হয়, পিনাক (তিলকল্‌ক) ভোজী হয়, তৃণ ভোজন করে, অথবা গোময় ভক্ষণ করে। বন-ফল-মূল আহার করে ও স্বয়ং পতিত ফল ভোজন করিয়া যাপন করে। সে শণ-বস্ত্র পরিধান করে, মশান-বস্ত্র পরিধান করে, শব-বস্ত্র পরিধান করে, পাংশুকূল (ধূলি মিশ্র বস্ত্র) ধারণ করে, তিরীট (বৃক্ষছাল) ধারণ করে, মৃগচর্ম পরিধান করে, চর্ম নির্মিত পোষাক ব্যবহার করে, কুশচীর ধারণ করে, বল্‌কল বস্ত্র পরিধান করে, (কাষ্ঠ) ফলক-বস্ত্র পরিধান করে, কেশ কম্বল ব্যবহার করে, বাল কম্বল ধারণ করে এবং উলুক পালক ধারণ করে। কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডিত হয়, কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডণ-ব্রতে নিযুক্ত থাকে, আসন পরিত্যাগ করিয়া ঊর্ধস্থিত বা দণ্ডায়মান থাকে। উৎকুটিক হয়, উৎকুটিক যোগাসনে তৎপর থাকে। কণ্টকশায়ী হয়, কণ্টক শয্যায় শয়ন করে। সন্ধ্যা পর্যন্ত, তিনবার উদকে

---

[১]। বিবিধ শস্য সংযোগে কৃত, পরিবাসিত লবনাম্লজল। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অবগাহন করে, উদকাবগাহন-ব্রতে নিযুক্ত থাকে। এইরূপে বিবিধ কায়িক আতাপন পরিতাপন ব্রত অনুষ্ঠানে তৎপর থাকিয়া অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! এই ব্যক্তিই আত্মন্তপ, আত্মপরিতাপ ব্রতানুষ্ঠানে নিয়োজিত। (১)

৮। "ভিক্ষুগণ! কোন ব্যক্তি পরসন্তাপী, পর সন্তাপজনক কার্যে নিরত? ভিক্ষুগণ! এখানে কোন ব্যক্তি মেষ (উরম্ভ) ঘাতী, শূকর ঘাতক, পক্ষীহন্তা, মৃগ-শিকারী, ব্যাধ, মৎস্যঘাতী, চোর, চোর-ঘাতক ও কারাগার রক্ষী হয়, অথবা যাহারা অপর কোন নিষ্ঠুর কর্মে নিরত থাকে। ভিক্ষুগণ! এই ব্যক্তিই পরন্তপ, পরসন্তাপ জনক কার্যে নিরত।" (২)

৯। "ভিক্ষুগণ! কোন ব্যক্তি আত্মন্তপআত্মপরিতাপ জনক কার্যে নিযুক্ত ও পরন্তপ।পরিতাপানুযোগে নিযুক্ত? ভিক্ষুগণ! জগতে কোন কোন ব্যক্তি মূর্ধাভিষিক্ত (মুকুটাভিষিক্ত) ক্ষত্রিয়রাজা কিংবা মহাশাল ব্রাহ্মণ হন, তিনি নগরের পূর্বদিকে অভিনব যজ্ঞশালা (সন্থাগার) নির্মাণ করিয়া, কেশ শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া সখুর মৃগচর্ম পরিধান করেন, ঘৃত ও তৈল দ্বারা শরীর মর্দন (সংবাহন) করেন, মৃগ-শৃঙ্গ দ্বারা পৃ'দেশ কণ্ডুয়ণ করিতে করিতে (স্বীয়) মহিষী ও পুরোহিত ব্রাহ্মণ সহ যজ্ঞশালায় প্রবেশ করেন। তিনি অন্তর (বিছানা) হীন ভূমিতে সবুজতৃণে শয্যা রচনা করেন। সমবর্ণ বৎসবতী এক গাভীর প্রথম স্তনে যে দুধ হয়, তদ্বারা রাজা দিন যাপন করেন। দ্বিতীয় স্তনের দুধ দ্বারা মহিষী যাপন করেন, তৃতীয় স্তনের দুধ দ্বারা পুরোহিত ব্রাহ্মণ যাপন করেন ও চতুর্থ স্তনের দুধ দ্বারা (তাঁহারা) অগ্নি-হোম (জুহন) করেন। অবশিষ্ট ক্ষীরদ্বারা বাছুর জীবন ধারণ করে। সে রাজা আদেশ করেন, 'যজ্ঞের নিমিত্ত এতগুলি বৃষ ... এতগুলি বাছুর (বৎসতর) ... , বৎসতরী ... , ভেড়া হত্যা করা (বলি দেওয়া) হউক। যূপ-কাষ্ঠের জন্য এত সংখ্যক বৃক্ষ ও যজ্ঞ-ভূমির ঘেরা ও আচ্ছাদনের নিমিত্ত এই পরিমাণ দর্ভ (কুশ) তৃণ ছেদন করা হউক।' যে সকল দাস, ভৃত্য, কর্মচারী তথায় থাকে; তাহারাও দণ্ড-তর্জ্জিত ভয়-তর্জ্জিত সাশ্রুনয়নে রোদন করিতে করিতে ইহার আয়োজন করে। ভিক্ষুগণ! এই ব্যক্তিই আত্মন্তপ।আত্মপীড়া জনক ব্রতানুষ্ঠানে নিরত এবং পরন্তপ।পরদুঃখজনক কর্মানুষ্ঠানে নিয়োজিত।" (৩)

১০। "ভিক্ষুগণ! কোন ব্যক্তি আত্মন্তপ নহে।আত্মন্তপজনক কার্যেও নিয়োজিত নহে এবং পরন্তপ নহে।পরন্তপ জনক কার্যেও নিয়োজিত নহে? কে সেই অনাত্মন্তপ।অপরন্তপ ব্যক্তি যে ইহজীবনে তৃষ্ণামুক্ত, নির্বাপিত, শীতিভূত স্বয়ং সংভোগ করিতে করিতে ব্রহ্মভূত হইয়া অবস্থান করে?" (৪)

"ভিক্ষুগণ! ইহ জগতে তথাগত উৎপন্ন হন, যিনি অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ-সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, দম্য-পুরুষের অনুত্তর সারথি, দেব-মানুষের শাস্তা (শিক্ষাদাতা), বুদ্ধ ভগবান; তিনি দেব, মার, ব্রহ্মা, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সহ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জীবলোককে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া [উহাদের স্বরূপ] জ্ঞাপন করেন। তিনি ধর্ম প্রচার করেন।যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে, কল্যাণ এবং যাহা অর্থ ও ব্যঞ্জনযুক্ত। তিনি সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করেন। কোন গৃহপতি, গৃহপতি পুত্র কিংবা অন্যতর নীচকুলোদ্ভব কোন লোক সেই ধর্ম শ্রবণ করে, সে সেই ধর্ম শ্রবণ করিয়া তথাগতের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধান্বিত হয়। সে সেই শ্রদ্ধাসম্পদে যুক্ত হইয়া এইরূপ বিচার করে, 'গার্হস্থ্য জীবন বাধাবহুল (সম্বাধ) রজঃপথ, প্রব্রজ্যা উন্মুক্ত আকাশবৎ প্রশস্ত; গার্হস্থ্য জীবনে অবস্থান করিয়া একান্ত, পরিপূর্ণ শুভ্র-শঙ্খ সন্নিভ সর্বাঙ্গ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য আচরণ সহজ নহে। অতএব আমার পক্ষে কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধান পূর্বক আগার হইতে নিষ্ক্রমণ এবং অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করাই উত্তম'। অতঃপর সে অল্প ভোগৈশ্বর্য এবং অল্প জ্ঞাতিসঙ্ঘ কিংবা বিশাল জ্ঞাতিসঙ্ঘ পরিত্যাগ করিয়া কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন পূর্বক কাষায়বসন পরিধান করে এবং আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হয়।"

১১। "এই প্রকারে প্রব্রজিত অবস্থায় সে ভিক্ষুজনোচিত শিক্ষা ও জীবিকা পরায়ণ হইয়া প্রাণী-হত্যা চেতনা পরিহার পূর্বক প্রাণীহিংসা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, দণ্ড বিরহিত, অস্ত্রবিরহিত, হিংসায় লজ্জাশীল, জীবের প্রতি দয়া পরায়ণ, সর্বপ্রাণী ও সর্বভূতের হিতানুকম্পী হইয়া জীবন যাপন করে। অদত্তাদান (চৌর্য) পরিহার করিয়া অদত্তাপহরণ হইতে প্রতিবিরত হয়; শুধু দত্ত-গ্রাহী ও দত্ত-প্রত্যাশী হইয়া সে অচৌর্যে পবিত্রান্তঃকরণে জীবন যাপন করে। অব্রহ্মচর্য পরিহার পূর্বক সে ব্রহ্মচারী হয়, গ্রাম্যাচার মৈথুন হইতে দূরে থাকে, সম্পূর্ণ বিরত হয়। মৃষাবাদ পরিহার করিয়া মিথ্যা বলা হইতে প্রতিবিরত হয়, সে সত্যবাদী, সত্যসন্ধ, সত্যেস্থিত, লোকের বিশ্বস্, ও অবিসংবাদী হয়। পিশুন (ভেদ) বাক্য পরিত্যাগ করিয়া সে পিশুন-বাক্যে বিরত হয়, এখানে শুনিয়া ইহাদের ভেদের নিমিত্ত অন্যত্র বলে না, অন্যত্র শুনিয়া উহাদের ভেদ সংঘটনের জন্য এখানে বলে না। এইরূপে সে বিচ্ছিন্নের মিলন কর্তা, সম্মিলিতদের উৎসাহদাতা, সমগ্রারাম, সমগ্ররত, সমগ্রানন্দ ও ঐক্যকর বাক্য ভাষণ করে। পরুষ (কর্কশ) বাক্য পরিত্যাগ করিয়া পরুষ-বাক্য-বিরত হয়, যে সকল বাক্য নির্দোষ, শ্রুতি-মধুর, প্রীতিজনক, হৃদয়গ্রাহী, নাগরিক (পৌরী), বহুজন প্রিয়, বহুজন সন্তোষজনক, তাদৃশ বাক্য ভাষণ করে। সম্প্রলাপ পরিত্যাগ করিয়া সে বৃথা-বাক্যে বিরত হয়, কালবাদী, ভূতবাদী, অর্থবাদী, বিনয়-বাদী যথাসময় যুক্তি উপমা সহ নিধানযোগ্য বাক্য বলে, যাহা পরিচ্ছেদ যুক্ত ও অর্থসমন্বিত। সে বীজগ্রাম ভূত-গ্রাম গ্রহণ হইতে প্রতিবিরত হয়। সে বিকাল-ভোজন বিরত রাত্রি উপবাসী, দৈনিক একবার ভোজন করে। নৃত্য-গীত-বাদ্য-উৎসব (বিসূক)।দর্শনে বিরত হয়। মালা-গন্ধ-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিলেপন ধারণ-মণ্ডণ-বিভূষণস্থানীয় দ্রব্য ব্যবহারে প্রতিবিরত হয়। উচ্চ শয্যা-মহাশয্যা প্রতিবিরত হয়। জাত-রূপ-রজত গ্রহণে প্রতিবিরত হয়; আমক (কাঁচা) ধান্য গ্রহণে বিরত হয়; কাঁচা মাংস গ্রহণে প্রতিবিরত হয়; স্ত্রী-কুমারী গ্রহণে প্রতিনিবৃত্ত হয়; দাস-দাসী গ্রহণে প্রতিনিবৃত্ত হয়; ছাগল-ভেড়া গ্রহণে প্রতিবিরত হয়' কুক্কুট-শূকর গ্রহণে প্রতিবিরত হয়; হস্তী-গো-অশ্ব-বড়বা (অশ্বতরী) গ্রহণে প্রতিবিরত হয়; ক্ষেত্র-বাস্তু প্রতিগ্রহণে বিরত হয়; দৌত্যকর্মে প্রেরণ-গ্রহণের উদ্যেগ হইতে প্রতিবিরত হয়; ক্রয়-বিক্রয় হইতে প্রতিবিরত হয়; তুলাকূট[১]-কাংস্যকূট (আঢ়ক)-পরিমাণ কূট হইতে প্রতিবিরত হয়; উৎকোচ্ গ্রহণ-প্রবঞ্চনা-মায়া-কুহক হইতে প্রতিবিরত হয়; ছেদন-বধ-বন্ধন-বিপর্যয়-বিলোপসাধন-দুঃসাহসিক (ডাকাতি) কার্য হইতে প্রতিবিরত হয়। সে দেহরক্ষার উপযোগী চীবর ও ক্ষুন্নিবৃত্তির উপযোগী ভিক্ষান্নে সন্তুষ্ট থাকে। যেদিকে যায় সমুদয় লইয়াই প্রস্থান করে, যেমন্যপক্ষী শকুন যেখানে যায় স্ব-পক্ষ ভারেই উড়িয়া যায়; সেইরূপ এই ভিক্ষু দেহরক্ষার উপযোগী চীবর ও ক্ষুন্নিবৃত্তির উপযোগী ভিক্ষান্ন দ্বারা সন্তুষ্ট থাকে আর যেখানে যায় সমস্, লইয়াই প্রস্থান করে। সে এইরূপে আর্যশীলস্কন্ধে সমন্বিত হইয়া আধ্যাত্মিক অনবদ্য সুখ অনুভব করে।"

১২। "সে চক্ষু দ্বারা রূপ (দৃশ্য) দর্শন করিয়া নিমিত্তগ্রাহী[২] ও অনুব্যঞ্জন-গ্রাহী হয় না, যে কারণে চক্ষু-ইন্দ্রিয় অসংযত বিহারীর অভিধ্যা, দৌর্মনস্যাদি পাপ অকুশল-ধর্ম (বৃত্তি) সমূহ অনুস্রাবিত হয়। সে উহার সংযমের নিমিত্ত প্রতিপন্ন হয়; চক্ষু-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। শ্রোত্রদ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া ..., ঘ্রাণদ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ..., জিহ্বাদ্বারা রস আস্বাদন করিয়া ..., কায়দ্বারা স্পৃষ্টব্য স্পর্শ করিয়া ..., মনদ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হইয়া নিমিত্তগ্রাহী ও অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয় না; যে কারণে মনেন্দ্রিয় অসংযত বিহারীর অভিধ্যা, দৌর্মনস্য প্রভৃতি পাপ অকুশল ধর্ম অনুস্রাবিত হয়; উহার সংযমার্থ প্রতিপন্ন হয়, মনেন্দ্রিয় রক্ষা করে, মনেন্দ্রিয়ে সংযত হয়, সে এই আর্য ইন্দ্রিয় সংবরে সংযত হইয়া আধ্যাত্মিক অব্যাসেক (নির্লিপ্ত) সুখ অনুভব করে।"

"সে অভিগমনে, প্রত্যাগমনে সম্প্রজ্ঞান[৩] অনুশীলন করে; অবলোকনে, বিলোকনে সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করে; সঙ্কোচনে, প্রসারণে সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন

---

[১]। তুলাযন্ত্রে প্রতারণা।

[২]। স্ত্রী-পুরুষ-শুভ প্রভৃতি নিদর্শন ও হস্ত-পদ-শীর্ষ, হাস্য-লাস্য-বাক্য প্রভৃতি ক্লেশ ব্যঞ্জক আকারগ্রাহী।

[৩]। সর্বপ্রকারে প্রকট বা সবিশেষ জানে এই অর্থে "সম্পজানো" উহার ভাব 'সম্প্রজঞ্চং তথা প্রবর্ত্তিত জ্ঞান। (টীকা)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে; সংঘাটি-পাত্র-চীবর ধারণে সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করে; ভোজনে, পানে, খাদনে, আস্বাদনে সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করে, মল-মূত্র ত্যাগে সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করে; গতিতে, স্থিতিতে, উপবেশনে, শয়নে, জাগরণে, ভাষণে, তুষ্ণীভাবে সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করে।"

১৩। "সে এই আর্য শীলস্কন্ধ দ্বারা (এই আর্য সন্তুষ্টিদ্বারা) সমন্বিত, এই আর্য ইন্দ্রিয় সংবরে সমন্বিত এবং এই আর্য স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান দ্বারা সংযুক্ত হইয়া অরণ্যে, বৃক্ষমূলে, পর্বতে, কন্দরে (গর্তে), গিরিগুহায়, শ্মশানে, বনপ্রান্তে, উন্মুক্তস্থানে ও পলালপুঞ্জে (শস্যহীন তৃণরাশিতে) নির্জন-শয়ন-স্থান আশ্রয় (ভজনা) করে।"

"সে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভোজনের পর দেহকে সোজা সন্নিবেশ করে এবং পরিমুখে (লক্ষ্যাভিমুখে) স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া পর্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া (পদ্মাসনে) উপবেশন করে। সে লোকে অভিধ্যা পরিহারপূর্বক বিগতাভিধ্য-চিত্তে অবস্থান করে, অভিধ্যা হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করে। ব্যাপাদ-বিদ্বেষ পরিহারপূর্বক অহিংসা চিত্তে সর্বপ্রাণী-ভূত-হিতানুকম্পী হইয়া অবস্থান করে, ব্যাপাদ-বিদ্বেষ হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ রাখে। স্ত্যান-মিদ্ধ (তন্দ্রালস্য) পরিহার পূর্বক তিনি স্ত্যান-মিদ্ধহীন, আলোক-সংজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হইয়া অবস্থান করে; তন্দ্রালস্য হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করে। ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য পরিহার করিয়া অনুদ্ধত, আধ্যাত্মিক উপশান্ত, চিত্তে অবস্থান করে; ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করে। বিচিকিৎসা (সংশয়) পরিহারপূর্বক সে উত্তীর্ণ বিচিকিৎসা ও কুশল ধর্ম সমূহে অসন্দিগ্ধ (অকথংকথী) হইয়া অবস্থান করে, বিচিকিৎসা হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ রাখে।"

"সে চিত্তের উপক্লেশ ও প্রজ্ঞার দুর্বলকারী এই পঞ্চবিধ নীবরণ পরিহার করিয়া যাবতীয় কামসম্পর্ক হইতে বিবিক্ত হইয়া ও অকুশল চিন্তা হইতে বিচ্ছিন্ন সবিতর্ক, সবিচার এবং বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করে। বিতর্ক-বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী বিতর্ক-বিচারাতীত সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান অধিগত করিয়া অবস্থান করে। প্রীতির প্রতিও বিরাগী হইয়া উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্বচিত্তে (প্রীতি নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করে; যেই অবস্থাকে আর্যগণ 'উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সুখবিহারী' আখ্যা দেন সেই তৃতীয় ধ্যান অধিগত করিয়া বিচরণ করে। সর্বাধিক দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করিয়া, নাদুঃখ-নাসুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করে।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৪। "এইরূপে তাহার চিত্ত সমাহিত, পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত (পরিষ্কৃত), অনঞ্জন (নিরঞ্জন), উপক্লেশ বিগত, মৃদুভূত, কর্মক্ষম, স্থিত (স্থির) ও আনেঞ্জ প্রাপ্ত (নিষ্কম্প) অবস্থায় সে জাতিস্মর-জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত অভিনমিত (নিয়োজিত) করে। সে নানা প্রকারে বহুজন্ম অনুস্মরণ করে, যথা : একজন্ম, দুইজন্ম, তিনজন্ম, চারিজন্ম, পাঁচজন্ম, দশজন্ম, বিশজন্ম, ত্রিশজন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শতজন্ম, সহস্রজন্ম, এমন কি শত-সহস্র জন্ম; অনেক সংবর্তকল্পে, অনেক বিবর্তকল্পে এমন কি অনেক সংবর্ত-বিবর্তকল্পে ঐ স্থানে ছিলাম, এই ছিল আমার নাম, এই গোত্র, এই আমার জাতি-বর্ণ, এই আমার আহার, এইরূপ আমার সুখ-দুঃখ অনুভূতি, এ পর্যন্ত, আমার পরমায়ু; সেই আমি তথা হইতে চ্যুত হইয়া ঐ স্থানে উৎপন্ন হই, তথায়ও আমার এই নাম ছিল, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার, এই সুখ-দুঃখানুভূতি, এই পর্যন্ত, আমার পরমায়ু; সেই আমি তথা হইতে চ্যুত হইয়া এখানে উৎপন্ন হইয়াছি। এইরূপে সে আকার ও উদ্দেশ[১] সহিত নানাধিক পূর্ব-নিবাস অনুস্মরণ করে।"

১৫। "সে এইরূপে সমাহিত ... অপর সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞানের (জন্ম-মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটনের) নিমিত্ত চিত্ত নিয়োজিত করে। সে বিশুদ্ধ মনুষ্যাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা মরণোন্মুখ ও উৎপদ্যমান হীন-উৎকৃষ্ট, সুরূপ-কুরূপ ও সুগতি-দুর্গতি পরায়ণ সত্ত্বগণকে দেখিতে পায়; যথাকর্মানুগ সত্ত্বদিগকে জানিতে পারে, এই (মহানুভব) সত্ত্বগণ কায়দুশ্চরিত যুক্ত, বাক্‌দুশ্চরিত যুক্ত ও মনোদুশ্চরিত যুক্ত এবং আর্যগণের উপবাদক (নিন্দুক), মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ ও মিথ্যাদৃষ্টি কর্ম সম্পাদনকারী, ইহারা দেহত্যাগেI মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হইয়াছে। অথবা এই সকল মহানুভব জীব কায়-বাক্-মনো সুচরিতযুক্ত, আর্যগণের প্রশংসক, সম্যকদৃষ্টি পরায়ণ ও সম্যকদৃষ্টি প্রণোদিত কর্ম পরিগ্রাহী, ইহারা দেহত্যাগেI মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে সে মনুষ্যাতীত, বিশুদ্ধ, দিব্যচক্ষু দ্বারা ... যথাকর্মানুগ সত্ত্বগণকে জানিতে পারে।"

১৬। "এইরূপে চিত্ত সমাহিত হইলে ... সে আস্রব সমূহের ক্ষয়কর জ্ঞানের নিমিত্ত চিত্ত নিয়োজিত করে। সে ইহা দুঃখসত্য বলিয়া যথার্থরূপে জানে; ইহা দুঃখসমুদয়সত্য বলিয়া যথার্থরূপে জানে, ইহা দুঃখনিরোধসত্য বলিয়া যথার্থরূপে জানে, ইহা দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদা আর্যসত্য বলিয়া যথার্থরূপে জানে;

---

[১]। সাকারং সউদ্দেসংI নাম-গোত্র বশে সউদ্দেশ, বর্ণাদি বশে সাকার, নাম-গোত্র দ্বারাই সত্ত্ব তিষ্য, কাশ্যপরূপে উদ্দেশিত হয়। বর্ণাদিদ্বারা শ্যাম, পিঙ্গল, নানাত্ব জানা যায়; তদ্ধেতু নাম-গোত্র উদ্দেশ ও আকার। (বিশুদ্ধি মগ্গো ৩২৯ পৃ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ইহারা আস্রব বলিয়া যথাভূতরূপে জানে, ইহা আস্রব উৎপত্তির কারণ বলিয়া যথার্থরূপে জানে, ইহা আস্রব নিরোধ বলিয়া যথাভূতরূপে জানে, ইহা আস্রব-নিরোধের উপায় বলিয়া যথাভূতরূপে জানে। এই প্রকারে (আর্যসত্য) জানিবার ও দেখিবার ফলে কামাস্রব হইতে তাহার চিত্ত বিমুক্ত হয়, ভবাস্রব হইতেও চিত্ত বিমুক্ত হয়, দৃষ্টি-আস্রব হইতেও চিত্ত বিমুক্ত হয় এবং অবিদ্যাস্রব হইতেও চিত্ত বিমুক্ত হয়। 'বিমুক্তিতে বিমুক্ত' তাহার এই জ্ঞানোদয় হয়; পুনর্জন্ম ক্ষয়, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত ও করণীয় সমাপ্ত হয় এবং এ জীবনের (আস্রব ক্ষয়ের) নিমিত্ত আর অপর কর্তব্য নাই, ইহা উপলব্ধি করে।"

"ভিক্ষুগণ! এই ব্যক্তিই আত্মন্তপ নহে, আত্মসন্তাপজনক কার্যে নিযুক্ত নহে এবং পরন্তপ নহে, পরসন্তাপজনক কার্যে নিযুক্ত নহে। সেই অনাত্মন্তপ-অপরন্তপ পরম-পুরুষই প্রত্যক্ষ-জীবনে তৃষ্ণামুক্ত, নিবৃত, শীতিভূত, সুখ অনুভবকারী, স্বয়ং ব্রহ্মভূত হইয়া অবস্থান করে।"

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন, সেই ভিক্ষুগণ সন্তুষ্টচিত্তে ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

কন্দরক সূত্র সমাপ্ত

৫২। অট্ঠক নাগর সূত্র (২।১।২)

১৭। আমি এইরূপ শুনিয়াছি

এক সময় আয়ুষ্মান আনন্দ বৈশালী নগর সমীপে বেলুব (বেণু) গ্রামে বাস করিতেছিলেন। সেই সময় অট্ঠক নাগরবাসী দশম গৃহপতি পাটলীপুত্রে উপস্থিত হইলেন কোন কার্যোপলক্ষে। অতঃপর অট্ঠক নাগরীক দশম গৃহপতি স্থানীয় কুক্কুটারামে অন্যতর ভিক্ষুর নিকট উপনীত হইলেন; উপস্থিত হইয়া সেই ভিক্ষুকে অভিবাদনপূর্ব্বক একপ্রান্তে, বসিলেন। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট দশম গৃহপতি সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

"ভন্তে! এখন আয়ুষ্মান আনন্দ কোথায় বাস করেন? আমরা আয়ুষ্মান আনন্দকে দেখিতে চাই।"

"গৃহপতি! আয়ুষ্মান আনন্দ বৈশালীর বেলুব গ্রামে অবস্থান করিতেছেন।"

অতঃপর দশম গৃহপতি পাটলীপুত্রে সে কার্য সমাধা করিয়া বৈশালীর বেলুব গ্রামে যথায় আয়ুষ্মান আনন্দ অবস্থান করেন তথায় উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে, বসিলেন।

১৮। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট দশম গৃহপতি আয়ুষ্মান আনন্দকে প্রশ্ন করিলেন,–

"ভন্তে, আনন্দ! সেই ভগবান সর্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ভাষিত কোন ধর্মতত্ত্ব আছে কি যাহাতে অপ্রমত্ত, বীর্যবান অভিনিবিষ্ট চিত্ত হইয়া

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অবস্থানকারী ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, অপরিক্ষীণ আস্রবরাশি পরিক্ষীণ হয় এবং অনুপলব্ধ অনুত্তর যোগক্ষেম (নিব্বান) ক্রমে উপলব্ধি হয়।"

"নিশ্চয় আছে, হে গৃহপতি! সেই ভগবান সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ভাষিত এক ধর্মমার্গ, যাহাতে অপ্রমত্ত বীর্যবান তৎপর হইয়া অবস্থানকারী ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, ... অনুত্তর যোগক্ষেম উপলব্ধি হয়।"

"ভন্তে, আনন্দ! ... সেই এক ধর্ম কি, যাহাতে ... অনুত্তর যোগক্ষেম প্রাপ্ত হয়?"

১৯। "এখানে গৃহপতি! কোন ভিক্ষু যাবতীয় কামবাসনা পরিহার করিয়া, অকুশলবৃত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করেন। তদবস্থায় তিনি এই চিন্তা করেন, 'এই প্রথম ধ্যানও অভিসংস্কৃত—উদ্ভাসিত। যাহা কিছু সংস্কৃত ও উদ্ভাবিত, তাহা অনিত্য—নিরোধধর্মী (ধ্বংসশীল)' ইহা বুঝিতে পারেন। তিনি তদবস্থায় (শমথ-বিদর্শনে) স্থির থাকিয়া আস্রব সমূহের ক্ষয় সাধন করেন। যদি আস্রবের সম্পূর্ণ ক্ষয় সাধন করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি সেই শমথ-ধর্মানুরাগ ও বিদর্শন-ধর্মানন্দ দ্বারা[১] পঞ্চবিধ অবরভাগীয় (নিম্নস্তরের) সংযোজন ক্ষয় করিয়া উপপাতিক (অ-যোনিসম্ভব) হন, তথায় (শুদ্ধাবাস ব্রহ্মালোকে) পরিনিব্বান লাভ করেন, সেই লোক হইতে তাঁহাকে আর পুনরাবর্তন করিতে হয় না।"

"গৃহপতি! সেই ভগবান সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ এই ধর্মও উপদেশ করিয়াছেন, যাহাতে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও নির্বাণপ্রবণ চিত্ত (পহিতত্ত, প্রেষিতাত্ম) হইয়া অবস্থানকারী ভিক্ষুর অমুক্তচিত্ত বিমুক্ত হয়, অপরিক্ষীণ আস্রব পরিক্ষীণ হয় এবং অপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।" (১)

২০। "গৃহপতি! পুনরায় সেই ভিক্ষু বিতর্ক-বিচারের উপশম করিয়া চিত্তের আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদজনক দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করেন, ...।" (২)

পুনরায় গৃহপতি! সেই ভিক্ষু প্রীতির প্রতিও বিরাগ হেতু তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করেন। ...।" (৩)

"গৃহপতি! পুনরায় সুখের প্রহাণ হেতু কোন ভিক্ষু যাবতীয় কামবাসনা পরিহার করিয়া, অকুশলবৃত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করেন। ...।" (৪)

---

[১]। ধর্মানুরাগ ও ধর্মানন্দ দ্বারা শমথ-বিদর্শন সাধনায় বলবতী ইচ্ছা বা তৎপরতাই প্রকটিত হয়। দ্বিবিধ সাধনার প্রতি সর্বতোভাবে ছন্দ-রাগ উৎপাদন করিতে পারিলে অর্হত্ব প্রাপ্তি ঘটে, অন্যথা অনাগামী হয়। এবং চতুর্থ ধ্যান চেতনা দ্বারা শুদ্ধাবাস ব্রহ্মালোকে উৎপন্ন হয়। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"গৃহপতি! সেই ভিক্ষু পুনঃ মৈত্রী-সহগত চিত্ত দ্বারা একদিক বিস্ফারিত করিয়া বিহার করে। সেইরূপ দুইদিক, তিনদিক, চারিদিক, এই প্রকারে ঊর্ধ-অধঃ তির্যকক্রমে সর্বথা সর্বস্থান ব্যাপিয়া সর্বলোক মৈত্রী সহগত, বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমেয়, অবৈর ও অহিংস চিত্তদ্বারা বিস্ফারিত করিয়া অবস্থান করেন। করুণা সহগত, মুদিতা সহগত, উপেক্ষা সহগত চিত্ত সম্বন্ধেও এইরূপ।" (৫-৬-৭-৮)

"গৃহপতি! পুনঃ সেই ভিক্ষু সর্বতোভাবে রূপ-সংজ্ঞার অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ (হিংসা) সংজ্ঞার অন্তসাধন করিয়া, নানাত্ব সংজ্ঞার প্রতি মনোনিবেশ না দিয়া 'অনন্ত, আকাশ' রূপে আকাশানন্ত, আয়তন (ধ্যান) লাভ করিয়া অবস্থান করেন। ...।" (৯)

"গৃহপতি! পুনঃ সেই ভিক্ষু সর্বতোভাবে আকাশানন্তায়তন অতিক্রম করিয়া 'অনন্ত, বিজ্ঞান' রূপে বিজ্ঞান অনন্তায়তন (ধ্যান) লাভ করিয়া অবস্থান করেন। ...।" (১০)

"গৃহপতি! পুনরায় সেই ভিক্ষু সর্বতোভাবে বিজ্ঞান অনন্তায়তন অতিক্রম করিয়া 'নাস্তিকিঞ্চি রূপে আকিঞ্চন্যায়তন (ধ্যান) লাভ করিয়া অবস্থান করেন। তিনি এইরূপ চিন্তা করেন, 'এই আকিঞ্চন্যায়তন সমাপত্তিও অভিসংস্কৃত-উদ্ভাবিত।' যাহা কিছু সংস্কৃত ও উদ্ভাবিত তাহাই অনিত্য, নিরোধ স্বভাব; ইহা অবগত হন। তিনি সেই অবস্থাতেই আস্রব-ক্ষয়জ্ঞান লাভ করেন। যদি আস্রব ক্ষয় করিতে অসমর্থ হন, সেই ধর্মানুরাগ ও ধর্মানন্দ দ্বারা পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় (নিম্নস্তরের) সংযোজন ক্ষয় করিয়া উপপাতিক (অযোনিজ দেব) হন, তথায় (শুদ্ধাবাসে) পরিনির্ব্বানলাভী সেই লোক হইতে অপুনরাবর্তনশীল হন।"

গৃহপতি! সেই ভগবান সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত ইহাও এক ধর্মমার্গ, যাহাতে অপ্রমত্ত, বীর্যবান, প্রেষিতাত্ম হইয়া অবস্থানকারী ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, অপরিক্ষীণ আস্রব পরিক্ষয় হয় এবং অপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।" (১১)

২১। এইরূপ উক্ত হইলে অট্টক নাগর দশম গৃহপতি আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন,–

"প্রভু আনন্দ! যেমন কোন ব্যক্তি এক নিধিমুখ (কুম্ভ) অন্বেষণ করিতে গিয়া একইবারে একাদশ নিধিমুখ লাভ করে, সেইরূপ ভন্তে! আমি এক অমৃতদ্বার অন্বেষণ করিতে গিয়া একইবারে একাদশ অমৃতদ্বারের সন্ধান পাইলাম। ভন্তে! যেমন কোন ব্যক্তির গৃহ একাদশ দ্বার বিশিষ্ট, সেই গৃহে আগুন লাগিলে সে প্রত্যেক দ্বারের সাহায্যেই নিজকে রক্ষা করিতে পারে, সেইরূপ ভন্তে! আমি এই একাদশ অমৃতদ্বারের যে কোন দ্বারের সাহায্যেই নিজকে স্বস্তি, (নিরাপদ) করিতে সমর্থ হইব। এই সকল ভন্তে! অন্য তির্থীয় (মতাবলম্বী) গণও আচার্যের [পূজার]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিমিত্ত আচার্য-ধন (অন্বেষণ করিয়া) আয়োজন করিয়া থাকে; আর আমি আয়ুষ্মান আনন্দকে কেন পূজা করিব না"?

অতঃপর দশম গৃহপতি পাটলিপুত্র ও বৈশালীর ভিক্ষু সংঘকে সম্মিলিত করিয়া স্বহস্তে, উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দ্বারা সন্তৃপ্ত ও সম্প্রবারিত করিলেন। এক এক ভিক্ষুকে এক এক চীবরযুগলে আচ্ছাদন করিলেন। আর আয়ুষ্মান আনন্দকে ত্রিচীবরে আচ্ছাদন করিলেন এবং আয়ুষ্মান আনন্দের জন্য পঞ্চ শতার্হ বিহার নির্মাণ করাইলেন।

অট্টক নাগর সূত্র সমাপ্ত

৫৩। সেখ সূত্র (২।১।৩)

২২। আমি এইরূপ শুনিয়াছিI

এক সময় ভগবান শাক্যদের মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, কপিলবাস্তুর নিগ্রোধারামে। সেই সময় কপিলবাস্তুবাসী শাক্যগণের নিমিত্ত অভিনব সন্থাগার[১] সদ্যঃ নির্মিত হইয়াছেIযাহা এখনও কোন শ্রমণ, ব্রাহ্মণ কিংবা মনুষ্যজাতির অব্যবহৃত। অতঃপর কপিলবাস্তুর শাক্যগণ যেখানে ভগবান আছেন তথায় উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে, বসিলেন। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট কপিলবাস্তুর শাক্যগণ ভগবানকে এইরূপ বলিলেন :

"ভন্তে! এখানে কপিলবাস্তুর শাক্যগণের এক অভিনব সন্থাগার অধুনা নির্মিত হইয়াছে, উহা এখনও কোন শ্রমণ, ব্রাহ্মণ কিংবা মনুষ্যজাতির ব্যবহৃত নহে। ভন্তে, ভগবন! আপনি উহা প্রথম ব্যবহার করুন। ভগবান কর্তৃক সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইলে পরে কপিলবাস্তুর শাক্যেরা উহা ব্যবহার করিবেন। ইহা শাক্যগণের পক্ষে দীর্ঘকাল হিত-সুখের নিদান হইবে।"

ভগবান তুষ্ণীভাবে সম্মত হইলেন।

অতঃপর ভগবানের সম্মতি অবগত হইয়া কপিলবাস্তুর শাক্যগণ আসন হইতে উঠিলেন, এবং ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করিয়া যেখানে সন্থাগার সেখানে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া সন্থাগারের সর্বত্র বিছানা পাতিয়া আসন সমূহ স্থাপন করিলেন, উদকভাণ্ড স্থাপিত করিলেন, তৈল-প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিলেন এবং ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে, দাঁড়াইলেন। একপ্রান্তে, দণ্ডায়মান শাক্যগণ ভগবানকে নিবেদন করিলেন :

---

[১]। সন্থাগারIগণতন্ত্র সম্মত রাষ্ট্রের মন্ত্রণালয়। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! সন্থাগারের সর্বত্র নানা আস্তরণে সজ্জিত, আসন সমূহ পাতা হইয়াছে, উদকমাণিক স্থাপিত ও তৈল-প্রদীপ আরোপিত হইয়াছে। ভন্তে, ভগবন! এখন যাহা কাল মনে করেন তাহা করিতে পারেন।"

তখন ভগবান নিবাসন (অন্তর্বাস-উত্তরাসঙ্গ) পরিধান করিয়া পাত্র-চীবর (সংঘাটি) লইয়া সন্থাগারে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া পাদ ধৌত করিয়া সন্থাগারে প্রবেশ করিলেন এবং মধ্যম স্তম্ভ আশ্রয় করিয়া পূর্বাভিমুখে উপবেশন করিলেন। ভিক্ষুসংঘও পাদধৌত করিয়া সন্থাগারে প্রবেশপূর্বক পশ্চিম প্রাচীর আশ্রয় করিয়া পূর্বাভিমুখে, ভগবানকে সম্মুখে রাখিয়াই বসিলেন। কপিলবাস্তুর শাক্যগণ পাদধৌত করিয়া সন্থাগারে প্রবেশপূর্বক পশ্চিমমুখী হইয়া, ভগবানকে সম্মুখে রাখিয়াই পূর্বভিত্তির আশ্রয়ে উপবেশন করিলেন।

তখন ভগবান অধিকরাত্রি (বারটা) পর্যন্ত, কপিলবাস্তুর শাক্যগণকে ধর্মোপদেশদ্বারা (ঐহিক-পারত্রিক হিত) প্রদর্শন করিয়া, (কুশল-ধর্ম) গ্রহণ করাইয়া, (উহাতে) উৎসাহিত ও হর্ষোৎফুল্ল করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন—

"আনন্দ! কপিলবাস্তুর শাক্যদিগকে শৈক্ষ্য-প্রতিপদা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান কর। আমার পৃ' দেশ ক্লান্ত, হইয়াছে, সুতরাং আমি বিশ্রাম করিব।"

"হাঁ প্রভু!" (বলিয়া) আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। তৎপর ভগবান চতুর্গুণ সংঘাটি বিছাইয়া পাদে পাদ স্থাপন করিয়া, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হইয়া, যথা সময়ে উত্থান-সংজ্ঞা মনে রাখিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে সিংহ শয্যায় শয়ন করিলেন।

২৩। অতঃপর তখন আয়ুষ্মান আনন্দ মহানাম শাক্যকে আহ্বান করিলেন :

"মহানাম! যখন আর্যশ্রাবক শীলসম্পন্ন হন ইন্দ্রিয়ে গুপ্তদ্বার (সংযত) হন, ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হন, জাগরণে তৎপর থাকেন, এবং সপ্তবিধ সদ্ধর্মে সুশোভিত হন; তখন তিনি ইহ জীবনে সুখবিহারের উপযোগী চতুর্বিধ আধ্যাত্মিক ধ্যানের যথেচ্ছ লাভী, অনায়াস লাভী ও অপরিমেয় লাভী হন।"

২৪। "মহানাম! কি প্রকারে আর্যশ্রাবক শীলসম্পন্ন হন? এ শাসনে মহানাম! আর্যশ্রাবক শীলবান হন, প্রাতিমোক্ষ সংবরে সংযত, আচার-গোচর সম্পন্ন, অণুমাত্র নিন্দনীয় আচরণেও ভয়দর্শী হইয়া অবস্থান করেন। শিক্ষাপদ (সদাচার নীতি) সমূহ গ্রহণ করিয়া চরিত্র গঠন করেন। এইরূপে মহানাম! আর্যশ্রাবক শীলসম্পন্ন হন।"

"কি প্রকারে মহানাম! ইন্দ্রিয়ে গুপ্তদ্বার হন?[মহানাম! আর্যশ্রাবক যখন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চক্ষুদ্বারা রূপ (দৃশ্য) দর্শন করিয়া নিমিত্ত গ্রাহী[১] হন না, অনুব্যঞ্জন গ্রাহী[২] হন না; যে বিষয়ে এই চক্ষু ইন্দ্রিয় অসংযত বিহারীর অভিধ্যা, দৌর্মনস্যরূপ পাপ অকুশলধর্ম সমূহ অনুস্রাবিত হয়, তিনি উহার সংবরের জন্য অগ্রসর হন, চক্ষু-ইন্দ্রিয় রক্ষা করেন, চক্ষু ইন্দ্রিয়ে সংযত হন। শ্রোত্রদ্বারা শব্দ শুনিয়া ...। ঘ্রাণদ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ...। জিহ্বাদ্বারা রসাস্বাদন করিয়া ...। কায়দ্বারা স্পৃষ্টব্য স্পর্শ করিয়া ...। মনদ্বারা ধর্ম (চিন্তনীয় বিষয়) জ্ঞাত হইয়া নিমিত্ত গ্রাহী হন না, অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হন না; যে কারণে মনেন্দ্রিয় অসংযত বিহারীর অভিধ্যা-দৌর্মনস্যরূপ পাপ অকুশলধর্ম সমূহ অনুস্রাবিত হয়, তিনি উহার সংযমের জন্য অগ্রসর হন, মনেন্দ্রিয় রক্ষা করেন, মনেন্দ্রিয়ে সংযত হন।"

"মহানাম! কি প্রকারে আর্যশ্রাবক ভোজনে মাত্রাভিজ্ঞ হন?Iমহানাম! আর্যশ্রাবক যথার্থ জ্ঞানপূর্বক আহার গ্রহণ করেনIদাবার (ক্রীড়ার) জন্য নহে, মত্ততার জন্যও নহে, মণ্ডন ও বিভূষণের জন্যও নহে। ইহা শুধু শরীর স্থিতির নিমিত্ত, জীবন যাপনের নিমিত্ত, জিঘাংসা নিবারণার্থ (ক্ষুধা-যন্ত্রণার উপশমের জন্য) এবং মার্গ-ব্রহ্মচর্যের সহায়তার নিমিত্ত। এইরূপে পুরাতন ক্ষুধা-বেদনার উপশম করিব, (অমিত ভোজনজনিত) নূতন বেদনা উৎপন্ন করিব না, যাহাতে আমার জীবনযাত্রা নির্দোষ ও স্বচ্ছন্দ-বিহার হইবে। এই প্রকারে মহানাম! আর্যশ্রাবক ভোজনে মাত্রাভিজ্ঞ হন।"

"মহানাম! কি প্রকারে আর্যশ্রাবক জাগরণে নিয়োজিত থাকেন? মহানাম! শাসনে আর্যশ্রাবক দিবসে চংক্রমণ ও উপবেশন দ্বারা আবরণীয় ধর্ম হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন, রাত্রির প্রথম যামে চংক্রমণ ও উপবেশন দ্বারা আবরণীয় ধর্ম হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন, রাত্রির মধ্যম যামে পায়ের উপর পা (ডান পায়ের উপর বাম পা) রাখিয়া, স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানের সহিত যথা সময় গাত্রোত্থান ধারণা মনে রাখিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে সিংহ শয্যায় শয়ন করেন। রাত্রির শেষ যামে প্রত্যুত্থান করিয়া চংক্রমণ ও ধ্যানাসনে উপবেশন দ্বারা আবরণীয় ধর্ম হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন। এই প্রকারে মহানাম! আর্যশ্রাবক জাগরণে নিয়োজিত হন।"

২৫। "মহানাম! কি প্রকারে আর্যশ্রাবক সপ্তবিধ সদ্ধর্মে সমন্বিত হন? মহানাম! আর্যশ্রাবক (১) শ্রদ্ধাবান হন, তথাগতের বোধিকে (পরম জ্ঞানকে) শ্রদ্ধা করেনIএই কারণে সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর দম্য-পুরুষ-সারথি, দেব-মনুষ্যদের শাস্তা, বুদ্ধ ও ভগবান। (২) লজ্জাশীল হন,–কায়-দুশ্চরিত, বাক্-দুশ্চরিত ও মনো-দুশ্চরিতকে লজ্জা

[১]। স্ত্রী, পুরুষ, আকার, লিঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণ। (প. সূ.)

[২]। হস্ত, পদ, হাস্য, লাস্য, বাক্য, দৃষ্টি ইত্যাদি ভেদে কামোদ্দীপক নিদর্শন। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করেন, পাপ-অকুশল কর্ম সম্পাদনে লজ্জা বোধ করেন। (৩) অপত্রপী (সঙ্কোচী) হর্নাকায়-দুশ্চরিত, বাক্-দুশ্চরিত ও মনো দুশ্চরিত হইতে সঙ্কোচিত হন, পাপ-অকুশল কর্ম সম্পাদনে ভীত হন। (৪) বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী হর্নাযে সকল ধর্ম আদি-কল্যাণ, মধ্য-কল্যাণ, পর্যবসান-কল্যাণ, সার্থক, স-ব্যঞ্জন, যাহা কেবল পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্যের ঘোষণা করে, তথাবিধ বহু ধর্মোপদেশ তাঁহার শ্রুত, ধৃত, বাক্যদ্বারা পরিচিত (কণ্ঠস্থ), মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ কৃত ও দৃষ্টি (দর্শন) দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিবিদ্ধ হইয়াছে। (৫) আরব্ধবীর্য (উদ্যোগী) হর্নাঅকুশল ধর্মের প্রহাণের জন্য, কুশল ধর্মের অর্জনের জন্য শক্তিমান, দৃঢ়-পরাক্রমী এবং কুশল ধর্মসমূহে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইয়া অবস্থান করেন। (৬) স্মৃতিমান হর্নাপরম স্মৃতি-নৈপুণ্যে প্রতিমণ্ডিত হন, চিরকালের কৃত ও চিরকালের ভাষিত বিষয় স্মরণ করিতে ও অনুস্মরণ করিতে সমর্থ হন। (৭) প্রজ্ঞাবান হর্নাপঞ্চস্কন্ধের উদয় ও বিলয় প্রতিবেধ সমর্থ প্রজ্ঞায় যুক্ত হন, সম্যকদুঃখ-ক্ষয়গামিনী আর্য বিশুদ্ধ লক্ষ্য-ভেদী (নির্বেধিকা) প্রজ্ঞায়[১] সংযুক্ত হন। এই প্রকারেই মহানাম! আর্যশ্রাবক সপ্তবিধ সদ্ধর্মে সমন্বিত হন।"

২৬। "মহানাম! আর্যশ্রাবক কি প্রকারে দৃষ্টধর্মে সুখবিহারস্বরূপ চতুর্বিধ অভিচিত্তাশ্রিত ধ্যানের যথেচ্ছলাভী, অনায়াসলাভী, অপরিমেয়লাভী হন?"

"মহানাম ! এখানে আর্যশ্রাবক কামবাসনা হইতে পৃথক হইয়া অকুশলধর্ম পরিহার করিয়া সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ ও প্রীতি-সুখ-মণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করেন। বিতর্ক-বিচারের উপশম করিয়া আধ্যাত্মিক প্রাসাদজনক, চিত্তের একাগ্রতা সাধক বিতর্ক-বিচার রহিত সমাধিজ প্রীতি-সুখ মণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান অধিগত হইয়া ... তৃতীয় ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যান অধিগত হইয়া অবস্থান করেন। মহানাম! এই প্রকারেই আর্যশ্রাবক দৃষ্টধর্ম সুখবিহার স্বরূপ চতুর্বিধ অভিচিত্তাশ্রিত ধ্যানের যথেচ্ছলাভী, অনায়াসলাভী ও অক্লেশলাভী হন।"

২৭। "মহানাম! আর্যশ্রাবক যখন এই প্রকার শীলসম্পন্ন হন, এই প্রকার ইন্দ্রিয়ে গুপ্তদ্বার হন, ভোজনে মাত্রাভিজ্ঞ হন, এই প্রকারে জাগরণে নিয়োজিত হন, সপ্তবিধ সদ্ধর্মে প্রতিমণ্ডিত হন, দৃষ্টধর্ম সুখবিহার স্বরূপ অভিচিত্তাশ্রিত চতুর্বিধ ধ্যানের যথেচ্ছলাভী, অনায়াসলাভী, অক্লেশলাভী হন; মহানাম! তখন এই আর্যশ্রাবক শৈক্ষ্য-প্রতিপদায় প্রতিপন্ন[২] অ-পূতি (অবিকৃত) অণ্ডত্বে পরিণত,

---

[১]। শমথ-বিদর্শন ধ্যান ও মার্গজ প্রজ্ঞা ক্লেশের বিষ্কম্ভন ও সমুচ্ছেদ হেতু বিশুদ্ধ হয়, সেই বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা অবিদীর্ণ পূর্ব লোভ-দ্বেষ-মোহ স্কন্ধকে সমুচ্ছিন্ন ও বিদীর্ণ করায় উহাকে আর্য-নির্বেদিকা বলে। (প. সূ.)

[২]। বিদর্শনগর্ভ ক্রমোন্নত প্রতিপদায় সমন্বিত। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অভিনির্ভেদের (বিদারণের) যোগ্য[১] সম্বোধির উপযুক্ত ও অনুত্তর যোগক্ষেম[২] অধিগমের অধিকারী বলিয়া উক্ত হন।"

"যেমন মহানাম! কোন কুক্কুটির আট, দশ কিংবা বারটি ডিম আছে, সেগুলি কুক্কুটিদ্বারা সম্যক উপরিশায়িত, উত্তমরূপে পরিস্বেদিত, সম্যক পরিভাবিত (ভাবরা প্রদত্ত) হয়। যদিও সেই কুক্কুটির এই প্রকার ইচ্ছা উৎপন্ন নাও হয়I'অহো! এই কুক্কুট শাবকগুলি পাদনখশিখা কিংবা মুখতুণ্ডদ্বারা ডিম্বকোষ বিদীর্ণ করিয়া নিরাপদে বহির্গত হউক'। তথাপি যথাসময় সেই কুক্কুট শাবকগুলি পাদনখশিখা কিংবা মুখতুণ্ডদ্বারা অণ্ডকোষ প্রদালন করিয়া নিরাপদে বহির্গত হইতে সমর্থ হয়। তেমন ভাবেই মহানাম! যখন আর্যশ্রাবক এই প্রকারে শীলসম্পন্ন হন, এই প্রকারে ইন্দ্রিয়ে গুপ্তদ্বার হন, এইরূপে ভোজনে মাত্রাভিজ্ঞ হন, এইরূপে জাগরণে নিয়োজিত হন, এইরূপে সপ্তবিধ সদ্ধর্মে অনুপ্রাণিত হন, এইরূপে বাস্তব জীবনে সুখ-বিহার স্বরূপ অভিচিত্তাশ্রিত চতুর্বিধ ধ্যানের যথেচ্ছলাভী, অনায়াসলাভী অনল্পলাভী হন। মহানাম! এই আর্যশ্রাবকই উক্ত হনIশৈক্ষ্য-প্রতিপদায় অগ্রসর, অবিকৃত অণ্ডত্বে পরিণত, অভিনির্ভিদার যোগ্য, সম্বোধির বা আর্যমার্গের উপযোগী এবং অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগমের অধিকারী।"

২৮। "মহানাম! তিনিই সেই আর্যশ্রাবক যিনি এই উত্তম (চতুর্থ ধ্যানজ) উপেক্ষা ও পরিশুদ্ধ স্মৃতি সহকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত, অনুস্মরণ করেনIযথা একজন্ম, দুইজন্ম, ... আকার ও উদ্দেশ সহিত নানাবিধ পূর্বনিবাস অনুস্মরণ করেন। অণ্ডকোষ হইতে কুক্কুট শাবকের ন্যায় ইহাই হয় তাঁহার প্রথম (জ্ঞানভেদ) অভিনিষ্ক্রমণ।"

"মহানাম! তিনিই সেই আর্যশ্রাবক যিনি এই অনুত্তর উপেক্ষা ও পরিশুদ্ধ স্মৃতি সহায়ে মনুষ্যোত্তর বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষুদ্বারা চ্যুতি-উৎপত্তির সময় হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগতি-দুর্গতি পরায়ণ সত্ত্বগণকে দেখিতে পান, যথাকর্মানুগ প্রাণিগণকে বিশেষরূপে জানিতে পারেন। ইহাই তাঁহার দ্বিতীয় অভিনিষ্ক্রমণ, ডিম্বকোষ হইতে কুক্কুট শাবকের ন্যায়।"

"মহানাম! তিনিই সেই আর্যশ্রাবক যিনি এই অনুত্তর উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধির সাহায্যে আস্রব সমূহ ক্ষয় করিয়া অনাস্রব চিত্তবিমুক্তি (শমথ) ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি (বিদর্শন) ইহা জীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞাদ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া, অধিগত হইয়া অবস্থান করেন। কুক্কুট শাবকের ডিম্বকোষ হইতে বাহির হওয়ার ন্যায় ইহা তাঁহার তৃতীয় অভিনিষ্ক্রমণ।"

---

[১]। জ্ঞান প্রভেদের যোগ্য। (প. সূ.)

[২]। যোগ বা বন্ধন-মুক্তি নির্বাণ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৯। "মহানাম! আর্যশ্রাবক যে শীলসম্পন্ন হন, উহাই তাঁহার আচরণের অন্তর্গত। তিনি যে ইন্দ্রিয়ে গুপ্ত-দ্বার, ভোজনে মাত্রাভিজ্ঞ, জাগরণে নিয়োজিত, সপ্তবিধ আর্যধর্মে অনুপ্রাণিত ও চতুর্বিধ ধ্যানলাভী হন, উহারা তাঁহার (পঞ্চদশ) আচরণের অন্তর্গত।"

"মহানাম! আর্যশ্রাবক যে নানা প্রকার পূর্বনিবাস অনুস্মরণ করেন[যথা একজন্ম, দুইজন্ম, ... সাকার সউদ্দেশ নানাবিধ পূর্বনিবাস অনুস্মরণ করেন, ইহা তাঁহার বিদ্যার অন্তর্গত। তিনি যে চ্যুতি-উৎপত্তির সময় হীন-উৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগতি-দুর্গতি পরায়ণ যথাকর্মানুগ সত্ত্বগণকে মনুষ্যোত্তর বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষুদ্বারা দর্শন করেন, ইহাও তাঁহার বিদ্যার অন্তর্গত এবং তিনি যে আস্রব সমূহ ক্ষয় করিয়া অনাস্রব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি ইহ-জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞাদ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া, অধিগত হইয়া অবস্থান করেন, ইহাও তাঁহার (ত্রিবিধ) বিদ্যার অন্তর্গত।"

"মহানাম! এই আর্যশ্রাবককেই বিদ্যাসম্পন্ন ও এই প্রকারে আচরণ সম্পন্ন বলা হয়, সুতরাং একারণে তিনি বিদ্যাচরণ সম্পন্ন হইয়া থাকেন।

মহানাম! ব্রহ্মা সনৎকুমার[১]ও এই গাথা ভাষণ করিয়াছেন,–

৩০। 'গোত্র অনুগামী জনতার মাঝে
ক্ষত্রিয় সবারোত্তম।
বিদ্যাচার-ধর্মী দেব-নর মাঝে
তিনি হন শ্রেষ্ঠতম' ॥"

"মহানাম! এই যে গাথা যাহা ব্রহ্মা সনৎকুমার কর্তৃক ভাষিত, উহা সুভাষিত-দুর্ভাষিত নহে, অর্থসংযুক্ত,–অনর্থ সংযুক্ত নহে, ভগবানের অনুমোদিত।"

অতঃপর ভগবান গাত্রোত্থান করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন,"সাধু সাধু আনন্দ! সাধু আনন্দ! কপিলবাস্তুবাসী শাক্যগণকে শৈক্ষ্য-প্রতিপদা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছ।"

আয়ুষ্মান আনন্দ ইহা ভাষণ করিলেন, শাস্তা সন্তুষ্ট হইলেন, কপিলবাস্তুর শাক্যগণ প্রসন্ন মনে আয়ুষ্মান আনন্দের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

শৈক্ষ্য সূত্র সমাপ্ত

৫৪। পোতলিয় সূত্র (২।১।৪)

৩১। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান অঙ্গুত্তরাপ জনপদে অবস্থান করিতেছিলেন, অঙ্গুত্তরাপবাসীদের আপণ নামক নগরে (নগর সমীপে নদীতীরে)। তখন ভগবান

[১]। ব্রহ্মা সনৎকুমার ধ্যানফলে তথায় উৎপন্ন। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পূর্বাহ্ন সময়ে (চীবর) পরিধান করিয়া পাত্র-চীবর (সংঘাটি) লইয়া ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য আপণে প্রবেশ করিলেন। আপণে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া ভোজন শেষে ভিক্ষাচর্যা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া এক গভীর বনে উপস্থিত হইলেন,দিবা বিহারের নিমিত্ত। সেই গভীর বনে প্রবেশ করিয়া এক বৃক্ষমূলে দিবা বিহারে উপবেশন করিলেন।

পোতলিয় গৃহপতিও নিবাসন (ধুতি), প্রাবরণ (উত্তরীয়) পরিধান করিয়া, ছত্র ধারণ ও পাদুকা পরিহিত হইয়া জঙ্ঘা বিহার (পায়চারী) করিতে করিতে যথায় সেই গভীর বন তথায় উপনীত হইলেন, গভীর বনে প্রবেশ করিয়া যেখানে ভগবান আছেন তথায় পৌঁছিলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত প্রীতি সম্ভাষণ করিলেন এবং সম্মোদনীয় ও স্মরণীয় আলাপ শেষ করিয়া এক প্রান্তে, দাঁড়াইলেন। একপ্রান্তে, স্থিত গৃহপতি পোতলিয়কে ভগবান বলিলেন,–

“গৃহপতি! আসন বিদ্যমান আছে, যদি ইচ্ছা হয় বসিতে পার।”

এইরূপ উক্ত হইলে পোতলিয় গৃহপতিÏ“শ্রমণ গৌতম আমাকে গৃহপতি (গৃহস্থ, বৈশ্য) রূপে ব্যবহার করিতেছেন,”Ïক্রোধান্বিত ও অপ্রসন্ন মনে নীরব রহিলেন।

দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও ... এইরূপ কথিত হইলেÏ“শ্রমণ গৌতম আমাকে গৃহপতিরূপে ব্যবহার করিতেছেন”Ïকোপিত ও অসন্তুষ্ট হইয়া পোতলিয় গৃহপতি ভগবানকে বলিলেন,–

“ভো গৌতম! ইহা অনুচিত, ইহা অপ্রতিরূপ, যেহেতু আপনি আমাকে গৃহপতি বলিয়া ব্যবহার করিলেন।”

“গৃহপতি! যাহাতে গৃহপতি হয়, তোমার সেই আকার, সেই লিঙ্গ ও সেই নিমিত্ত বিদ্যমান (তজ্জন্যই এই ব্যবহার করিতেছি)।”

“তথাপি ভো গৌতম! আমাকর্তৃক যাবতীয় গৃহী-কর্মান্ত, পরিত্যক্ত, যাবতীয় গৃহী-ব্যবহার (ব্যবসা-বাণিজ্য) সমুচ্ছিন্ন।”

“গৃহপতি! তাহা কি প্রকার, যাহা তোমার সর্বগৃহী-কর্মান্ত, পরিত্যক্ত, যাবতীয় গৃহী-ব্যবহার সমুচ্ছিন্ন?”

“ভো গৌতম! আমার নিকট যাহা কিছু ধন, ধান্য, রজত-জাতরূপ (সোনা-রূপা) ছিল, আমি সমস্, পুত্রদিগকে উত্তরাধিকার সূত্রে সমর্পণ করিয়াছি। সেই সম্বন্ধে আমি আদেশ কিম্বা উপদেশ করিনা, শুধু গ্রাসাচ্ছাদন (খাওয়া-পরা) মাত্রেই অবস্থান করি; (তদপেক্ষা কোন প্রত্যাশা নাই)। এই কারণে ভো গৌতম! আমি যাবতীয় গৃহী-কর্মান্ত, পরত্যাগ ও গৃহী-ব্যবহার সমুচ্ছিন্ন করিয়াছি।”

“গৃহপতি! তুমি অন্যথা ব্যবহার সমুচ্ছেদ বলিতেছ। কিন্তু আর্য-বিনয়ে ব্যবহার সমুচ্ছেদ অন্যপ্রকার।”

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! আর্য-বিনয়ে ব্যবহার-সমুচ্ছেদ কি প্রকারে হয়? বেশ, ভগবন! আমাকে তদ্রূপ ধর্মোপদেশ করুন, যে প্রকারে আর্য-বিনয়ে ব্যবহার সমুচ্ছেদ হয়।"

"তবে গৃহপতি! শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি উপদেশ করিব।"

"হাঁ, ভদন্ত!" (বলিয়া) পোতলিয় গৃহপতি ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। ভগবান বলিলেন,–

৩২। "গৃহপতি! এই অষ্টবিধ-ধর্ম আর্য-বিনয়ে ব্যবহার সমুচ্ছেদের জন্য প্রবর্তিত হয়, সেই অষ্টবিধ কী কী? (১) হিংসা বিরতি চেতনা আশ্রয় করিয়া প্রাণী-হিংসা পরিত্যাগ করা উচিত। (২) চৌর্য বিরতি চেতনা আশ্রয় করিয়া চৌর্য পরিত্যাগ করা উচিত। (৩) সত্য-বাক্য আশ্রয় করিয়া মিথ্যা-বাক্য পরিত্যাগ করা উচিত। (৪) পিশুন-বিরতি চেতনা আশ্রয় করিয়া পিশুন-বাক্য পরিত্যাগ করা উচিত। (৫) গৃধ্নু-লোভ প্রহাণ চেতনা আশ্রয় করিয়া গৃধ্নু-লোভ পরিবর্জন করা উচিত। (৬) নিন্দা-রোষ প্রহাণ চেতনা আশ্রয় করিয়া নিন্দা-রোষ প্রহাতব্য। (৭) ক্রোধোপায়াস (হতাশা) প্রহাণ চেতনা আশ্রয় করিয়া ক্রোধোপায়াস পরিবর্জন করা উচিত। (৮) অভিমান প্রহাণ চেতনা আশ্রয় করিয়া অভিমান পরিত্যাজ্য। গৃহপতি! এই অষ্টবিধ ধর্মIযাহা সংক্ষেপে উক্ত হইল বিস্তৃত ভাবে অবিভক্তIইহারাই আর্য-বিনয়ে ব্যবহার সমুচ্ছেদার্থ প্রযুক্ত হয়।"

[এখানে প্রথম চারিটি বিরমিতব্য, শেষের চারিটি প্রহাতব্য।]

"সাধু ভন্তে! ভগবান কর্তৃক বিস্তৃত ভাবে অবিভক্ত যেই অষ্টধর্ম উক্ত হইল যাহা আর্য-বিনয়ে ব্যবহার সমুচ্ছেদে প্রবর্তিত হয়। অনুগ্রহ পূর্বক ভগবন! আমাকে সেই অষ্টবিধ ধর্ম বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করুন।"

"তবে হে গৃহপতি! শ্রবণ কর, সুন্দররূপে মনোযোগ দাও, আমি বর্ণনা করিব।"

"হাঁ, ভন্তে!" পোতলিয় গৃহপতি ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন।

ভগবান এইরূপ বলিলেন,–

৩৩। "প্রাণীহত্যা বিরতি চেতনা আশ্রয়ে প্রাণীহত্যা ত্যাগ করা উচিতIএই যে বলা হইল, কি কারণে বলা হইল? গৃহপতি! আর্যশ্রাবক এ বিষয়ে এই চিন্তা করেনIআমি যে সকল সংযোজনের দরুণ প্রাণীহত্যাকারী হইতে পারি, সেই সমস্, সংযোজন প্রহাণের জন্য ও সমুচ্ছেদের জন্য অগ্রসর হইতেছি। এমতাবস্থায় যদি আমিই প্রাণীহত্যাকারী হই, তবে আত্মাও (স্বচিত্ত) আমাকে প্রাণীহত্যার দরুণ নিন্দা করিবে। অপর বিজ্ঞগণও পরীক্ষা করিয়া প্রাণীহত্যার দরুণ আমাকে ধিক্কার দিতে পারেন। প্রাণীহত্যার দরুণ দেহত্যাগে মৃত্যুরপর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দুর্গতিই প্রত্যাশা করিতে হইবে। এই যে প্রাণীহত্যা ইহাই সংযোজন[১], ইহাই নীবরণ; প্রাণীহত্যার দরুণ যে সকল আস্রব[২], বিঘাত ও পরিদাহ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা, প্রাণীহত্যা হইতে বিরত ব্যক্তির সেই সমুদয় আস্রব, ক্লেশ ও বিপাকজনিত বিঘাত এবং পরিদাহ উৎপন্ন হয় না। সুতরাং হিংসার বিরতি চেতনা আশ্রয়ে প্রাণীহিংসা পরিত্যাজ্য বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা এই কারণেই বলা হইল।" (১)

৩৪। " অচৌর্যের আশ্রয়ে চৌর্যত্যাগ করা উচিতÍএই যে বলা হইল, কি কারণে বলা হইল? গৃহপতি! আর্যশ্রাবক এ বিষয়ে এই প্রকার চিন্তা করেনÍআমি যে সকল সংযোজনের কারণে চৌর্যকর্ম করিতে পারি, সেই সমুদয় সংযোজনের প্রহাণের জন্য ও সমুচ্ছেদের জন্য অগ্রসর হইতেছি। ...।" (২)

৩৫। "সত্য বাক্য আশ্রয় করিয়া মিথ্যা পরিত্যাগ করা উচিতÍএই যে বলা হইল, কি কারণে বলা হইল? গৃহপতি! আর্যশ্রাবক এ বিষয়ে এই প্রকার চিন্তা করেনÍআমি যে সকল সংযোজনের কারণে মিথ্যাবাক্য বলিতে পারি, সেই সমুদয় সংযোজনের প্রহাণের জন্য ও সমুচ্ছেদের জন্য অগ্রসর হইতেছি। ...।" (৩)

৩৬। "অপিশুন বাক্যের আশ্রয়ে পিশুন বাক্য পরিত্যাগ করা উচিতÍএই যে বলা হইল, কি কারণে বলা হইল? গৃহপতি! আর্যশ্রাবক এ বিষয়ে এই প্রকার চিন্তা করেনÍআমি যে সকল সংযোজনের কারণে পিশুনবাক্য বলিতে পারি, সেই সমুদয় সংযোজনের প্রহাণের জন্য ও সমুচ্ছেদের জন্য অগ্রসর হইতেছি। ...।" (৪)

৩৭। "অগৃধ্নু-লোভ আশ্রয় করিয়া গৃধ্ন-লোভ পরিত্যাগ করা উচিতÍএই যে বলা হইল, কি কারণে বলা হইল? গৃহপতি! আর্যশ্রাবক এ বিষয়ে এই প্রকার চিন্তা করেনÍআমি যে সকল সংযোজনের কারণে গৃধ্নু লোভী হইতে পারি, সেই সমুদয় সংযোজনের প্রহাণের জন্য ও সমুচ্ছেদের জন্য অগ্রসর হইতেছি। ...।" (৫)

৩৮। "অনিন্দা-রোষ আশ্রয় করিয়া নিন্দা-রোষ প্রহাতব্যÍএই যে বলা হইল, কি কারণে বলা হইল? গৃহপতি! আর্যশ্রাবক এ বিষয়ে এই প্রকার চিন্তা

---

[১]। প্রাণীহত্যাদিজনিত কর্ম-বন্ধনের হেতু, মুক্তির আবরণ। (টীকা)

দশ সংযোজন ও পঞ্চ নীবরণের অন্তর্গত না হইলেও সংসারাবর্তে বন্ধন ও হিত প্রতিচ্ছাদন শক্তি অনুসারে ইহারা সংযোজন ও নীবরণ রূপে কথিত। (প. সূ.)

[২]। প্রাণীহত্যা-নিন্দা-রোষ-ক্রোধোপায়াসে অবিদ্যাস্রব উৎপন্ন হয়। চুরি, মিথ্যা ও পিশুনবাক্যে কামাস্রব, দৃষ্টাস্রব, অবিদ্যাস্রব হয়। গৃধ্নলোভে দৃষ্টাস্রব, অবিদ্যাস্রব, অতিমানে ভবাস্রব, ,অবিদ্যাস্রব হয়। (টীকা)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করেনIআমি যে সকল সংযোজনের কারণে নিন্দা-রোষকারী হইতে পারি, সেই সমুদয় সংযোজনের প্রহাণের জন্য ও সমুচ্ছেদের জন্য অগ্রসর হইতেছি। ...।" (৬)

৩৯। "অক্রোধোপায়াসের আশ্রয়ে ক্রোধোপায়াস প্রহাতব্যIএই যে বলা হইল, কি কারণে বলা হইল? গৃহপতি! আর্যশ্রাবক এ বিষয়ে এই প্রকার চিন্তা করেনIআমি যে সকল সংযোজনের কারণে ক্রোধোপায়াস হইতে পারি, সেই সমুদয় সংযোজনের প্রহাণের জন্য ও সমুচ্ছেদের জন্য অগ্রসর হইতেছি। ...।" (৭)

৪০। "অনভিমানের আশ্রয়ে অভিমান পরিত্যাজ্যIএই যে বলা হইল, কি কারণে বলা হইল? গৃহপতি! আর্যশ্রাবক এ বিষয়ে এই প্রকার চিন্তা করেনIআমি যে সকল সংযোজনের কারণে অভিমানী হইতে পারি, সেই সমুদয় সংযোজনের প্রহাণের জন্য ও সমুচ্ছেদের জন্য অগ্রসর হইতেছি। ...।" (৮)

৪১। "গৃহপতি! সংক্ষেপে উক্ত ও বিস্তৃত ভাবে বিভক্ত এই অষ্টবিধ ধর্ম, যাহা আর্য-বিনয়ে ব্যবহার সমুচ্ছেদার্থ প্রবর্তিত হয়। তথাপি আর্য-বিনয়ে কেবল এই পর্যন্ত, সর্বেসর্বা ও সর্বথা ব্যবহার সমুচ্ছেদ নহে।"

"ভন্তে! আর্য-বিনয়ে সর্বেসর্বা ও সর্বথা সর্বস্বরূপে ব্যবহার সমুচ্ছেদ কি প্রকারে হয়? উত্তম, হে প্রভু ভগবন! যে প্রকারে আর্য-বিনয়ে সর্বেসর্বা ও সর্বথা সর্বস্বরূপে ব্যবহার সমুচ্ছেদ হয় সেই প্রকার ধর্মোপদেশ করুন।"

"গৃহপতি! তাহা হইলে শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি বর্ণনা করিব।"

"হাঁ ভদন্ত!" (বলিয়া) পোতলিয় গৃহপতি ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন−

৪২। "গৃহপতি! যেমন কোন ক্ষুধাদৌর্বল্য-প্রপীড়িত কুকুর সূণায় (মাংস বিক্রয় স্থানে) উপস্থিত হয়; দক্ষ গো-ঘাতক অথবা গো-ঘাতকের অন্তেবাসী উত্তমরূপে তক্ষণকৃত বা সু-পরিষ্কৃত, মাংসহীন, রক্তমাখা অস্থি-কঙ্কাল উহার দিকে নিক্ষেপ করে। গৃহপতি! তাহা কি মনে কর? সেই কুকুর সুচ্ছিন্ন, পরিষ্কৃত মাংসহীন ও রক্তমিশ্র ঐ অস্থিকঙ্কাল লেহন করিয়া ক্ষুধা-দৌর্বল্য বিনোদন করিতে সমর্থ হইবে?"

"ভন্তে! ইহা কখনও সম্ভব নহে। ইহার কারণ এই যে ভন্তে! ঐ অস্থিকঙ্কাল উত্তমরূপে পরিষ্কৃত, মাংসহীন শুধু লোহিত-মিশ্রিত; সেই কুকুর শুধু ক্লান্ত, হইবে ও বিঘাতের ভাগী হইবে।"

"এইরূপে গৃহপতি! সেই আর্যশ্রাবক এই প্রকার প্রত্যবেক্ষণ করেI'ভগবান কর্তৃক বলা হইয়াছে, কাম অস্থিকঙ্কাল সদৃশ ইহা বহু দুঃখের আকর, বহু

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপায়াসময়, ইহাতে অধিকতর আদীনব (দোষ) বিদ্যমান।' এইরূপে যথাভূত ভাবে সম্যক প্রজ্ঞাদ্বারা দর্শন করিয়া যেই (পঞ্চ কাম-বিষয়ক) উপেক্ষা নানা স্বভাববিশিষ্ট ও নানা আরম্মণাশ্রিত উহাকে বিশেষরূপে বর্জন করিয়া, যেই (চতুর্থধ্যানজ) উপেক্ষা এক স্বভাব ও একারম্মণাশ্রিত, যাহাতে সর্বতোভাবে লোকামিষ ও উপাদান (গাঢ়তৃষ্ণা) সমূহ নিরবশেষে নিরুদ্ধ হয়, (লোকামিষ ও উপাদানের প্রতিপক্ষভূত) সেই উপেক্ষাকেই বৃদ্ধি করেন।"

৪৩। "গৃহপতি! যেমন নাকি কোন গৃধ্র, কাক অথবা কুলাল (শ্যেনজাতীয় পক্ষী) একখণ্ড মাংসপেশী লইয়া উড়িয়া যায়, তাহাকে অপর গৃধ্রেরা, কাকেরা কিম্বা কুলালেরা পশ্চাদ্‌ধাবন করিয়া যদি মুখতুণ্ডদ্বারা দংশন করে, পাদনখদ্বারা আক্রমণ করে; গৃহপতি! ইহা কি মনে কর৷ যদি সেই গৃধ্র, কাক অথবা কুলাল ঐ মাংসপেশী যথা সম্ভব দূরে নিক্ষেপ না করে, তবে তন্নিবন্ধন তাহার মরণ সংঘটিত হইতে পারে, অথবা মরণান্ত, দুঃখ হইতেও পারে?"

"হাঁ, ভন্তে! হইবেই।"

"এই প্রকারই গৃহপতি! আর্যশ্রাবক এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেন৷ 'ভগবান কর্তৃক কামসমূহ মাংসপেশীবৎ উক্ত হইয়াছে, ইহাতে বহু দুঃখ, বহু উপায়াস, আর আদীনবও অত্যধিক।' এইরূপে ইহা সম্যক প্রজ্ঞাদ্বারা যথাভূত দর্শন করিয়া যেই উপেক্ষা নানা স্বভাব, নানা অবলম্বনাশ্রিত তাহা সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া যেই উপেক্ষা এক স্বভাব ও একারম্মণাশ্রিত এবং যাহাতে সর্বতোভাবে লোকামিষ ও উপাদান নিরবশেষে নিরুদ্ধ হয়৷ সেই উপেক্ষার অভিবৃদ্ধি সাধন করেন।"

৪৪। "যেমন গৃহপতি! কোন পুরুষ প্রজ্বলিত তৃণোল্কা লইয়া বায়ুর প্রতিকূলে গমন করে, গৃহপতি! তাহা কি মনে কর৷ যদি সেই ব্যক্তি ঐ প্রজ্বলিত তৃণোল্কা শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্জন না করে, তবে উহা তাহার হস্ত, বাহু অথবা অন্যতর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দগ্ধ করিতে পারে, তন্নিবন্ধন তাহার মরণ কিম্বা মরণান্ত, দুঃখ হইতে পারে?"

"হাঁ, নিশ্চয় ভন্তে!"

"গৃহপতি! এইরূপেই আর্যশ্রাবক ...।"

৪৫। "গৃহপতি! যেমন কোন স্থানে ধূম ও শিখাহীন প্রদীপ্ত অঙ্গারপূর্ণ এক পুরুষের (৪ হাত) অধিক পরিমিত অঙ্গারগর্ত আছে, যখন তথায় জীবনেচ্ছু, অমরণেচ্ছু সুখকামী, দুঃখবিরোধী কোন ব্যক্তি আসে, তাহাকে দুইজন বলবান পুরুষ বাহুযুগলে সজোরে ধরিয়া নির্দয় ভাবে অঙ্গারগর্তের দিকে আকর্ষণ করে, গৃহপতি! তাহা কি মনে কর৷ তখন সেই ব্যক্তি ইতস্ততঃ দেহ নমিত করিবে নহে কি?"

"হাঁ, নিশ্চয় করিবে ভন্তে!

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"উহা করিবার কারণ কি?"

"ভন্তে! সেই পুরুষের ইহা সুবিদিত 'যদি আমি এই অঙ্গারগর্তে পড়ি, তবে তন্নিবন্ধন আমার মৃত্যু ঘটিতে পারে, অথবা মরণান্ত, দুঃখভোগ হইতে পারে'।"

৪৬। "গৃহপতি! যেমন কোন লোক স্বপ্নযোগে রমণীয় উদ্যান, রমণীয় বন, রমণীয় ভূমিভাগ ও রমণীয় পুষ্করিণী দর্শন করে। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় তাহা কিছু দেখিতে পায় না। এই প্রকারেই হে গৃহপতি! আর্যশ্রাবক ইহা প্রত্যবেক্ষণ করেনI'ভগবান কর্তৃক কামসমূহ স্বপ্নোপম উক্ত হইয়াছে। ...।"

৪৭। "গৃহপতি! যেমন কোন ব্যক্তি যাচিত (ঋণকৃত) ভোগ্যবস্তু, মানুষের যোগ্য যান, বিবিধ উৎকৃষ্ট মণিকুণ্ডল প্রভৃতি ধার করে এবং সেই যাচিত ভোগ্যবস্তু সমূহে পুরস্কৃত ও পরিবৃত হইয়া নগর মধ্যে উপস্থিত হয়। তখন জনসাধারণ তাহাকে দেখিয়া বলে যে, 'ওহে! এই ব্যক্তি নিশ্চয় ধনবান। এইরূপেই ধনবানেরা ধন সম্পদ ভোগ করেন।' কিন্তু স্বামীরা (মহাজন) তাহাকে যেখানেই দেখিতে পায় সেখানেই স্বীয় বস্তু সমূহ গ্রহণ করেন। গৃহপতি! তুমি কি মনে কর, সেই পুরুষের পক্ষে অন্যথা (প্রতিকূল) ভাব সঙ্গত নহে কি?"

"হাঁ, ভন্তে!"

"তাঁহার কারণ কি?"

"ভন্তে! স্বামীরা নিশ্চয়ই স্বীয় সম্পত্তি আহরণ করিবেন।"

"এই প্রকারেই হে গৃহপতি! আর্যশ্রাবক ইহা প্রত্যবেক্ষণ করেনI'ভগবান কর্তৃক উক্ত হইয়াছে কাম সমূহ যাচিত (ধারে গৃহীত) সম্পত্তি সদৃশ ...।"

৪৮। "গৃহপতি! যেমন নাকি কোন গ্রাম বা নগরের অদূরে অধিক গভীর বন আছে, তথায় বৃক্ষ সকল সুমিষ্ট ফল দেয় ও বহু ফলবা; কিন্তু কোন ফল ভূমিতে পতিত থাকে না। তখন কোন ফলার্থী ফলান্বেষী পুরুষ ফল অন্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে (ঘটনাক্রমে) তথায় উপস্থিত হয়। সে সেই গভীর বনে প্রবেশ করিয়া ঐ সুমিষ্ট ফল ও বহু ফলন্ত, বৃক্ষ দেখিতে পায়। তখন তাহার এইরূপ চিন্তা হয়I'এই বৃক্ষ সুমিষ্ট ফলবিশিষ্ট ও বহু ফলবান, অথচ কোন ফল ভূমিতে পড়ে নাই। আমি বৃক্ষে আরোহণ করিতে জানি। সুতরাং এই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া যদি ইচ্ছানুরূপ ফল খাইতে পারি ও উৎসঙ্গ পূর্ণ করিতে পারি তবেই উত্তম।' সে ঐ বৃক্ষে উঠিয়া ইচ্ছানুরূপ ফল খায় ও উৎসঙ্গ পূর্ণ করে।"

"তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি ফলার্থী ও ফলান্বেষী হইয়া ফলান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে সুতীক্ষ্ণ কুঠারী লইয়া তথায় উপস্থিত হয়। সে ঐ গভীর বনে প্রবেশ করিয়া সেই সুস্বাদু ফল ও বহু ফলন্তবৃক্ষ দেখিতে পায়। তখন তাহার এই ধারণা জন্মেI'এই বৃক্ষ সুস্বাদুফল বিশিষ্ট ও বহু ফলবান। অথচ কোন ফল ভূমিতে পতিত হয় নাই। আমিও বৃক্ষে আরোহণ করিতে জানিনা। কাজেই এই বৃক্ষের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মূল ছেদন করিয়া প্রয়োজনানুসারে ফল খাইলে ও উৎসঙ্গ পূর্ণ করিলেই ভাল হয়।' তখন সে ঐ বৃক্ষ-ছেদন আরম্ভ করে। তাহা কি মনে কর, গৃহপতি! যেই পুরুষ প্রথম বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছে, যদি সত্বর সে বৃক্ষ হইতে অবতরণ না করে, বৃক্ষপতন সময়ে ঐ ব্যক্তির হাত ব্যক্তির হাত ভাঙ্গিতে পারে, পা ভাঙ্গিতে পারে অথবা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাঙ্গিতে পারে; তন্নিমিত্ত তাহার মরণ কিংবা মরণান্ত, দুঃখ-ভোগও হইতে পারে?"

"হাঁ, ভন্তে!"

"এইরূপেই, হে গৃহপতি! আর্যশ্রাবক চিন্তা করেন যে 'কামসমূহ বৃক্ষ ও ফল সদৃশ, ইহা ভগবান কর্তৃক উক্ত হইয়াছে ...।"

৪৯। "গৃহপতি! এই সেই আর্যশ্রাবক, যিনি এই অনুত্তর উপেক্ষা ও পরিশুদ্ধ স্মৃতিতে আশ্রয় করিয়া বহুবিধ পূর্বজন্ম সম্বন্ধে স্মরণ করেন। যেমনIএকজন্ম, দুইজন্ম, তিনজন্ম ...।" আকার ও উদ্দেশ সহিত নানাবিধ পূর্বনিবাস স্মরণ করেন।"

"গৃহপতি! ইনিই সেই আর্যশ্রাবক যিনি এই অনুত্তর উপেক্ষা ও পরিশুদ্ধ স্মৃতি আশ্রয় করিয়া মানুষোত্তর, বিশুদ্ধ, দিব্য-চক্ষুদ্বারা চ্যুতির সময়, উৎপত্তির সময় হীনোৎকৃষ্ট অবস্থায় সুগতি-দুর্গতি পরায়ণ অপর সত্ত্বগণকে দর্শন করেন। ... যথাকর্ম গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগণকে প্রকৃষ্টরূপে জানেন।"

"গৃহপতি! সেই আর্যশ্রাবক এই অনুত্তর উপেক্ষা ও পরিশুদ্ধ স্মৃতিকে অবলম্বণ করিয়া আস্রবরাশির ক্ষয় করিয়া অনাস্রব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি ইহজীবনে স্বীয় অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া, অধিগত হইয়া অবস্থান করেন। গৃহপতি! এই পর্যন্তই আর্যবিনয়ে সর্বতসর্ব ও সর্বথা সর্বভাবে ব্যবহার-সমুচ্ছেদ হয়।"

৫০। "গৃহপতি! তোমার ধারণা কি? যেই প্রকারে আর্যবিনয়ে সর্বতসর্ব ও সর্বথা সর্বভাবে ব্যবহার-সমুচ্ছেদ হয়। তুমি তদ্রূপ ব্যবহার-সমুচ্ছেদ নিজের মধ্যে দেখিতেছ কি?"

"কোথায় ভন্তে! আমি, আর কোথায় আর্যবিনয়ে সর্বতসর্ব ও সর্বথা সর্বভাবে ব্যবহার-সমুচ্ছেদ। ভন্তে, আর্যবিনয়ের সর্বতসর্ব ও সর্বথা সর্বভাবে ব্যবহার-সমুচ্ছেদ হইতে (আকাশ পাতালবৎ) আমি অন্তরালে--অতিশয় দূরে। ভন্তে! আমরা পূর্বে অন্যতৈর্থিক পরিব্রাজকগণকে (গৃহী ব্যবহার-সমুচ্ছেদ সম্বন্ধে) অনভিজ্ঞ অবস্থায় অভিজ্ঞ বলিয়া ধারণা করিয়াছি, অনভিজ্ঞ অবস্থায় অভিজ্ঞের ভোগ্য ভোজন দিয়াছি, অনভিজ্ঞ অবস্থাতে অভিজ্ঞের স্থানে রাখিয়াছি। কিন্তু ভন্তে! এখন আমরা অন্যতৈর্থিক পরিব্রাজকদিগকে অনভিজ্ঞ অবস্থায় অনভিজ্ঞরূপে জানিব, অনভিজ্ঞ অবস্থায় অনভিজ্ঞের যোগ্য ভোজন দান করিব,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনভিজ্ঞ অবস্থায় অনভিজ্ঞ স্থানে রাখিব। ভন্তে! আমরা ভিক্ষুদিগকে অভিজ্ঞ, অবস্থায় অভিজ্ঞ জানিব, অভিজ্ঞ অবস্থায় অভিজ্ঞের যোগ্য ভোজন দান করিব, অভিজ্ঞ অবস্থায় অভিজ্ঞস্থানে স্থাপন করিব। ভন্তে, ভগবন! আপনি শ্রমণদের প্রতি আমার শ্রমণপ্রেম, শ্রমণদের প্রতি শ্রমণপ্রসাদ, শ্রমণদের প্রতি শ্রমণ গৌরব জন্মাইয়াছেন। অতি আশ্চর্য ভন্তে! অতি শ্রমণদের প্রতি শ্রমণ গৌরব জন্মাইয়াছেন। অতি আশ্চর্য ভন্তে! অতি অদ্ভুত ভন্তে! ...।”

পোতলিয় সূত্র সমাপ্ত।

৫৫। জীবক সূত্র (২।১।৫)

৫১। আমি এইরূপ শুনিয়াছি–

এক সময় ভগবান রাজগৃহ সমীপে কোমারভচ্চ[১] (কুমার পোষিত) জীবকের আম্রবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় জীবক কোমারভচ্চ যেখানে ভগবান আছেন তথায় উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে, উপবেশন করিলেন। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট জীবক ভগবানকে বলিলেন,–

“ভন্তে! শোনা যায়[I]‘শ্রমণ গৌতমোদ্দেশ্যে জীবহত্যা হয়, আর শ্রমণ গৌতম সজ্ঞানে সেই উদ্দেশ্যকৃত মাংস ভোজন করেন, নিমিত্তকর্মের ভাগী হন।’ ভন্তে! যাহারা এরূপ বলে[I]‘শ্রমণ গৌতমের উদ্দেশ্যে জীবহত্যা হয়, আর শ্রমণ গৌতম সেই উদ্দেশ্যকৃত মাংস ভোজন করেন, নিমিত্তকর্মের ভাগী হন।’ কেমন ভন্তে! তাহারা ভগবান সম্বন্ধে সত্যবাদী, ভগবানকে মিথ্যা দোষারোপ করে না, যুক্তি-ধর্মানুরূপ ঘোষণা করে এবং আপনার যুক্তিসঙ্গত কোন বাদানুবাদ (বিজ্ঞদের) নিন্দার কারণ নহেত?”

৫২। “জীবক! যাহারা এইরূপ বলে[I]‘শ্রমণ গৌতমের উদ্দেশ্যে (লোকে) প্রাণীহত্যা করে, আর শ্রমণ গৌতম সজ্ঞানে সেই উদ্দেশ্যকৃত মাংস পরিভোগ করেন, নিমিত্তকর্মের ভাগী হন।’ তাহারা আমার সম্বন্ধে সত্যবাদী নহে, তাহারা অসত্য, অভূত কারণে আমাকে অপবাদ করে। জীবক! আমি তিন কারণে মাংস অপরিভোগ্য বলি, যথা[I]দৃষ্ট, শ্রুত ও পরিশঙ্কিত[২]। জীবক! এই ত্রিবিধ কারণে

---

[১]। রাজকুমার অভয় কর্তৃক ভর্ত্য বা পোষিত। সে কারণে জীবক কোমারভচ্চ নামে পরিচিত। (প. সূ.)

[২]। ত্রিকোটী অপরিশুদ্ধ মাংস ভিক্ষুদের পক্ষে অখাদ্য। ভিক্ষুদের নিমিত্ত মৃগ, মৎস্য, বধ করিয়া গ্রহণ করিতে ‘দৃষ্ট’ ঐরূপে গৃহীত বলিয়া ‘শ্রুত’ ও উভয় প্রকারে কিংবা উভয় মুক্তভাবে পরিশঙ্কিত মাংস ভোজনে ভিক্ষুদের আপত্তি (দোষ) হয়। তদ্বিপরীত ত্রিকোটি পরিশুদ্ধ কপ্পিয়মাংস, আর যদি গৃহীরা বলেন যে ভিক্ষুদের নিমিত্ত নহে অন্য কারণে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমি মাংস অপরিভোগ্য বলি। জীবক! ত্রিবিধ কারণে আমি মাংস পরিভোগ্য বলে বর্ণনা করি, যথা—অ-দৃষ্ট, অ-শ্রুত, ও অ-পরিশঙ্কিত। জীবক! এই ত্রিবিধ কারণে আমি মাংস পরিভোগ্য বলি।"

৫৩। "জীবক! কোন ভিক্ষু গ্রাম অথবা নগর আশ্রয়ে বাস করে। সে মৈত্রীসংযুক্ত চিত্তে একদিক বিস্ফুরিত করিয়া বাস করে, তথা দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক ও চতুর্থদিক। এইরূপে ঊর্ধ, অধঃ তির্যক (চতুষ্কোণে), সর্বদিকে, সর্বত্র, সমগ্র জগত বৈরী ও বিদ্বেষ বিহীন বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমাণ মৈত্রী-সহগত চিত্তে বিস্ফুরিত করিয়া বাস করে। কোন গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্র তাহার নিকট গিয়া আগামী কল্যের জন্য ভোজনের নিমন্ত্রণ করে। জীবক! ভিক্ষু আকাঙ্খা করিলে নিমন্ত্রণ স্বীকার করিতে পারে। সে রাত্রি অবসানে পূর্বাহ্ন সময়ে সেই ভিক্ষু উত্তরীয় পরিধান পূর্বক পাত্র-চীবর লইয়া যেখানে সেই গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্রের নিবাস, তথায় উপস্থিত হয়, সুসজ্জিত আসনে উপবেশন করে। তাহাকে সেই গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্র উত্তম পিণ্ডপাত (খাদ্য ভোজ্য) পরিবেশন করে। তখন তাহার এই ইচ্ছা হয় না—'সাধু, বেশ! এই গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্র আমাকে উত্তম পিণ্ডপাত পরিবেশন করুন। অহো! এই গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্র আমাকে ভবিষ্যতেও এইরূপ উত্তম পিণ্ডপাত পরিবেশন করুন' এই ইচ্ছাও তাহার হয় না। সে অ-লুব্ধ, অ-মূর্চ্ছিত হইয়া অনাসক্তভাবে প্রতিকূল বা পরিণামদর্শী হইয়া নিঃসরণ (মুক্তি) জ্ঞানে বিচারপূর্বক সেই পিণ্ডপাত ভোজন করে। তবে জীবক! তুমি কি মনে কর—তখন কি সে ভিক্ষু আত্ম-নিপীড়নার্থ চিন্তা করে, অথবা আত্ম-পর উভয় নিপীড়নার্থ চিন্তা করিতে পারে?"

"তাহা অসম্ভব, ভন্তে!"

"তখন সে ভিক্ষু অনবদ্য আহার গ্রহণ করে নহে কি?"

"হাঁ, ভন্তে! আমি পূর্বে শুনিয়াছি ভন্তে! 'ব্রহ্মাই মৈত্রীবিহারী[১] (সতত সকলকেই মিত্ররূপে দেখেন)'। প্রভু! ভগবানকেই আজ সাক্ষাৎ স্বরূপে দেখিলাম। প্রভু! ভগবানই যথার্থ মৈত্রীবিহারী।"

"জীবক! যেই রাগ, দ্বেষ, মোহের দরুণ ব্যাপাদ বা হিংসার উদয় হয় সেই রাগ, দ্বেষ, মোহ তথাগতের পরিত্যক্ত; ছিন্নমূল তালবৃক্ষবৎ কৃত, ক্রমে অভাব কৃত এবং ভবিষ্যতে অনুৎপত্তি স্বভাব হইয়াছে। জীবক! যদি তুমি এই কারণে

সজ্জিত কিংবা কপ্পিয় মাংস পাওয়ায় ভিক্ষুদের জন্য সম্পাদিত হইয়াছে, তবে প্রয়োজন বোধে ভিক্ষুরা আহার করিতে পারেন। (প. সূ.)

[১]। ব্রহ্মা রাগ, দ্বেষ, মোহকে বিষ্কম্ভন (সাময়িক) প্রহাণ করায় মৈত্রী-বিহারী। কিন্তু বুদ্ধ উহাদিগকে সমুচ্ছেদ প্রহাণ করিয়া মৈত্রী-বিহারী। ইহাই তারতম্য। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বলিয়া থাক, তবে তোমার অভিমত সমর্থন করি।”

“হাঁ, ভন্তে! এই কারণেই আমি ইহা বলিয়াছি।”

৫৪। “জীবক! এখানে কোন ভিক্ষু অন্যতর গ্রাম বা নগরাশ্রয়ে অবস্থান করেন। তিনি করুণা সহগত চিত্তেÍমুদিতা সহগত চিত্তেÍউপেক্ষা সহগত চিত্তে একদিক বিস্ফুরিত করিয়া বাস করেন, তথা দ্বিতীয় দিক ... জ্ঞানে বিচারপূর্বক সেই পিণ্ডপাত ভোজন করেন। তিনি আত্ম-নিপীড়নার্থ, পর-নিপীড়নার্থ অথবা আত্ম-পর উভয় নিপীড়নার্থ চিন্তা করিতে পারেন না। যেই রাগ, দ্বেষ ও মোহের দরুণ লোকের মনে হিংসার উদয় হয় সেই রাগ, দ্বেষ ও মোহ তথাগতের পরিত্যক্ত, ... ভবিষ্যতে অনুৎপত্তি স্বভাব হইয়াছে।”

৫৫। “জীবক! যে ব্যক্তি তথাগতের কিংবা তথাগতশ্রাবকদের উদ্দেশ্যে জীব হত্যা করে, সে পঞ্চ কারণেই বহু অপুণ্য অর্জন করে। যেমনÍ(১) সে যখন এইরূপ বলেÍ‘তোমরা যাও, অমুক প্রাণীকে বধের জন্য লইয়া আস।’ এই আদেশ মাত্রই সে প্রথম কারণে বহু অপুণ্য সঞ্চয় করে। (২) যখন সেই প্রাণী রজ্জুবদ্ধযুগলে, কম্পিত কলেবরে টানিয়া আসিবার সময় যে দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে, তখন সে দ্বিতীয় কারণে বহু অপুণ্য প্রসব করে। (৩) যখন সে এইরূপ আদেশ করেÍ‘যাও, এই জীবকে হত্যা কর।’ তখন সে তৃতীয় কারণে বহু অপুণ্য প্রসব করে। (৪) যখন সেই প্রাণীহত্যার সময় দুঃখ-দৌর্মনস্য (সন্তাপ) অনুভব করে, তখন সে চতুর্থ কারণে বহু অপুণ্য প্রসব করে। (৫) যখন সে এই অকপ্পিয় (অ-বিহিত) বস্তু (মাংস) দ্বারা তথাগতকে কিংবা তথাগতশ্রাবককে আ-সাদন (অপ্রস্তুত) বা অপবাদ করে, তখন সে এই পঞ্চ কারণে বহু অপুণ্য প্রসব করে। জীবক! যে কেহ তথাগত কিম্বা তথাগতশ্রাবকের উদ্দেশ্যে প্রাণী-হিংসা করে সে নিশ্চিত এই পঞ্চ কারণে বহু অপুণ্য সঞ্চয় করে।”

জীবক সূত্র সমাপ্ত।

৫৬। উপালি সূত্র (২।১।৬)

৫৬। আমি এইরূপ শুনিয়াছি–

এক সময় ভগবান নালন্দায় অবস্থান করিতেছিলেন, পাবারিক শ্রেষ্ঠির[১] আম্রবনে। সেই সময় নাতপুত্র[২] নিগণ্ঠ মহৎ নিগণ্ঠ পরিষদ সহ নালন্দায় বাস করিতেছিলেন। তখন দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠ নালন্দায় পিণ্ডচর্যা (ভিক্ষান্ন সংগ্রহ)

---

[১]। ভগবানের ধর্মোপদেশ শুনিয়া শ্রেষ্ঠী আম্রবনে বিহার প্রস্তুত করিয়া ভগবানকে দান করেন। (প. সূ.)

[২]। নাতপুত্র (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিয়া ভোজনের পর পিণ্ডচর্যা হইতে প্রত্যাবর্তন পূর্বক যেস্থানে পাবারিকাম্র-কানন, যেস্থানে ভগবান আছেন সেস্থানে উপনীত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত প্রীতি সম্ভাষণ করিলেন, সম্মোদনীয় ও স্মরণীয় কথা সমাপন করিয়া একপ্রান্তে, দাঁড়াইলেন, একপ্রান্তে, স্থিত দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠকে ভগবান বলিলেন,–

"হে তপস্বি! আসন বিদ্যমান, যদি ইচ্ছা হয় বসিতে পার।"

এইরূপ উক্ত হইলে দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠ অন্যতর নীচ আসন গ্রহণ করিয়া একপ্রান্তে, বসিলেন। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট নিগণ্ঠকে ভগবান এইরূপ বলিলেন,–

"তপস্বি! পাপকর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত, পাপকর্ম প্রবর্তনের নিমিত্ত নাতপুত্র নিগণ্ঠ কত প্রকার কর্ম প্রদর্শন করেন?"

"বন্ধু গৌতম! নাতপুত্র নিগণ্ঠের 'কর্ম' 'কর্ম' বলিয়া প্রদর্শন করিবার অভ্যাস নাই। বন্ধু গৌতম! নাতপুত্র নিগণ্ঠের 'দণ্ড' 'দণ্ড' বলিয়া নির্দেশ করিবার অভ্যাস আছে।"

"তবে তপস্বি! পাপকর্ম সম্পাদনের ও পাপকর্ম প্রবর্তনের জন্য নাতপুত্র নিগণ্ঠ কত প্রকার দণ্ড নির্দেশ করেন?"

"পাপকর্ম সম্পাদনের জন্য ও পাপকর্ম প্রবর্তনের জন্য নাতপুত্র নিগণ্ঠ ত্রিবিধ দণ্ড নির্দেশ করেন, যথা।কায়দণ্ড, বাক্‌দণ্ড ও মনোদণ্ড।"

"তপস্বি! তবে কি কায়দণ্ড অন্য, বাক্‌দণ্ড অন্য এবং মনোদণ্ড অন্য?"

"হাঁ, বন্ধু গৌতম! কায়দণ্ড অন্য, বাক্‌দণ্ড অন্য ও মনোদণ্ড অন্য।"

"তপস্বি! এইরূপে বিভক্ত, এইরূপে বিশিষ্ট ত্রিবিধ দণ্ডের মধ্যে নাতপুত্র নিগণ্ঠ কোন প্রকার দণ্ডকে পাপকর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত, পাপকর্ম প্রবর্তনের নিমিত্ত মহাসাবদ্যতর (অধিকতর দোষাবহ) মনে করেন।কায়দণ্ড, বাক্‌দণ্ড অথবা মনোদণ্ড?"

"বন্ধু গৌতম! এইরূপে বিভক্ত, এইরূপে বিশিষ্ট ত্রিবিধ দণ্ডের মধ্যে নাতপুত্র নিগণ্ঠ কায়দণ্ডকেই মহাসাবদ্যতর বলিয়া নির্দেশ করেন, পাপকর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত, পাপকর্মের প্রবর্তনের নিমিত্ত; তদ্রূপ বাক্‌দণ্ডও নহে।মনোদণ্ডও নহে।

"তপস্বি! কায়দণ্ডই বলিতেছ?"

"হাঁ, বন্ধু গৌতম! কায়দণ্ডই বলিতেছি।"

"তপস্বি! কায়দণ্ডই বলিতেছ?"

"হাঁ, বন্ধু গৌতম! কায়দণ্ডই বলিতেছি।"

"কায়দণ্ডই বলিতেছ? তপস্বি!"

"হাঁ, বন্ধু গৌতম! কায়দণ্ডই বলিতেছি।"

এইরূপেই ভগবান এই কথা প্রসঙ্গে দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠকে তিনবার প্রতিষ্ঠিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিলেন।

৫৭। এইরূপ উক্ত হইলে দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠ ভগবানকে বলিলেন,–

"বন্ধু গৌতম! আপনি কত প্রকার দণ্ড নির্দেশ করেন পাপকর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত, পাপকর্ম প্রবর্তনের নিমিত্ত?"

"তপস্বি! দণ্ড, দণ্ড নামে নির্দেশ করা তথাগত অভ্যস্, নহে। তপস্বি! কর্ম, কর্ম নির্দেশ করাই তথাগতের অভ্যস্ত।"

"বন্ধু গৌতম! আপনি কত প্রকার কর্ম নির্দেশ করেন পাপকর্ম সম্পাদনের ও পাপকর্মের প্রবর্তনের জন্য? ...।"

অতঃপর দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠ নাতপুত্র নিগণ্ঠের নিকট গেলেন।

৫৮। সেই সময় নাতপুত্র নিগণ্ঠ বালক লোণকার গ্রামবাসী উপালি প্রমুখ মহা-গৃহীপরিষদের সহিত উপবিষ্ট ছিলেন। তখন নাতপুত্র নিগণ্ঠ দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠকে দূর হইতে আসিতে দেখিলেন, দেখিয়া দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠকে বলিলেন,–

"সত্যই তপস্বি! তুমি দিবা দ্বিপ্রহরে কোথা হইতে আসিতেছ?"

"ওখান হইতে, প্রভু! শ্রমণ গৌতমের নিকট হইতে আসিতেছি।"

"শ্রমণ গৌতমের সহিত তোমার কোন বাক্যালাপ হইয়াছে কি?"

"প্রভু! শ্রমণ গৌতমের সহিত আমার কিছু বাক্যালাপ হইয়াছে।"

"তপস্বি! শ্রমণ গৌতমের সহিত তোমার কি কথা আলোচনা হইয়াছে?"

"অতঃপর দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠ শ্রমণ গৌতমের সহিত যে সমস্, বাক্যালাপ হইয়াছিল, তৎসমুদয় নাতপুত্র নিগণ্ঠকে বলিলেন। এইরূপ উক্ত হইলে নিগণ্ঠ নাতপুত্র দীর্ঘতপস্বীকে কহিলেন,–

"সাধু, সাধু তপস্বি! যেমন একজন বহুশ্রুত উত্তমরূপে স্বীয় শাস্তার শাসনাভিজ্ঞ শ্রাবকের দ্বারা যাহা সম্ভব, সেইরূপ দীর্ঘতপস্বী কর্তৃক শ্রমণ গৌতমকে তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে। এই উদার কায়দণ্ডের সাম্‌নে নিকৃষ্ট (ছবো) মনোদণ্ড কি প্রকারে শোভা পায়? অতএব কায়দণ্ডই মহাসাবদ্যতর পাপকর্ম সম্পাদনে ও পাপকর্ম প্রবর্তনে। তদ্রূপ বাক্‌দণ্ডও নহে আর তদ্রূপ মনোদণ্ডও নহে।"

৫৯। এইরূপ উক্ত হইলে উপালি গৃহপতি নাতপুত্র নিগণ্ঠকে ইহা বলিলেন,–

"ধন্য! ধন্য!! ভন্তে, তপস্বি! (উত্তম কার্যই করিয়াছেন)। যেমন কোন বহুশ্রুত, স্বীয় শাস্তার শাসনে সম্যকরূপে অভিজ্ঞ শ্রাবকদ্বারা যাহা সম্ভব, তদ্রূপই ভদন্ত, তপস্বী কর্তৃক শ্রমণ গৌতমকে ব্যক্ত করা হইয়াছে। নিকৃষ্ট মনোদণ্ড এইরূপ মহৎ কায়দণ্ডের সাক্ষাতে কি প্রকারে শোভনীয় হয়? অতএব কায়দণ্ডই মহাসাবদ্যতর, পাপকর্মের সম্পাদনে, পাপকর্মের প্রবর্তনে; তদ্রূপ বাক্‌দণ্ডও নহে, মনোদণ্ডও নহে। ভন্তে! এখন আমি যাই, এই কথাপ্রসঙ্গে শ্রমণ গৌতমের সাথে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিশ্চয় বাদ-বিবাদ (অভিযোগ) করিব। ভদন্ত, তপস্বী কর্তৃক যেখানে প্রতিষ্ঠিত, যদি শ্রমণ গৌতম আমার সামনে তথায় প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে যেমন কোন বলবান পুরুষ দীর্ঘলোমী ভেড়াকে লোমে ধরিয়া আকর্ষণ করে, পরিকর্ষণ করে, সম্পরিকর্ষণ করে, তদ্রূপ আমিও বাদী শ্রমণ গৌতমকে বাক্যদ্বারা আকর্ষণ করিব, পরিকর্ষণ করিব, সম্পরিকর্ষণ করিব। যেমন কোন বলবান শৌণ্ডিক-কর্মচারী বৃহৎ শৌণ্ডিক কিলঞ্জ (চাটাই) গভীর জলাশয়ে নিক্ষেপ করিয়া কর্ণে (কানায়) দৃঢ়রূপে ধরিয়া টানে, আকর্ষণ করে, পরিকর্ষণ করে, সম্পরিকর্ষণ করে; এই প্রকারেই আমি বাদী শ্রমণ গৌতমকে বাক্যদ্বারা আকর্ষণ করিব, পরিকর্ষণ করিব, সম্পরিকর্ষণ করিব। যেমন নাকি বলবান শৌণ্ডিক ধূর্ত কেশ-কম্বলের কোণে ধরিয়া দোলায়, দোলায়, আছাড় দেয়; এই প্রকারেই বাদী শ্রমণ গৌতমকে বাক্যদ্বারা আকর্ষণ করিব, পরিকর্ষণ করিব, সম্পরিকর্ষণ করিব। অথবা যেমন ষাটি বৎসর বয়স্ক হাতী গভীর পুষ্করিণীতে অবগাহন করিয়া 'শণ ধোবন' নামক ক্রীড়া খেলে সেইরূপ আমি শ্রমণ গৌতমকে 'শণ ধোবণের' ন্যায় ক্রীড়া করিব। সত্যই ভন্তে! এখন আমি যাই, শ্রমণ গৌতমকে এই আলোচ্য কথাপ্রসঙ্গে বাদারোপ করিব।"

"গৃহপতি! যাও তুমি[১], শ্রমণ গৌতমকে এই আলোচ্য কথা প্রসঙ্গে বাদারোপ কর। গৃহপতি! শ্রমণ গৌতমকে এ আলোচনায় বাদারোপ করিবার সামর্থ্য আমার আছে, দীর্ঘতপস্বীর আছে, আর তোমার আছে। গৃহপতি! শ্রমণ গৌতমকে বাদারোপ করিতে কেবল আমি, দীর্ঘতপস্বী ও তুমি সমর্থ।"

৬০। এই প্রকারে উক্ত হইলে দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠ নাতপুত্র নিগণ্ঠকে বলিলেন,–

"প্রভু! উপালি গৃহপতি শ্রমণ গৌতমকে বাদারোপ করুক ইহা আমার অভিপ্রেত নহে। কারণ, ভন্তে! শ্রমণ গৌতম মায়াবী, এমন (মত) পরিবর্তনী মায়া জানেন যদ্বারা অন্য তীর্থিয়দের শ্রাবকগণকে (নিজের মতে) আবর্তন করেন।"

"তপস্বি! ইহা অসম্ভব। ইহার কোন সুযোগ নাই যে উপালি গৃহপতি শ্রমণ গৌতমের শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে পারে। বরঞ্চ ইহাই সম্ভব যে শ্রমণ গৌতমই উপালি গৃহপতির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে পারেন। তুমি যাও, হে গৃহপতি! শ্রমণ গৌতমকে এই আলোচ্য বিষয়ে বাদারোপ কর। শ্রমণ গৌতমের সহিত বাদারোপ করিতে সমর্থ আমি, দীর্ঘতপস্বী ও তুমি। দ্বিতীয়বার ...। তৃতীয়বার ...।"

"হাঁ, ভন্তে!" (বলিয়া) উপালি গৃহপতি নিগণ্ঠ নাতপুত্রকে প্রত্যুত্তর দিলেন এবং আসন হইতে উঠিয়া নাতপুত্র নিগণ্ঠকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া যথায়

---

[১]। মহানিগণ্ঠ ও ভগবান এক নগরে বাস করিলেও পরস্তপর সাক্ষাৎ হয় নাই। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পাবারিকাম্রকানন এবং যথায় ভগবান আছেন, তথায় উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপ্রান্তে, উপবেশন করিলেন, একপ্রান্তে, উপবিষ্ট উপালি গৃহপতি ভগবানকে বলিলেন,–

"ভন্তে! দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠ এখানে আসিয়াছিলেন কি?"

"হাঁ, গৃহপতি! দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠ আসিয়াছিল।'

"ভন্তে! দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠের সহিত আপনার কোন বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল কি?"

"গৃহপতি! দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠের সহিত আমার কিছু আলোচনা হইয়াছিল।"

"ভন্তে! দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠের সহিত আপনার কি প্রকার আলোচনা হইয়াছিল?"

তখন ভগবান দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠের সহিত যাহা আলোচনা হইয়াছিল তৎসমুদয় উপালি গৃহপতিকে বর্ণনা করিলেন।

৬১। এই প্রকার উক্ত হইলে উপালি গৃহপতি ভগবানকে বলিলেন,–

"ভন্তে! দীর্ঘতপস্বী সাধু, সাধু[১]Iধন্যবাদের যোগ্য। স্বীয় শাস্তার শাসন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, বহুশ্রুত শ্রাবকের ন্যায় দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠ কর্তৃক ভগবানের নিকট যথাযথ বিবৃত করা হইয়াছে। তুচ্ছ মনোদণ্ড এবম্বিধ মহৎ কায়দণ্ডের সাক্ষাতে কি প্রকারে শোভিত হয়? অতএব পাপকর্মের সম্পাদনে ও পাপকর্মের প্রবর্তনে কায়দণ্ডই মহাসাবদ্যতর, তদ্রূপ বাক্‌দণ্ড ও মনোদণ্ড নহে।"

"গৃহপতি! যদি তুমি সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া মন্ত্রণা কর, তবে এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হইতে পারে।"

"ভন্তে! আমি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মন্ত্রণা করিব, এ বিষয়ে আমাদের আলোচনা হউক।"

৬২। "গৃহপতি! তাহা কি মনে কর, এখানে কোন নিগণ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থ, দুঃখিত, সাঙ্ঘাতিক রোগাক্রান্ত, শীতলজল ত্যাগী[২] ও উষ্ণজল সেবী হয়। সে শীতল জল না পাওয়ার দরুণ দৈবাৎ কালক্রিয়া করে। গৃহপতি! নাতপুত্র নিগণ্ঠ এই ব্যক্তির উৎপত্তি (পুনর্জন্ম) কোথায় নির্দেশ করেন?"

"ভন্তে! মনোসত্তা (মনোসক্ত) নামক দেবতারা আছেন, এই ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে উৎপন্ন (জন্ম) হয়। কারণ কি? ভন্তে! এই ব্যক্তি মনোপ্রতিবন্ধ অবস্থায় কালক্রিয়া করিয়াছে।"

"গৃহপতি! স্মরণ কর, গৃহপতি! স্মরণ করিয়াই বল। গৃহপতি! তোমার পূর্বের

---

[১]। ভন্তে! দীর্ঘতপস্তীর প্রতি সাধু সাধু (ধন্যবাদ)।

[২]। নিগণ্ঠগণ সত্ত্বধারণায় শীতলজল পরিত্যাগ করেন। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সহিত পরের এবং পরের সহিত পূর্বের সামঞ্জস্য হইতেছে না। গৃহপতি! তোমা কর্তৃক ইহা ঘোষিত হইয়াছে যে 'ভন্তে! সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমি মন্ত্রণা করিব। সুতরাং আমাদের মধ্যে এ বিষয়ে বাক্যালাপ হউক'।"

"যদিও ভন্তে, ভগবান এইরূপ বলিতেছেন, তথাপি কায়দণ্ডই মহাসাবদ্যতর পাপকর্মের সম্পাদনে ও পাপকর্মের প্রবর্তনে; তদ্রূপ বাকদণ্ডও নহে, মনোদণ্ডও নহে।"

৬৩। "তাহা কি মনে কর, গৃহপতি! এখানে কোন নিগণ্ঠ চতুর্যাম সংবরে সংযত[১], সমস্ত, শীতলজল-বারিত, সর্বপাপ নিবারণে তৎপর, সর্বপাপ-বারি বিধৌত, সর্বপাপ নিবারণে স্পৃষ্ট হয়; অথচ সে অভিগমনে, প্রত্যাগমনে বহুবিধ ক্ষুদ্রপ্রাণী হত্যা করে। গৃহপতি! নিগণ্ঠ নাতপুত্র এই ব্যক্তির কি বিপাক (পরিণাম) নির্দেশ করেন?"

"ভন্তে! নিগণ্ঠ নাতপুত্র (জৈনসাধু) সংচেতনা বিহীন কর্মকে মহাসাবদ্য বা অধিক দোষাবহ মনে করেন না।"

"যদি গৃহপতি! চেতনা থাকে?"

"ভন্তে! তবে মহাসাবদ্য হয়।"

"গৃহপতি! নিগণ্ঠ নাতপুত্র চেতনাকে কিসের অন্তর্ভুক্ত করে?"

"ভন্তে! মনোদণ্ডের।"

"স্মরণ কর, গৃহপতি! স্মরণ রাখিয়া বিবৃত কর। তোমার পূর্বের সহিত পরের এবং পরের সহিত পূর্বের সামঞ্জস্য হইতেছে না। তোমা কর্তৃক একথা বলা হইয়াছে যে 'আমি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মন্ত্রণা করিব, সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের আলোচনা হউক'।"

"যদিও ভগবান ইহা বলিতেছেন, তথাপি কায়দণ্ডই মহাসাবদ্যতর পাপকর্মের সম্পাদনে ও পাপকর্মের প্রবর্তনে; তদ্রূপ বাক্‌দণ্ড কিংবা মনোদণ্ড নহে।"

৬৪। "গৃহপতি! এই নালন্দা সমৃদ্ধা, স্ফীতা, জন-বহুলা ও মনুষ্য-সমাকুলা মনে কর কি?"

"হাঁ, প্রভু! এই নালন্দা সমৃদ্ধা, স্ফীতা, জন-বহুলা ও মনুষ্য-সমাকুলা।"

"তাহা কি মনে কর, গৃহপতি! এখানে যদি উন্মুক্ত অসি লইয়া কোন পুরুষ আসে এবং সে ইহা ঘোষণা করে যেIএই নালন্দায় যত প্রাণী বিদ্যমান, আমি এক ক্ষণে, এক মুহূর্তে তাহাদিগকে এক মাংস স্তূপ, এক মাংস পুঞ্জ করিব।' কি মনে কর গৃহপতি! এই নালন্দায় যে সমস্ত প্রাণী বিদ্যমান সে উহাদিগকে এক

[১]। জীবহিংসা, চুরী, মিথ্যা, কৃত-কারিত-অনুমোদিত ও ভাবিত রূপে পঞ্চ কামগুণ প্রত্যাশা হইতে সংযত। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ক্ষণে, এক মুহূর্তে এক মাংস স্তূপ, এবং মাংস পুঞ্জ করিতে সমর্থ হইবে কি?"

"প্রভু! এমন কি দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ পুরুষ ও ... করিতে সমর্থ হইবে না; সামান্য একমাত্র পুরুষের পক্ষে ইহা কি সম্ভব?"

"গৃহপতি! কি মনে কর, যদি এখানে ঋদ্ধিমান, চিত্ত-বশীপ্রাপ্ত কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ আসে এবং সে বলে যে্'আমি এই নালন্দাকে এক মনোবিদ্বেষে (মানসিক অভিশাপে) ভস্ম করিব।' গৃহপতি! কি মনে কর, সেই ঋদ্ধিমান চিত্ত-বশীপ্রাপ্ত শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ এক মনোবিদ্বেষ দ্বারা তাহা করিতে পারিবে?"

"প্রভু! সেই ঋদ্ধিমান, বশীভূত চিত্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এক অভিশাপ দ্বারা দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, এমন কি পঞ্চাশ নালন্দাকেও ভস্ম করিতে সমর্থ; সামান্য এক নালন্দার কথাই বা কি?"

"গৃহপতি! স্মরণ কর, গৃহপতি! স্মরণ করিয়া কথা বল, তোমার পূর্বের সহিত পরের আর পরের সহিত পূর্বের সামঞ্জস্য হইতেছে না। গৃহপতি! তোমা কর্তৃক এই বাক্য উক্ত হইয়াছে যে্'প্রভু! আমি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মন্ত্রণা করিব। অতএব এ বিষয়ে আমাদের আলোচনা হউক'।"

"যদিও বা ভদন্ত, ভগবান এইরূপ বলিতেছেন তথাপি পাপকর্মের সম্পাদনে ও প্রবর্তনের জন্য কায়দণ্ডই অধিকতর দোষাবহ, তদ্রূপ বাক্‌দণ্ড ও মনোদণ্ড নহে।"

৬৫। "কি মনে কর, গৃহপতি! দণ্ডকারণ্য[১] কালিঙ্গারণ্য, মেধ্যারণ্য ও মাতঙ্গারণ্য এই চারি অরণ্য মহারণ্যে পরিণত হইয়াছে, তুমি শুনিয়াছ কি?"

"হাঁ, প্রভু! দণ্ডকারণ্য, কালিঙ্গারণ্য, মেধ্যারণ্য ও মাতঙ্গারণ্য এই চারি অরণ্য মহারণ্যে পরিণত হইয়াছে, ইহা আমি শুনিয়াছি?"

"গৃহপতি! তাহা কি মনে কর, কাহার দ্বারা সেই দণ্ডকারণ্য, কালিঙ্গারণ্য, মেধ্যারণ্য ও মাতঙ্গারণ্য এই চারি অরণ্য মহারণ্যে পরিণত হইয়াছে, শুনিয়াছ কি?"

"প্রভু! ইহা জনশ্রুতি যে ঋষিগণের মনোবিদ্বেষের ফলে সেই দণ্ডকারণ্য, কালিঙ্গারণ্য, মেধ্যারণ্য ও মাতঙ্গারণ্য মহারণ্যে পরিণত হইয়াছে।"

"গৃহপতি! স্মরণ কর, গৃহপতি! মনে করিয়া বাক্য উচ্চারণ করিও, তোমার পূর্বের সহিত পরের এবং পরের সহিত পূর্বের সামঞ্জস্য হইতেছে না।"

"গৃহপতি! তোমা কর্তৃক এই কথা ঘোষিত হইয়াছে যে 'ভন্তে! আমি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মন্ত্রণা করিব। এ বিষয়ে আমাদের আলাপ-আলোচনা হউক'।"

৬৬। "প্রভু! ভগবানের প্রথম উপমাতেই আমি সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

---

[১]। জাতকার্থ কথায় বর্ণিত আছে, এই সকল অরণ্য ঋষির অভিশাপে হইয়াছে। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অথচ আমি ভগবানের বিচিত্র প্রশ্ন-সমাধান শুনিবার ইচ্ছায় ভগবানের প্রতিদ্বন্দিতা করিবার সাহস করিলাম। আশ্চর্য ভন্তে! অতি আশ্চর্য ভন্তে! যেমন হে প্রভু! কেহ উল্টাকে সোজা, আবৃতকে অনাবৃত, ভ্রান্ত, পথিককে পথ প্রদর্শন করে অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুষ্মান রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখিতে পায়; এইরূপে ভগবান কর্তৃক বিবিধ পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত হইয়াছে। ভন্তে! আমি ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতেছি, ধর্মের ও ভিক্ষুসংঘের শরণও। আজ হইতে জীবনের শেষ সীমা পর্যন্ত, আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুন।"

৬৭। "হে গৃহপতি! চিন্তা করিয়া কর্তব্য নির্ধারণ কর। তোমাদের ন্যায় বিখ্যাত লোকের বিচার করিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করা উত্তম ও সমীচীন।"

"প্রভু! এই কারণেও আমি ভগবানের প্রতি অধিকতর সুপ্রসন্ন ও সন্তুষ্ট। যেহেতু ভগবান আমাকে এইরূপ বলিলেন,'গৃহপতি! বিবেচনা পূর্বক কতব্য নির্ধারণ কর, তোমার মত বিখ্যাত লোকদের বিচার পূর্বক কর্তব্য নির্ধারণ করা উত্তম ও সমীচীন।' প্রভু! অন্য তীর্থিকগণ আমাকে শ্রাবকরূপে লাভ করিলে নালন্দার সর্বত্র পতাকা উত্তোলন করিতেনÑ'উপালি গৃহপতি আমাদের শ্রাবক হইয়াছেন,' এই ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেন। অথচ সে ক্ষেত্রে ভগবান আমাকে বলিতেছেনÑ'গৃহপতি! বিচার-বিবেচনা পূর্বক কর্তব্য নির্ধারণ কর, তোমার মত প্রসিদ্ধ লোকদের বিচার-বিবেচণা পূর্বক কর্তব্য নির্ধারণ করা উচিত।' প্রভু! এইজন্য আমি দ্বিতীয়বার ভগবানের, ধর্মের ও ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। আজ হইতে যাবজ্জীবন আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুন।"

৬৮। "গৃহপতি! দীর্ঘকাল থেকে তোমার আবাস নিগণ্ঠদের সজ্জিত উৎস স্বরূপ ছিল, যখন তাহারা উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে পিণ্ডদান করা কর্তব্য মনি করিও।"

"প্রভু! এই কারণেও আমি ভগবানের প্রতি অধিকতর সুপ্রসন্ন ও সন্তুষ্ট। যেহেতু ভগবান আমাকে বলিতেছেনÑ'গৃহপতি! দীর্ঘদিন পর্যন্ত, তোমার গৃহ নিগণ্ঠগণের জলোৎস সদৃশ, যখন তাহারা উপস্থিত হয় তাহাদিগকে পিণ্ডদান করা কর্তব্য মনে করিও।' আমি নিগণ্ঠদের নিকট শুনিয়াছি, শ্রমণ গৌতম এইরূপ বলেন,'আমাকেই দান দিবে, অন্যকে দিবে না; আমার শ্রাবকগণকেই দান দিবে, অন্য শ্রাবকগণকে দিবে না। আমাকে প্রদত্ত দান শ্রাবকগণকেই দান দিবে, অন্য শ্রাবকগণকে দিবে না। আমাকে প্রদত্ত দান মহাফলপ্রদ, অন্যকে প্রদত্ত দান মহাফলপ্রদ নহে; আমার শ্রাবকগণকে প্রদত্ত দান মহাফলপ্রদ, অন্যের শ্রাবকগণকে প্রদত্ত দান মহাফলপ্রদ নহে।' আর এখন ভগবান আমাকে নিগণ্ঠদিগকে দান দিতে বলিতেছেন। প্রভু! এ বিষয়ে আমরাই কালানুরূপ ব্যবস্থা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিব। প্রভু! আমি এই তৃতীয়বারও ভগবানের, ধর্মের ও ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। ভগবন! আমাকে জীবনের শেষ সীমা পর্যন্ত, শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুণ।"

৬৯। তখন ভগবান উপালি গৃহপতিকে আনুপূর্বিক কথা উপদেশ করিলেন, যথা-দানকথা, শীলকথা, স্বর্গকথা, কামের দুর্দশা, নীচতা, সংক্লেশ এবং নিষ্কামের প্রশংসা করিলেন। যখন ভগবান উপালিকে জানিলেন যে সত্য গ্রহণে উৎসুক-চিত্ত, মৃদু-চিত্ত, বিনীবরণ-চিত্ত, উদগ্র-চিত্ত এবং প্রসন্ন-চিত্ত হইয়াছে; তখন বুদ্ধগণের যাহা সমুৎকৃষ্ট ধর্মোপদেশ 'দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ ও মার্গ' তাহা প্রকাশ করিলেন। যেমন শুদ্ধ, নির্মল বস্ত্র সম্যকরূপে রং গ্রহণ করে, সেরূপ উপালি গৃহপতির সেই আসনেই বিরজঃ বীতমল ধর্ম-চক্ষু (সপ্রতিসম্ভিদা স্রোতাপত্তি ফল) উৎপন্ন হইল-"যাহা কিছু সমুদয় ধর্ম (উৎপন্ন পদার্থ) তৎসমস্ত, নিরোধ ধর্ম **(বিনাশ শীল)।"**

তখন উপালি গৃহপতি দৃষ্টধর্ম, প্রাপ্তধর্ম, বিদিতধর্ম, অবগাহিত বা নিমর্জিত ধর্ম, উত্তীর্ণ বিচিকিৎসা, বিগত সংশয়, বৈশারদ্য প্রাপ্ত, শাস্তার শাসনে পর-প্রত্যয়হীন (প্রত্যক্ষদর্শী) হইয়া ভগবানকে কহিলেন,–

"প্রভু! আমার বহু কৃত্য, বহু করণীয়। সুতরাং এখন যাইতে চাই।"

"গৃহপতি! এখন তোমার সময়ানুরূপ কাজ করিতে পার।"

৭০। অতঃপর উপালি গৃহপতি ভগবানের উপদেশ অভিনন্দন করিয়া, অনুমোদন করিয়া আসন হইতে উত্থান পূর্বক ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া স্বীয় গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। গৃহে উপস্থিত হইয়া দ্বারপালকে আহ্বান করিলেন,–

"বন্ধু দ্বারপাল! অদ্য হইতে নিগণ্ঠ ও নিগণ্ঠিদের জন্য আমার দ্বার রুদ্ধ হইল। আর ভগবান, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ও উপাসক-উপাসিকাদের জন্য আমার দ্বার উন্মুক্ত হইল। যদি কোন নিগণ্ঠ আসে তাহাকে তুমি এইরূপ বলিও-'প্রভু! দাঁড়ান, প্রবেশ করিবেন না। আজ হইতে উপালি গৃহপতি শ্রমণ গৌতমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং নিগণ্ঠ ও নিগণ্ঠিদের জন্য সদরদ্বার বন্ধ। ভগবানের, ভিক্ষু-ভিক্ষুণিগণের ও উপাসক-উপাসিকাদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত। যদি প্রভু! আপনার খাদ্যের প্রয়োজন থাকে অপেক্ষা করুন, আপনার পিণ্ড এখানে আহরিত হইবে'।"

"যে আজ্ঞা, প্রভু!" বলিয়া দ্বারপাল উপালি গৃহপতিকে প্রতিশ্রুতি দিল।

৭১। দীর্ঘতপস্বী শুনিতে পাইলেন যে উপালি গৃহপতি শ্রমণ গৌতমের শ্রাবকত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠ নাতপুত্র নিগণ্ঠের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া নিগণ্ঠ নাতপুত্রকে বলিলেন,–

"প্রভু! আমি শুনিয়াছি-উপালি গৃহপতি শ্রমণ গৌতমের শ্রাবকত্ব গ্রহণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিয়াছেন।"

"তপস্বি! উপালি গৃহপতি শ্রমণ গৌতমের শ্রাবকত্ব গ্রহণ করিবেন, ইহা অসম্ভব ও অসঙ্গত। বরং শ্রমণ গৌতম উপালি গৃহপতির শ্রাবকত্ব স্বীকার করিবেন, ইহা সম্ভব ও সঙ্গত।"

দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও তাহাদের মধ্যে এইরূপ কথা হইল।

"উত্তম, প্রভু! আমি এখন চলিলাম, উপালি গৃহপতি শ্রমণ গৌতমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন কিনা জানিয়া আসি।"

"যাও, হে তপস্বি! তুমি উপালি গৃহপতি শ্রমণ গৌতমের শিষ্য হইয়াছেন কিনা জানিয়া আস।"

৭২। তৎপর দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠ উপালি গৃহপতির নিবাসে উপস্থিত হইলেন। দ্বারপাল দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠকে বহুদূর হইতে আসিতে দেখিল। দেখিয়া দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠকে এইরূপ বলিল,—

"দাঁড়ান, প্রভু! প্রবেশ করিবেন না। আজ হইতে উপালি গৃহপতি শ্রমণ গৌতমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। নিগণ্ঠ ও নিগণ্ঠিদের জন্য তাঁহার দ্বার আবৃত। ভগবান, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ও উপাসক-উপাসিকাদের জন্য তাঁহার দ্বার উন্মুক্ত। যদি প্রভু! ভিক্ষার প্রয়োজন হয়, এস্থানে অপেক্ষা করুন, এখানে আপনার ভিক্ষা আহরিত হইবে।"

"বন্ধু! আমার ভিক্ষার প্রয়োজন নাই।" এই বলিয়া দীর্ঘদতপস্বী তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিগণ্ঠ নাতপুত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া নিগণ্ঠ নাতপুত্রকে বলিলেন,—

"প্রভূ! সত্যই, উপালি গৃহপতি শ্রমণ গৌতমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। প্রভু! পূর্বে ইহা আমি আপনাকে বুঝাইতে সমর্থ হয় নাই। আমার সমর্থন ছিল না যে উপালি গৃহপতি শ্রমণ গৌতমের সহিত বাদানুবাদ করুক। শ্রমণ গৌতম মায়াবী, আকর্ষণী মায়া জানেন যদ্বারা অন্য তীর্থিয় শ্রাবকগণকে স্বমতে আকর্ষণ করেন। শ্রমণ গৌতমের আকর্ষণী মায়ায় আপনার গৃহপতি আবর্তিত হইয়াছেন।"

"তপস্বি! ইহা অসম্ভব এবং অনবকাশ যে উপালি গৃহপতি শ্রমণ গৌতমের শ্রাবকত্ব স্বীকার করিবেন। ইহা সম্ভব যে শ্রমণ গৌতম উপালি গৃহপতির শ্রাবকত্ব স্বীকার করিবেন।"

দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠ নাতপুত্র নিগণ্ঠকে বলিলেন,—

"সত্যই প্রভু! উপালি গৃহপতি শ্রমণ গৌতমের শ্রাবকত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।"

"তপস্বি! আমি নিজেই তথায় যাইতেছি। উপালি গৃহপতি শ্রমণ গৌতমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন কিনা? স্বয়ং জানিতে চাই।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তখন নিগণ্ঠ নাতপুত্র মহতী নিগণ্ঠ পরিষদের সহিত যথায় উপালি গৃহপতির নিবাস তথায় উপস্থিত হইলেন। দ্বারপাল নিগণ্ঠ নাকপুত্রকে দূর হইতে আসিতে দেখিল। দেখিয়া নিগণ্ঠ নাতপুত্রকে বলিলেন,–

"দাঁড়ান, প্রভূ! প্রবেশ করিবেন না। আজ হইতে উপালি গৃহপতি শ্রমণ গৌতমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। নিগণ্ঠ ও নিগণ্ঠিদের জন্য তাঁহার দ্বার আবৃত। ভগবানের, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ও উপাসক-উপাসিকাদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত। যদি প্রভু! আপনার ভিক্ষার প্রয়োজন থাকে, এখানে অপেক্ষা করুন। আপনার জন্য এখানে ভিক্ষা আহরিত হইবে।"

"বন্ধু দ্বারপাল! তাহা হইলে উপালি গৃহপতির নিকট যাও, তাঁহাকে বলI'মহাশয়! নিগণ্ঠ নাতপুত্র মহতী নিগণ্ঠ পরিষদের সহিত বর্হিদ্বারে উপস্থিত। তিনি আপনার দর্শন ইচ্ছুক'।"

"হাঁ, প্রভু!" বলিয়া দ্বারপাল নিগণ্ঠ নাতপুত্রকে প্রতিশ্রুতি দিয়া উপালি গৃহপতির নিকট উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া উপালি গৃহপতিকে ইহা বলিল,–

"প্রভু! নিগণ্ঠ নাতপুত্র মহতী নিগণ্ঠ পরিষদের সহিত বর্হি-সিংহদ্বারে উপস্থিত। তিনি আপনার দর্শনাকাঙ্খী।"

"দ্বারপাল! তাহা হইলে মধ্যম দ্বার-শালায় আসন সজ্জিত কর।"

"যে আজ্ঞা, প্রভু!" বলিয়া দ্বারপাল উপালি গৃহপতির নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া মধ্যম দ্বার-শালায় আসন সজ্জিত করিয়া উপালি গৃহপতিকে নিবেদন করিল,–

"প্রভু! মধ্যম দ্বার-শালায় আসন সজ্জিত, এখন যাহা মনে করেন।"

৭৩। তখন উপালি গৃহপতি মধ্যম দ্বার-শালায় উপস্থিত হইলেন এবং তথায় যে আসন অগ্র, শ্রেষ্ঠ, উত্তম ও প্রণীত তথায় বসিয়া দ্বারপালকে আদেশ করিলেন,–

"দ্বারপাল! নিগণ্ঠ নাতপুত্রের নিকট গিয়া বল যে উপালি গৃহপতি বলিয়াছেন, যদি ইচ্ছা করেন প্রবেশ করিতে পারেন।"

"যে আজ্ঞা প্রভু!" বলিয়া দ্বারপাল উপালি গৃহপতিকে প্রত্যুত্তর করিয়া নিগণ্ঠ নাতপুত্রের নিকট উপস্থিত হইল এবং বলিল,–

"প্রভু! গৃহপতি বলিয়াছেন, যদি ইচ্ছা করেন গৃহে প্রবেশ করিতে পারেন।"

তখন নিগণ্ঠ নাতপুত্র মহতী নিগণ্ঠ পরিষদের সহিত মধ্যম দ্বার-শালায় উপনীত হইলেন। পূর্বে যখনই নিগণ্ঠ নাতপুত্রকে দূর হইতে আসিতে দেখিতেন, উপালি গৃহপতি তখনই প্রত্যুৎগমন পূর্বক তথায় যেই আসন অগ্র, শ্রেষ্ঠ, উত্তম ও প্রণীত তাহা উত্তরীয় বস্ত্রে সর্ম্মাজন করিয়া সমাদরে বসাইতেন। আর এখন সেই উপালি গৃহপতি তথায় যাহা অগ্র, শ্রেষ্ঠ, উত্তম ও প্রণীত আসন তাহাতে স্বয়ং বসিয়া নিগণ্ঠ নাতপুত্রকে বলিলেন,–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"মহাশয়! আসন বিদ্যমান আছে, যদি ইচ্ছা হয়, বসিতে পারেন।"

ইহা শুনিয়া নিগণ্ঠ নাতপুত্র বলিলেন,–

"গৃহপতি! উন্মত্ত হইয়াছ! জড়বুদ্ধি হইয়াছ?"

"প্রভু! আমি শ্রমণ গৌতমের সহিত বাদানুবাদ করিব বলিয়া, গিয়া বৃহৎ বাদজালে আবদ্ধ হইয়া ফিরিয়াছি?"

"গৃহপতি! যেমন কোন ডিম্ব আহরণকারী পুরুষ ডিম্ব পরিত্যাগ করিয়া আসে, যেমন কোন পাশাক্রীড়ক বিনা পাশায় আসে, গৃহপতি! তুমিও সেইরূপÍ'আমি শ্রমণ গৌতমের সহিত বাদারোপ করিতে যাই' এই বলিয়া গিয়া বৃহৎ বাদাভিযানে অধিগৃহীত হইয়া আসিয়াছ। তুমি শ্রমণ গৌতমের আবর্তনী-মায়ায় আবর্তিত হইয়াছ?"

৭৪। "প্রভু! আবর্তনী-মায়া মঙ্গলদায়ক, আবর্তনী-মায়া কল্যাণজনক। প্রভু! আমার প্রিয় আত্মীয়-স্বজনকে এই আবর্তনী-মায়ায় আবর্তিত করিতে পারিলেই মঙ্গল। ইহা আমার প্রিয় আত্মীয়-স্বজনগণের দীর্ঘকাল হিত-সুখের নিদান হইবে। যদি সমস্, ক্ষত্রিয়গণকে এই আবর্তনী-মায়ায় আবর্তন করিতে পারি সমস্, ক্ষত্রিয়ের দীর্ঘকাল হিত-সুখের কারণ হইবে। সমস্, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্রদিগকে যদি আবর্তন করিতে পারি তবে সকলের হিত-সুখের কারণ হইবে। প্রভু! দেব-মার-ব্রহ্মা সহ জগত এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ প্রজা সহ দেব-মনুষ্যগণ যদি আবর্তনী-মায়ায় আবর্তিত হয় তবে দেব-মার-ব্রহ্মা সহ এই জগতের, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ প্রজা সহ দেব-মনুষ্যের হিত-সুখের কারণ হইবে। প্রভু! তাহা হইলে আপনাকে উপমা প্রদান করিব, জগতে উপমা দ্বারাও কোন কোন বিজ্ঞলোক ভাষণের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেন।"

৭৫। "প্রভু! পূর্বকালে কোন জীর্ণ বৃদ্ধ ও অথর্ব ব্রাহ্মণের যুবতী তরুণী ভার্যা ছিল। সে ছিল গর্ভিনী ও আসন্ন প্রসবা। সে যুবতী একদিন ব্রাহ্মণকে বলিলÍ'আপনি যান, দোকান হইতে একটি মর্কট শাবক (পুতুল) ক্রয় করিয়া আনুন। তাহা আমার ভাবী কুমারের খেলার সাথী হইবে'। প্রভু! সে ব্রাহ্মণ যুবতীকে বলিলÍভদ্রে! প্রসবকাল পর্যন্ত, অপেক্ষ কর। যদি তুমি পুত্র প্রসব কর, তোমার পুত্রের জন্য আমি দোকান হইতে মর্কট বাছুর ক্রয় করিয়া আনিব, যাহা তোমার পুত্রের ক্রীড়ণক হইবে। আর যদি তুমি কন্যা প্রসব কর, তোমার কন্যার জন্য আমি দোকান হইতে মর্কট বাছুরী ক্রয় করিয়া আনিব, যাহা তোমার কন্যার ক্রীড়নক হইবে'।"

দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপ বলিল।

"অতঃপর প্রভু! সে ব্রাহ্মণ তাহার তরুণী ভার্যার প্রতি আসক্ত ও প্রতিবদ্ধ চিত্ত হেতু দোকান হইতে মর্কট কিনিয়া আনিয়া ভার্যাকে বলিলÍ'ভদ্রে! এই লও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মর্কট শাবক, যাহা তোমার ভাবী পুত্রের ক্রীড়ণক হইবে।' ইহা শুনিয়া তরুণী ব্রাহ্মণকে বলিল,—'ব্রাহ্মণ! এই মর্কট বৎস লইয়া আপনি রজকপুত্র রক্তপাণির নিকট যান এবং তাহাকে বলুন যে'বন্ধু রক্তপাণি! এই মর্কট বৎসকে গভীর পীতা লেপনে রঞ্জন, পুনঃপুন ঘর্ষণ[১] ও উভয়দিকে বিমর্দন[২] করিতে ইচ্ছা করি'।"

"প্রভু! ব্রাহ্মণ সেই তরুণীর প্রতি আসক্ত ও প্রতিবদ্ধ চিত্ত হেতু মর্কট বৎস লইয়া রক্তপাণির নিকট উপনীত হইল এবং বলিল'বন্ধু! এই মর্কট বৎস গাঢ় পীতবর্ণে রঞ্জিত, পুনঃপুন ঘর্ষিত ও উভয়দিকে বিমর্দিত কর।' ইহা শুনিয়া রক্তপাণি রজকপুত্র ব্রাহ্মণকে বলিল'মহাশয়! আপনার মর্কট বৎস রঞ্জনের যোগ্য, কিন্তু পুনঃপুন ঘর্ষণ ও উভয়দিকে বিমর্দনের অযোগ্য'। সেইরূপ প্রভু! অজ্ঞ নিগণ্ঠদের মতবাদ (সিদ্ধান্ত) অজ্ঞগণেরই রঞ্জনযোগ্য, পণ্ডিতগণের রঞ্জনক্ষম নহে, ইহা গবেষণার যোগ্য নহে, বিচার্যও নহে।"

"তবে প্রভু! সেই ব্রাহ্মণ অন্য সময় একজোড়া নববস্ত্র লইয়া রজকপুত্র রক্তপাণির নিকট উপনীত হইল। তথায় গিয়া ব্রাহ্মণ রক্তপাণিকে বলিল'সৌম্য রক্তপাণি! আমি এই নববস্ত্র যুগল গভীর পীত-রঞ্জিত, পুনঃপুন ঘর্ষিত ও উভয়দিকে মর্দিত করিতে চাই'। ইহা শুনিয়া রক্তপাণি বলিল'মহাশয়! আপনার এই নূতন বস্ত্রযুগল রংয়ের যোগ্য, পুনঃপুন ঘর্ষণ ও উভয়দিকে মর্দন-যোগ্য'।"

"তদ্রূপই প্রভু! সেই ভগাবন অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধের মতবাদ (সিদ্ধান্ত) পণ্ডিতগণের অনুরঞ্জনীয়। গবেষণায়ও বিচার্য, কিন্তু অজ্ঞগণের নহে।"

"গৃহপতি! রাজা সহ সভাসদগণ জানেন যে উপালি গৃহপতি নাতপুত্র নিগণ্ঠের শ্রাবক। এখন তোমাকে কাহার শিষ্য বলিয়া ধারণা করিতে পারি?"

তখন উপালি গৃহপতি আসন হইতে উঠিয়া উত্তরীয় বস্ত্র একাংশ করিয়া যেদিকে ভগবান আছেন, সেইদিকে যুক্তাঞ্জলি প্রণামপূর্বক নাতপুত্র নিগণ্ঠকে বলিলেন,—

"তাহা হইলে প্রভু! আমি যাঁহার শিষ্য তাঁহার সম্বন্ধে শুনুন,—

৭৬। (১) 'যিনি ধীর মোহাতীত মারজয়ী ছিন্ন কঠোরতা[৩],
দুঃখ-মুক্ত[৪] সাম্যবাদী শীলপূর্ণ প্রজ্ঞা-সুশোভন;
ক্লেশোত্তীর্ণ সুনির্মলসে বুদ্ধের শিষ্য হই আমি।

---

[১]। মাজন।

[২]। বিলেপন।

[৩]। পাঁচ প্রকার চেতখীল, যথাবুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ, শিক্ষা ও সব্রহ্মচারীদের প্রতি চিত্তের কঠোরতা। (পালি অভিধান)

[৪]। ক্লেশদুঃখ ও বিপাকদুঃখ-মুক্ত। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(২) মুদিতা-বিহারী তৃপ্ত অসংশয় বন্ত-কামগুণ,
শ্রামণ্যের নিষ্ঠাপ্রাপ্ত শেষদেহী মনুজনায়ক;
নিরুপম রজঃহীনর্াIসে বুদ্ধের শিষ্য হই আমি।
(৩) অসংশয় সুকুশল বিনায়ক সারথি প্রধান,
অনুত্তর শুচিধর্মা প্রভাস্বর আকাঙ্ক্ষা-বিহীন;
মান-ছিন্ন মহাবীরর্াIসে বুদ্ধের শিষ্য হই আমি।
(৪) অসদৃশ অপ্রমেয় জ্ঞান-প্রাপ্ত গুণে সুগভীর,
ক্ষেমঙ্কর বেদযুক্ত ধর্মেস্থিত সংযত-জীবন;
সঙ্গাতিগ মুক্ত যিনির্াIসে বুদ্ধের শিষ্য হই আমি।
(৫) বনপ্রান্ত, শয্যাসন মুক্তনাগ ছিন্ন সংযোজন,
মন্ত্রণা প্রজ্ঞায়-যুক্ত[১] ধূতক্লেশ মুক্ত-অহংকার;
নিষ্প্রপঞ্চ বীতরাগ দান্ত, যিনির্াIশিষ্য আমি তাঁর।
(৬) অকুহক ত্রিবিদ্বান ব্রহ্ম-প্রাপ্ত ঋষির উত্তম,
স্নাতক বিদিতবেদ পদকর্তা[২] প্রশান্ত-হৃদয়;
পুরন্দর সুসমর্থর্াIসে বুদ্ধের শিষ্য হই আমি।
(৭) সুভাবিত-চিত্ত আর্য গুণান্বিত অর্থ-প্রকাশক,
স্মৃতিমান বিদর্শক অরহত হিংসা বিরহিত;
ক্ষীণ-তৃষ্ণ বশীপ্রাপ্তর্াIসে বুদ্ধের শিষ্য হই আমি।
(৮) সমুদ্গত শুদ্ধ ধ্যানী ক্লেশমুক্ত নির্মল-অন্তর,
অনাসক্ত হিতকারী অগ্রপ্রাপ্ত বিবেক-বিহারী;
উত্তীর্ণ তারক যিনির্াIসে বুদ্ধের শিষ্য হই আমি।
(৯) শান্তমূর্তি মহাপ্রাজ্ঞ লোভ-মুক্ত ভূরিপ্রজ্ঞাযুত,
অসম সুগত যিনি তথাগত প্রতিদ্বন্দ্বীহীন;
বিশারদ সুনিপুণর্াIসে বুদ্ধের শিষ্য হই আমি।
(১০) তৃষ্ণা-সমুচ্ছিন্ন বুদ্ধ ধূম্রহীন নির্লিপ্ত-জীবন,
ঋদ্ধিমান আহ্বানীয় অনুপম উত্তম-পুরুষ;
মহান যশাগ্র প্রাপ্তর্াIসে বুদ্ধের শিষ্য হই আমি।'

---

[১]। পর প্রবাদ বিধ্বংসী প্রজ্ঞাযুক্ত। (মঃ টীঃ)

[২]। শ্রেষ্ঠ ববি। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭৭। "গৃহপতি! শ্রমণ গৌতমের এত গুণাবলী তুমি সঞ্চয়[১] করিলে?"

"প্রভু! যেমন কোথাও নানা পুষ্পের বৃহৎ পুঞ্জ বিদ্যমান, কোন দক্ষ মালাকর বা মালাকর অন্তেবাসী তথা হইতে বিচিত্র মালা গাঁথে; সেরূপ প্রভু! সেই ভগবান বহু গুণের অধিকারী, অনেকশত গুণবিশিষ্ট। সেই প্রশংসার্হের প্রশংসা কে না করিবে?"

তখন ভগবানের সৎকার-সম্মান সহ্য করিতে না পারিয়া সেস্থানেই নাতপুত্র নিগণ্ঠের মুখ হইতে উষ্ণ-লোহিত বমন হইল[২]।

উপালি সূত্র সমাপ্ত।

৫৭। কুক্কুরবতিক সূত্র (২। ১। ৭)

৭৮। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান কোলিয়দেশে বাস করিতেছিলেন, হরিদ্রাবসন নামক কোলিয় নগরে। তখন গোব্রতিক[৩] নগ্ন কোলিয়পুত্র পুণ্ন এবং কুকুরব্রতিক[৪] অচেল সেনিয় ভগবানের নিকট উপনীত হইল। গোব্রতিক নগ্ন পুণ্ন ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে, বসিল। কুকুরব্রতিক অচেল সেনিয় ভগবানের সহিত সম্মোদন করিল, সম্মোদনীয় ও স্মরণীয় কথা শেষ করিয়া কুকুরের ন্যায় হস্তপদ গুটাইয়া একান্তে, বসিল। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট নগ্ন গোব্রতিক পুণ্ন ভগবানকে বলিল,–

"প্রভু! এই উলঙ্গ কুকুরব্রতিক দুষ্কর-কারক (কৃচ্ছ্র সধক) সেনিয় মাটিতে নিক্ষিপ্ত ভোজন করে। তাহার সেই কুকুরব্রত দীর্ঘদিন গৃহীত ও আচরিত হইয়াছে। তাহার কি গতি? পারলৌকিক অবস্থাই বা কি?"

"নিরর্থক, পুণ্ন! রাখিয়া দাও, উহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।"

দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও ঐরূপ প্রশ্ন করা হইল।

৭৯। পুণ্ন! সত্যই তোমাকে বুঝাইতে পারিলাম না যে উহা নিরর্থক। ইহা থাক, আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না। বেশ, তথাপি তোমাকে বর্ণনা করিব,–

পুণ্ন! যখন কেহ পরিপূর্ণ কুকুরব্রত নিরন্তর ভাবনা (অভ্যাস) করে, পরিপূর্ণ কুকুর আচার নিরন্তর আচরণ করে, পরিপূর্ণ কুকুরচিত্ত নিরন্তর গঠন করে, পরিপূর্ণ

---

[১]। উপালি গৃহপতির স্রোতাপত্তি মার্গলাভের সঙ্গেই প্রতিসম্ভিদা লাভ হইয়াছিল। (প. সূ.)

[২]। নাতপুত্র নিগণ্ঠ সেখানে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। শিবিকার সাহায্যে তাঁহাকে পাবায় নেওয়া হয়। তথায় তিনি অচিরে দেহত্যাগ করেন। (প. সূ.)

[৩]। গোব্রতিকIযে গো স্বভাববিশিষ্ট ব্রত পালন করে।

[৪]। কুকুরব্রতিকIযে কুকুর স্বভাববিশিষ্ট ব্রত পালন করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কুকুরভঙ্গী নিরন্তর অভ্যাস করে; সে পরিপূর্ণ কুকুরব্রত-আচার-চিত্তভঙ্গী ভাবনা করিয়া দেহত্যাগে মৃত্যুর পর কুকুর যোনিতে জন্ম হয়। যদি তাহার এই ধারণা থাকে যে আমি এই শীল, ব্রত, তপশ্চর্যা ও ব্রহ্মচর্যা দ্বারা দেবতা হইব, কিংবা দেবতাদের অন্যতর হইব, তবে উহা তাহার মিথ্যাদৃষ্টি (ভ্রান্ত, ধারণা)। পুণ্ন! মিথ্যাদৃষ্টিকের পক্ষে নিরয় ও তির্যক (পশু) যোনি এই দ্বিবিধ গতির অন্যতর গতিই (লভ্য) বলিতেছি। পুণ্ন! এই প্রকারে সম্পাদিত কুকুরব্রত কুকুরদিগের সাহচর্যে কিংবা বিপর্যস্, হইলে নরকে নিয়া যায়।"

উহা উক্ত হইলে কুকুরব্রতি অচেল সেনিয় রোদন আরম্ভ করিল, অশ্রুমোচন করিতে লাগিল।

ভগবান গোব্রতিক পুণ্ন কোলিয় পুত্রকে বলিলেন,–

"পুণ্ন! আমি তোমাকে নিরস্, করিতে পারিলাম না যে ইহা নিরর্থক, স্থগিত রাখইহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।"

কুকুরব্রতিক সেনিয় বলিল,–

"ভগবান আমাকে ইহা বলিয়াছেন, তজ্জন্য রোদন করিতেছি না। অথচ প্রভু! আমার এই কুকুরব্রত দীর্ঘদিন যাবৎ গৃহীত ও আচরিত। প্রভু! ইহার পরিণাম ভাবিয়া রোদন করিতেছি। প্রভু! আমার বন্ধু কোলিয়পুত্র গোব্রতিক। তাহার সেই গোব্রত দীর্ঘকাল যাবৎ গৃহীত ও আচরিত। তাহার গতি এবং পারলৌকিক অবস্থা কি?"

"নিরর্থক সেনিয়! উহা স্থগিত রাখ, উহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।"

দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও প্রশ্ন করা হইল।

৮০। "সেনিয়! প্রকৃত পক্ষে তোমাকে বুঝাইতে পারিলাম না। সুতরাং তোমাকে বলিব,–

"সেনিয়! কেহ কেহ পরিপূর্ণ গোব্রত অবিচ্ছিন্নভাবে ভাবনা করে, পরিপূর্ণ গোশীল আচরণ করে, পরিপূর্ণ গোচিত্ত গঠন করে ও পরিপূর্ণ আকল্প (ভঙ্গী) অভ্যাস করে, সে এই সমুদয় আচরণ করিয়া দেহত্যাগে মৃত্যুর পর গরু যোনিতে উৎপন্ন হয়। যদি তাহার এই ধারণা হয় যে আমি এই শীল, ব্রত, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্যা দ্বারা দেবরাজ কিংবা দেবতাদের অন্যতর হইব, তবে উহা তাহার মিথ্যাদৃষ্টি। সেনিয়! মিথ্যাদৃষ্টিকদের নিরয় ও তিরচ্ছান (পশু-পক্ষী) যোনি এই দ্বিবিধ গতির অন্যতর গতি লভ্য, বলিতেছি। এইরূপেই আচরিত গোব্রত গরুদের সাহচর্যে, বিপর্যস্, হইলে নিরয়ে উপনীত করে।"

ইহা উক্ত হইলে কোলিয়পুত্র গোব্রতীক পুণ্ন রোদন আরম্ভ করিল ও অশ্রু মোচন করিতে লাগিল।

ভগবান কুকুরব্রতিক নগ্ন সেনিয়কে বলিলেন,–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"সেনিয়! আমি তোমাকে বিরত করিতে পারিলাম না যে ইহা অনর্থক, স্থগিত রাখIইহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।"

"ভগবান আমাকে ইহা বলিয়াছেন, তজ্জন্য আমি রোদন করিতেছি না। অথচ আমার এই গোব্রত দীর্ঘদিন গৃহীত ও আচরিত হইয়াছে।"

"ভন্তে! আমি ভগবানের প্রতি প্রসন্ন হইব, যদি ভগবান ধর্ম-দেশনা করেন যাহাতে আমি এই গোব্রত পরিত্যাগ করিতে পারি এবং কুকুরব্রতিক উলঙ্গ সেনিয়ও কুকুরব্রত পরিত্যাগ করিতে পারে।"

"তাহা হইলে পুণ্ন! শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করিব।"

"হাঁ, প্রভু!" বলিয়া কোলিয়পুত্র পুণ্ন ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন,–

৮১। "পুণ্ন! চতুর্বিধ কর্ম স্বীয় অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া আমা কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছে। সে চারিটি কি? পুণ্ন! (১) কোন কর্ম আছে কৃষ্ণ (মন্দ) এবং কৃষ্ণবিপাক[১]। (২) কোন কর্ম আছে শুক্ল (ভাল) এবং শুক্লবিপাক[২]। (৩) কোন কর্ম আছে কৃষ্ণ-শুক্ল এবং কৃষ্ণ-শুক্লবিপাক[৩]। (৪) কোন কর্ম আছে অকৃষ্ণ-অশুক্ল এবং অকৃষ্ণ-অশৃক্লবিপাক[৪], যে কর্ম যাবতীয় কর্মক্ষয়ের নিমিত্ত পরিচালিত হয়।"

"পুণ্ন! দুঃখ-ফলপ্রদ মন্দ কর্ম কি? পুণ্ন! জগতে কোন ব্যক্তি ব্যাপাদ (হিংসা) যুক্ত কায়িক কর্ম সম্পাদন করে, ব্যাপাদযুক্ত বাচনিক কর্ম সম্পাদন করে, ব্যাপাদযুক্ত মানসিক কর্ম সঞ্চয় করে। সে সব্যাপাদ (সহিংস) কায়, বাক্ ও মনোকর্ম সঞ্চয় করিয়া দুঃখ-বহুল যোনিতে উৎপন্ন হয়। দুঃখ-বহুল যোনিতে উৎপন্ন অবস্থায় তাহার দুঃখজনক স্পৃশ্য (বিপাক সমূহ) ভোগ করিতে হয়। সে দুঃখজনক স্পৃশ্যে স্পর্শিত হইয়া নিরয়বাসী সত্বগণের ন্যায় নিরন্তর দুঃখজনক সহিংস বেদনা অনুভব করে। এইরূপে হে পুণ্ন! যথাভূত কর্ম হইতে তথাভূত সত্বের উৎপত্তি হয়। (জীব) যে কর্ম করে তদ্বারাই জন্ম হয়। উৎপন্ন হইয়া সদৃশ স্পৃশ্য স্পর্শ করে। পুণ্ন! আমি এই কারণেও বলি 'সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী'। পুণ্ন! ইহাকেই দুঃখ-ফলপ্রদ মন্দ কর্ম বলা হয়।" (১)

পুণ্ন! সুখ-ফলপ্রদ শুক্লকর্ম কি? পুণ্ন! জগতে কোন ব্যক্তি অব্যাপাদযুক্ত কায়কর্ম সঞ্চয় করে, অব্যাপাদযুক্ত বাক্কর্ম সঞ্চয় করে, অব্যাপাদযুক্ত মনোকর্ম

---

[১]। দশবিধ অকুশল কর্মপথ কর্ম, অপায়ে উৎপাদন হেতু মন্দ বিপাক।

[২]। দশবিধ কুশল কর্মপথ কর্ম, স্বর্গে উৎপাদন হেতু শুক্ল বিপাক।

[৩]। মিশ্রকর্ম, সুখ-দুঃখ বিপাক।

[৪]। চারি লোকোত্তর। মার্গ চেতনা কর্ম অভিপ্রেত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সঞ্চয় করে। সে অহিংস কায়, বাক্ ও মনোকর্ম সঞ্চয় করিয়া দেহত্যাগে মৃত্যুর পর দুঃখহীন লোকে পুনরুৎপন্ন হয়, উৎপন্ন অবস্থায় অনুরূপ স্পৃশ্য স্পর্শ করে। এইরূপেও আমি বলিতেছি যে প্রাণিগণ স্বীয় কর্মের উত্তরাধিকারী। পুণ্ন! ইহাকে বলা হয়, সুখ-ফলপ্রদ শুক্লকর্ম।" (২)

পুণ্ন! কৃষ্ণ-শুক্ল বিপাকপ্রদ কৃষ্ণ-শুক্লকর্ম কি? পুণ্ন! জগতে কোন ব্যক্তি সব্যাপাদযুক্ত ও অব্যাপাদযুক্ত কায়কর্ম করে, বাক্‌কর্ম করে ও মনোকর্ম সঞ্চয় করে। সে সহিংস-অহিংস কায়, বাক্ ও মনোকর্ম সঞ্চয় করিয়া দুঃখ-সুখময় লোকে উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন অবস্থায় সদুঃখ-অদুঃখজনক স্পৃশ্য স্পর্শ করে। সে সদুঃখ-অদুঃখজনক স্পৃশ্যদ্বারা স্পর্শিত হইয়া সুখ-দুঃখ মিশ্রিত বেদনা অনুভব করে, যেমনIমানুষ, কোন কোন দেবতা এবং কোন কোন বিনিপাতিক প্রেতগণ। এইরূপে হে পুণ্ন! ভূত হইতে ভূতের উৎপত্তি। (জীব) যাহা করে তদ্বারা উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন অবস্থায় অনুরূপ ফল ভোগ করে। এই কারণেও আমি বলি, 'প্রাণিগণ কর্মের উত্তরাধিকারী'। পুণ্ন! ইহা ভাল-মন্দ বিপাকপ্রদ মিশ্রকর্ম।" (৩)

"পুণ্ন! অদুঃখ-অসুখ বিপাকপ্রদ অকৃষ্ণ- অশুক্ল কর্ম, যাহা কর্মক্ষয়ে সংবর্তিত হয়, তাহা কি? উক্ত ত্রিবিধ কর্মের মধ্যে হে পুণ্ন! যাহা মন্দ-ফলপ্রদ কৃষ্ণকর্ম উহার প্রহাণের জন্য যেই চেতনা, যাহা শুভ-ফলপ্রদ শুক্লকর্ম উহার প্রহাণের জন্য যেই চেতনা এবং যাহা ভাল-মন্দ মিশ্রফলপ্রদ কর্ম উহারও প্রহাণের জন্য যেই চেতনা, তাহাই পুণ্ন! অকৃষ্ণ-অশুক্ল বিপাকপ্রদ কর্ম বলা হয়Iযাহা যাবতীয় কর্মক্ষয়ে সংবর্তিত।" (৪)

"পুণ্ন! এই চতুর্বিধ কর্ম স্বীয় অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া আমা কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছে।"

৮২। ইহা উক্ত হইলে গো-ব্রতী কোলিয়পুত্র পুণ্ন ভগবানকে বলিল,–

"অতি আশ্চর্য প্রভু! অতি অদ্ভুত প্রভু! যেমন হে প্রভু! ...। প্রভু ভগবন্! আজ হইতে যাবজ্জীবন আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুন।"

কুকুরব্রতিক উলঙ্গ সেনিয় ভগবানকে বলিল,–

"অত্যাশ্চর্য প্রভু! অতি অদ্ভুত প্রভু! যেমন অধোমুখকে ঊর্ধমুখ করে, প্রতিচ্ছন্নকে বিবৃত করে, পথভ্রষ্টকে পথ প্রদর্শন করে, চক্ষুষ্মান রূপ (দৃশ্য) দর্শনের নিমিত্ত অন্ধাকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করেIসেই প্রকারেই ভগবান কর্তৃক অনেক পর্যায়ে ধর্ম ঘোষিত হইয়াছে। প্রভু! আমি ভগবানের, ধর্মের ও ভিক্ষুসংঘের শরণাপন্ন হইতেছি। প্রভু! আমি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভের প্রত্যাশী।"

"সেনিয়! যদি কোন ভূতপূর্ব অন্যতীর্থিয় (মতাবলম্বী) এই ধর্ম বিনয়ে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিতে ইচ্ছুক হয়, তবে তাহাকে চারি মাস পর্যন্ত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিবাস (ব্রত পূরণার্থ বাস) করিতে হয়। চারি মাসের পর সন্তুষ্টচিত্ত ভিক্ষুগণ তাহাকে প্রব্রজ্যা ও ভিক্ষুভাবে উপসম্পদা প্রদান করে। অথচ এখানে আমার ব্যক্তিবিশেষের বিভিন্নতাও সুবিদিত।"

"প্রভু! যদি তদ্রূপ করিতে হয়, ... আমি চারিবর্ষ ব্যাপি পরিবাস করিতে প্রস্তুত। চারি বৎসরের পর সন্তুষ্টচিত্ত ভিক্ষুগণ আমাকে প্রব্রজ্যা ও ভিক্ষুভাবে উপসম্পদা প্রদান করুন।"

উলঙ্গ কুকুরব্রতীক সেনিয় ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিল। অচির উপসম্পন্ন আয়ুষ্মান সেনিয় একাকী বিষয়-বাসনামুক্ত, অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও নির্বাণ প্রবণ চিত্ত হইয়া অবস্থান পূর্বক।যার জন্য কুলপুত্রগণ আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।অচিরেই সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের অবসান অর্হত্ব ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞাদ্বারা প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করিয়া বাস করেন। চিরতরে জন্মবীজ ক্ষীণ, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত, করণীয় কৃত এবং এ জীবনের জন্য আর তাঁহার কর্তব্য নাই।তিনি ইহা উত্তমরূপে জানিলেন। আয়ুষ্মান সেনিয় অর্হতদের অন্যতম হইলেন।

কুক্কুরবতিক সূত্র সমাপ্ত।

৫৮। অভয় রাজকুমার সূত্র (২।১।৮)

৮৩। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,-

এক সময় ভগবান রাজগৃহে বেণুবনে কলন্দক নিবাপে[১] বাস করিতেছেন। তখন রাজকুমার অভয় নিগণ্ঠ নাতপুত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া নিগণ্ঠ নাতপুত্রকে অভিবাদন পূর্বক একপ্রান্তে, বসিলেন। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট রাজকুমার অভয়কে নাতপুত্র নিগণ্ঠ বলিলেন,-

"আসুন, রাজকুমার! আপনি শ্রমণ গৌতমের সাথে বাদারোপ করুন। ইহাতে আপনার কল্যাণ-কীর্তি শব্দ বিঘোষিত হইবে যে রাজকুমার অভয় কর্তৃক এমন মহাঋদ্ধি ও মহানুভব সম্পন্ন শ্রমণ গৌতমের বিরুদ্ধে বাদারোপিত হইয়াছে।"

"প্রভু! আমি কিরূপে শ্রমণ গৌতমের বিরুদ্ধে বাদারোপ করিব?"

"আসুন, রাজকুমার! যেখানে শ্রমণ গৌতম তথায় যান। সে স্থানে উপস্থিত হইয়া শ্রমণ গৌতমকে জিজ্ঞাসা করুন।প্রভু! তথাগত ঈদৃশ বাক্য বলেন কি যাহা পরের অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ? যদি শ্রমণ গৌতম জিজ্ঞাসিত হইয়া বলেন,রাজকুমার! তথাগত তদ্রূপ বাক্য বলেন, যাহা পরের অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ।

[১]। অসংখ্য কাঠবিড়ালের বাসস্থান।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তবে আপনি বলিবেন‌প্রভু! প্রাকৃতজনের সহিত আপনার বিশেষত্ব কি? প্রাকৃতজনও সেরূপ বাক্য বলে, যাহা পরের অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। যদি এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রমণ গৌতম আপনাকে প্রকাশ করেন যে‌রাজকুমার! তথাগত এইরূপ বাক্য ভাষণ করেন না, যাহা পরের অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। তবে আপনি বলিবেন‌প্রভু! অপায়িক দেবদত্ত, নৈরয়িক দেবদত্ত, কল্পস্থায়ী দেবদত্ত, অচিকিৎস দেবদত্ত বলিয়া আপনি কিরূপে ঘোষণা করিলেন? আপনার এই বাক্য দ্বারা দেবদত্ত কোপিত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। রাজকুমার! আপনার এই উভয় কোটিক (সমস্যাজনক) প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রমণ গৌতম উদ্গীরণ বা অধোকরণ (গলাধঃকরণ) কোনটাই করিতে সমর্থ হইবে না। যেমন কোন ব্যক্তির লৌহ শৃংগাটক (বড়শী?) কণ্ঠলগ্ন হয়, সে তাহা উদ্গীরণ কিম্বা গলাধঃকরণ করিতে অসমর্থ হয়; সেইরূপ রাজকুমার! আপনার উভয় কোটিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রমণ গৌতম উদ্গীরণ কিম্বা গলাধঃকরণ করিতে সমর্থ হইবেন না।"

"যে আজ্ঞা প্রভু!" বলিয়া রাজকুমার অভয় নিগণ্ঠ নাতপুত্রকে প্রতিশ্রুতি দিয়া আসন হইতে উঠিলেন এবং নিগণ্ঠ নাতপুত্রকে অভিবাদন পূর্বক প্রদক্ষিণ করিয়া ভগবানের নিকট উপনীত হইলেন। তথায় ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে, বসিলেন।

৮৪। রাজকুমার অভয় সূর্য্য (সময়) দেখিয়া চিন্তা করিলেন, "আজ ভগবানের সহিত বাদারোপের উপযুক্ত সময় নহে। আগামী কল্য আমার প্রাসাদে ভগবানের সহিত বাদারোপ করিব।" আর ভগবানকে বলিলেন,–

"ভন্তে, ভগবন! আগামী কল্য আপনি সহ চারিজন ভিক্ষুর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।" ভগবান মৌনভাবে স্বীকার করিলেন।

রাজকুমার অভয় ভগবানের স্বীকৃতি অবগত হইয়া আসন হইতে উঠিলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

সেই রাত্রি অবসানে পূর্বাহ্ন সময়ে ভগবান চীবর পরিধান পূর্বক পাত্র-চীবর লইয়া তিনজন ভিক্ষু রাজকুমার অভয়ের প্রাসাদে উপনীত হইলেন এবং সজ্জিত আসনে উপবেশন করিলেন। অভয় রাজকুমার স্বহস্তে, উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য দ্বারা ভগবানকে সন্তর্পিত করিলেন, সম্প্রবারিত করিলেন। তখন ভোজন শেষে ভগবান পাত্র হইতে হস্ত, অপনীত করিলে রাজকুমার অভয় নীচ আসন লইয়া এক প্রান্তে, বসিলেন।

৮৫। এক প্রান্তে, বসিয়া অভয় রাজকুমার ভগবানকে বলিলেন,–

"প্রভু! তথাগত তাদৃশ বাক্য বলিতে পারেন কি যাহা পরের অপ্রিয় ও অমনোরম?"

"রাজকুমার! এই প্রশ্নের একাংশে (নিশ্চিত রূপে) উত্তর হয় না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"প্রভু! এখানেই নিগণ্ঠগণ বিনষ্ট হইল।"

"রাজকুমার! কেন তুমি একথা বলিতেছ যে এখানেই নিগণ্ঠগণ বিনষ্ট হইল?"

"প্রভু! অধুনা আমি নিগণ্ঠ নাতপুত্রের নিকট গিয়াছিলাম। তথায় গিয়া নিগণ্ঠ নাতপুত্রকে অভিবাদন করিয়া বসিলাম। তখন নাতপুত্র নিগণ্ঠ আমাকে বলিলেন,'আসুন রাজকুমার! ... উদ্গীরণ কিম্বা গলাধঃকরণ করিতে সমর্থ হইবে না'।"

৮৬। সেই সময় উত্তানশায়ী অবোধ শিশু-কুমার অভয় রাজকুমারের অঙ্কে উপবিষ্ট ছিল। ভগবান রাজকুমার অভয়কে বলিলেন,–

"তাহা কি মনে কর, রাজকুমার! তোমার কিম্বা ধাত্রীর প্রমাদবশতঃ যদি এই শিশু কাষ্ঠ কিংবা কাঁকর মুখে পূরিয়া দেয় তখন তুমি কি করিবে?"

"আমি তাহা বাহির করিব, ভন্তে! যদি প্রথমতঃ তাহা বাহির করিতে না পারি তবে বামহস্তে, শিশুর মস্তক ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে, অঙ্গুলি বক্র করিয়া রক্তস্রাব হইলেও তাহা বাহির করিব। কারণ ভন্তে! শিশুর প্রতি আমার যথেষ্ট করুণা আছে।"

"তদ্রূপই রাজকুমার! যেই বাক্য অভূত, অসত্য, অনর্থসংযুক্ত বলিয়া তথাগত জানেন, আর সেই বাক্য, পরের অপ্রিয় ও অমনোরম হয়, তথাগত তাদৃশ বাক্য বলেন না। যেই বাক্য ভূত, সত্য, অনর্থসংযুক্ত বলিয়া তথাগত জানেন, আর সেই বাক্য যদি পরের অপ্রিয় ও অমনোরম হয়, তথাগত সেই বাক্যও ভাষণ করেন না। যাহা তথাগত জানেন যে ভূত, সত্য ও অর্থসংযুক্ত এবং তাহা পরের অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ, তথাগত সেই বাক্য প্রকাশের নিমিত্তও কাল বিচার করেন। যেই বাক্য অভূত, অসত্য, অনর্থযুক্ত এবং তাহা পরের প্রিয় ও মনোরম হয়, তথাগত তাহাও ভাষণ করেন না। যেই বাক্য তথাগত জানেন যে সত্য, ভূত, অর্থযুক্ত এবং তাহা পরের প্রিয় ও মনোরম, সেই বাক্য ভাষণেও তথাগত কালজ্ঞ হন। তাহার কারণ এই, রাজকুমার! জীবগণের প্রতি তথাগতের অসীম করুণা আছে।"

৮৭। "ভন্তে! যে সকল ক্ষত্রিয় পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, গৃহপতি পণ্ডিত এবং শ্রমণ পণ্ডিত প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়া তথাগতের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন; প্রভু! পূর্বেই কি ইহা ভগবানের চিত্তে পরিকল্পিত হয় যে যাহারা আসিয়া এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবে তাহাদিগকে আমি এই উত্তর দিব অথবা স্থান ভেদে কি তথাগতের উপস্থিত বুদ্ধিতে ইহা প্রতিভাত হয়?"

"রাজকুমার! তোমাকেই এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিব, তোমার অভিরুচি অনুসারে উত্তর করিবে। রাজকুমার! রথের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে তুমি অভিজ্ঞ কি?"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"হাঁ, প্রভু! আমি রথের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ।"

"বেশ, যদি কেহ আসিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, ইহা রথের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ? ইহা কি পূর্বেই তোমার চিন্তিত ছিল যে যাহারা আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিবে আমি তাহাদিগকে এই উত্তর দিব অথবা ইহা কি স্থানোচিত রূপেই তোমার প্রতিভাত হইবে?"

"প্রভু! আমি রথের মালিক, রথের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে বিখ্যাত ও দক্ষ। রথের সমুদয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই আমার সুবিদিত। সুতরাং স্থানোচিত জ্ঞানেই ইহা আমার প্রতিভাত হইবে।"

"রাজকুমার! তদ্রূপই যে সকল ক্ষত্রিয় পণ্ডিত, ... স্থানোচিত (প্রত্যুৎপন্ন) জ্ঞানেই আমার প্রতিভাত হয়। তাহার কারণ কি? রাজকুমার! তথাগতের সেই ধর্মধাতু (সর্বজ্ঞতা) সুপ্রতিবিদ্ধ (সুপরিজ্ঞাত) হইয়াছে, যেই ধর্মধাতুর সুপ্রতিবিদ্ধতা হেতু স্থানোচিত ভাবেই তথাগতের যাবতীয় প্রশ্নের সমাধান প্রতিভাত হয়।"

এইরূপ উক্ত হইলে অভয় রাজকুমার ভগবানকে বলিলেন,"আশ্চর্য ভন্তে! ... আজ হইতে যাবজ্জীবন আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুন।"

অভয় রাজকুমার সূত্র সমাপ্ত।

৫৯। বহু বেদনীয় সূত্র (২।১।৯)

৮৮। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথ পিণ্ডিকের আরাম জেতবনে বাস করিতেছিলেন। তখন পঞ্চকংগ স্থপতি (সূত্রধর) যেখানে আয়ুষ্মান উদায়ী থাকেন, তথায় উপনীত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান উদায়ীকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে, বসিলেন। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট পঞ্চকংগ স্থপতি আয়ুষ্মান উদায়ীকে বলিলেন,"ভন্তে, উদায়ি! ভগবান বেদনা কয় প্রকার বলিয়াছেন?"

"স্থপতি! (১) সুখ-বেদনা, (২) দুঃখ-বেদনা, (৩) অদুঃখ-অসুখ বেদনা।ভগবান এই তিন প্রকার বেদনা বলিয়াছেন। ...।"

"ভন্তে, উদায়ি! ভগবান তিন প্রকার বেদনা বলেন নাই, দুই প্রকার[১] বেদনা

---

[১]। সুখ দুই প্রকার।বেদয়িত বা অনুভব সুখ, অবেদয়িত বা উপশান্ত, সুখ। ইন্দ্রিয় ও বিষয় সুখ হইতে ক্রমে অষ্ট ধ্যান সমাপত্তি পর্যন্ত, বেদয়িত সুখ। নিরোধ সমাপত্তি।সংজ্ঞা-বেদনার নিরোধ হেতু উপশম সুখ। সুখ-দুঃখের অবসান ও দুঃখবিহীন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বলিয়াছেন]সুখ-বেদনা ও দুঃখ-বেদনা। ভন্তে! এই যে অদুঃখ-অসুখ বেদনা আছে, উহাকে ভগবান শান্ত, উত্তম সুখের অন্তর্গত বলিয়াছেন।"

দ্বিতীয়বারও আয়ুষ্মান উদায়ী পঞ্চকংগ স্থপতিকে বলিলেন,"স্থপতি! ভগবান দুই প্রকার বেদনা বলেন নাই। ভগবান তিন প্রকার বেদনা বলিয়াছেন ...।"

দ্বিতীয়বারও পঞ্চকংগ স্থপতি আয়ুষ্মান উদায়ীকে বলিলেন,"নহে, ভন্তে, উদায়ি! ... শান্ত, উত্তম সুখের অন্তর্গত বলিয়াছেন।"

তৃতীয়বারও আয়ুষ্মান উদায়ী ...।"

তৃতীয়বারও পঞ্চকংগ স্থপতি ...।

আয়ুষ্মান উদায়ী পঞ্চকংগ স্থপতিকে বুঝাইতে পারিলেন না, পঞ্চকংগ স্থপতিও আয়ুষ্মান উদায়ীকে বুঝাইতে পারিলেন না।

৮৯। পঞ্চকংগ স্থপতির সহিত আয়ুষ্মান উদায়ীর এই আলোচনা আয়ুষ্মান আনন্দ শুনিতে পাইলেন। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ যেখানে ভগবান তথায় গেলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে, বসিলেন। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ পঞ্চকংগের সহিত আয়ুষ্মান উদায়ীর যাহা কিছু আলোচনা হইয়াছে সেই সমস্, ভগবানকে নিবেদন করিলেন। ইহা বলা হইলে ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন,"আনন্দ পর্যায় (কারণ) থাকা সত্ত্বেও পঞ্চকংগ স্থপতি উদায়ীর ভাষণ অনুমোদন করিল না, আর পর্যায় (কারণ) থাকা সত্ত্বেও পঞ্চকংগ স্থপতি উদায়ীর ভাষণ অনুমোদন করিল না। আনন্দ! আমি পর্যায় বশতঃ (কারণ ভেদে) বেদনা দুই প্রকার বলিয়াছি, তিন প্রকার, পাঁচ প্রকার, ছয় প্রকার, অষ্টাদশ প্রকার, ছয়ত্রিশ প্রকার, একশ আট প্রকারও বলিয়াছি। আনন্দ! এইরূপে পর্যায়ক্রমে আমি ধর্মোপদেশ করিয়াছি। আনন্দ! আমার পর্যায়ক্রমে উপদিষ্ট ধর্মে যাহারা পরস্পরের সুভাষিত, সুকথিত বাণীকে (ধর্মকে) স্বীকার করিবে না, মানিবে না, অনুমোদন করিবে না, তাহাদের পক্ষে ইহাই প্রত্যাশিত যে (সম্ভব যে) তাহারা ভণ্ডণজাত, কলহজাত, বিবাদাপন্ন হইয়া একে অন্যকে মুখ-শক্তি দ্বারা বিদ্ধ করিতে করিতে বাস করিবে। আনন্দ! এইরূপে আমাকর্তৃক ধর্ম পর্যায়ক্রমে দেশিত। আনন্দ! আমার .... যাহারা পরস্পরের সুভাষিত, সুকথিত বাক্যকে উত্তমরূপে স্বীকার করিবে, মনন করিবে ও অনুমোদন করিবে তাহাদের ..... সম্মোদন করিতে করিতে বিবাদ রহিত হইয়া ক্ষীরোদকভূত অবস্থায় একে অন্যকে প্রিয়নেত্রে দেখিয়া বাস করিবে।"

৯০। "আনন্দ! এই পঞ্চ কামগুণ (ভোগ)। কী কী পঞ্চ? ইষ্ট, কান্ত,

হেতু সুখ নামে অভিহিত হয়। এই সূত্রে উভয়বিধ সুখ লক্ষ্য করিয়াই সুখময় বলা হইয়াছে। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মনোহর, প্রিয়স্বরূপ কামসংযুক্ত মনোরঞ্জন চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ; ... শ্রোত-বিজ্ঞেয় শব্দ; ... ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ; ... জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস; ... কায়-বিজ্ঞেয় স্পৃষ্টব্য। আনন্দ! এই পঞ্চ কামগুণ। আনন্দ! এই পঞ্চ কামগুণের সংস্রবে যে সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তাহাকেই কামসুখ বলা হয়।"

"আনন্দ! যদি কেহ এইরূপ বলেIপ্রাণিগণ এই পর্যন্তই চরম সুখ-সৌমনস্য ভোগ করে, তাহার এই মত (সিদ্ধান্ত) আমি সমর্থন করি না। ইহার কারণ কি? আনন্দ! এই সুখ হইতে আরও সুন্দর ও উন্নততর (বিপুলতর) অপর সুখ আছে। আনন্দ! অন্য কোন সুখ এই সুখ হইতে উজ্জ্বলতর ও উন্নততর?Iএখানে আনন্দ! ভিক্ষু ... প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বাস করে। ইহাই আনন্দ! সে সুখ হইতে উজ্জ্বলতর ও উন্নততর অপর সুখ।"

"আনন্দ! যদি কেহ বলে ... আমি সমর্থন করি না। ... দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বাস করে। ...।"

"আনন্দ! যদি কেহ বলে ... তাহার এই মতও আমি সমর্থন করি না। ... তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বাস করে। ...।"

"আনন্দ! যদি কেহ ইহা বলে ... আমি সমর্থন করি না। ... চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বাস করে। ...।"

"এইরূপে আনন্দ! ... আকাশানন্তায়তন লাভ করিয়া বাস করে। ...। ... বিজ্ঞানানন্তায়তন লাভ করিয়া বাস করে। ... । ... আকিঞ্চন্যায়তন লাভ করিয়া বাস করে। ...। ... নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন লাভ করিয়া বাস করে। ...। আনন্দ! এখানে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম পূর্বক সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধকে অধিগত হইয়া বাস করে। ইহাই আনন্দ! সে সুখ হইতে উজ্জ্বলতম ও উন্নততম–অপর সুখ।"

৯১। "আনন্দ! সম্ভবত অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ বলিতে পারেন, 'শ্রমণ গৌতম সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ সম্বন্ধে বলেন, তাহাও সুখময় বলিয়া থাকেন। উহা কি? উহা কি প্রকার?' এইরূপবাদী অন্যতীর্থিয়গণকে ইহা বলা উচিতI'বন্ধুগণ! ভগবান সুখ-বেদনা সম্পর্কেই উহাকে সুখময় বলেন নাই। কিন্তু বন্ধুগণ! যেখানে (বেদয়িত বা অবেদয়িত) সুখ উপলব্ধ হয়, তথায় তাহাকেই তথাগত সুখান্তর্গত বলিয়া থাকেন'[১]।"

---

[১]। সুখ দুই প্রকারIবেদয়িত (অনুভূতি) সুখ ও অবেদয়িত বা উপশম সুখ। পঞ্চকামগুণ সংস্পর্শে ও অষ্ট লৌকিক সমাপত্তি বশে উৎপন্ন সুখের নাম বেদয়িত সুখ। চতুর্থধ্যান হইতে চারি অরূপধ্যান উপেক্ষা-বেদনাযুক্ত, তথাপি শান্ত, স্বভাব হেতু উহা সুখ পর্যায়ভুক্ত। নিরোধ সমাপত্তি অবেদয়িত সুখ। উহা সংজ্ঞা, বেদনা (বেদয়িত) প্রভৃতি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবান ইহা বলিলেন, আয়ুষ্মান আনন্দ সন্তুষ্টচিত্তে ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

বহু বেদনীয় সূত্র সমাপ্ত।

৬০। অপণ্নক সূত্র (২। ১। ১০)

৯২। আমি এইরূপ শুনিয়াছি–

এক সময় ভগবান মহাভিক্ষুসংঘের সহিত কোশল জনপদে ধর্ম প্রচারার্থ বিচরণ করিতে করিতে যেখানে কোশলের শালা নামক ব্রাহ্মণ গ্রাম, সেখানে পৌঁছিলেন।

শালার ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ শুনিলেন, "শ্রমণ শাক্যপুত্র গৌতম শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত হইয়া মহাভিক্ষুসংঘের সহিত বিচরণ করিতে করিতে শালায় উপনীত হইয়াছেন। সেই ভগবান গৌতমের এইরূপ কল্যাণ কীর্তি-শব্দ বিঘোষিত হইয়াছে যে, সেই ভগবান অর্হত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ-সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, দম্যপুরুষের অনুত্তর সারথি, দেব-মনুষ্যদের শাস্তা, বুদ্ধ ও ভগবান। তিনি দেব, মার, ব্রহ্ম, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ প্রজা ও দেব-মনুষ্যের সহিত এই সত্ত্বলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া প্রচার করেন। তিনি আদি কল্যাণ, মধ্য কল্যাণ, অন্ত্য কল্যাণ, অর্থ ও ব্যঞ্জনযুক্ত ধর্ম প্রচার করেন এবং সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ (মার্গ) ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করেন। তথাবিধ অর্হতের দর্শন আমাদের মঙ্গলজনক।"

তখন শালার ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কেহ কেহ ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে, বসিলেন। কেহ কেহ ভগবানের সহিত প্রীতি সম্ভাষণ করিলেন, প্রীতি সম্ভাষণ শেষ করিয়া একপ্রান্তে, বসিলেন। কেহ কেহ ভগবানের দিকে যুক্তাঞ্জলি প্রণাম করিয়া একপ্রান্তে, বসিলেন। কেহ কেহ ভগবানের নিকট নাম-গোত্র প্রকাশ করিয়া একপ্রান্তে, বসিলেন। কেহ কেহ মৌনাবলম্বন করিয়া একপ্রান্তে, বসিলেন।

৯৩। ভগবান শালা ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণকে বলিলেন, "গৃহপতিগণ! তোমাদের কোন প্রিয় শাস্তা আছে কি যাহার প্রতি তোমাদের সহেতুক শ্রদ্ধা বিদ্যমান?"

"ভন্তে! আমাদের এমন কোন প্রিয় শাস্তা নাই যাঁহার প্রতি আমাদের

মানস বা চেতন জগতের নিরোধ বা উপশম অবস্থা। [এ অবস্থায় সুখ নামের সার্থকতা কি?I'সব্বস্‌স দুক্‌খস্‌স সুখং পহাণং,' যাবতীয় দুঃখের প্রহাণই প্রকৃত সুখ।] সুতরাং যে কোন সুখ হোক না কেন, দুঃখহীন ও সুখ-স্তরূপার্থে সুখ নামে অভিহিত হয়। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সহেতুক শ্রদ্ধা বিদ্যমান।”

“হে গৃহপতিগণ! যাহাদের প্রিয় শাস্তা লাভ হয় নাই তাহাদের পক্ষে এই অপণ্ণকধর্ম[১] (অদ্বৈতগামী মার্গ) গ্রহণ করিয়া আচরণ করা উচিত। গৃহপতিগণ! অপণ্ণকধর্ম গৃহীত ও আচরিত হইলে উহা তোমাদের চিরকাল হিত-সুখের নিদান হইবে। গৃহপতিগণ! অপণ্ণকধর্ম কি?”

৯৪। “গৃহপতিগণ! কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে তাহারা এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন ও এইরূপ মতবাদীÍ“দানফল নাই, যজ্ঞফল নাই, আহুতিফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল-বিপাক নাই, ইহলোক[২]-পরলোক নাই, মাতা[৩] নাই, পিতা[৪] নাই, ঔপপাতিক[৫] সত্ত্ব (অযোনিস সম্ভবা দেবতা) নাই, সম্যকগত ও সম্যক প্রতিপন্ন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাঁহারা ইহলোক-পরলোক অভিজ্ঞাদ্বারা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া প্রকাশ করেন।’ গৃহপতিগণ! কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের সোজা বিরুদ্ধবাদী (উজুবিপচ্চনিক)। তাহারা বলে, ‘দানফল আছে, যজ্ঞফল আছে, আহুতিফল আছে, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল-বিপাক আছে ...।’ ইহা কি মনে কর গৃহপতিগণ! এই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ একে অন্যের সোজা বিরুদ্ধবাদী নহে কি?”

“সত্যই ভন্তে!”

৯৫। (১) “গৃহপতিগণ! তাহাতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ বাদী ও এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্নÍ‘দান নাই, যজ্ঞ নাই, ...।’ তাহাদের পক্ষে ইহাই কাম্য যাহা কায়-সুচরিত, বাক্-সুচরিত ও মনো-সুচরিত এই ত্রিবিধ কুশলধর্মকে পরিবর্জন করিয়া যাহা কায়-সুচরিত, বাক্-সুচরিত ও মনো-সুচরিত এই ত্রিবিধ ত্রিবিধ অকুশলধর্মকে গ্রহণ পূর্বক আচরণ করিবে। ইহার কারণ কি? যেহেতু সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ অকুশল ধর্ম সমূহের আদীনব, অবকার (নীচতা) ও সংক্লেশ এবং পক্ষান্তরে কুশল ধর্ম সমূহের আনিসংশ (পুরষ্কার) এবং নিষ্কামের বিশুদ্ধি পক্ষ দেখিতে পায় না। পরলোক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাহাদের পরলোক নাই বলিয়া দৃষ্টি (ধারণা) জন্মে, উহাই তাহাদের মিথ্যাদৃষ্টি। পরলোক বিদ্যমান সত্ত্বেও উহা নাই বলিয়া সঙ্কল্প করে, উহা তাহাদের মিথ্যাসঙ্কল্প। বিদ্যমান সত্ত্বেও

---

[১]। অবিরুদ্ধ, দ্বিধারহিত, একাংশ গ্রাহিক। (প. সূ.)
নিশ্চিত, সত্য, প্রকৃত, নিশ্চয়। (চাইল্ডার্স অভিধান)

[২]। পূর্বকৃত কর্মের দ্বারা কৃত এইলোক নাই।

[৩]। মাতা-পিতার প্রতি কৃতকর্মের ফল নাই।

[৪]। মাতা-পিতার প্রতি কৃতকর্মের ফল নাই।

[৫]। কর্মহেতু উপপাতিক প্রতিক্ষেপ করে, অর্থাৎ চ্যুত হইয়া পুনরুৎপন্ন হইবার মত সত্ত্ব নাই ধারণা করে। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরলোক নাই বলিয়া বাক্য ভাষণ করে, উহা তাহাদের মিথ্যাবাক্য। বিদ্যমান সত্ত্বেও পরলোক নাই বলিয়া বলে; যাহারা অভিজ্ঞ লোকবিদ্ ও অর্হৎ এ ব্যক্তি তাহাদের বিরোধিতা করে। পরলোক বিদ্যমান সত্ত্বেও পরলোক নাই, ইহা পরকে জ্ঞাপন করে, উহা তাহার অসদ্ধর্ম (মিথ্যা ধর্ম) সংজ্ঞাপন। সেই অসদ্ধর্ম সংজ্ঞাপন দ্বারা সে নিজকে উৎকৃষ্ট ও পরকে নিকৃষ্ট মনে করে। এই প্রকারে পূর্বেই তাহার সুশীতল পরিত্যক্ত ও দুঃশীলতা উপস্থিত হয়। এই মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসঙ্কল্প, মিথ্যাবাক্য, আর্যগণ বিরোধিতা, অসদ্ধর্ম সংজ্ঞাপন, আত্মোৎকর্ষণ ও পরাবকর্ষণ প্রভৃতি ভ্রান্ত, ধারণাবশতঃ তাহার অনেক পাপ ....। গৃহপতিগণ! তাহাতে বিজ্ঞপুরুষ এই বিচার করেIযদি পরলোক না থাকে, তবে এই ভদ্র পুরুষ-মানুষ (পুদ্গল) দেহত্যাগের পর স্বয়ং স্বস্তি, লাভ করিবে। যদি পরলোক থাকে, তবে এই ব্যক্তি দেহত্যাগে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত ও নিরয়ে উৎপন্ন হইবে। যদি প্রকৃতপক্ষে পরলোক না থাকে এবং এই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের বাক্য সত্যই হয়, তথাপি এই ব্যক্তি বাস্তব জীবনে বিজ্ঞগণের নিন্দার্হ 'এই পুরুষ-মানুষ দুঃশীল মিথ্যাদৃষ্টিক ও নাস্তিকবাদী'। যদি পরলোক থাকে, তবে এই ব্যক্তির উভয়ত্র পরাজয় এবং ইহজীবনে বিজ্ঞগণের নিন্দার্হ আর দেহত্যাগে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত ও নিরয়ে উৎপত্তি হয়। এইরূপেই তাহার দুর্গ্রহণে গৃহীত এই অপণ্নকধর্ম একান্ত, (স্বীয় মত) স্ফুরণ করিয়া থাকে, কুশলের হেতু বর্জন করে।"

৯৬। (২) "গৃহপতিগণ! তথায় যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এরূপবাদী ও এরূপ দৃষ্টিসম্পন্নI'দান ফল আছে, যজ্ঞফল আছে, আহুতিফল আছে, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল-বিপাক আছে, ইহলোক-পরলোক আছে, মাতৃ-পিতৃ সেবার ফল আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, আর সম্যকগত (সত্যাবগত) ও সম্যক প্রতিপন্ন (সত্যারূঢ়) শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা ইহলোক-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষ করিয়া প্রকাশ করেন'। তাঁহাদের ইহাই আকাঙ্ক্ষ্য যে কায়-দুশ্চরিত, বাক্-দুশ্চরিত ও মনো-দুশ্চরিত এই ত্রিবিধ অকুশলধর্ম পরিবর্জন করিয়া যাহা কায়-সুচরিত, বাক্-সুচরিত ও মনোসুচরিত এই ত্রিবিধ কুশলধর্মকে গ্রহণ পূর্বক আচরণ করিবে'। ইহার কারণ কি? এই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ অকুশল ধর্মসমূহের আদীনব, অপকার, সংক্লেশ আর কুশল ধর্মসমূহের নিষ্কাম ভাব, পুরস্কার ও বিশুদ্ধি পক্ষ দর্শন করেন। বিদ্যমান পরলোক সম্বন্ধে পরলোক আছে বলিয়া তাহার যে দৃষ্টি হয়, উহা তাঁহার সম্যক-দৃষ্টি। বিদ্যমান পরলোক সম্বন্ধে পরলোক আছে বলিয়া এই যে সঙ্কল্প করেন, উহা তাঁহার সম্যক-সঙ্কল্প। বিদ্যমান পরলোক সম্বন্ধে পরলোক আছে বলিয়া যে বাক্য ভাষণ করেন, উহা তাঁহার সম্যক-বাক্য। বিদ্যমান পরলোক সম্বন্ধে পরলোক আছে, বলেন; যাঁহারা অর্হৎ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরলোক-বিদ্ তাঁহাদের সহিত তিনি বিরোধিতা করেন না। বিদ্যমান পরলোক সম্বন্ধে 'পরলোক আছে' বলিয়া পরকে জ্ঞাপন করেন, উহা তাঁহার পক্ষে সত্যধর্ম জ্ঞাপন করা হয়। সেই সত্যধর্ম জ্ঞাপন দ্বারা তিনি নিজকে উৎকৃষ্ট মনে করেন না, পরকেও নিকৃষ্ট ভাবেন না। এই প্রকারে পূর্বেই তাঁহার দুঃশীলতা পরিত্যক্ত হয়, সুশীলতা উপস্থিত হয়। এই সম্যক-দৃষ্টি, সম্যক-সঙ্কল্প, সম্যক-বাক্য, আর্যগণের অবিরোধিতা, সত্যধর্ম জ্ঞাপন, অনাত্মোৎকর্ষণ, অপরাবকর্ষণ প্রভৃতি তাঁহার বহুবিধ কুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সম্যক দৃষ্টির কারণে। গৃহপতিগণ! এ বিষয়ে বিজ্ঞব্যক্তি এই চিন্তা করেন, 'যদি পরলোক থাকে, তবে এই পুরুষ-পুদ্গল দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবে। একান্তই যদি পরলোক না থাকে, এই শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের বাক্য যদি সত্যই হয়, তথাপি এই ব্যক্তি ইহ-জীবনে বিজ্ঞগণের প্রশংসা-ভাজন 'এই পুরুষ শীলবান, সম্যক-দৃষ্টি সম্পন্ন, আস্তিকবাদী'। যদি পরলোক থাকে, তবে এই ব্যক্তির উভয়ত্র জয়লাভ, ইহলোকে বিজ্ঞগণের প্রশংসা লাভ আর কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। এইরূপে তাহার এই অপণ্নকধর্ম সুগ্রহণে গৃহীত হইয়া উভয়ান্ত, (ইহ-পরলোক) স্ফুরণ করিয়া থাকে এবং অকুশলের কারণ বর্জ্জন করে।"

৯৭। (৩) "গৃহপতিগণ! কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহারা এইরূপ বাদী ও এইরূপ দৃষ্টি সম্পন্নÍ'অন্যায় করিলে ও করাইলে, (স্বহস্তে, বা আদেশে) ছেদন করিলে ও করাইলে, দণ্ডাঘাত করিলে ও করাইলে, শোকার্ত করিলে, কষ্ট দিলে, বিচলিত করিলে ও করাইলে, প্রাণীহত্যা করিলে, চুরি করিলে, সন্ধিচ্ছেদ করিলে, গ্রাম লুণ্ঠন করিলে, ঘর বিলুণ্ঠন করিলে, পথে পথিকদের লুণ্ঠন করিলে, পরদার গমন করিলে, মিথ্যা বলিলে পাপ ধারণায় করিলেও পাপ করা হয় না। ধারাল ক্ষুরান্ত, চক্রদ্বারা যদি কেহ এই পৃথিবীর সমস্, প্রাণীকে (মারিয়া) এক মাংস-রাশি, এক মাংস-পুঞ্জ করে, তবে সে কারণে তাহার কোন পাপ নাই; পাপের আগমন হয় না। যদি কেহ হত্যা, আঘাত, ছেদন, বেত্রাঘাত করিতে করিতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত, যায় তথাপি উহার দরুণ তাহার কোন পাপ নাই, পাপের আগমন হয় না। যদি কেহ দান দিয়া, দান করাইয়া, যজ্ঞ করিয়া, যজ্ঞ করাইয়া গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত, পৌঁছে, তথাপি তজ্জন্য পুণ্য নাই, পুণ্যের আগমন হয় না'।"

(৪) "গৃহপতিগণ! তাহাদেরও সোজা বিরুদ্ধবাদী কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে যাহারা বলে অন্যায় করিলে ও করাইলে ... পাপ হইবে। ... দান দিলে ও দেওয়াইলে ... তাহার পুণ্য হইবে। ... দান, দম, সংযম ও সত্যবাক্য দ্বারা পুণ্য হয় ও পুণ্যের আগম হয়। তোমরা কি মনে কর গৃহপতিগণ! এই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পরস্পরের সোজা বিরুদ্ধবাদী নহে কি?"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"সত্যই ভন্তে।"

৯৮। (৫) "গৃহপতিগণ! যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এ কথা বলে ... পাপ অকুশলধর্ম সম্ভূত হয় মিথ্যাদৃষ্টির কারণ। গৃহপতিগণ! বিজ্ঞপুরুষ এই বিষয়ে চিন্তা করেন, 'যদি ক্রিয়ার ফল না থাকে তবে এই ব্যক্তি দেহত্যাগের পর নিজে স্বস্তি, লাভ করিবে। যদি ক্রিয়ার ফল থাকে তবে এই পুরুষ দেহত্যাগে মরণের পর অপায় বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হইবে। বস্তুতঃ যদি ক্রিয়ার ফল না থাকেএই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের বাক্য সত্যই হয়, তথাপি এই ব্যক্তি ইহ-জীবনে দুঃশীল, মিথ্যাদৃষ্টি ও অক্রিয়াবাদী বলিয়া বিজ্ঞগণের নিন্দার্হ হয়। আর যদি ক্রিয়ার ফল নিশ্চয়ই থাকে তবে এই ব্যক্তির উভয়ত্র পরাজয়, যথাইহজীবনে বিজ্ঞগণের নিন্দা এবং দেহত্যাগে মরণের পর অপায় দুর্গতি ...।' এই প্রকারে তাহার অপণ্নকধর্ম দুর্গ্রহণে গৃহীত, সে একাংশ স্ফুরণ করিয়া থাকে, কুশলের কারণ বর্জিত হয়।"

৯৯। (৬) "গৃহপতিগণ! যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই মতবাদী ও এই দৃষ্টিসম্পন্নন্যায় করিলে ও করাইলে ... সম্যক দৃষ্টির প্রভাবে অনেক কুশলধর্ম সম্ভব হয়।"

(৭) "গৃহপতিগণ! এ বিষয়ে বিজ্ঞব্যক্তি চিন্তা করেন, 'যদি ক্রিয়ার ফল থাকে তবে এই ব্যক্তি দেহত্যাগে মরণের পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবে। বস্তুতঃ ক্রিয়া যদি নাও থাকে এবং সেই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণের বাক্য সত্যই বা হয়, তথাপি এই ব্যক্তি ইহ-জীবনে বিজ্ঞগণের প্রশংসনীয় হনশীলবান, সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন ও ক্রিয়াবাদী পুরুষ। এই প্রকারে এই ব্যক্তির ইহলোক-পরলোক উভয়ত্র জয়লাভ, যথাইহ জীবনে বিজ্ঞগণের প্রশংসা লাভ এবং দেহত্যাগে মরণের পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপত্তি।' এই প্রকারে তাহার অপণ্নকধর্ম সুগ্রহণে গৃহীত, সে উভয়াংশ স্ফুরণ করিয়া থাকে, অকুশল-কারণ বর্জিত হয়।"

১০০। (৮) 'গৃহপতিগণ! কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ বাদী ও দৃষ্টিসম্পন্ন'সত্ত্বগণের সংক্লেশের নিমিত্ত কোন হেতু এবং প্রত্যয় নাই। অহেতু-অপ্রত্যয়ে সত্ত্বগণ সংক্লিষ্ট হয়। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির নিমিত্ত কোন হেতু-প্রত্যয় নাই। অহেতু-অপ্রত্যয়ে সত্ত্বগণ বিশুদ্ধ হয়। (সত্ত্বগণের সংক্লেশ ও বিশুদ্ধির জন্য) বল নাই, বীর্য নাই, পুরুষাকার ও পুরুষ পরাক্রম কিছুই নাই। নিখিল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব (বীজ), অবশী, (অস্বাধীন), অবলী ও বীর্যহীন। নিয়তি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ভবিতব্যতা) সঙ্গতি স্বভাবে (বিভিন্ন রূপে) পরিণত হইয়া ষড়বিধ[১] জাতিতে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে থাকে ...।' গৃহপতিগণ! কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ইহাদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধবাদী। তাহারা এইরূপ বলে, 'সত্ত্বগণের সংক্লেশের নিমিত্ত হেতু আছে, প্রত্যয় আছে। সহেতু-সপ্রত্যয়ে সত্ত্বগণ সংক্লিষ্ট হয়। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির নিমিত্ত হেতু ও প্রত্যয় আছে এবং সহেতু-সপ্রত্যয়ে সত্ত্বগণ বিশুদ্ধ হয়। উপযোগী বল, বীর্য, পুরুষাকার ও পুরুষ পরাক্রম আছে; সর্ব সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশী নহে, অবল নহে ও বীর্যহীন নহে; নিয়তি সঙ্গতি স্বভাবে বিবিধ আকারে পরিণত হইয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করে না'। তোমরা কি মনে কর, গৃহপতিগণ! এই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা পরস্পর সোজা বিরুদ্ধবাদী নহে কি?"

"হাঁ, ভন্তে!"

১০১। (৯) "গৃহপতিগণ! এ বিষয়ে যাহারা বলে, 'সত্ত্বগণের সংক্লেশের কোন হেতু নাই ... ছয় প্রকার জাতিতে সুখ-দুঃখ অনুভব করে; তাহাদের পক্ষে ইহা প্রত্যাশিত যে ... তাহারা ত্রিবিধ অকুশলধর্ম গ্রহণ করিয়া আচরণ করিবে।' তাহার কারণ কি? সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ অকুশলধর্ম সমূহের আদীনব (দোষ), অপকৃষ্টতা ও সংক্লেশ আর কুশলধর্ম সমূহের নিষ্কামে আনিসংশ (পুরস্কার) ও পবিত্রতা দেখিতে পায় না। ... হেতু নাই, তাহার এই দৃষ্টি হয়, উহাতে তাহার মিথ্যাদৃষ্টি ... এইরূপে অনেক অকুশলধর্ম সম্ভব হয় মিথ্যাদৃষ্টির দরুণ। গৃহপতিগণ! বিজ্ঞপুরুষ এ সম্বন্ধে চিন্তা করেন, 'যদি হেতু নাও থাকে ... কুশল হেতু বর্জিত হয়'।"

১০২। (১০) "গৃহপতিগণ! কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই মতবাদী ও এই দৃষ্টিসম্পন্নI'সত্ত্বদের সংক্লেশের হেতু আছে ... ছয় প্রকার জাতিতে সুখ-দুঃখ অনুভব করে না ... তাহাদের পক্ষে এই আশা পোষণ করা উচিত যে তাহারা ... কুশলধর্ম গ্রহণ করিয়া আচরণ করিবে'। ইহার কারণ? ... হেতু আছে। তাহার এই দৃষ্টি হয়, আর উহা তাহার সম্যক দৃষ্টি ...পূ ... এইরূপে অনেক কুশলধর্মের সম্ভব হয় সম্যক দৃষ্টির কারণ। গৃহপতিগণ! সেই বিষয়ে বিজ্ঞপুরুষ এই চিন্তা করে, 'যদি হেতু থাকে ... অকুশল কারণ বর্জিত হয়'।"

---

[১]। ছয় প্রকার জাতিI(১) কৃষ্ণ, (২) নীল, (৩) লোহিত, (৪) হরিদ্রা, (৫) শুক্ল ও (৬) পরম শুক্ল।

(১) নিষ্ঠারকর্মা শিকারী কৃষ্ণা জাতি। (২) (শাক্য জাতীয়) ভিক্ষু, (৩) নিগণ্ঠগণ, (৪) আজীবক-শ্রাবক গৃহী, (৫) নন্দ, বচ্ছ, সংকিচ্চ (৬) আজীবকগণ।

সমস্ত, প্রাণী এই ষড়বিধ জাতির মধ্য দিয়া চূরাশী সহস্র কল্পে ক্রমোন্নত ও বিশুদ্ধ বা পরম শুক্ল জাতি হইয়া সংসার হইতে শুদ্ধ হয়, ইহাই তাহাদের ধারণা। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০৩। (১১) "গৃহপতিগণ! কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই বাদী ও এই দৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া থাকে, 'অরূপ (নিরাকার) ব্রহ্মলোক সর্বতোভাবে নাই।' গৃহপতিগণ! কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ তাহাদেরও সোজা বিরুদ্ধবাদী। তাহারা এইরূপ বলে, 'অরূপ ব্রহ্মালোক সর্বথা বিদ্যমান।' তাহা কি মনে কর, গৃহপতিগণ! এই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ একে অন্যের সোজা বিরুদ্ধবাদী নহে কি?"

"হাঁ, ভন্তে!"

(১২) "গৃহপতিগণ! তথায় বিজ্ঞপুরুষ এই চিন্তা করেন, 'যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ বাদী ও এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্নIঅরূপ ব্রহ্মলোক সর্বথা বিদ্যমান নাই, ইহা আমার অদৃষ্ট। আর যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ বাদী ও দৃষ্টি সম্পন্নIঅরূপ ব্রহ্মলোক সর্বথা বিদ্যমান আছে, ইহাও আমার অবিদিত। যদি আমি না জানিয়া না দেখিয়া একান্ত, ধারণায় ব্যবহার করিIইহাই সত্য, মিথ্যা অন্যIউহা আমার পক্ষে প্রতিরূপ (সঙ্গত) নহে। যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ বাদী ও এইরূপ দৃষ্টি সম্পন্ন হয়Iঅরূপ ব্রহ্মলোক সর্বথা নাই। যদি তাহাদের সে কথা সত্য হয় তবে এই কারণ থাকিতে পারে যে, যে সকল দেবতা রূপবান, ধ্যানমনোময়, তথায় আমার অপণ্ণক (দ্বিবিধা রহিত ভাবে) উৎপত্তি হইবে। যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ দৃষ্টি সম্পন্ন হয়Iআরূপ্য সর্বথা আছে। যদি তাহাদের এই বাক্য সত্য হয়, তবে এই কারণ থাকিতে পারে যে, যে সকল দেবতা রূপহীন (অজড়) ধ্যানসংজ্ঞাময়, উহাতে আমার অপণ্ণক উৎপত্তি হইবে। তাহা রূপের নিমিত্ত (রূপনিবন্ধন) দণ্ড গ্রহণ, শস্ত্র গ্রহণ, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, তুমি-তুমি (আমি-আমি), পিশুন ও মিথ্যাবাক্য প্রভৃতি দেখা যায়। কিন্তু আরূপ্যে উহা সর্বথা থাকে না।' এই চিন্তা করিয়া সে যাবতীয় রূপের নির্বেদের জন্য, অনুরাগ ত্যাগের জন্য ও নিরোধের নিমিত্ত প্রতিপন্ন হয়।"

১০৪। (১৩) 'গৃহপতিগণ! কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ মতবাদী ... হয়, 'ভবনিরোধ (জন্ম-মৃত্যুর অন্ত, নির্বাণ) সর্বথা নাই।' গৃহপতিগণ! সেই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের কোন কোন ঋজু বিপরীত বাদীরা এইরূপ বলে, 'ভবনিরোধ সর্বথা (অবশ্যই) আছে।' তাহা কি মনে কর, গৃহপতিগণ! তাহারা একে অন্যের সোজা বিরুদ্ধবাদী নহে কি?"

"নিশ্চয়, ভন্তে!"

"তাহাতে, গৃহপতিগণ! বিজ্ঞপুরুষ এই বিচার করে, 'ভবনিরোধ ... সর্বথা নাই, অপর পক্ষে ভবনিরোধ সর্বথা আছে; উভয় পক্ষ আমার অদৃষ্ট ও অজ্ঞাত, ... যদি আমি না জানিয়া না দেখিয়াIইহাই সত্য, উহা মিথ্যাIএকান্তভাবে গ্রহণ করিয়া ব্যবহার করি, তবে তাহা আমার উচিত হইবে না। যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ মতবাদী ও এইরূপ দৃষ্টি সম্পন্ন—সর্বতোভাবে ভবনিরোধ নাই। যদি সেই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের বাক্য সত্য হয়; এই কারণ থাকিতে পারে যে, যে সকল নিরাকার (অরূপ) দেবতা অরূপ ধ্যানসংজ্ঞা দ্বারা সংজ্ঞাময়, তথায় আমার অপণ্ণক বা অবিরুদ্ধ উৎপত্তি হইবে। আর যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ মতবাদী ও এইরূপ মতাবলম্বীÍসর্বতোভাবে ভবনিরোধ (নির্বাণ) আছে। যদি সেই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের বাক্য সত্য হয়, তবে ইহার সম্ভাবনা বিদ্যমান যে ইহ-জীবনেই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইব। যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ এইরূপ মতবাদী ও এইরূপ দৃষ্টি অবলম্বীÍসর্বতোভাবে ভবনিরোধ (নির্বাণ) নাই। তাহাদের এই দৃষ্টি বা ধারণা সংসারাবর্তে অনুরাগের নিকট, সংযোজনের সমীপে, অভিনন্দনের সমীপে, প্রার্থনার (কামনার) সমীপে ও উপাদান বা গ্রহণের সমীপে (লইয়া যাইয়া) সহায়তা করে। কিন্তু যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এরূপ বাদী ও এরূপ মতাবলম্বীÍসর্বতোভাবে ভবনিরোধ আছে। তাহাদের সেই সিদ্ধান্ত, সংসারাবর্তের প্রতি বিরাগের, সংযোজন ক্ষয়ের, অভিনন্দন রহিতের ও অপ্রণিধির নিকটে অনুপাদানের সমীপস্থ (হইয়া অনুপ্রেরণা দেয়)। সুতরাং সে ইহা বুঝিতে পারিয়া যাবতীয় ভবেরই (জন্ম-মৃত্যুর) নির্বেদ, বিরাগ এবং নিরোধের নিমিত্ত আত্মনিয়োগ করে।"

১০৫। "গৃহপতি! লোকে এই চারি প্রকার পুরুষ (পুদ্গল) বিদ্যমান। সেই চারি কী কী? গৃহপতিগণ! কোন কোন ব্যক্তি আত্মন্তপ, আত্মপরিতাপানুয়োগে নিযুক্ত। কোন কোন ব্যক্তি পরসন্তাপী, পর সন্তাপজনক কার্যে নিযুক্ত। কোন কোন ব্যক্তি আত্মন্তপ, আত্মপরিতাপানুযোগে নিযুক্ত এবং পরন্তপ, পর পরিতাপানুযোগে নিযুক্ত। কোন কোন ব্যক্তি আত্মন্তপ নহে, আত্মন্তপ কার্যেও নিয়োজিত নহে এবং পরন্তপ নহে, পর পরন্তপজনক কার্যেও নিয়োজিত নহে। সেই অনাত্মন্তপ, অপরন্তপ ব্যক্তি ইহ-জীবনে তৃষ্ণামুক্ত, নির্বাপিত, শীতিভূত, স্বয়ং সুখ সংভোগ করিতে করিতে ব্রহ্মভূত হইয়া অবস্থান করে।"

১০৬। "গৃহপতি! কোন ব্যক্তি আত্মন্তপ, আত্মপরিতাপানুযোগে নিযুক্ত?" [কন্দরক সূত্রে ৭নং দ্রষ্টব্য]।

"গৃহপতি! কোন ব্যক্তি পরসন্তাপী, পর সন্তাপজনক কার্যে নিযুক্ত?" [কন্দরক সূত্রে ৮নং দ্রষ্টব্য]।

"গৃহপতি! কোন ব্যক্তি আত্মন্তপ, আত্মপরিতাপানুযোগে নিযুক্ত এবং পরন্তপ, পর পরিতাপানুযোগে নিযুক্ত?" [কন্দরক সূত্রে ৯নং দ্রষ্টব্য]।

"গৃহপতি! কোন ব্যক্তি আত্মন্তপ নহে, আত্মন্তপ কার্যেও নিয়োজিত নহে এবং পরন্তপ নহে, পর পরন্তপজনক কার্যেও নিয়োজিত নহে? কে সেই অনাত্মন্তপ, অপরন্তপ যে ইহজীবনে তৃষ্ণামুক্ত, নির্বাপিত, শীতিভূত, স্বয়ং সুখ-সংভোগ করিতে করিতে ব্রহ্মভূত হইয়া অবস্থান করে?" [কন্দরক সূত্রে ১০

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নম্বরে–'স্বয়ং ব্রহ্মভূত হইয়া অবস্থান করেন' পর্যন্ত, দ্রষ্টব্য]।

এইরূপে উক্ত হইলে শালানিবাসী ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ ভগবানকে বলিলেন, "আশ্চর্য, হে গৌতম! অতি চমৎকার, হে গৌতম! ... আজ হইতে আমাদিগকে শরণাগত উপসাকরূপে গ্রহণ করুন।"

অপণ্নক সূত্র সমাপ্ত।

প্রথম গৃহপতিবর্গ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। ভিক্ষুবর্গ

৬১। অম্ব-লট্‌ঠিক রাহুলোবাদ সূত্র[১] (২।২।১)

১০৭। আমি এইরূপ শুনিয়াছিI

এক সময় ভগবান রাজগৃহের বেণুবন কলন্দকনিবাপে বাস করিতেছেন। সেই সময় আয়ুষ্মান রাহুল অম্ব-লট্‌ঠিকায়[২] বসবাস করেন। তখন ভগবান সায়ংকালীন (ফল সমাপত্তি) ধ্যান হইতে উঠিয়া অম্ব-লট্‌ঠিকবনে যেখানে আয়ুষ্মান রাহুল আছেন, তথায় উপস্থিত হইলেন। আয়ুষ্মান রাহুল দূর হইতেই ভগবানকে আসিতে দেখিলেন, দেখিয়া আসন, পদধৌত করিবার জল এবং পাদান স্থাপন করিলেন। ভগবান প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসিলেন, বসিয়াই পদধৌত করিলেন। আয়ুষ্মান রাহুলও ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে, বসিলেন।

১০৮। তখন ভগবান উদকভাজনে স্বল্পমাত্র জলাবশেষ রাখিয়া আয়ুষ্মান রাহুলকে আমন্ত্রণ করিলেন, "রাহুল! ভাজনে স্থাপিত অবশিষ্ট এই স্বল্পমাত্র জল দেখিতেছ কি?"

"হাঁ, ভন্তে!"

"রাহুল! যাহাদের সজ্ঞানে মিথ্যা কথনে লজ্জা নাই, তাহাদের শ্রামণ্য (শ্রমণধর্ম) এইরূপ স্বল্পমাত্র।"

তখন ভগবান সেই স্বল্পজল ত্যাগ করিয়া আয়ুষ্মান রাহুলকে ডাকিলেন, "রাহুল! সেই স্বল্পজল পরিত্যক্ত হইয়াছে, দেখিতেছি কি?"

"হাঁ, ভন্তে!"

"রাহুল! এইরূপ পরিত্যক্ত তাহাদের শ্রামণ্য, যাহাদের সজ্ঞানে মিথ্যা কথনে লজ্জা নাই।"

তখন ভগবান সেই ভাজন অধঃমুখী করিয়া রাহুলকে ডাকিলেন, "রাহুল! তুমি এই ভাজনকে অধঃমুখে দেখিতেছি কি?"

"হাঁ, ভন্তে!"

"রাহুল! এইরূপই অধঃমুখী তাহাদের শ্রামণ্য, যাহাদের সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণে লজ্জা নাই।"

তখন ভগবান সেই ভাজন ঊর্দ্ধমুখ করিয়া আয়ুষ্মান রাহুলকে ডাকিলেন,

---

[১]। আয়ুষ্মান রাহুল সাতবৎসর বয়সে ভগবানের চীবরকোণে ধরিয়াI'মহাশ্রমণ! আমাকে উত্তরাধিকার দিন' প্রার্থনা করিলে ভগবান সারিপুত্রকে দিয়া রাহুলকে প্রব্রজিত করিয়া প্রথম এই উপদেশ দিয়াছিলেন। (প. সূ.)

[২]। বেণুবণের পার্শ্বে ধ্যানানুশীলনের অনুরূপ বিবেককামীদের বাসের জন্য নির্মিত তন্নামক প্রাসাদে বিবেকবৃদ্ধি মানসে বাস করিতেছিলেন। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"রাহুল! এই ভাজন রিক্ত, শূন্য দেখিতেছি কি?"

"হাঁ, ভন্তে!"

"রাহুল! এইরূপ রিক্ত, শূন্য তাহাদের শ্রামণ্য, যাহাদের সজ্ঞানে মিথ্যা কথনে লজ্জা নাই; যেমন–রাহুল! ঈশাদন্ত, উচ্চ, আরোহণযোগ্য, (সুন্দর জাতীয়) অভিজাত সংগ্রাম কুশল রাজহস্তী সংগ্রামে গেলে সে সম্মুখ পদদ্বারা (সংগ্রাম) কর্ম করে, পশ্চাৎ পাদেও কর্ম করে, শরীরের অগ্রভাগেও কর্ম করে, পশ্চাৎ ভাগেও কর্ম করে, মস্তকদ্বারাও কর্ম করে, কানদ্বারা কর্ম করে, দন্তদ্বারা কর্ম করে, লেজদ্বারাও কর্ম করে, কিন্তু শুণ্ডকেই সযত্নে রক্ষা করে। ইহাতে হস্ত্যারোহীর এই (ধারণা) হয়, 'রাজার এই নাগ ... যদি শুণ্ড সন্তর্পণে রক্ষা করে, তবে রাজার এই হস্তীর জীবন অপরিত্যক্তই হয়।' কিন্তু যদি রাহুল! ঈশার ন্যায় দন্তবান, উচ্চ আরোহণ যোগ্য, অভিজাত সংগ্রামচর নাগ ... লাঙ্গুলদ্বারা কর্ম করে, শুণ্ডদ্বারাও কর্ম করে, তখন হস্ত্যারোহীর এই চিন্তা হয়, 'রাজার এই নাগ ... লাঙ্গুলদ্বারা কর্ম করে, শুণ্ডদ্বারাও কর্ম করে। সুতরাং রাজার নাগের জীবন বিসর্জিত হইয়াছে। এখন আর রাজার নাগের কোন কর্তব্য নাই'। সেইরূপই রাহুল! যাহার সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণে লজ্জা নাই, তাহার পক্ষে কোন পাপকর্ম অকরণীয়–ইহা আমি বলি নাই। সেই কারণে রাহুল! 'হাসি-ঠাট্টাচ্ছলেও মিথ্যা বলিব না' ইহাই তোমার শিক্ষা করা উচিত।"

১০৯। "তুমি কি মনে কর রাহুল! দর্পণ কোন প্রয়োজনে লাগে?"

"ভন্তে! অবলোকনের জন্য।"

"এইরূপই রাহুল! দেখিয়া দেখিয়া কায়-কর্ম করা উচিত, দেখিয়া দেখিয়া বাক্-কর্ম করা উচিত এবং প্রত্যবেক্ষণ করিয়া করিয়া মনো-কর্ম করা উচিত। যখনই রাহুল! তুমি কায়দ্বারা কোন কর্ম করিতে ইচ্ছুক হও, তখনই তোমার কায়-কর্ম প্রত্যবেক্ষণ (বিচার) করা উচিত–'আমি যে কর্ম করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, আমার এই কায়-কর্ম নিজের জন্য পীড়াদায়ক হইবে কি? পরের জন্য পীড়াদায়ক হইবে কি? অথবা উভয়ের জন্য পীড়াদায়ক হইবে কি?' এই কায়-কর্ম দুঃখোদ্রেককর, দুঃখ বিপাকজনক অকুশল কি?' যদি রাহুল! তুমি এইরূপে প্রত্যবেক্ষণ করিয়া এরূপ জানিতে পার যে আমি কায়দ্বারা যে কর্ম করিতে ইচ্ছুক, আমার এই কায়কর্ম আত্মপীড়নের কারণ হইতে পারে, পর পীড়নেরও কারণ হইতে পারে, আত্ম-পর উভয় পীড়নেরও কারণ হইতে পারে। এই কায় কর্ম অকুশল দুঃখোদ্রেককর, দুঃখবিপাক জনক। তবে রাহুল! তোমার কায়দ্বারা এরূপ কর্ম একান্তই (সসক্কং[১]) অকরণীয়। যদি রাহুল! তুমি প্রত্যবেক্ষণ করিয়া ইহা

[১]। সসক্কং= সোৎসাহে না করা উচিত। (টীকা)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বুঝিতে পার যে আমি কায়দ্বারা যে কর্ম করিতে ইচ্ছুক, আমার এই কায়-কর্ম আত্মপীড়াদায়ক হইবে না, পরপীড়াদায়ক হইবে না, উভয় পীড়াদায়ক হইবে না এবং এই কায়-কর্ম সুখোদ্রেককর ও সুখ বিপাকজনক হইবে। তবে, রাহুল! এরূপ কায়-কর্ম তোমার করণীয়। রাহুল! কায়দ্বারা কর্ম করিবার সময়ই তোমার সে কায়-কর্ম প্রত্যবেক্ষণ করা উচিতI'এখন আমি কায়দ্বারা যে কর্ম করিতেছি, তাহা নিজের পক্ষে পীড়াদায়ক ...।' যদি রাহুল! প্রত্যবেক্ষণ করিয়া এইরূপ জান যে ... এই কায়-কর্ম অকুশল। তবে রাহুল! তুমি তথাবিধ কায়-কর্ম সংবরণ করিবে, আর করিবে না। ... যদি জান, এই কায়-কর্ম কুশল, তবে এইরূপ কর্ম পুনঃপুনঃ করিবে। কায়দ্বারা কর্ম করিয়াও রাহুল! তোমার সেই কায়-কর্ম প্রত্যবেক্ষণ করা উচিতI'আমি এই যে কায়-কর্ম করিলাম, আমার এই কায়-কর্ম নিজের পীড়াজনক হইবে, ... এই কায়-কর্ম অকুশল ...। ... যদি জান যে ... তাহা অকুশল'। তবে রাহুল! এপ্রকার কায়-কর্ম সম্বন্ধে শাস্তার নিকট কিংবা বিজ্ঞ গুরু-ভাইদের (সব্রহ্মচারীদের) নিকট বলা উচিত, প্রকাশ করা উচিত, বর্ণনা করা উচিত। ইহা দেশনা ও বিবৃত[১] করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সংযম অবলম্বন করা উচিত। যদি রাহুল! তুমি প্রত্যবেক্ষণ করিয়া জান যে ... এই কায়-কর্ম সুখজনক, সুখবিপাক জনক কুশলকর্ম; তবে রাহুল! সারা দিবা-রাত্রি কুশলধর্মে (শীল সম্পাদনে) শিক্ষাব্রতী হইয়া তুমি সেই প্রীতি-প্রমোদ্যে নিমগ্ন থাকিবে।"

১১০। "যদিও রাহুল! তুমি বাক্য দ্বারা কর্ম করিতে ইচ্ছুক হও ...। ... কুশল বাক্-কর্ম ... করা উচিত। ... বার বার করা উচিত। ... সেই প্রীতি-প্রমোদ্যে নিমগ্ন থাকিবে।" [কায়-কর্মের ন্যায় বিস্তার করিবে।]

১১১। "যদি রাহুল! তুমি মানস-কর্ম করিতে ইচ্ছুক হও ... অকুশল মনো-কর্ম একান্তই না করা উচিত। ... তবে কুশল মনো-কর্ম করা উচিত ... বার বার করা উচিত, করিবার সময় ... অকুশল ... তুমি সংহরণ (সংযত) করিবে। ... মনো-কর্ম করিয়াও ... তোমার এই মনো-কর্ম অকুশল ...। তবে রাহুল! এতাদৃশ মনো-কর্মে লজ্জিত হওয়া উচিত, ঘৃণা করা উচিত, ক্ষুণ্ন হইয়া, লজ্জা করিয়া, ঘৃণা করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সংযম অবলম্বন করা উচিত। যদি জান ... উহা কুশল; তবে রাহুল! কুশলধর্ম সমূহে (শীল-সমাধিতে) শিক্ষাব্রতী হইয়া সারা দিন-রাত্রি সেই প্রীতি ও প্রমোদ্যে নিমগ্ন থাকিবে। রাহুল! যে সকল শ্রমণ (বুদ্ধ) ও ব্রাহ্মণ (প্রত্যেক বুদ্ধ) অতীতকালে কায়-কর্ম ও বাক্-কর্ম ও মনো-কর্ম পরিশুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই প্রকার প্রত্যবেক্ষণ করিয়া করিয়া কায়-বাক্-মনোকর্ম পরিশুদ্ধ করিয়াছিলেন। রাহুল! কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ভবিষ্যতকালে

[১]। পাপ-খ্যাপক ব্রত বিশেষ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কায়-কর্ম, বাক্-কর্ম ও মনো-কর্ম পরিশুদ্ধ করিবেন তাঁহারাও এই প্রকারে পরিশুদ্ধ করিবেন। যে কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বর্তমানকালেও কায়-কর্ম, বাক্-কর্ম ও মনো-কর্ম পরিশুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাও এই প্রকারে পরিশুদ্ধ করিবেন। ...। সেই কারণে রাহুল! তোমার ইহা শিক্ষা করা উচিত যে, 'আমি প্রত্যবেক্ষণ করিয়াই কায়-কর্ম, বাক্-কর্ম ও মনো-কর্ম পরিশোধন করিব'।"

ভগবান ইহা বলিলেন। আয়ুষ্মান রাহুল ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

অম্ব-লট্‌ঠিক রাহুলোবাদ সূত্র সমাপ্ত।

৬২। মহারাহুলোবাদ সূত্র (২।২।২)

১১৩। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,-

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের আরাম জেতবনে বাস করিতেছেন। তখন ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে নিবাসন পরিধান করিয়া পাত্র-চীবর লইয়া ভিক্ষার নিমিত্ত শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিলেন। আয়ুষ্মান রাহুলও পূর্বাহ্ন সময়ে নিবাসন পরিধান করিয়া পাত্র-চীবর লইয়া ভগবানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। তখন ভগবান পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া আয়ুষ্মান রাহুলকে ডাকিলেন, "রাহুল! যাহা কিছু রূপ আছে।ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের, শরীরাভ্যন্তরে বা বাহিরে, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরের কিংবা সমীপের।যাবতীয় রূপ সম্বন্ধে 'ইহা আমার নহে, আমি উহাতে (অবস্থিত) নহি, উহা আমার আত্মা নহে, এইরূপেই সম্যক প্রজ্ঞাদ্বারা যথাভূত দর্শন করা উচিত।"

"কেবল রূপই কি? ভগবন! রূপই কি? সুগত!"

"রূপও, রাহুল! বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান (স্কন্ধ) ও।"

তখন আয়ুষ্মান রাহুল ভগবানের সম্মুখে উপদিষ্ট হইয়া 'আজ আর কে ভিক্ষার্থ গ্রামে প্রবেশ করিবে?' (চিন্তা করিয়া) তথা হইতে ফিরিয়া এক বৃক্ষের নীচে পদ্মাসন করিয়া শরীরকে সোজা রাখিয়া স্মৃতি পরিমুখে[১] নিবদ্ধ করিয়া (ধ্যানাসনে) বসিলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান রাহুলকে ... বৃক্ষের নীচে ঐ অবস্থায় উপবিষ্ট দেখিলেন, দেখিয়া আয়ুষ্মান রাহুলকে বলিলেন, "রাহুল! আনাপান (আন+অপান) স্মৃতি ভাবনা (ধ্যান) কর। রাহুল! আনাপান স্মৃতি ভাবিত হইলে

[১]। নাসিকাগ্রে বা উপরি ওষ্ঠের মধ্যবিন্দুতে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মহৎফলদায়ক ও মহা আনিসংশদায়ক[১] হয়।”

১১৪। অতঃপর আয়ুষ্মান রাহুল সায়ংকালীন বিবেকবিহার (ধ্যান) হইতে উঠিয়া ভাবনা-বিধান জানিবার জন্য ভগবানের সমীপে উপস্থিত হইলেন। উপবিষ্ট হইয়া ভগবানকে অভিবাদন পূর্ব্বক একপ্রান্তে, বসিলেন। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাহুল ভগবানকে বলিলেন, “ভন্তে! আনাপান স্মৃতি কি প্রকারে ভাবিত ও বহুলীকৃত (বৃদ্ধিকৃত) হইলে মহৎফলদায়ক ও মহা উপকারদায়ক হয়?”

“রাহুল! আপন শরীরে (অধ্যাত্ম) ব্যক্তিগত (পচ্চত্তং) যে কিছু কর্কশ, কঠিন, উপাদিন্ন (কর্মজনিত) যেমনÍকেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস,-ায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বক্ষ, হৃদয়, যকৃৎ, ক্লোম, প্লীহা, ফুস্‌ফুস্‌, অন্ত্র, অন্ত্রগুণ (অন্ত্রবন্ধনী), উদরস্থ খাদ্য, মস্তিষ্ক ও বিষ্ঠা অথবা অন্যও যাহা কিছু অধ্যাত্ম প্রত্যাত্ম শরীরে কর্কশ, কঠিন উপাদিন্ন রূপ আছে, রাহুল! ইহাই আধ্যাত্মিক পৃথিবীধাতু। যাহা আধ্যাত্মিক পৃথিবীধাতু এবং যাহা বাহিরের পৃথিবীধাতু, ইহারা পৃথিবীধাতুই। এই পৃথিবীধাতুকেÍ‘ইহা আমার নহে, আমি ইহাতে অবস্থিত নহি, ইহা আমার আত্মা নহে।’ এইরূপ সম্যক প্রজ্ঞাদ্বারা ইহা যথার্থরূপে দর্শন করা উচিত। এইরূপ সম্যক প্রজ্ঞাদ্বারা ইহা যথার্থরূপে দেখিয়া (ভিক্ষু) পৃথিবীধাতু হইতে উদাসীন হয়, পৃথিবীধাতু হইতে চিত্ত হইতে বিরত করে।”

১১৫। “রাহুল! আপধাতু কি প্রকার? আপধাতু আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক দ্বিবিধ। রাহুল! আধ্যাত্মিক আপধাতু কি? যাহা অধ্যাত্ম প্রত্যাত্ম আপ (জল), আপজাতীয় উপাদিন্ন যেমনÍপিত্ত, শ্লেষ্মা, পুঁজ, লোহিত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, বশা, থুথু, সিঙ্ঘনিকা, লসিকা ও মুত্র ...।” [পৃথিবীধাতুর ন্যায় আপধাতুকে বিস্তার করিতে হইবে।]

১১৬। “রাহুল! তেজধাতু কি? তেজধাতু আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক ভেদে দ্বিবিধ। আধ্যাত্মিক তেজধাতু কি? যাহা অধ্যাত্ম প্রত্যাত্ম তেজ, তেজ-জাতীয় শরীরস্থ যেমনÍযদ্বারা সন্তপ্ত হয়, জীর্ণ হয়, পরিদাহ হয় এবং যদ্বারা অশীত-পীত-খাদিত-আস্বাদিত বস্তু উত্তমরূপে জীর্ণ হয়। ...।”

১১৭। “রাহুল! বায়ুধাতু কি? ... যেমনÍঊর্ধগামী বায়ু, অধঃগামী বায়ু,

---

[১]। আনাপান স্মৃতি সাধনায় নিযুক্ত সাধক একাসনেই সর্বাস্রব ক্ষয়ে অর্হত্ব প্রাপ্ত হন। তাহাতে অসমর্থ হইলে মরণ সময়ে সমশীর্ষ জ্ঞান লাভ করেন। [সমসীস= নেক্‌খম্মাদিকং সমং চ সদ্দাদিং সীসং= নৈষ্ক্রম্যকে সমান রাখিয়া শ্রদ্ধাকে ঊর্ধে রাখা। (পটিঃ অঃ)] তাহা অসমর্থ হইলে দেবলোকে উৎপন্ন হইয়া ধর্মকথিক দেবপুত্রের ধর্ম শুনিয়া অর্হত্ব লাভ করেন। তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইলেÍবুদ্ধের অনুৎপত্তি সময়েÍপ্রত্যেক বোধি সাক্ষাৎ করেন। তাহাও না হইলে বুদ্ধের সম্মুখে বাহিয় থেরাদির ন্যায় ক্ষিপ্রাভিজ্ঞ হন। (পটিঃ সঃ অঃ)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কুক্ষিশায়ী বায়ু, কোষ্ঠাশয় বায়ু, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গানুসারী বায়ু এবং আশ্বাস প্রশ্বাস বায়ু। ...।"

১১৮। "রাহুল! আকাশধাতু কি? আকাশধাতু আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক আছে। রাহুল! আধ্যাত্মিক আকাশধাতু কি? ... যেমনÍকর্ণছিদ্র, নাসাছিদ্র, মুখদ্বার অশীত-পীত-খাদিত-স্বাদিত (অন্নপান-খাদন-আস্বাদন) আহার্য ভিতরে প্রবেশ করে, যে স্থানে অন্নপানীয়-খাদ্য-ভোজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়; আর যদ্বারা ইহার অধঃভাগ দিয়া বাহির হয়। অথবা শরীরে, প্রতিশরীরে অপরও যে কিছু আকাশ, আকাশস্বরূপ শরীরে আছে, রাহুল! ইহাকে আধ্যাত্মিক আকাশধাতু বলা হয়। আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক উভয়বিধ আকাশধাতুÍধাতু মাত্রই 'ইহা আমার নহে, উহাতে আমি অবস্থিত নহি, উহা আমার আত্মা নহে' এই প্রকারে ইহা সম্যক প্রজ্ঞাদ্বারা যথাভূত দর্শন করা উচিত। এইরূপ দেখিয়া যোগী আকাশধাতুর প্রতি উদ্বিগ্ন হয়, আকাশ-ধাতু হইতে চিত্ত নিবৃত্ত করে।"

১১৯। "রাহুল! (নিজকে) পৃথিবীসম ভাবনা বর্ধিত (ধ্যান) কর। পৃথিবীসম রাহুল! ভাবনা ভাবিলে উৎপন্ন মনোরম স্পর্শ তোমার চিত্তকে অধিকার করিয়া থাকিবে না (ছন্দ-রাগ উৎপন্ন হইতে পারিবে না), যেমনÍরাহুল! পৃথিবীতে শুচিও (পবিত্র বস্তুও) নিক্ষেপ করা যায়, অশুচিও নিক্ষেপ করা যায়, পায়খানা, প্রস্রাব, কফ, পুঁজ, রক্তও নিক্ষেপ করা যায়; উহাতে পৃথিবী দুঃখিত হয় না, গ্লানি বা ঘৃণা করে না। এই প্রকারেই রাহুল! তুমি (নিজকে) পৃথিবীসম ভাবনা (ধারণা) বর্ধন (গঠন) কর। রাহুল! পৃথিবীসম ধারণা পোষণ করিলেও উৎপন্ন মনোরম-অমনোরম সংস্পর্শ (বিষয় ও ইন্দ্রিয় সম্মেলন) তোমার চিত্তকে অধিকার করিয়া থাকিবে না।"

"রাহুল! আপ (জল) সম ... যেমন রাহুল! জলে শুচি অশুচি ধৌত করা যায় ...।"

"রাহুল! তেজ (অগ্নি) সম ... যেমন রাহুল! তেজ শুচিকেও অশুচিকেও দগ্ধ করে ...।"

"রাহুল! বায়ুসম ... যেমন রাহুল! বায়ু শুচিকেও প্রবাহিত করে, অশুচিকেও প্রবাহিত করে ...।"

"রাহুল! আকাশসম ... যেমন রাহুল! আকাশ কোথাও প্রতিষ্ঠিত (লিপ্ত) নহে, সেই প্রকার তুমি নিজকে আকাশসম ধারণা পোষণ কর। রাহুল! আকাশসম ভাবনা পোষণ করিলে উৎপন্ন মনোরম-অমনোরম স্পর্শ তোমার চিত্তকে অধিকার করিয়া থাকিবে না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১২০। রাহুল! মৈত্রী[১] (সকলের প্রতি মিত্রভাব) ভাবনা পোষণ কর, মৈত্রীভাবনা পোষণ করিলে (উপচার, অর্পণা সমাধি প্রাপ্ত হইলে) তোমার যে ব্যাপাদ (বিদ্বেষ), উহা প্রহীণ হইয়া যাইবে।"

"রাহুল! করুণা (সর্ব জীবে দয়া) ভাবনা পোষণ কর। করুণা ভাবনা ভাবিত হইলে (উপচার অর্পণা সমাধিতে) তোমার যে বিহিংসা (পরপীড়ন প্রবৃত্তি) আছে, তাহা প্রহীণ হইবে।"

"রাহুল! মুদিতা (সুখীর প্রতি প্রসন্নতা) ভাবনা গঠন কর। মুদিতা ভাবনা বৃদ্ধি করিলে তোমার যে অরতি (অপ্রসাদ) আছে, তাহা প্রহীণ হইবে।"

"রাহুল! উপেক্ষা ভাবনা পোষণ কর। উপেক্ষা ভাবনা করিলে তোমার যে প্রতিঘ (প্রতিহিংসাবৃত্তি) আছে, তাহা প্রহীণ হইবে।"

"রাহুল! অশুভ (ভোগের অশুচিতা) ... যাইবে।"

"রাহুল! অনিত্য (সকল পদার্থ পরিবর্তনশীল) ভাবনা বৃদ্ধি কর। ... তোমার যে অস্মিমান (অহঙ্কার) আছে, তাহা প্রহীণ হইবে।"

১২১। "রাহুল! আনাপান স্মৃতি ভাবনা অভ্যাস কর। আনাপান স্মৃতি অভ্যাস ও বর্ধন করিলে মহাফলপ্রদ ও মহা উপকারদায়ক হয়। রাহুল! কি প্রকারে ভাবিত ও বহুলীকৃত আনাপান স্মৃতি মহাফলপ্রদ ও মহা উপকারদায়ক হয়? রাহুল! ভিক্ষু অরণ্যে, বৃক্ষমূলে কিংবা শূন্যাগারে গিয়া শরীর সোজা বিন্যস্, করিয়া, স্মৃতি পরিমুখে স্থাপন করিয়া, পদ্মাসন বদ্ধ হইয়া ধ্যানাসনে বসে। সে স্মৃতিমান হইয়া শ্বাস গ্রহণ করে, স্মৃতিমান হইয়া প্রশ্বাস ত্যাগ করে। যেমনÍ(১) দীর্ঘশ্বাস গ্রহণের সময় দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিতেছি বলিয়া জানে এবং দীর্ঘপ্রশ্বাস ত্যাগের সময় দীর্ঘপ্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছি বলিয়া জানে। (২) হ্রস্বশ্বাস গ্রহণের সময় হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করিতেছি ... সময় ত্যাগ করিতেছি বলিয়া জানে। (৩) 'সর্বকায় (শ্বাস) অনুভব (প্রতিসংবেদন) করিয়া শ্বাস গ্রহণ করিব' এরূপ শিক্ষা করে এবং 'সর্বকায় অনুভব করিয়া প্রশ্বাস ত্যাগ করিব' এরূপ শিক্ষা করে। (৪) 'কায়সংস্কার (শ্বাস-প্রশ্বাস) প্রশমিত করিয়া শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিব' শিক্ষা করে। (৫) '(ধ্যানজ) প্রীতি জ্ঞাত হইয়া শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিব' শিক্ষা করে। (৬) 'সুখ (বেদনা) অবগত হইয়া শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিব' শিক্ষা করে। (৭) 'চিত্ত-সংস্কার (সংজ্ঞা-বেদনা) অনুভব করিতে করিতে শ্বাস

---

[১]। চারি ব্রহ্মবিহার, অশুভ ও আনাপান স্মৃতি ভাবনা দ্বারা উপাচার বা অর্পণা সমাধি লাভ করিয়া সেই ধ্যানজ সংস্কারকে অনিত্যাদি বিদর্শন ভাবনা করিলে মার্গানুক্রমে অর্হত্ব লাভ হয়। (টীকা)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিব' শিক্ষা করে। (৮) 'স্থূল চিত্তসংস্কার[১] প্রশমিত করিয়া শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিব' অভ্যাস করে। (৯) 'চিত্ত প্রতিসংবেদী হইয়া শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিব' অভ্যাস করে। (১০) (সমাধি ও বিদর্শন ভেদে) 'চিত্ত প্রমোদিত করিয়া শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিব' অভ্যাস করে। (১১) (প্রথম ধ্যানাদি ভেদে আলম্বনে) 'চিত্ত সম্যকরূপে স্থাপন শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিব' প্রচেষ্টা করে। (১২) (নীবরণ ও স্থূল ধ্যানাঙ্গ হইতে) 'চিত্ত বিমোচন করিয়া শ্বাস গ্রহণ করিব ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিব' অভ্যাস করে। (১৩) '(পঞ্চস্কন্ধের) অনিত্যানুদর্শী হইয়া (নিত্য সংজ্ঞামুক্ত অবস্থায়) শ্বাস গ্রহণ করিব ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিব' অভ্যাস করে। (১৪) (ক্ষয়[২] ও অত্যন্ত, বিরাগ[৩] ভেদে দ্বিবিধ) 'বিরাগানুদর্শী (রাগমুক্ত) হইয়া শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিব' অভ্যাস করে। (১৫) 'নিরোধানুদর্শী (সমুদয় মুক্ত) হইয়া শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিব' এরূপ অভ্যাস করে। (১৬) (পরিত্যাগ[৪] ও প্রধাবন[৫] দ্বিবিধ) 'প্রতিবিসর্জনানুদর্শী (আদানমুক্ত চিত্ত) হইয়া শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিব' এরূপ অভ্যাস করে।"

"রাহুল! এই ষোল প্রকারে ভাবিত ও বহুলীকৃত আনাপান স্মৃতি (ঐহিক) মহাফলপ্রদ ও (পারত্রিক) অভিলাষিত বিপাকপ্রদ হয়। রাহুল! এই প্রকারে ভাবিত ও বৃদ্ধিকৃত আনাপান স্মৃতিদ্বারা যে সকল অন্তিম শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ হয়, ইহারাও জ্ঞাতসারেই নিরুদ্ধ হয়।অজ্ঞাতসারে নহে।"

ভগবান ইহা বলিলেন, আয়ুষ্মান রাহুল ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

মহারাহুলোবাদ সূত্র সমাপ্ত।

৬৩। চূল মালুঙ্ক্য সূত্র (২।২।৩)

১২২। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,−

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে বাস করিতেছেন। তখন নির্জনে চিন্তামগ্ন (প্রতিসংলীন) অবস্থায় আয়ুষ্মান

১। বেদনাদি স্কন্ধদ্বয়। (বিঃ মঃ)

২। সংস্কার সমূহের ক্ষণভঙ্গ। ২। নিব্বান। (বিঃ মঃ)

৩। বিদর্শন ভাবনা 'তদঙ্গ প্রহাণ' ভাবে স্কন্ধ, অভিসংস্কারের সহিত ক্লেশসমূহ প্রহাণ বা বিসর্জ্জন করে।

৪। মার্গ সমুচ্ছেদ বশে স্কন্ধাভিসংস্কারের সহিত ক্লেশ পরিত্যাগ করে।

৫। আরম্মণ করন দ্বারা নিব্বান লক্ষ প্রদান করে। (বিঃ মঃ)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মালুঙ্ক্যপুত্রের[১] চিত্তে এইরূপ পরিবিতর্ক উদয় হইল।"ভগবান যে সকল দৃষ্টিগত (মতবাদ) অব্যাকৃত[২] (অব্যাখ্যাত), স্থাপিত ও প্রতিক্ষিপ্ত রাখিয়াছেন, যথা ঃ–

(১) লোক শাশ্বত?

(২) লোক অশাশ্বত?

(৩) লোক অন্তবান?

(৪) লোক অনন্তবান?

(৫) যেই জীব সেই শরীর?

(৬) জীব অন্য শরীর অন্য?

(৭) মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব)[৩] থাকে?

(৮) মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না?

(৯) মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে? এবং

(১০) মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না।না থাকেও না[৪]।

এই সকল (মতবাদ) ভগবান আমাকে বর্ণনা করেন না। ভগবান আমাকে যাহা বর্ণনা করেন না তাহা আমার রুচিকর নহে, তাহা আমার পছন্দও নহে। সুতরাং আমি ভগবৎ সমীপে উপস্থিত হইয়া এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিব। যদি ভগবান আমাকে বলেন, (১) 'লোক শাশ্বত, ... অথবা (১০) মরণের পর

১। তন্নামক থের। (প. সূ.)

২। শুধু অকথনীয় নহে, অনর্থকর হিসাবেও বর্জনীয়। (টীকা)

৩। এক প্রাণী যেমন কর্মক্লেশ বশে, ইহলোকে আগত তথা অপরাপর সত্বও আগত বলে সত্ব তথাগত নামে অভিহিত। (টীকা)

৪। (১) এতদ্বারা সর্বকালীয়, নিত্য, ধ্রুব অপরিণামধর্ম উক্ত হইলে। মহা ব্রহ্মজাল সূত্রোক্ত চতুর্বিধ শাশ্বতবাদ। (টীকা)

(২) ইহা সপ্তবিধ উচ্ছেদবাদের দ্যোতক। (টীকা)

(৩) সসীম, পরিচ্ছিন্ন, অসর্বগত; এতদ্বারা দেহে বিতস্তী, অঙ্গুষ্ট, মহাদি প্রমাণ দেহী বা আত্মা আছে, এই মত দর্শিত হইল। (টীকা)

(৪) আত্মার সর্বব্যাপকত্ব বলা হইল। (টীকা)

(৫) জীবাত্মা ও পরামাত্মা বা জীব-ব্রহ্মের অভিন্নত্ব (অদ্বৈতবাদ?) বলা হইল।

(৬) দ্বৈতবাদ বলা হইল। (টীকা)

(৭-৯) জীবাত্মা মৃত্যুর পর থাকে, উর্ধ্বগতি হয়, ইহা দ্বারা শাশ্বত, সংজ্ঞীবাদ, অসংজ্ঞীবাদ, নৈবসংজ্ঞী নাসংজ্ঞীবাদ প্রদর্শিত। (টীকা)

(১০) 'না থাকে' মানে নাস্তি, উচ্ছেদবাদ; 'থাকে না থাকে' একাংশ শাশ্বত একাংশ উচ্ছেদ, (ব্রহ্মসত্যম জগন্মিথ্যা?) বাদ প্রদর্শিত। 'না থাকে, না না থাকে' অমর বিক্ষেপ বাদের দ্যোতক। (টীকা)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তথাগত থাকেও না, না থাকেও না; তাহা হইলে আমি ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য আচরণ করিব'। যদি ভগবান তাহা আমাকে না বলেন,(১) '... (১০); তবে আমি শিক্ষা (ভিক্ষুত্ব) প্রত্যাখ্যান করিয়া হীনাবস্থায় (গ্রহস্থ আশ্রমে) ফিরিয়া যাইব'।"

১২৩। তখন আয়ুষ্মান মালুঙ্ক্যপুত্র সায়ংকালীন নিভৃত চিন্তা হইতে উঠিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপ্রান্তে, বসিলেন। একপ্রান্তে, বসিয়া আয়ুষ্মান মালুঙ্ক্যপুত্র ভগবানকে ইহা বলিলেন,−

১২৪। "ভন্তে! এখানে ... আমার চিত্ত এরূপ পরিবিতর্ক উৎপন্ন হইয়াছেÍ'ভগবান কর্তৃক যে সকল দৃষ্টি (মতবাদ) অব্যাকৃত, স্থাপিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে, ... তবে আমি শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া হীনাবস্থায় ফিরিয়া যাইব।' যদি ভগবান জানেন যে (১) 'লোক শাশ্বত' তবে ভগবান আমাকে বলুন লোক শাশ্বত' (২) যদি ভগবান জানেন যে 'লোক অশাশ্বত' তবে ভগবান আমাকে বলুন 'লোক অশাশ্বত' ... যদি ভগবান না জানেন ... অশাশ্বত, তবে অনভিজ্ঞ ও অদর্শকের (অজ্ঞানীর) পক্ষে ইহাই সোজা উত্তর হয়, তিনি স্পষ্ট বলিয়া দিবেনÍ'উহা আমি জানি না, উহা আমার অজ্ঞাত'।"

" ... যদি ভগবান জানেন (৯) 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে' তবে ভগবান আমাকে বলুনÍ'মৃত্যুর পর ...।' যদি ভগবান জানে (১০) 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও নাÍনা থাকেও না' তবে ভগবান আমাকে বলুন ... না থাকেও না। যদি ভগবান না জানেনÍ'থাকেও, না থাকেও' অথবা 'না থাকেও, না থাকেও না' তবে অনভিজ্ঞ ও অদর্শকের পক্ষে ইহাইÍসোজা উত্তর যেÍতিনি স্পষ্ট বলিয়া দিবেনÍ'আমি উহা জানি না, উহা আমার অপরিজ্ঞাত'।"

১২৫। "কেন, মালুঙ্ক্যপুত্র! আমি কি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিÍ'এস মালুঙ্ক্যপুত্র! আমার সাথে ব্রহ্মচর্য আচরণ কর, আমি তোমাকে বর্ণনা করিব যে (১) লোক শ্বাশ্বত ... (১০) মরণের পর তথাগত থাকে না, না থাকেও না'?"

"একান্তই না, ভন্তে!"

"তুমিও কি আমাকে এরূপ বলিয়াছ?Íতবেই আমি ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য আচরণ করিব, যদি ভগবান আমাকে বলেন যে, (১) লোক শ্বাশ্বত ... (১০) মরণের পর তথাগত থাকে না, না থাকেও না?"

"না ভন্তে!"

"এই প্রকারে মালুঙ্ক্যপুত্র! আমিও তোমাকে পূর্বে বলি নাই ... (১০) মরণের পর তথাগত থাকে না, না থাকেও না। তুমিও আমাকে পূর্বে বল নাই, 'ভন্তে! (১) ... (১০) ...।' তাহা হইলে মোঘ (ব্যর্থ) পুরুষ! তুমি কোন অবস্থায়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কাহাকে পুনঃ অভিযোগ করিতেছ?"

১২৬। "মালুঙ্ক্যপুত্র! যে ব্যক্তি এইরূপ বলে—'আমি তাবৎ ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য আচরণ করিব না যাবৎ ভগবান আমাকে তাহা বর্ণনা না করেন যে (১) লোক শ্বাশ্বত, ... (১০) না থাকে, না থাকেও না'। মালুঙ্ক্যপুত্র! উহা তথাগতের অব্যাকৃতই থাকিবে। আর ইতিমধ্যে সে ব্যক্তির মৃত্যুও ঘটিতে পারে।"

"যেমন মালুঙ্ক্যপুত্র! কোন ব্যক্তি গাঢ়লিপ্ত বিষযুক্ত শল্য (বানফলা) দ্বারা বিদ্ধ হইল। তাহার মিত্র-সুহৃদ-জ্ঞাতি-সলোহিতগণ কোন বিজ্ঞ শল্যকর্তা ভিষককে উপস্থিত করিল। তখন সেই আহত ব্যক্তি বলে যে—ততক্ষণ পর্যন্ত, আমি এই শল্য উৎপাটন করিতে দিব না, যদ্দারা শল্যবিদ্ধ হইয়াছি সে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য কিংবা শূদ্র? তাহাকে না জানা পর্যন্ত, আমার শল্য উৎপাটন করিতে দিব না। ... আমি তখন পর্যন্ত, এই শল্য উৎপাটন করিতে দিব না, ... যতক্ষণ না জানি যে—সে পুরুষ অমুক নামের, অমুক গোত্রের? ... সে পুরুষ দীর্ঘ, হ্রস্ব কিংবা মধ্যম? ... সে পুরুষ কাল, শ্যাম অথবা মঞ্জুরবর্ণ বিশিষ্ট? ... সে পুরুষ কোন গ্রামে, নিগমে, থানায় বা নগরে বাস করে? ... আমি ততক্ষণ এই শল্য উৎপাটন করিতে দিব না যতক্ষণ পর্যন্ত, সেই বেধক ধনু না জানি যে উহা চাপ কিংবা কোদণ্ড? ... ধনুর গুণ না জানি—উহা কি অর্কের, বল্কলের, সণ্ঠের (বংশ লতার?), স্নায়ুর, মরুবার (লতায়) কিংবা ক্ষীরপর্ণির (লতা বিশেষ)? ... যে কাণ্ড বা শর দ্বারা বিদ্ধ হইয়াছি, তাহা না জানি যে উহা কচ্ছের (পর্বত গাত্রে বা জলাশয়ের তটে স্বয়ং জাত তুঁদ বৃক্ষের) অথবা রোপিত (কৃষিজাত) তুঁদের? ... তীর না জানা পর্যন্ত—যাহার পালক দ্বারা নির্মিত—যদি গৃধ্রের (পালক), কঙ্ক, কুলাল, ময়ূর কিংবা শিথিলহনু[1] পক্ষী বিশেষের পালক? ... যদ্দারা আমি বিদ্ধ হইয়াছি যদি সেই তীর না জানি যে উহা কাহার স্নায়ুদ্বারা পরিক্ষিপ্ত—তাহা কি গাভীর, মহিষের, কৃষ্ণসার-মৃগ বিশেষের অথবা বানরের? ... যে শল্যে বিদ্ধ হইয়াছি তাহা না জানা পর্যন্ত—উহা কি শল্য ক্ষুরপ্র (ক্ষুরের ন্যায় ধারাল), বেকণ্ডে, নারাচে, বৎস দন্ত, (বাচ্চার দাঁতের ন্যায়), অথবা করবী পত্র সদৃশ তীক্ষ্ণ?"

"(তাহা হইলে) মালুঙ্ক্যপুত্র! সে ব্যক্তির উহা অজ্ঞাতই থাকিবে। আর ইত্যবসরে তাহার মৃত্যুও ঘটিতে পারে। সেইরূপ মালুঙ্ক্যপুত্র! যে এই কথা বলে—'ততক্ষণ আমি ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য আচরণ করিব না যতক্ষণ ভগবান আমাকে ব্যাখ্যা না করিবেন যে (১) লোক কি শ্বাশ্বত,[2] কি অশ্বাশ্বত? ... (১০)

---

[1]। দত্তা কণ্ণো পতঙ্গো। (টীকা)

[2]। এই সকল দৃষ্টির প্রত্যেকটি সংসার বৃদ্ধিকারক, দুঃখবর্ধক, নির্বাণ প্রতিবন্ধক বলিয়া প্রদর্শিত হইতেছে। (টীকা)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তথাগত মৃত্যুর পর না থাকে, না থাকেও না'?"

"মালুঙ্ক্যপুত্র! তাহা তথাগতের অব্যাকৃতই থাকিয়া যাইবে, অথচ ইতিমধ্যে সে ব্যক্তির মৃত্যুও ঘটিতে পারে।"

১২৭। "মালুঙ্ক্যপুত্র! (১-২) 'লোক শাশ্বত' এই দৃষ্টি থাকিলে ব্রহ্মচর্য বাস হইবেIইহা নহে। 'লোক অশাশ্বত' এই দৃষ্টি থাকিলেও ব্রহ্মচর্য বাস হইবেIইহাও নহে। কিন্তু মালুঙ্ক্যপুত্র! 'লোক শাশ্বত' এই দৃষ্টি থাকিলে কিংবা 'লোক অশাশ্বত' এই দৃষ্টি না থাকিলেও জন্ম আছেই, জরা-মরণ আছেই, শোক-রোদন-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস বিদ্যমান থাকিবেই; আমি ইহ-জীবনে যাহাদের বিনাশোপায় প্রজ্ঞাপন করিতেছি ...।"

"মালুঙ্ক্যপুত্র! (৯-১০) 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকিবেও, না থাকিবেও' এই দৃষ্টি থাকিলে ... কিংবা ... 'না থাকিবে, না থাকিবেও না'Iএই দৃষ্টি থাকিলেও জন্ম আছেই, আছে জরা-মরণ-শোক-রোদন দুঃখ-দৌর্মনস্য উপায়াস; ইহ-জন্মেই যাহাদের বিনাশের উপায় আমি ঘোষণা করি। (আমার শিষ্যগণ এই সব বাহ্য বিষয়ে নিমগ্ন না হইয়া এই জীবনেই নির্বাণ প্রাপ্ত হউক, ইহাই অভিপ্রেত।)"

১২৮। "এই কারণে মালুঙ্ক্যপুত্র! আমার অব্যাকৃতকে অব্যাকৃত হিসাবেই ধারণ কর এবং আমার ব্যাকৃতকে ব্যাকৃত হিসাবেই ধারণ কর।"

"মালুঙ্ক্যপুত্র! আমার অব্যাকৃত কি? (১) 'লোক শাশ্বত' ইহা আমার অব্যাকৃত, ... (১০) 'না থাকে, না থাকেও না' ইহা আমার অব্যাকৃত। মালুঙ্ক্যপুত্র! কি কারণে ইহাদিগকে অব্যাকৃত বলিয়াছি? মালুঙ্ক্যপুত্র! ইহা (এই দৃষ্টি ও ইহাদের ব্যাকরণ) অর্থ সংহিত নহে, আদি ব্রহ্মচর্যের (শীল সংযমের) উপকারী নহে, আর ইহা (সংসারাবর্তে) নির্বেদের, বৈরাগ্যের, নিরোধের, ক্লেশ উপশমের, অভিজ্ঞতার, (চারি লোকোত্তর মার্গরূপ) সম্বোধির ও অসংখত নির্বাণধাতু সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত সংবর্তিত হয় না; এই কারণেই আমি ইহাদিগকে অব্যাকৃত রাখিয়াছি।"

"মালুঙ্ক্যপুত্র! আমার ব্যাকৃত কি? (১) ইহা দুঃখ, ইহাকে আমি ব্যাকৃত করিয়াছি। (২) ইহা দুঃখসমুদয় (দুঃখের কারণ), ইহাকে আমি ব্যাকৃত করিয়াছি। (৩) ইহা দুঃখ নিরোধ ও (৪) ইহা দুঃখ নিরোধগামিণী প্রতিপদা এই চারি আর্যসত্যকে আমি ব্যাকৃত করিয়াছি। মালুঙ্ক্যপুত্র! কেন আমি এই আর্যসত্য ব্যাকৃত করিয়াছি? মালুঙ্ক্যপুত্র! ইহা অর্থ সংহিত, ইহা ব্রহ্মচর্যের আদিভূত নিদান; (আর) ইহা নির্বেদ, বিরাগ ... নির্বাণের নিমিত্ত আবশ্যকীয়। এই কারণে আমি আর্যসত্য সর্বতোভাবে ব্যাকৃত করিয়াছি। তজ্জন্য মালুঙ্ক্যপুত্র! আমার অব্যাকৃতকে অব্যাকৃত হিসাবে ধারণ কর, আর আমার ব্যাকৃতকে ব্যাকৃত হিসাবে ধারণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কর।"

ভগবান ইহা বলিলেন। সন্তুষ্টচিত্তে আয়ুষ্মান মালুঙ্ক্যপুত্র ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

চূল মালুঙ্ক্য সূত্র সমাপ্ত।

৬৪। মহামালুঙ্ক্য সূত্র (২।২।৪)

১২৯। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,—

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে বাস করিতেছিলেন, তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "ভিক্ষুগণ!"

"ভদন্ত!" বলিয়া সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন,"ভিক্ষুগণ! ভগবানকে আমার উপদিষ্ট পঞ্চ অধঃভাগীয় সংযোজনগুলি তোমরা ধারণ কর কি?"

এইরূপ উক্ত হইলে আয়ুষ্মান মালুঙ্ক্যপুত্র ভগবানকে ইহা বলিলেন,"ভন্তে! ভগবান কর্তৃক উপদিষ্ট পঞ্চ অধঃভাগীয় সংযোজন[১] আমি ধারণ করি।"

"মালুঙ্ক্যপুত্র! আমার উপদিষ্ট পঞ্চ অধঃভাগীয় সংযোজন তুমি কি প্রকারে ধারণ কর?"

"ভন্তে! (১) স্বকায়দৃষ্টিকে (নিত্য আত্মবাদকে) ভগবানের উপদিষ্ট অধঃভাগীয় সংযোজনরূপে আমি ধারণ করি। (২) বিচিকিৎসাকে (সংশয়কে) ...। (৩) শীলব্রত পরামর্শকে (শীল ও ব্রতকে দৃঢ়রূপে গ্রহণকে) ...। (৪) কামচ্ছন্দকে (ভোগানুরাগকে) ...। (৫) ব্যাপাদকে (বিদ্বেষকে) ...।"

"মালুঙ্ক্যপুত্র! এই প্রকার পঞ্চ অধঃভাগীয় সংযোজন আমি কাহাকে উপদেশ দিতে তুমি শুনিয়াছ? মালুঙ্ক্যপুত্র! অন্য মতাবলম্বী (অঞ্‌ঞতিত্থিযা) পরিব্রাজকগণ এই তরুণোপমায় উপহাস (উপারম্ভ) করিবে, নহে কি? মালুঙ্ক্যপুত্র! উত্থানশায়ী অবোধ অল্পবয়স্ক শিশুর 'ইহা স্বকায় (আত্মবাদ)' এই ধারণাই জন্মে না, তবে কোথা হইতে তাহার স্বকায়দৃষ্টি উৎপন্ন হইবে? (অবশ্য অপ্রহীণ হেতু)) স্বকায়দৃষ্টি উহার (চিত্ত সন্ততিতে) অনুশায়িত বা সুপ্ত থাকে। ...। অল্পবয়স্ক শিশুর 'ইহা ধর্ম (মানস বিচার্য বিষয়)' ... । কোথা হইতে তাহার ধর্ম সম্বন্ধে সংশয় উৎপন্ন হইবে? (অবশ্য) সংশয়ানুশয় উহার মনে অনুশায়িত থাকে। ... অল্পবয়স্ক শিশুর 'ইহা শীল (সদাচার)' এই ধারণা জন্মে না। কোথা হইতে উহার শীলে শীলব্রত পরামর্শ হইবে? শীলব্রত পরামর্শ অনুশয়রূপে থাকিয়াই থাকে ...।

---

[১]। সমস্ত, বর্তমান ক্লেশ সংযোজন অর্থসাধক নহে। প্রবর্তির ক্ষণেই সংযোজন হয়, অন্য সময় নহে। (টীকা)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

... অল্পবয়স্ক শিশুর 'ইহা কাম' এ ধারণা জন্মে না, কোথা হইতে তাহার কাম্য বস্তুর প্রতি কামচ্ছন্দ উৎপন্ন হইবে? ... অবোধ শিশুর 'সত্ব (প্রাণী)' ধারণাও জন্মে না, কোথা হইতে তাহার ব্যাপাদ (সত্ব পীড়নেচ্ছা) উৎপন্ন হইবে? (অবশ্য) ব্যাপাদ উহার চিত্তমধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকিয়া যায়, (পরে প্রত্যয় পাইলে ইহারা জাগ্রত হয়)। মালুঙ্ক্যপুত্র! অন্য মতাবলম্বী পরিব্রাজকগণ এই বালকোপমায় উপহাস করিবে, নহে কি?"

এইরূপ উক্ত হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বলিলেন,"ভগবন! ইহার কাল হইয়াছে, সুগত! ইহার সময় হইয়াছে যে ভগবান পাঁচ অধঃভাগীয় সংযোজন সম্বন্ধে উপদেশ করুন। ভগবানের নিকট শুনিয়া ভিক্ষুগণ ধারণ করিবেন।"

"তাহা হইলে শুন আনন্দ! উত্তমরূপে মনে রাখ, আমি ভাষণ করিতেছি।"

"হাঁ, ভন্তে!" (বলিয়া) আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে উত্তর দিলেন। ভগবান ইহা বলিলেন,–

১৩০। "এখানে আনন্দ! জ্ঞাননেত্রে আর্যগণের অদর্শনকারী স্মৃত্যুপস্থানাদি আর্যধর্মে অনভিজ্ঞ, আর্যধর্মে অবিনীত, যাহারা সৎপুরুষগণের অদর্শনকারী, সৎপুরুষধর্মে অনভিজ্ঞ, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত, অশ্রুতবান, পৃথকজন (প্রাকৃতজন) স্বকায়দৃষ্টি অভিভূত, স্বকায়দৃষ্টি পরিব্যাপ্ত চিত্তে অবস্থান করে এবং সে উৎপন্ন স্বকায়দৃষ্টি পরিব্যাপ্ত চিত্তে অবস্থান করে এবং সে উৎপন্ন স্বকায়দৃষ্টি হইতে নিঃসরণের উপায় যথাভূত জানে না, তাহার সেই অনপসারিত, দৃঢ়তা প্রাপ্ত স্বকায়দৃষ্টিই অধঃভাগীয় সংযোজন। সে বিচিকিৎসাভিভূত, বিচিকিৎসা পরিবৃত চিত্তে বাসকরে এবং সে উৎপন্ন বিচিকিৎসা হইতে নিঃসরণ উপায় যথাভূত জানে না, তাহার সেই অনপসারিত দৃঢ়তা প্রাপ্ত বিচিকিৎসাই অধঃভাগীয় সংযোজন। (শীলব্রত পরামর্শ, কামরাগ ও ব্যাপাদ বারেও উক্তরূপে বিস্তার করিবে)।"

১৩১। "অপর পক্ষে আনন্দ! জ্ঞাননেত্রে আর্যদের দর্শনকারী স্মৃত্যুপস্থানাদি আর্যধর্মে অভিজ্ঞ, আর্যধর্মে সুবিনীত (সুশিক্ষিত); সৎপুরুষদের দর্শনকারী, সৎপুরুষধর্মে অভিজ্ঞ, সৎপুরুষধর্মে সুদক্ষ, সৎপুরুষধর্মে সুবিনীত, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক স্বকায়দৃষ্টি অভিভূত ও স্বকায়দৃষ্টি পরিবৃত চিত্ত না হইয়া অবস্থান করেন। তিনি উৎপন্ন স্বকায়দৃষ্টি হইতে নিঃসরণ যথাভূত জানেন; (সে কারণে) তাঁহার অনুশয় শক্তি সমন্বিত স্বকায়দৃষ্টি সংযোজন[১] প্রহীণ হইবে। (বিচিকিৎসা

[১]। একই দৃষ্টি আদি চৈতসিক অপ্রহীণার্থে, অনুশয় বন্ধনার্থে সংযোজন। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শীলব্রত পরামর্শ, কামচ্ছন্দ ও ব্যাপাদ সম্বন্ধেও এরূপ)।"

১৩২। "আনন্দ! পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজন প্রহাণের নিমিত্ত যেই মার্গ ও যেই প্রতিপদা বিদ্যমান সেই মার্গ ও সেই প্রতিপদা অবলম্বন ব্যতীত পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজনকে জানিবে, বিচার করিবে ও পরিত্যাগ করিবে; ইহা কখনও সম্ভব নহে। যেমন আনন্দ! স্থির সারবান মহাবৃক্ষের ত্বক ছেদন না করিয়া, বাকল ছেদন না করিয়া, সারচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইবে, ইহার কোন হেতু নাই। সেইরূপ আনন্দ! পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজন প্রহাণের নিমিত্ত যেই মার্গ, যেই প্রতিপদা বিদ্যমান তাহা অবলম্বন না করিয়া পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজন জানিবে, বিচার করিবে বা পরিহার করিবে; ইহার কোন হেতু বিদ্যমান নাই।"

"অপর পক্ষে আনন্দ! যেই মার্গ ও যেই প্রতিপদা পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজন প্রহাণের নিমিত্ত বিদ্যমান সে মার্গ ও সেই প্রতিপদা অবলম্বন করিয়াই পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজন জানিবে, বিচার করিবে, পরিহার করিবে; ইহার হেতু বিদ্যমান আছে। যেমন আনন্দ! দণ্ডায়মান সারবান মহাবৃক্ষের ত্বক ও বাকল ছেদন করিয়া সারচ্ছেদ[১] সম্ভব, ইহার হেতু বিদ্যমান।"

"সেইরূপ আনন্দ! ...। যেমন আনন্দ! গঙ্গানদী কানায় কানায় জলপূর্ণ কাকপেয়্য (তীরে বসিয়া কাকের পানের যোগ্য) হয়, তখন কোন দুর্বল পুরুষ (ইহা বলিতে) আসেIআমি সেই গঙ্গানদীর প্রবাহকে বাহুদ্বারা তির্যকভাবে (কাটিয়া) স্বস্তিতে পরপারে যাইব।' সে গঙ্গানদীর ... পরপারে যাইতে সমর্থ হইবে না। সেইরূপই আনন্দ! স্বকায় নিরোধের জন ধর্ম-উপদেশ করিবার সময় যাহার চিত্ত উৎসাহিত হয় না, প্রসন্ন হয় না, স্থির হয় না, বিমুক্ত হয় না, তাহাকে দুর্বল পুরুষের ন্যায় জানা উচিত। যেমন আনন্দ! গঙ্গানদী তীরসম জলপূর্ণ ও কাকপেয়্য হয়, তখন কোন বলবান পুরুষ (এই বলিতে) আসেI'আমি এই গঙ্গানদীর স্রোত বাহুদ্বারা তির্যক কাটিয়া স্বস্তিতে পরপারে গমন করিব।' সে গঙ্গানদীর স্রোত বাহুদ্বারা তির্যক কাটিয়া স্বস্তির সহিত পরপারে যাইতে সমর্থ হইবে। সেইরূপ আনন্দ! কাহাকেও স্বকায়দৃষ্টি নিরোধের নিমিত্ত ধর্ম-উপদেশ করিবার সময় যাহার চিত্ত উৎসাহিত হয়, প্রসন্ন হয়, স্থির হয়, বিমুক্ত হয়, ...

আর্যমার্গ দ্বারা সমুচ্ছিন্ন না হওয়ায় সুযোগ পাইলে উৎপন্ন হয়, এই অর্থে ইহারা অনুশয়। অনুশয়ার্থ স্ফুরিত করিয়া প্রবর্তমান পাপবৃত্তি যথোক্ত বন্ধনার্থ সংযোজন নামে কথিত হয়। (টীকা)

[১]। বৃক্ষত্বক ছেদনের ন্যায় সমাপত্তি, বাকল ছেদনের ন্যায় বিদর্শন, সার ছেদনের ন্যায় লোকোত্তর মার্গ। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহাকে বলবান পুরুষের ন্যায় বিবেচনা করিবে।"

১৩৩। "আনন্দ! পঞ্চ অধঃভাগীয় সংযোজন প্রহাণের নিমিত্ত মার্গ কি? প্রতিপদা কি? এখানে আনন্দ! ভিক্ষু উপাধিবিবেক[১] বা পঞ্চ কামগুণে আসক্তি ত্যাগ দ্বারা, অকুশল নীবরণধর্ম প্রহাণ দ্বারা সর্বতোভাবে তন্দ্রালস্য প্রভৃতি কায়িক দৌর্বল্য প্রশান্ত, করিয়া, কাম হইতে পৃথক এবং অকুশল ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সবিতর্ক সবিচার বিবেকজাত প্রীতি-সুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন। তথায় সমাপত্তিক্ষণে তিনি যে সকল রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানস্কন্ধ জাতীয় ধর্ম (পদার্থ) আছে, তিনি সেই সকল ধর্মকে অনিত্য; দুঃখ, রোগ, গণ্ড, শল্য, অঘময়, আবাধ; পরস্ব, বিনাসশীল, শূন্য ও অনাত্মা হিসাবে (অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম এই ত্রিলক্ষণ আরোপ করিয়া) সম্যকরূপে দর্শন করেন। তিনি এবম্বিধ লক্ষণযুক্ত স্কন্ধ ধর্মসমূহ হইতে (বিষ্কম্ভন ভাবে) অপসারিত করেন। তিনি সেই ধর্মসমূহ হইতে চিত্তকে অপনীত করিয়া সর্বসংস্কারের সাম্যাবস্থা, সর্বোপাধি বর্জিত, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ ও নিরোধ স্বরূপ যে নির্বাণ আছে[ইহা শান্ত, ইহা উত্তম]বিদর্শন জ্ঞানে বুঝিয়া চিত্তকে সেই অমৃতধাতুর অভিমুখী করেন তিনি সেই বিদর্শনে স্থিত হইয়া (চতুর্বিধ মার্গানুক্রমে) আস্রব সমূহের ক্ষয় সাধন করেন। যদি তিনি আস্রব সমূহের সম্পূর্ণ ক্ষয় সাধন করিতে না পারেন, তবে সেই শমথ-বিদর্শন ধর্ম্মানুরক্তি ও সেই ধর্মানন্দ দ্বারা পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজন সম্পূর্ণ ক্ষয় করিয়া তিনি ঔপপাতিক (অযোনি সম্ভব) হন। তিনি তথায় শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে পরিনির্বাণ লাভ করেন, সেই লোক হইতে তাঁহাকে আর পুনরাবর্তন করিতে হয় না। আনন্দ! ইহাই মার্গ আর ইহাই পন্থা, পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজনের প্রহাণের নিমিত্ত।"

"পুনরায় আনন্দ! ভিক্ষু ...।" (দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যান সম্বন্ধেও তদ্রূপ বিস্তার করিতে হইবে।)

"পুনরায় আনন্দ! ভিক্ষু সর্বতোভাবে রূপসংজ্ঞা অতিক্রম ও প্রতিঘসংজ্ঞা অস্তগমন দ্বারা, নানাত্ব সংজ্ঞার অমনোনিবেশ হেতু অনন্ত, আকাশরূপে আকাশানন্তায়তন ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করেন। তদবস্থায় যে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানস্কন্ধ ধর্ম উৎপন্ন হয় ...।" (বিজ্ঞানানন্তায়তন, আকিঞ্চনায়তন ও নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন ধ্যান সম্বন্ধেও তদ্রূপ বিস্তার করিতে হইবে।)

"ভন্তে! যদি পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজন প্রহাণের নিমিত্ত ইহাই

---

[১]। পঞ্চ কামগুণ দুঃখ উপধারণ করে, তাই উপাধি নামে অভিহিত। (মঃ টীঃ)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মার্গ]ইহাই পন্থা হয়, তবে কেন ইহাতে কোন কোন ভিক্ষু চিত্তবিমুক্ত[১] এবং কোন কোন ভিক্ষু প্রজ্ঞাবিমুক্ত[২] হন?"

"আনন্দ! আমি তাঁহাদের ইন্দ্রিয় নানাত্বই[৩] ইহার কারণ বলিয়া বলি।"

ভগবান ইহা বলিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

মহামালুঙ্ক্যপুত্র সূত্র সমাপ্ত।

৬৫। ভদ্দালি সূত্র (২।২।৫)

১৩৪। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে বাস করিতেছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন,"ভিক্ষুগণ!"

"ভদন্ত!" (বলিয়া) সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন।

ভগবান বলিলেন, "ভিক্ষুগণ! আমি একাসন-ভোজন[৪] আহার করি। ভিক্ষুগণ! আমি একাসন-ভোজন গ্রহণ করিয়া নিরোগতা, নিরাতঙ্ক, শরীরের লঘুভাব, বল ও সুখবিহার অনুভব করি। এস, ভিক্ষুগণ! তোমরাও একাসন-ভোজন আহার কর। একাসন-ভোজন আহার করিয়া তোমরাও নিরোগতা, নিরাতঙ্ক, শরীরের লঘুভাব ... সুখবিহার অনুভব কর।"

এইরূপ বলিলে আয়ুষ্মান ভদ্দালি ভগবানকে কহিলেন, "ভন্তে! আমি একাসন-ভোজন আহার করিতে উৎসাহ বোধ করি না। কারণ একাসন-ভোজন আহার করিলে আমার সংশয় ও বিপ্রতিসার হইতে পারে।"

"তাহা হইলে ভদ্দালি! তুমি যেখানে নিমন্ত্রিত হও তথায় (খাদ্যের) একাংশ ভোজন করিয়া অপরাংশ নিয়া আসিয়া দ্বিতীয়বার ভোজন করিতে পার। এই প্রকারে ভোজন করিয়াও ভদ্দালি! তুমি জীবন যাপন করিতে পারিবে।"

"ভন্তে! এই প্রকারেও আমার সংশয় ও বিপ্রতিসার জন্মিতে পারে।"

---

[১]। শমথ-বিদর্শন ভাবনায় সমাধি প্রধান হইয়া যাহাদের ধ্যান ও মার্গ লাভ হয়, তাহাদিগকে চিত্তবিমুক্ত এবং প্রজ্ঞা প্রধান হইয়া ধ্যান ও মার্গ লাভীকে প্রজ্ঞাবিমুক্ত বলা হয়। (প. সূ.)

[২]। শমথ-বিদর্শন ভাবনায় সমাধি প্রধান হইয়া যাহাদের ধ্যান ও মার্গ লাভ হয়, তাহাদিগকে চিত্তবিমুক্ত এবং প্রজ্ঞা প্রধান হইয়া ধ্যান ও মার্গ লাভীকে প্রজ্ঞাবিমুক্ত বলা হয়। (প. সূ.)

[৩]। শ্রদ্ধা, স্মৃতি, বীর্য, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের তারতম্য। (প. সূ.)

[৪]। পূর্বাহ্নে ভোজন গ্রহণ। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তখন ভগবান শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করিলেন, ভিক্ষুসংঘ সেই শিক্ষাপদ গ্রহণ ও পালন করিলেও আয়ুষ্মান ভদ্দালি তৎপ্রতি উৎসাহ বোধ করিলেন না। তখন আয়ুষ্মান ভদ্দালি সেই সারা তিনমাস লজ্জাবশতঃ ভগবানকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিলেন না। কেননা, তিনি গুরুর উপদেশ ও শিক্ষার পরিপূর্ণ পালনকারী ছিলেন না।

১৩৫। সেই সময় বহুভিক্ষু ভগবানের চীবর (সেলাই) কার্য করিতেছিলেন। কারণ চীবর প্রস্তুত হইলোIতিনমাস পর ভগবান ধর্ম প্রচারার্থ পর্যটনে বাহির হইবেন। তখন আয়ুষ্মান ভদ্দালি সেই ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া সেই ভিক্ষুদের সহিত প্রীতি-সংলাপ করিলেন। সম্মোদজনক ও স্মরণীয় কথা শেষ করিয়া একপ্রান্তে, বসিলেন। একান্তে, উপবিষ্ট আয়ুষ্মান ভদ্দালিকে সেই ভিক্ষুগণ বলিলেন, "আবুসো ভদ্দালি! এখন ভগবানের চীবর প্রস্তুত করা হইতেছে। চীবর প্রস্তুত হইলোIতিনমাস পর ভগবান পর্যটনে বাহির হইবেন। ভাল, বন্ধু ভদ্দালি! এই আপত্তি (অপরাধ) সম্বন্ধে আপনি উত্তমরূপে অবহিত হউন, অবশেষে উহা আরও দুষ্করতর বা প্রতিকারের অযোগ্য না হউক।"

"হাঁ, বন্ধুগণ!" (বলিয়া) ভিক্ষুদের কাছে প্রতিশ্রুতি হইয়া আয়ুষ্মান ভদ্দালি ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে, বসিলেন। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট আয়ুষ্মান ভদ্দালি ভগবানকে বলিলেন, "ভন্তে! বাল, মূঢ় ও অনভিজ্ঞ জনোচিত আমার অপরাধ সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে, যেহেতু ভগবান কর্তৃক শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হইলে এবং ভিক্ষুসংঘ সেই শিক্ষাপদ পালন করিলেও আমি তাহাতে নিরুৎসাহ প্রকাশ করিয়াছি। ভন্তে, ভগবন! ভবিষ্যতে সংবরের জন্য আমার সে অপরাধ ক্ষমা করুন।"

"একান্তই ভদ্দালি! বাল, মূঢ় ও অনভিজ্ঞের ন্যায় তোমার অপরাধ হইয়াছে যে আমাকর্তৃক শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হইলেও এবং ভিক্ষুসংঘ সেই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিলেও তুমি তাহাতে নিরুৎসাহ প্রকাশ করিয়াছ। ভদ্দালি! তখন তোমার সুযোগ (সময়) অবিদিত ছিল যে ভগবান শ্রাবস্তীতে বাস করিতেছেন। সুতরাং ভগবানও আমাকে জানিবেনI'ভদ্দালি নামক ভিক্ষু শাস্তার উপদেশে শিক্ষার পরিপূরণকারী নহে।' এই কারণও ভদ্দালি! তখন তুমি বুঝিতে পার নাই। ভদ্দালি! তোমার এই কারণও অজ্ঞাত ছিল যে বহু ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস করিতেছেন, তাঁহারাও আমাকে জানিবেনI'ভদ্দালি নামক ভিক্ষু শাস্তার শাসনে শিক্ষার পরিপূরণকারী নহে'। এই কারণও ভদ্দালি! তোমার অজ্ঞাত ছিল। ভদ্দালি! এই কারণও তোমার প্রতিভাত হইল না যে বহু উপাসক-উপাসিকা শ্রাবস্তীতে বাস করেন, তাঁহারাও আমাকে জানিবেনI'ভদ্দালি নামক ভিক্ষু শাস্তার উপদেশ পালনকারী নহেন'। ...। ভদ্দালি! এই কারণও তোমার অজ্ঞাত ছিলে যে নানা মতাবলম্বী বহু শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস করিতেছেন, তাঁহারাও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমাকে জানিবের্নIশ্রমণ গৌতমের শ্রাবক, থেরদের (বৃদ্ধদের) অন্যতর ভদ্দালি নামক ভিক্ষু শাস্তার উপদেশ শিক্ষায় পরিপূর্ণকারী নহেন'। এই কারণও ভদ্দালি! তখন তুমি বুঝিতে পার নাই।"

"ভন্তে! ... অজ্ঞজনোচিত আমার অপরাধ ভবিষ্যত সংবরের জন্য ক্ষমা করুন।"

১৩৬। "তাহা কি মনে কর, ভদ্দালি! এখানে কোন ভিক্ষু উভতো-ভাগ বিমুক্ত (অর্হত) ও হয়, তাহাকে আমি বলি যেI'এস, ভিক্ষু! তুমি পঙ্কে সংক্রম (সেতু) হও।' সে সেতু না হইতে বা অন্যদিকে শরীর বঙ্ক করিতে কিংবা 'না' বলিতে পারিবে কি?"

"কখনই না, ভন্তে!"

"তবে কি মনে কর, ভদ্দালি! এখানে কোন ভিক্ষু প্রজ্ঞাবিমুক্তি ...। কায়স্বাক্ষী ... , দৃষ্টিপ্রাপ্ত ...। শ্রদ্ধাবিমুক্ত ... , ধর্মানুসারী ... , শ্রদ্ধানুসারী ... হয়; সে 'না' বলিতে পারে কি?"

"না, ভন্তে!"

"তাহা কি মনে কর, ভদ্দালি! সেই সময় তুমি উভতো-ভাগ বিমুক্তি প্রজ্ঞাবিমুক্তি ... , অথবা শ্রদ্ধানুসারী ছিলে কি?"

"না, ভন্তে! তাহা ছিলাম না।"

"ভদ্দালি! সেই সময় তুমি রিক্ত, তুচ্ছ। সুতরাং অপরাধী নহে কি?"

"হাঁ, ভন্তে! ... ভবিষ্যত সংবরের নিমিত্ত আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।"

"ভাল কথা, ভদ্দালি! ... যেহেতু তুমি অপরাধকে অপরাধ হিসাবে দেখিয়া ধর্মানুসারে প্রতিকার করিতেছ। সে কারণে আমরা তোমাকে ক্ষমা করিলাম। ভদ্দালি! যিনি (স্বীয়) অপরাধকে অপরাধ হিসাবে দেখিয়া যথাধর্ম প্রতিকার করেন, ভবিষ্যতে সংযম অবলম্বন করেন; আর্যবিনয়ে ইহাই তাঁহার পক্ষে অভিবৃদ্ধি।"

১৩৭। "ভদ্দালি! এখানে কোন ভিক্ষু শাস্তার শাসনে শিক্ষার পরিপূর্ণকারী নহে, তাহার এই চিন্তা হয়I'বেশ! আমি নির্জন শয্যাসন আশ্রয় করিIঅরণ্য, বৃক্ষমূল, পর্বত, কন্দর, গিরিগুহা, শ্মশান, বনপ্রস্থ, খোলাস্থান কিংবা পলাল (তৃণ) পুঞ্জ; নিশ্চয় আমি মনুষ্যোত্তর ধর্ম, উত্তম আর্য-জ্ঞানদর্শন (লোকোত্তর মার্গ) বিশেষ প্রত্যক্ষ করিব।' সে নির্জন শয্যাসন আশ্রয় করেIঅরণ্য ...। তথা পৃথক অবস্থানকারীকে শাস্তাও নিন্দা করেন, বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীগণও বিচার করিয়া নিন্দা করেন, দেবতারাও অপবাদ করেন, সে নিজেও নিজকে ধিক্কার দেয়। সে শাস্তা, বিজ্ঞ-সব্রহ্মচারী, দেবতা ও নিজদ্বারা নিন্দিত ও ধিকৃত হইয়া মনুষ্যধর্ম উত্তরিতর (মানব স্বভাবের উপরে) উত্তম আর্য-জ্ঞানদর্শন বিশেষ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ইহার কারণ কি? ভদ্দালি! শাস্তার শাসনে শিক্ষার পরিপূর্ণ পালনকারী না হইলে তাহার পক্ষে এইরূপই হইয়া থাকে।”

১৩৮। “কিন্তু ভদ্দালি! কোন ভিক্ষু শাস্তার উপদেশে শিক্ষার পূর্ণ পালনকারী হন, তাঁহার এই চিন্তা হয়I‘ভাল, আমি নির্জন শয্যাসন আশ্রয় গ্রহণ করিব ...। এই নির্জন শয্যাসন সেবনকারীকে শাস্তাও অপবাদ করেন না, ... উত্তম আর্য-জ্ঞানদর্শন বিশেষ তিনি প্রত্যক্ষ করেন। তিনি কাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, অকুশল ধর্ম হইতে পৃথক হইয়া সবিতর্ক-সবিচার বিবেকজ প্রীতি-সুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বাস করেন। ইহার কারণ কি? ভদ্দালি! যিনি শাস্তার উপদেশে শিক্ষার পূর্ণরূপে পালনকারী হন, তাঁহার এইরূপ হইয়াই থাকে।”

১৩৯। “পুনঃ ভদ্দালি! সে ভিক্ষু বিতর্ক-বিচারের উপশম করিয়া দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করেন। পুনঃ ভদ্দালি! সে ভিক্ষু প্রীতির বিরাগ হেতু উপেক্ষক হইয়া বাস করেন, আর স্মৃতিমান ও সংপ্রজ্ঞাত হইয়া মানসিক সুখানুভব করেন, যাহাকে আর্যগণ উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী বলেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বাস করেন।”

“পুনরায় ভদ্দালি! সে ভিক্ষু সুখ-দুঃখের প্রহাণ হেতু পূর্বেই সৌমনস্য ও দৌর্মনস্যের অস্তগমন হেতু সুখ-দুঃখাতীত উপেক্ষা স্মৃতিIপরিশুদ্ধি নামক চতুর্থধ্যান প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন। ...।”

“তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তে পূর্বনিবাস অনুস্মরণ করেন। তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তে দিব্যচক্ষু দ্বারা সত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি দর্শন করেন। তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তে আস্রব সমূহের ক্ষয়ের নিমিত্ত চিত্ত, অভিনমিত করেন। ...। এখন ইহার নিমিত্ত কিছু অবশিষ্ট নাই, জানিতে পারেন। তাহার কারণ কি? ভদ্দালি! শাস্তার শাসনে শিক্ষার পূর্ণ পালনকারী এই প্রকারই হইয়া থাকে।”

১৪০। ইহা উক্ত হইলে আয়ুষ্মান ভদ্দালি ভগবানকে বলিলেন, “ভন্তে! ইহার হেতু কি? প্রত্যয় কি? যাহাতে এখানে কোন কোন ভিক্ষুকে বার বার নিগ্রহ করিয়া শিক্ষা দিতে হয়? আবার, ভন্তে! কি হেতু? কি প্রত্যয়? যদ্দারা এখানে কোন কোন ভিক্ষুকে তদ্রূপ বার বার নিগ্রহ করিয়া শিক্ষা দিতে হয় না?”

“ভদ্দালি! এখানে কোন কোন ভিক্ষু নিরন্তর আপত্তি (অপরাধ) করে এবং আপত্তি বহুল হয়। সে ভিক্ষুদের দ্বারা উপদিষ্ট হইলে এক কথা দ্বারা অন্য কথা চাপা দেয়; আলোচ্য বিষয়কে প্রসঙ্গের বাহিরে অপসারিত করে, কোপ, দ্বেষ ও অপ্রত্যয় (অবিশ্বাস) প্রকট করে, (বুদ্ধ উপদেশ) ঠিকভাবে পালন করে না, অনুলোম ব্রত আচরণ করে না, অপরাধ হইতে নিস্তার বা মুক্তি চায় না, যাহাতে সংঘ সন্তুষ্ট হয় ‘তাহা আমি করি’ ইহা বলে না। ইহাতে, ভদ্দালি! ভিক্ষুদের এই চিন্তা হয়I‘আবুসো! এই ভিক্ষু নিরন্তর আপত্তিকারী ও আপত্তি বহুল হয়। সে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুদের দ্বারা উপদিষ্ট হইলে ... 'তাহা আমি করি' বলে না। সাধু, বন্ধুগণ! এই ভিক্ষুকে সেইভাবেই উপপরীক্ষা (বিচার) করুন, যেন তাহার এই অধিকরণ শীঘ্র উপশম না হয়।' ভদ্দালি! ভিক্ষুগণ তদ্রূপই উপপরীক্ষা করেন ও দীর্ঘসূত্রী হন, যাহাতে তাহার এই অধিকরণ সত্বর উপশম না হয়।"

১৪১। "এখানে ভদ্দালি! কোন ভিক্ষু নিরন্তর আপত্তি করে ও আপত্তি বহুল হয়। (কিন্তু) সে ভিক্ষুদের দ্বারা কথিত হইলে কথায় কথা চাপা দেয় না। ...। যাহাতে সংঘ সন্তুষ্ট হয় 'আমি তাহা করিব' বলিয়া থাকে। ...। ভদ্দালি! ভিক্ষুগণ তদ্রূপ উপপরীক্ষা করে, যাহাতে তাহার অধিকরণ সত্বর উপশম হয়।"

১৪২। "ভদ্দালি! কোন ভিক্ষু কদাচিৎ আপত্তি করে, আপত্তি বহুল হয় না। ভিক্ষুদের দ্বারা কথিত হইলে সে অন্যথা ভাষণ করে। ...। তাহার এই অধিকরণ সত্বর উপশম হয় না।"

১৪৩। "ভদ্দালি! এখানে কোন ভিক্ষু কদাচিৎ আপত্তি করে, অনাপত্তি বহুল হয়। সে ভিক্ষুদ্বারা কথিত হইলে অন্যথা আচরণ করে না, বহির্দিকে কথা অপসারিত করে না, কোপ, দ্বেষ ও অপ্রত্যয় প্রকাশ করে না। ...। তাহার সে অধিকতর সত্বর মীমাংসা হয়।"

১৪৪। "ভদ্দালি! এখানে কোন ভিক্ষু আচার্য ও উপাধ্যায়ের প্রতি কেবল শ্রদ্ধা ও প্রেম বশতঃ যাপন করে। এই ক্ষেত্রে ভিক্ষুদের এ ধারণা জন্মোIবন্ধুগণ! এই ভিক্ষু সামান্য শ্রদ্ধা ও প্রেমবশে যাপন করে। যদি আমরা এই ভিক্ষুকে বার বার নিগ্রহ করিয়া শিক্ষাদান করি তবে তাহার যেই শ্রদ্ধা ও প্রেমমাত্র আছে তাহা হইতে সে পরিহীণ হইতেও পারে, তাহা না হউক।' যেমন ভদ্দালি! কোন পুরুষের এক চক্ষুমাত্র আছে, তাহার মিত্র-অমাত্য ও জ্ঞাতি-স্বলোহিতগণ তাহার একমাত্র চক্ষুকে রক্ষা করেI'যেই একমাত্র চক্ষু আছে, তাহার সেই চক্ষু বিনষ্ট না হউক।' সেইরূপ ভদ্দালি! কোন ভিক্ষু শ্রদ্ধা ও প্রেমমাত্রে যাপন করে। ...। উহাও তাহার কোন প্রকারে নষ্ট না হউক।"

"ভদ্দালি! ইহাই হেতু, ইহাই প্রত্যয় যাহাতে কোন কোন ভিক্ষুকে বার বার নিগ্রহ করিয়া কারণ দেখাইতে হয়। আর ভদ্দালি! ইহাও হেতু, ইহাও প্রত্যয় যাহাতে কোন কোন ভিক্ষুকে বার বার নিগ্রহ করিয়া কারণ প্রদর্শন করিতে হয় না।"

১৪৫। "ভন্তে! ইহার হেতু ও প্রত্যয় কি যে পূর্বে শিক্ষাপদ সমূহ স্বল্পসংখ্যক ছিল, অথচ বহুসংখ্যক ভিক্ষু অর্হত্বে (অঞ্ঞায়) প্রতিষ্ঠিত ছিলেন? ভন্তে! ইহারই বা হেতু ও প্রত্যয় কি? বর্তমানে বহুসংখ্যক শিক্ষাপদ, তথাপি স্বল্পসংখ্যক ভিক্ষু অর্হত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন?"

"ভদ্দালি! এইরূপই হইয়া থাকে, যখন সত্বগণ প্রতিপত্তি (আচার) হীন হয়,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তখন প্রতিবেধ মূলক সদ্ধর্মেরও অন্তর্ধান ঘটে। এমতাবস্থায় শিক্ষাপদ বহুসংখ্যক হইলেও স্বল্পসংখ্যক ভিক্ষু অর্হত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভদ্দালি! শাস্তা (গুরু) ততক্ষণ পর্যন্ত, শ্রাবকগণের নিমিত্ত শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত (বিধান) করেন না যতক্ষণ এখানে সংঘের মধ্যে কোন আস্রবস্থানীয় ধর্ম[১] প্রাদুর্ভূত না হয়। যে সময় হইতে ভদ্দালি! সংঘে আস্রবস্থানীয় আচার প্রকটিত হয়, তখন সেই আস্রবস্থানীয় ধর্মের নিবারণার্থ শাস্তা শ্রাবকদের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করেন।"

"ভদ্দালি! ততদিন পর্যন্ত, কোন আস্রবস্থানীয় ধর্ম সংঘমধ্যে প্রকটিত হয় না যতদিন সংঘ মহত্ব (সংখ্যাধিক্য) প্রাপ্ত হয় না। যখন সংঘ মহত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন সংঘে আস্রবস্থানীয় ধর্ম উৎপন্ন হয়। অতঃপর শাস্তা সেই আস্রবস্থানীয় ধর্ম সমূহের নিবারণার্থ শ্রাবকদের নিমিত্ত শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করেন। ভদ্দালি! ততদিন সংঘে কোন আস্রবস্থানীয় ধর্ম প্রকটিত হয় না, যতদিন সংঘ লাভাগ্র প্রাপ্ত না হয়, ... যশাগ্র প্রাপ্ত না হয়, বহুশ্রুতত্ব প্রাপ্ত না হয়, রাত্রজ্ঞভাব (চিরকাল অবস্থিতি) প্রাপ্ত না হয়, ...। ভদ্দালি! যখন সংঘ রাত্রজ্ঞভাব প্রাপ্ত হয় তখন সংঘে আস্রবস্থানীয় ধর্ম উৎপন্ন হয়, তখন শাস্তা আস্রবস্থানীয় ধর্ম নিবারণার্থ শ্রাবকগণের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করেন।"

১৪৬। "ভদ্দালি! তোমরা সেই সময় অল্পসংখ্যক (ভিক্ষু) উপস্থিত ছিলে যখন আমি তোমাদিগকে আজানীয় শিশূপম (উত্তম জাতীয় তরুণাশ্বোপম) ধর্মপর্যায় (সূত্র) উপদেশে দিয়াছিলাম।"

"ভদ্দালি! তোমার স্মরণ আছে কি?"

"না, ভন্তে!"

"ভদ্দালি! এই বিস্মৃতির কারণ কি বিশ্বাস কর?"

"ভন্তে! দীর্ঘকাল আমি শাস্তার শাসনে শিক্ষার পূর্ণকারী ছিলাম না।"

"ভদ্দালি! শুধু ইহাই হেতু, ইহাই একমাত্র প্রত্যয় নহে। অথচ ভদ্দালি! দীর্ঘকাল হইতে আমি চিত্তদ্বারা তোমার চিত্তভাব বিচার করিয়া অবগত হইয়াছি।এই মোঘপুরুষ আমার ধর্মোপদেশের সময় স্থিরভাবে মনোনিবেশ করিয়া, সর্বচিত্ত একাগ্র করিয়া অভহিতশ্রোত্রে ধর্ম শ্রবণ করে না। তথাপি ভদ্দালি! তোমাকে আমি আজানীয় তরুণাশ্ব-উপম ধর্মপর্যায় উপদেশ করিব। তাহা শুন, উত্তমরূপে মনে রাখ, বর্ণনা করিব।"

"হাঁ, ভন্তে!" আয়ুষ্মান ভদ্দালি ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

১৪৭। ভগবান ইহা বলিলেন, "যেমন ভদ্দালি! দক্ষ অশ্বচালক ভদ্র

---

[১]। যাহা হইতে পরনিন্দা, অনুশোচনা, বধ-বন্ধন প্রভৃতি ঐহিক ও অপায় দুঃখাদি পারত্রিক অন্যায় আচার স্থিত, স্রাবিত বা প্রবর্তিত হয়। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আজানীয়াশ্ব লাভ করিয়া (১) প্রথমেই মুখাধানে (বগ্গা বন্ধানাদি) কারণ শিক্ষা দেয়। প্রথমতঃ তাহার মুখাধানে শিক্ষা দিবার জন্য অকৃতপূর্ব সেই কারণ করিবার সময়]উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, উল্লম্ফনাদি উপদ্রব করিয়া থাকে; নিরন্তর ও ক্রমান্তয়ে শিক্ষার ফলে সেই বিষয়ে সে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। (২) ভদ্দালি! নিরন্তর ও ক্রমশঃ শিক্ষাদ্বারা সেই ভদ্র আজানীয়াশ্ব সেই স্থানে যখন উপশান্ত, হয়, তখন অশ্বচালক তৎপরবর্তী যুগাধানে (যুগধারণে) শিক্ষা দেয়। অকৃতপূর্ব শিক্ষা প্রথম শিখিবার সময় ...। (৩) ... যখন উহা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় তখন অশ্বচালক তৎপরবর্তী শিক্ষা হিসাবে ক্রমান্তয়ে মণ্ডল[১] (৪) খুরকাস[২] (৫) ধাবন[৩] (৬) রবত্থ[৪] (৭) রাজগুণ[৫] (৮) রাজবংশ[৬] (৯) উত্তম জব[৭] (গতি), উত্তম হয় (অশ্ব) উত্তম সাখল্য[৮] শিক্ষা দেয়। শিক্ষা করিবার সময় ... তথায় শান্ত, ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। তাহাকে অশ্বচালক তৎপরবর্তী (১০) বর্ণিয় ও বলিয় গতিতে প্রবেশ করায়। ভদ্দালি! এই দশবিধ অঙ্গসমন্বিত ভদ্র অশ্বাজানীয় রাজার যোগ্য ও রাজভোগ্য হয়। উহাকে রাজার অঙ্গই বলা যায়। সেইরূপ ভদ্দালি! দশবিধ গুণ সমন্বিত ভিক্ষু আহ্বানীয়, পাহুনীয় (প্রাহ্বানীয়), দাক্ষিণেয়্য, অঞ্জলিকরণীয় এবং লোকের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র নামে অভিহিত। সেই দশগুণ কী কী? ভদ্দালি! এখানে ভিক্ষু অশৈক্ষ্য (শিক্ষা সমাপ্ত) সম্যকদৃষ্টি দ্বারা যুক্ত হয়, অশৈক্ষ্য সম্যকসঙ্কল্প, সম্যবাক্য, সম্যককর্ম, সম্যকজীবিকা, সম্যকব্যায়াম (চেষ্টা), সম্যকস্মৃতি, সম্যকসমাধি, সম্যকজ্ঞান ও সম্যকবিমুক্তি সমন্বিত হয়। ভদ্দালি! এই দশবিধ গুণযুক্ত ভিক্ষু ... জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র হয়।"

ভগবান ইহা বলিলেন। আয়ুষ্মান ভদ্দালি ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

ভদ্দালি সূত্র সমাপ্ত।

১। ঘুড়ান।

২। নিঃশব্দ গতি।

৩। দ্রুত কদমে চলা।

৪। ঘোড়ার ডাক শিক্ষা।

৫। এক গতি বিশিষ্ট (রাজার যেমন এক কথা, ঘোড়ারও তেমন এক গতি)।

৬। প্রাধান্য (উত্তম)।

৭। প্রভাবশীল (শক্তিশালী)।

৮। মৃদুবাক্য। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬৬। লকুটিকোপম সূত্র (২।২।৬)

১৪৮। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান অঙ্গুত্তরাপ[১] দেশে আপণ নামক অঙ্গুত্তরাপবাসীদের নিগমে বাস করিতেছেন। তখন ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে নিবাসন পরিধান করিয়া পাত্র-চীবর লইয়া আপণে পিণ্ডাচরণে প্রবেশ করিলেন। আপণে পিণ্ডাচরণ (ভিক্ষা) করিয়া ভোজনের পর পিণ্ডপাত (ভিক্ষাচর্যা) হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় দিবা বিহারের নিমিত্ত অন্যতর গহন বনে উপনীত হইলেন, সেই গহন বনে প্রবিষ্ট হইয়া এক বৃক্ষমূলে দিবা বিহারার্থ বসিলেন।

আয়ুষ্মান উদায়ি[২]ও পূর্বাহ্ন সময় নিবাসন পরিধান করিয়া পাত্র-চীবর লইয়া আপণে পিণ্ডাচরণে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় পিণ্ডাচরণ করিয়া ভোজনের পর প্রত্যাবর্তনের সময় যেখানে সেই বন গহন তথায় উপস্থিত হইলেন দিবা বিহারের জন্য। সেই বন গহনে যাইয়া এক বৃক্ষমূলে দিবা বিহারের জন্য বসিলেন। তখন নিভৃতে ধ্যাননিমগ্ন আয়ুষ্মান উদায়ির এইরূপ চিত্তবিতর্ক উৎপন্ন হইলÍ"অহো! ভগবান আমাদের বহু দুঃখের অপহারক। অহো! ভগবান আমাদের বহু সুখধর্মের উপহারক। অহো! ভগবান আমাদের বহু অকুশলের অপহারক। অহো! ভগবান আমাদের বহু কুশলের উপহারক।"

১৪৯। তখন আয়ুষ্মান উদায়ি সায়ংকালীন ফলসমাপত্তি ধ্যান হইতে উঠিয়া যেখানে ভগবান আছেন সেখানে গেলেন, গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে, বসিলেন। একান্তে, উপবিষ্ট আয়ুষ্মান উদায়ি ভগবানকে ইহা বলিলেন :

"ভন্তে! আজ নির্জনে ধ্যানাবস্থায় আমার চিত্তে এই পরিবিতর্ক উৎপন্ন হইয়াছেÍ'অহো! ভগবান আমাদের ... উপহারক।' ভন্তে! পূর্বে আমরা সন্ধ্যা, সকাল, দ্বিপ্রহর ও বিকালে ভোজন করিতাম। সেই সময় ভগবান যখন ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, 'ভিক্ষুগণ! তোমরা দ্বিপ্রহরের পর বিকাল ভোজন ত্যাগ কর।' ভন্তে! সেই সময় আমার চিত্তে অন্যথাভাব ও দৌর্মনস্য সঞ্চার হইয়াছিল। যে সময় শ্রদ্ধাবান গৃহপতিরা মধ্যাহ্নের পর বিকালে যে উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য দিতেছেন, উহাও ভগবান আমাদিগকে ত্যাগ করিতে বলিলেন, উহাও সুগত আমাদিগকে ছাড়িতে বলিলেন। ভন্তে! তখন আমরা শুধু ভগবানের প্রতি প্রেম, গৌরব, লজ্জা ও সঙ্কোচ বশতঃ দ্বিপ্রহরের পর এইরূপ বিকাল ভোজন ত্যাগ করিয়াছিলাম। ভন্তে! তখন আমরা সন্ধ্যা ও প্রাতে ভোজন করিতাম। অতঃপর এমন সময় আসিল ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন,'ভিক্ষুগণ!

[১]। বর্তমান ভাগলপুর-মুঙ্গের জিলার গঙ্গার উত্তরাংশ।

[২]। মহাউদায়ি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তোমরা এখন রাত্রের বিকাল ভোজন ত্যাগ কর।' ভন্তে! আমার চিত্তে অন্যথাভাব হইল, দৌর্মনস্য জন্মিল। এই দ্বিবিধ ভাতের মধ্যে যাহা উৎকৃষ্টতর সজ্জিত ভগবান আমাদিগকে তাহাও ত্যাগ করিতে বলিতেছেন, সুগত তাহারও প্রহাণ বলিতেছেন। পূর্বে (একবার) ভন্তে! কেহ দিবায় সূপযোগ্য বস্তু লাভ করিয়া বলিতেন, 'এখন ইহা রাখিয়া দাও, সন্ধ্যাবেলায় আমরা সকলে সমবেত ভাবে ভোগ করিব।' ভন্তে! যাহা কিছু উত্তম রান্না সংখতিয় তাহা রাত্রিতেই অধিক হয়, দিনে স্বল্পমাত্র। সুতরাং তখন আমরা ভগবানের প্রতি শুধু প্রেম, গৌরব, লজ্জা ও সঙ্কোচ বশতঃ এইরূপ রাত্রির বিকাল ভোজন (অনিচ্ছায়) ছাড়িয়াছিলাম।"

"ভন্তে! পূর্বে ভিক্ষুগণ রাত্রির ঘনান্ধকারে ভিক্ষাচরণ করিতেন, (সেই সময় তাঁহারা) চন্দনিকায়[১] প্রবেশ করিতেন, গর্তে[২] (ওলিগল্ল) পতিত হইতেন, কণ্টকাবর্তে উঠিতেন, সুপ্ত গাভীর উপর আরোহণ করিতেন, কৃতকর্মা (স্বীয় কর্ম যাঁরা করিয়াছেন) ও অকৃতকর্মা চোরের সহিতও তাঁহাদের সম্মিলন ঘটিত, ভ্রষ্টা মাতৃগ্রাম (স্ত্রীজাতি) তাহাদিগকে অসদাচরণের জন্য আহ্বান করিত। পূর্বে এক সময় ভন্তে! রাত্রির ঘনান্ধকারে ভিক্ষাচরণ করিতেছিলাম, এক স্ত্রীলোক ভাজন ধুইবার সময় বিদ্যুতালোকে আমাকে দেখিতে পাইল। আমাকে দেখিয়া সে ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলIআমার সর্বনাশ! নিশ্চয় পিশাচ!! আমাকে (অব্ভূন্মে পিসাচো বত মং) খাইতে আসিল!!! এইরূপ বলিলে আমি ভন্তে! সে স্ত্রীকে বলিলাম, 'ভগিনী! আমি পিশাচ নহি, ভিক্ষার জন্য ভিক্ষু দাঁড়াইয়াছি।' তখন সে বলিল, ভিক্ষুর মা মরে, ভিক্ষুর বাপ মরে (আমাদের কি?), ভিক্ষু! বরং তোমার পক্ষে গোহত্যার তীক্ষ্ণ ছুরিদ্বারা নিজের পেট কাটাই ভাল, তথাপি রাত্রির ঘনান্ধকারে পেটের দায়ে ভিক্ষা করা উচিত নহে।' ভন্তে! সে কথা স্মরণ করিতেই আমার মনে হয়I'অহো! ভগবান আমাদের বহু অকুশল ও বহু দুঃখ-ঝঞ্জাটের অপসারণ করিয়াছেন। অহো! ভগবান আমাদের বহুবিধ কুশলের ও সুখ-শান্তির বিধান করিয়াছেন'।"

১৫০। "এইরূপই, উদায়ি! এখানে কোন কোন মোঘপুরুষেরা আমাকর্তৃক 'ইহা পরিত্যাগ কর' কথিত হইলে তাহারা বলে, 'এ কি? এ সামান্য বিষয়ে, এক তুচ্ছ বিষয়ে এই শ্রমণ অত্যুৎসাহ দেখাইতেছেন? তাহারা ইহাও ত্যাগ করে না। অধিকন্তু আমার প্রতি অসন্তোষ উৎপন্ন করে। কিন্তু উদায়ি! যাহারা শিক্ষাকামী তাহাদের পক্ষে উহা (প্রহীতব্য বিষয়) শক্তবন্ধন, দৃঢ়বন্ধন, স্থিরবন্ধন, অপূতিবন্ধন, স্থূল কলিঙ্গর (পশুর গলায় বাঁধিবার কাষ্ঠখণ্ড) বিশেষ। যেমন

---

[১]। রাস্তার পার্শ্বে ক্ষুদ্র নালাবিশেষ।

[২]। গ্রামের পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্তবিশেষ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উদায়ি! পূতিলতার বন্ধনে আবদ্ধ লাটুকিকা (পক্ষীবিশেষ) পক্ষী, তাহাতেই বধ, বন্ধন বা মরণ প্রাপ্ত হয়। উদায়ি! যে ব্যক্তি এরূপ বলে, 'যে পূতিলতা বন্ধনে আবদ্ধ লাটুকিকা পক্ষী তাহাতেই বধ, বন্ধন ও মৃত্যুবরণ করে, তার পক্ষে উহা অবল-বন্ধন, দুর্বল-বন্ধন, পূতি-বন্ধন, অসার-বন্ধনমাত্র।' কেমন উদায়ি! এরূপ বলিলে সে ঠিক বলিতেছে কি?"

"ঠিক নহে, ভন্তে! যে পূতিলতার বন্ধনে আবদ্ধ লটুকিকা তাহাতেই বধ, বন্ধন ও মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে; তার পক্ষে উহা দুচ্ছেদ্য, শক্ত বন্ধন ... স্থূল কলিঙ্গর সদৃশ।"

"এইরূপই উদায়ি! কোন কোন মোঘপুরুষেরা আমাকর্তৃক 'ইহা পরিত্যাগ কর' কথিত হইলে ... স্থূল সদৃশ।"

১৫১। "উদায়ি! কোন কোন কুলপুত্র 'ইহা ত্যাগ কর' আমাকর্তৃক উক্ত হইলে তাহারা এরূপ বলেIএই সামান্য, তুচ্ছ, ত্যাজ্য বিষয়ের কি কথা যাহা ছাড়িবার জন্য ভগবান বলিলেন, যাহার ত্যাগের জন্য ভগবান বলিলেন?' তাহারা উহাও ত্যাগ করে এবং আমার প্রতি অসন্তোষ পোষণ করে না। যে সকল ভিক্ষু শিক্ষাকামী তাহারা উহা ত্যাগ করিয়া নিরুদ্বেগে পতিত লোমে (নিরাশঙ্ক চিত্তে) পরদবৃত্তি মৃগের সমান (প্রত্যাশাহীন) চিত্তে বসবাস করে। উদায়ি! তাহাদের জন্য উহা অবল-বন্ধন, ... অসার-বন্ধন।"

"যেমন উদায়ি! ঈশাদন্ত, মহাদেহ, সংগ্রামাবচর, দৃঢ় রজ্জু বন্ধনে আবদ্ধ উত্তম জাতের রাজকীয় হস্তী সামান্য মাত্র শরীর সঞ্চালন করিয়া সেই বন্ধন সমূহ ছিন্ন করে, পদদলিত করে এবং যথেচ্ছা গমন করে। উদায়ি! যে ব্যক্তি এরূপ বলেIঈশাদন্ত, ... হস্তী সামান্য মাত্র শরীর সঞ্চালন দ্বারা সেই বন্ধন ছিন্ন করিয়া ইচ্ছামত চলিয়া যায়। উহা শক্তবন্ধন ... স্থূল কলিঙ্গর।' এইরূপ বলিলে উদায়ি! তাহা সে ঠিক বলিতেছে কি?"

"নহে, ভন্তে! রাজকীয় হস্তী সামান্য মাত্র শরীর সঞ্চালন দ্বারা যে বন্ধন ছিন্ন করিয়া চলিয়া যায় ... তাহার পক্ষে উহা অবল-বন্ধন ... অসার-বন্ধন।"

১৫২। "যেমন উদায়ি! কোন দরিদ্র, নিঃস্ব, অনাঢ্য পুরুষ, তাহার এক জীর্ণ-শীর্ণ, কাক প্রবেশক্ষম, ছিদ্রযুক্ত, ক্ষুদ্র, পর্ণকুটির আছে; এক উঁচু-নীচু বিশ্রী মঞ্চ আছে, এক কলসীতে ধান্যবৎ নিকৃষ্ট বীজ আছে এবং এক বীভৎস ভার্যা আছে। সে সংঘারামে হস্ত-পদ ধৌত ও মনোজ্ঞ ভোজন গ্রহণের পর শীতল ছায়ায় উপবিষ্ট ধ্যান নিরত ভিক্ষুকে দেখিতে পাইল। তখন তাহার মনে সঙ্কল্প হইলI'অহো! শ্রামণ্যই সুখময়, অহো! শ্রমণভাবই আরোগ্য কর। অহো! কখন আমিও কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধান পূর্বক আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারিব?' সে তাহার সেই জীর্ণকুটির, ভগ্নমঞ্চ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সামান্য সঞ্চয় ও কুৎসিত ভার্যা ত্যাগ করিয়া আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণে সমর্থ হইল না। উদায়ি! যদি কেহ বলেÍ'যে বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সে প্রব্রজিত হইতে অক্ষম হইল, উহা তাহার পক্ষে অবল-বন্ধন ... অসার-বন্ধন মাত্র।' এইরূপ বলিলে সে কি উহা ঠিক কথাই বলিল?"

"নহে, ভন্তে! যেই বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সে সেই জীর্ণকুটির ... কুৎসীত ভার্যা ত্যাগ করিয়া ... প্রব্রজিত হইতে অসমর্থ হইল, উহা তাহার পক্ষে শক্তবন্ধন ... স্থূল কলিঙ্গর।"

"সেইরূপই উদায়ি! কোন কোন মোঘপুরুষ 'ইহা ছাড়' বলিলে বিরক্ত হয় ... অথচ ইহা তাহার পক্ষে দৃঢ়বন্ধন ... স্থূল কলিঙ্গর স্বরূপ।"

১৫৩। "যেমন উদায়ি! আঢ্য, ধনবান, মহাভোগশালী কোন গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্রের বহুসংখ্যক স্বর্ণ-নিষ্কের (মুদ্রার) সঞ্চয় আছে, অনেক সংখ্যক ধান্যশকট, অনেক সংখ্যক ক্ষেত্র, অনেক সংখ্যক দ্রব্য, অনেক সংখ্যক ভার্যা, দাস ও দাসীর সঞ্চয় আছে। সে একদিন সংঘারামে ভিক্ষুকে দেখিতে পাইল যে মনোজ্ঞ ভোজন আহার করিয়া সুধৌত হস্ত-পদে সুশীতল ছায়ায় উপবিষ্ট অবস্থায় ধ্যানে নিরত আছেন। তখন তাহার মনে হইলÍ'অহো! শ্রামণ্যই সুখময়, অহো! শ্রামণ্যই আরোগ্য কর, ... কখন আমি আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারি!' অতঃপর সে বহুসংখ্যক স্বর্ণ মুদ্রার সঞ্চয় ... দাস ও দাসীর সঞ্চয় ত্যাগ করিয়া কেশ-শ্মশ্রু ... প্রব্রজ্যা করিতে সক্ষম হইল। উদায়ি! তখন যদি কেহ বলেÍ'যে বন্ধনে সে আবদ্ধ ... আপনার সেই ধনরাশি ও দাস-দাসী সমূহ ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইতে সমর্থ হইল, উহা তাহার শক্তবন্ধন ... স্থূল কলিঙ্গর।' এইরূপ বলিলে সে কি উদায়ি! ঠিক বলিবে?"

"না, ভন্তে! সেই গৃহপতি ... যে বন্ধনে আবদ্ধ ... আপনার দাস-দাসীর সঞ্চয় ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইতে সমর্থ হইল, উহা তাহার পক্ষে অবল-বন্ধন ... অসার-বন্ধন বিশেষ।"

১৫৪। "উদায়ি! জগতে চারি প্রকার পুরুষ-পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চারি পুদ্গল কী কী?Í(১) এখানে উদায়ি! কোন পুদ্গল উপধি[১] প্রহাণের নিমিত্ত, উপধি পরিবর্জনের নিমিত্ত প্রতিপন্ন (উদ্যোগী) হয়। উপধি প্রহাণার্থ ও উপধি পরিবর্জনার্থ প্রতিপন্নকে যদি উপধি (সংযুক্ত) সঙ্কল্প (বিতর্ক) রাশি[২] বশীভূত করে, উহাদিগকে সে স্বীকার করেÍত্যাগ করে না, অপসারণ করে না, অন্ত, করে না, সমুচ্ছেদ করে না; তবে উদায়ি! আমি বলিব এ ব্যক্তি ক্লেশসংযুক্ত–বিসংযুক্ত

---

[১]। উপধিÍস্কন্ধ, কলুষ, অভিসংস্কার বা কর্ম্ম ও কামগুণ চতুর্বিধ উপধি। (প. সূ.)

[২]। কাম-বিতর্ক, ব্যাপাদ-বিতর্ক, বিহিংসা-বিতর্ক।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নহে। ইহার কারণ কি? উদায়ি! এ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়[১]-নানাত্বই কারণ, ইহা আমার সুবিদিত। (২) এখানে উদায়ি! কোন ব্যক্তি উপধি গ্রহণের নিমিত্ত ... প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু তাহাকে উপধি সংযুক্ত সঙ্কল্প বশীভূত করে। সে উহাদিগকে স্বীকার করে না।ত্যাগ করে, অপসারণ করে, বিনাশ করে, সমুচ্ছেদ করে। উদায়ি! এই ব্যক্তিকেও আমি ... ইহার কারণ কি? এই ব্যক্তির মধ্যে ইন্দ্রিয়ের নানাত্ব আছে, ইহা আমার সুবিদিত। (৩) উদায়ি! এখানে ... স্মৃতি সম্মোহ (বিভ্রম) বশতঃ ক্কচিৎ-কদাচিৎ উপধি অনুগামী সঙ্কল্প তাহাকে বশীভূত করে, ঐ বিষয়ে স্মৃতি ধীরে উৎপন্ন হয়; কিন্তু উহাকে শীঘ্র শীঘ্র ত্যাগ করে, অপসারণ করে, বিনাশ ...। যেমন উদায়ি! কোন ব্যক্তি দিনের তাপে ... নিক্ষেপ করে। উদায়ি! জলবিন্দুর পতন ধীরে ধীরে হয়, অথচ তাহা সত্বর পরিক্ষয় হয়।নিঃশেষে শুকাইয়া যায়। সেইরূপই উদায়ি! এখানে কেহ ক্বচিৎ কদাচিৎ স্মৃতিভ্রম বশতঃ উপধি অনুগামী সঙ্কল্পের বশীভূত হয়, ... উদায়ি! আমি এই পুদ্গলকে সংযুক্ত বলি।বিসংযুক্ত নহে। ... ইহা আমার বিদিত। (৪) উদায়ি! এখানে কোন কোন পুদ্গল উপধি (পঞ্চস্কন্ধ) দুঃখের মূল, ইহা বিদিত হইয়া, উপধি সংক্ষয়ে (নির্বাণে) বিমুক্ত নিরুপধি (ক্লেশ) বিহীনও হয়। উদায়ি! কেবল এই ব্যক্তিকেই আমি বিসংযুক্ত বলি।সংযুক্ত নহে। তাহার কারণ কি? উদায়ি! তাঁহার ইন্দ্রিয়ের বিভিন্নত্ব আছে, ইহা আমার সুবিদিত।"

১৫৫। "উদায়ি! এই পঞ্চবিধ কামগুণ। কোন পঞ্চবিধ? চক্ষুবিজ্ঞেয় ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়জাতি কামসংযুক্ত রঞ্জনীয়[২] রূপ (দৃশ্য); শ্রোতবিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস ও কায়বিজ্ঞেয় স্পৃষ্টব্য। উদায়ি! এই পঞ্চবিধ কামগুণ (বন্ধন)। উদায়ি! এই পঞ্চ কামগুণের দরুণ যে সুখ সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, ইহাকেই কামসুখ অশুচি (মীঢ়) সুখ, প্রাকৃতজন সেবিত সুখ, অনার্যসুখ বলা হয়। ইহা অসেবনীয়, অভাবনীয় ও বৃদ্ধির অযোগ্য কথিত হয়, এই সুখকে ভয় করা উচিত বলিতেছি।"

১৫৬। উদায়ি! এ ক্ষেত্রে ভিক্ষু কাম হইতে পৃথক হইয়া ... প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বাস করে। দ্বিতীয় ধ্যান ...। তৃতীয় ধ্যান ...। চতুর্থ ধ্যান[৩] লাভ করিয়া বাস করে। ইহাই নৈষ্কাম্যসুখ, প্রবিবেকসুখ, (রাগাদি) উপশমজনিত সুখ, সম্বোধি (লোকোত্তর মার্গ) সুখ নামে কথিত হয়, ইহা সেবনীয়, ভাবনীয় ও বহুল

---

[১]। বিমুক্তি পরিপাচক ইন্দ্রিয় সমূহের তারতম্য হেতু পুদ্গল বিভিন্ন হয়। (টী.)

[২]। ইষ্ট অন্বেষণীয়, কান্ত-কমনীয়, মনাপ-মনবর্ধক, প্রিয়জাতি কাম উপকরণ আরম্মণ করিয়া উৎপদ্যমান কামসংযুক্ত।

[৩]। পূর্ব সূত্র দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করণীয়। এই সুখ লাভে ভয় না করা উচিত বলিতেছি।"

"এখানে উদায়ি! ভিক্ষু কাম হইতে পৃথক হইয়া ... প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করে। উদায়ি! ইহাকেও আমি চঞ্চল বলিতেছি। এখানে চাঞ্চল্যের বিষয় কি? তথায় (প্রথম ধ্যানে) যে বিতর্ক-বিচার অনিরুদ্ধ রহিয়াছে, ইহাই তাহাতে চাঞ্চল্যের কারণ। উদায়ি! ভিক্ষু এখানে ... দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করে। উদায়ি! ইহাও আমি চাঞ্চল্যের বিষয় বলিতেছি। তথায় চাঞ্চল্যের বিষয় কি? তথায় যে প্রীতি-সুখ অনিরুদ্ধ রহিয়াছে, ইহাই চাঞ্চল্যের বিষয়। উদায়ি! এখানে ভিক্ষু প্রীতির প্রতিও বিরাগ হেতু ... তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বাস করে। ইহাও আমি চাঞ্চল্যের বিষয় বলিতেছি। তথায় চাঞ্চল্যের বিষয় কি? তাহাতে যে উপেক্ষা-সুখ অনিরুদ্ধ রহিয়াছে, ইহাই তথায় চাঞ্চল্যের বিষয়। উদায়ি! এখানে সুখ-দুঃখের প্রহীণ হেতু ... চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করে। উদায়ি! ইহাকেই আমি চাঞ্চল্যহীন বলিতেছি।"

"এখানে উদায়ি! ভিক্ষু প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বাস করে। ইহাকে উদায়ি! আমি অপর্যাপ্ত (অননং) মনে করিতে বলি[১], ত্যাগ কর বলি, অতিক্রম কর বলি। উহার সমতিক্রম কি? এখানে উদায়ি! ভিক্ষু দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বাস করে, ইহাই তাহার সমতিক্রম। কিন্তু উদায়ি! ইহাকেও আমি অপর্যাপ্ত বলি, ত্যাগ কর বলি, সমতিক্রম করিয়া যাও বলি। ...পূ ... তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বাস করে। ইহা দ্বিতীয় ধ্যানের সমতিক্রম। ইহাকেও আমি অতিক্রম করিয়া যাও বলি। ইহার সমতিক্রম কি? ... চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে। ইহাই তৃতীয় ধ্যানের সমতিক্রম। ইহাকেও ...। ... আকাশানন্তায়তন ... বিজ্ঞানানন্তায়তন ...। ... আকিঞ্চনায়তন ...। ... নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করে। ইহা উহার সমতিক্রম। উদায়ি! ইহাকেও আমি অপর্যাপ্ত বলিতেছি। ইহার সমতিক্রম কি? এখানে উদায়ি! ভিক্ষু নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তনকে সর্বথা অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞা-বেদয়িত নিরোধকে উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহাই উহার সমতিক্রম। এই প্রকারে, উদায়ি! আমি নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তনেরও প্রহাণ বলিতেছি। উদায়ি! সূক্ষ্ম-স্থূল এমন কোন সংযোজন (বন্ধন) তুমি দেখিতেছ কি আমি যাহার প্রহাণ বলি নাই?" "না, ভন্তে!"

ভগবান ইহা বলিলেন। সন্তুষ্টচিত্তে আয়ুষ্মান উদায়ি ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

লকুটিকোপম সূত্র সমাপ্ত।

---

[১]। যাহা লাভ হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট মনে করিয়া উৎসাহ শিথিল না করিতে বলি। (টীকা)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬৭। চাতুম সূত্র (২।২।৭)

১৫৭। আমি এইরূপ শুনিয়াছি—

এক সময় ভগবান চাতুমায় আমলকী বনে বিহার করিতেছেন। এই সময় ভগবানকে দর্শনার্থ সারিপুত্র, মোগ্গলায়ন প্রমুখ পঞ্চশত ভিক্ষু চাতুমায় উপস্থিত হইলেন। তখন সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণ আবাসিক ভিক্ষুদের সহিত সম্মোদন (কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা) করিতে, শয্যাসন স্থাপন করিতে, পাত্র-চীবর সামলাইতে উচ্চশব্দ মহাশব্দ করিলেন। সেই সময় ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে ডাকিলেন, "ইহারা কে আনন্দ! মৎস্য বিলোপস্থানে কৈবর্তদের ন্যায় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করিতেছে?"

"ভন্তে! সারিপুত্র ও মোগ্গলায়ন প্রমুখ পঞ্চশত ভিক্ষু চাতুমায় উপস্থিত হইয়াছের ভগবানকে দর্শন মানসে। সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণ আবাসিক ভিক্ষুদের সহিত...পূ...মহাশব্দ করিতেছেন।"

"তাহা হইলে আনন্দ! আমার কথায় তাহাদিগকে আহ্বান কর।‘শাস্তা আয়ুষ্মানগণকে ডাকিতেছেন’।"

"হাঁ, ভন্তে!" (বলিয়া) আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিয়া ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হইলেন, তথায় গিয়া সেই ভিক্ষুগণকে বলিলেন,‘শাস্তা আয়ুষ্মানদিগকে ডাকিতেছেন’।

"হাঁ, আবুস (বন্ধু)!" (বলিয়া) সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান আনন্দকে উত্তর দিয়া যেখানে ভগবান তথায় গেলেন। তথায় গিয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে, বসিলেন। একান্তে, উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুদিগকে ভগবান বলিলেন,"ভিক্ষুগণ! মৎস্য শিকারে কৈবর্তের ন্যায় কেন তোমরা উচ্চশব্দ মহাশব্দ করিতেছ?"

"ভন্তে! এখানে সারিপুত্র, মোগ্গলায়ন প্রমুখ পঞ্চশত ভিক্ষু ... পাত্র-চীবর সামলাইতে উচ্চশব্দ, মহাশব্দ করিতেছে।"

"যাও, ভিক্ষুগণ! তোমাদিগকে (প্রণামণ) বহিষ্কার করিতেছি, আমার নিকট তোমরা থাকিও না।"

"হা, ভন্তে!" ভগবানকে উত্তর দিয়া, আসন হইতে উঠিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া, শয্যাসন সামলাইয়া, পাত্র-চীবর লইয়া ভিক্ষুরা প্রস্থান করিলেন।"

১৫৮। সেই সময় চাতুমায় শাক্যগণ কোন কার্যোপলক্ষে সংস্থাগারে (প্রজাতন্ত্র ভবনে) সম্মিলিত ছিলেন। চাতুমার শাক্যগণ দূর হইতে সেই ভিক্ষুগণকে আসিতে দেখিলেন, দেখিয়া যেখানে সে ভিক্ষুগণ ছিলেন ... সেখানে গিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আয়ুষ্মানগণ! আপনারা (এই মাত্র আসিয়া) কোথায় যাইতেছেন।?"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"বন্ধুগণ! ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুসংঘ বহিষ্কৃত হইয়াছে।"

"তাহা হইলে ভদন্তগণ! মূহুর্তকাল (এখানে) বসুন, নিশ্চয় আমরা ভগবানকে প্রসন্ন (সম্মত) করিতে পারিব।"

"উত্তম! বন্ধুগণ!" (বলিয়া) সেই ভিক্ষুগণ চাতুমার শাক্যদিগকে উত্তর দিলেন।

তখন চাতুমাবাসী শাক্যগণ যেখানে ভগবান আছেন সেখানে উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন পূর্ব্বক বসিলেন এবং ভগবানকে ইহা নিবেদন করিলেন,–

"ভন্তে, ভগবন! ভিক্ষুসংঘকে অভিনন্দন করুন, ভন্তে, ভগবন! ভিক্ষুসংঘকে আসিতে আদেশ করুন। ভন্তে! পূর্বে যেমন ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুসংঘ অনুগৃহীত হইত, সেভাবে এখনও ভগবান ভিক্ষুসংঘকে অনুগ্রহ করুন। ভন্তে! তথায় (ভিক্ষুসংঘে) এই ধর্মবিনয়ে অধুনাগত অচির প্রব্রজিত নব ভিক্ষুরা আছেন, ভগবানের দর্শন লাভ করিতে না পারিলে তাঁহাদের মনে অন্যথাভাব হইতে পারে, বিপরিবর্তন আসিতে পারে। যেমন, ভন্তে! জলাভাবে তরুণ বীজের (অঙ্কুরের) অন্যথাভাব হয়, বিপরিণাম ঘটে; সেই প্রকার ... ভগবানের দর্শন না পাইলে তাঁহাদের মনে অন্যথাভাব ও বিপরীতভাব আসিতে পারে। যেমন ভন্তে! মাতাকে না দেখিলে দুগ্ধপায়ী শিশু বৎসদের অন্যথাভাব ও বিপরীতভাব হয়, সে প্রকার ভন্তে! ...। ভন্তে, ভগবন! ভিক্ষুসংঘকে অভিনন্দন (আগমন অনুমোদন) করুন, ভন্তে, ভগবন! ভিক্ষুসংঘকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ করুন ...।"

১৫৯। অতঃপর ব্রহ্মা সহম্পতি (মহাব্রহ্মাণ্ডের স্বামী) স্বীয় চিত্তে ভগবানের চিত্তবিতর্ক জ্ঞাত হইয়া, যেমন বলবান পুরুষ সঙ্কোচিত বাহু (সহসা) প্রসারণ করে ও প্রসারিত বাহু সঙ্কোচন করে, এইরূপেই ব্রহ্মালোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া (সহসা) ভগবানের সম্মুখে প্রকট হইলেন। তখন সহম্পতি ব্রহ্মা উত্তরাসঙ্গ (উত্তরীয় বস্ত্র) একাংসে (স্কন্ধে) রাখিয়া ভগবানের প্রতি কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম পূর্বক ভগবানকে বলিলেন,"ভন্তে, ভগবন! ভিক্ষুসংঘকে অভিনন্দন করুন, আদেশ প্রদান করুন, ... ছোট অঙ্কুর ও শিশু বৎসদিগকে ... অনুগৃহীত করুন।"

১৬০। চাতুমাবাসী শাক্যগণ ও ব্রহ্মা সহম্পতি অঙ্কুর উপমায় ও শিশু উপমায় ভগবানকে প্রসন্ন করিতে সমর্থ হইলেন। তখন আয়ুষ্মান মহামোগ্গলায়ন ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন,"উঠুন, বন্ধুগণ! পাত্র-চীবর গ্রহণ করুন। চাতুমাবাসী শাক্যগণ ও সহম্পতি ব্রহ্মা বীজ ও শিশু উপমায় ভগবানকে প্রসন্ন করিয়াছেন।"

"হাঁ, বন্ধু!" (বলিয়া) আয়ুষ্মান মহামোগ্গলায়নকে প্রত্যুত্তর দিয়া সেই ভিক্ষুগণ আসন হইতে উঠিলেন এবং পাত্র-চীবর লইয়া যেখানে ভগবান সেখানে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পহুঁছিলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে, বসিলেন, একান্তে, উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে ভগবান বলিলেন,"সারিপুত্র! আমি ভিক্ষুসংঘকে বাহির করিয়া দিলে তোমার কি মনে হইয়াছিল?"

"ভন্তে! ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুসংঘ বহিষ্কৃত হইলে আমার মনে হইয়াছিল যে এখন উৎসুকহীন হইয়া ভগবান দৃষ্টধর্ম (ইহজন্মে) সুখবিহারে (ফল সমাপত্তি ধ্যানে) নিবিষ্ট হইয়া বাস করিবেন। আমরাও এখন দৃষ্টধর্ম সুখ-বিহারে নিবিষ্ট হইয়া বাস করিব।"

"থাম তুমি, সারিপুত্র! অপেক্ষা কর তুমি, সারিপুত্র! পুনরায় কখনও তোমার এরূপ চিত্তোৎপাদন করা উচিত নহে।"

তখন ভগবান আয়ুষ্মান মোগ্গলায়নকে আহ্বান করিলেন,"মোগ্গল্লায়ন! আমি ভিক্ষুসংঘকে বাহির করিয়া দিলে তোমার কি মনে হইয়াছিল?"

"ভন্তে! আমার এইরূপ মনে হইয়াছিল যে ভগবান ভিক্ষুসংঘকে বাহির করিয়া দিলেন, এখন ভগবান অনুৎসুকভাবে দৃষ্টধর্ম সুখবিহারে নিযুক্ত হইয়া অবস্থান করিবেন। এখন আমি ও সারিপুত্র ভিক্ষুসংঘের পরিচালন ভার গ্রহণ করিব।"

"সাধু, সাধু, মোগ্গলায়ন! ভিক্ষুসংঘকে আমি পরিচালনা করিতে পারি, অথবা সারিপুত্র কিংবা মোগ্গলায়ন পারে।"

১৬১। তখন ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন,"ভিক্ষুগণ! জলে অবতরণকারী ব্যক্তির চতুর্বিধ ভয়ের (ক্ষতির) সম্ভাবনা প্রত্যাশা করিতে হয়। কী কী চারি? (১) ঊর্মি (তরঙ্গ) ভয়, (২) কুম্ভীর ভয়, (৩) আবর্ত (ঘূর্ণিপাক) ভয় এবং (৪) শিশুমার (চণ্ডমৎস্য) ভয়। ...। এই প্রকার ভিক্ষুগণ! কোন কোন ভিক্ষু এই ধর্মবিনয়ে আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইবার সময় চতুর্বিধ ভয়ের সম্ভাবনা চিন্তা করা উচিৎ। কোন চারি? (১) ঊর্মিভয়, (২) কুম্ভীর ভয়, (৩) আবর্ত ভয়, (৪) শিশুমার ভয়।"

১৬২। "ভিক্ষুগণ! ঊর্মিভয় কি প্রকার? এখানে কোন কোন কুলপুত্রÍ'আমি জন্ম-জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস দ্বারা প্রপীড়িত, দুঃখে অবতীর্ণ, দুঃখে নিমজ্জিত; ভাল কথা, যদি এই নিরবশেষ দুঃখরাশির অন্তসাধন উদ্ভাবন করিতে পারি' (এই চিন্তা করিয়া) শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত হয়। তথা প্রব্রজিত অবস্থায় সব্রহ্মচারীগণ তাঁহাকে উপদেশ দেন, অনুশাসন করেনÍ'এভাবে তোমার অভিগমন করা উচিত, এভাবে প্রতিগমন করা উচিত, এভাবে আলোকন-বিলোকন করা উচিত, এভাবে তোমার (বাহু) সঙ্কোচন-প্রসারণ করা উচিত, এই প্রকারে তোমার সংঘাটি-পাত্র-চীবর ধারণ করা উচিত'। তাহার মনে এরূপ ধারণা হয়Í'আমরা পূর্বে গৃহী অবস্থায় থাকিতেও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অন্যকে উপদেশ দিয়াছি ও অনুশাসন করিয়াছি। ইহারা নাকি আমাদের পুত্র-পৌত্র সদৃশ অথচ আমাদিগকে উপদেশ ও অনুশাসন করিতে চায়।' সুতরাং সে ভিক্ষু শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করিয়া হীন (গৃহী) অবস্থায় ফিরিয়া যায়। ভিক্ষুগণ! ইহাকেই বলা হয় ঊর্মিভয়ে ভীত, শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করিয়া পুনঃ হীনাবস্থায় প্রাপ্ত। ভিক্ষুগণ! ঊর্মিভয় এখানে ক্রোধ-হতাশারই নামান্তর।"

১৬৩। "ভিক্ষুগণ! কুম্ভীরভয় কি? এখানে কোন কুলপুত্র ... শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত হয় ... তাহাকে সব্রহ্মচারীগণ উপদেশ দেন, অনুশাসন করেনÍ‘ইহা তোমার খাওয়া উচিত, ইহা না খাওয়া উচিত, ইহা তোমার ভোজন করা উচিত, ইহা তোমার ভোজন করা অনুচিত, ... আস্বাদন ... অনাস্বাদন ... পান করা ... পান না করা ... , তোমার কপ্পিয় (উপযুক্ত) খাওয়া উচিত, অকপ্পিয় না খাওয়া উচিত, যোগ্য (কপ্পিয়) ভোজন করা উচিত, 'অযোগ্য ভোজন না করা উচিত, যোগ্য আস্বাদন করা উচিত, অযোগ্য আস্বাদন না করা উচিত, যোগ্য পান করা উচিত, অযোগ্য পান না করা উচিত, তোমার কালে খাওয়া উচিত, বিকালে খাওয়া অনুচিত ... তোমার কালে পান করা উচিত, বিকালে পান করা অনুচিত।' তখন তাহার এধারণা হয়Í‘আমরা পূর্বে গৃহস্থ অবস্থায় যাহা ইচ্ছা করি তাহা খাইতাম, যাহা ইচ্ছা করি নাই তাহা খাইতাম না, ... যাহা ইচ্ছা করি তাহা পান করিতাম, যাহা ইচ্ছা না করি তাহা পান করিতাম না, যোগ্যও খাইতাম, অযোগ্যও খাইতাম ... যোগ্যও পান করিতাম, অযোগ্যও পান করিতাম, কালেও খাইতাম, বিকালেও খাইতাম, ... কালেও পান করিতাম, বিকালেও পান করিতাম। এখন শ্রদ্ধাবান গৃহপতিরা যে সকল উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দ্বিপ্রহরের পর বিকালে আমাদিগকে দিয়া থাকেন, তাহাতেও ইঁহারা মুখাবরণের ন্যায় করিতেছেন।' (এই চিন্তা করিয়া) সে শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান করে ...পূ ...। ভিক্ষুগণ! ইহাকে বলা হয় যে কুম্ভীরভয়ে ভীত হইয়া শিক্ষার প্রত্যাখ্যান পূর্বক হীনাশ্রমে ফিরিয়া গিয়াছে। ভিক্ষুগণ! কুম্ভীরভয় উদম্ভরিতারই নামান্তর।"

১৬৪। ভিক্ষুগণ! আবর্তভয় কি? এখানে কোন কুলপুত্র ... শ্রদ্ধায় আগার থেকে অনাগারিক প্রব্রজিত হয়। ... সে এইরূপে প্রব্রজিত অবস্থায় পূর্বাহ্ন সময়ে নিবাসন পরিহিত হইয়া পাত্র-চীবর লইয়া অসংযত কায়ে, অসংযত বাক্যে, অনুপস্থিত-কায়গত-স্মৃতি হইয়া অসংযত ইন্দ্রিয়ে পিণ্ডাচর্যায় (ভিক্ষার্থ) গ্রামে কিংবা নগরে প্রবেশ করে। সে তথায় গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্রকে পঞ্চবিধ কামগুণে (ভোগে) সমর্পিত, সমঙ্গীভূত (সংযুক্ত) হইয়া পরিচারিত হইতে দেখে। তাহার এই চিন্তা হয়Í‘আমরা পূর্বে গৃহী অবস্থায় পঞ্চ কামগুণ দ্বারা সমর্পিত, সমঙ্গীভূত হইয়া নিমগ্ন ছিলাম। আমার গৃহে ভোগও বিদ্যমান। সুতরাং ভোগ্য উপভোগ করিতে ও বহু পুণ্য করিতে সমর্থ হইব।' (এই চিন্তায়) সে শিক্ষা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রত্যাখ্যান করিয়া ... ফিরিয়া যায়। ভিক্ষুগণ! ইহাকে আবর্তভয়ে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান পূর্বক হীনাশ্রম প্রাপ্ত বলা হয়। ভিক্ষুগণ! আবর্তভয় এখানে পঞ্চ কামগুণের নামান্তর।"

১৬৫। "ভিক্ষুগণ! শিশুমার ভয় কি? এখানে কোন কুলপুত্র ... শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত হয় ... এইরূপে প্রব্রজিত অবস্থায় সে পূর্বাহ্নে ... গ্রামে কিংবা নগরে প্রবেশ করে। সে তথায় দুরাচ্ছাদিত, দুষ্পরিহিত কোন রমনীকে দেখে। দুরাচ্ছাদিত ও দুষ্পরিহিত রমণীকুল দেখিয়া তাহার চিত্ত কামরাগে প্রপীড়িত হয়, সে রাগবিধ্বস্, চিত্তের প্রেরণায় শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহাকেই বলা হয় শুশুকের ভয়ে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান পূর্বক হীনাবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত। ভিক্ষুগণ! শুশুকভয় এখানে নারীজাতিরই নামান্তর।"

"ভিক্ষুগণ! এই ধর্মবিনয়ে আগার হইতে অনাগারিক রূপে প্রব্রজিত কোন কোন কুলপুত্রের এই চতুর্বিধ ভয়ের সম্ভাবনা বিদ্যমান, তাহা অপ্রত্যাশিত নহে।"

ভগবান ইহা বলিলেন। সেই ভিক্ষুগণ সন্তুষ্টচিত্তে ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

চাতুম সূত্র সমাপ্ত।

৬৮। নলকপান সূত্র (২।২।৮)

১৬৬। আমি এইরূপ শুনিয়াছিI

এক সময় ভগবান কোশল প্রদেশে, নলকপানের পলাশবনে বাস করিতেছেন। সেই সময় বহু অভিজাত অভিজাত কুলপুত্র ভগবানের উদ্দেশে শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত হইয়াছেন, যথা : আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, আয়ুষ্মান নন্দিয়, কিম্বিল, ভগু (ভৃগু), কুণ্ডধান, রেবত, আনন্দ আরও অন্যান্য বহু বিখ্যাত বিখ্যাত কুলপুত্র। সে সময় ভগবান ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হইয়া মুক্ত স্থানে উপবিষ্ট আছেন। তখন ভগবান সেই কুলপুত্রকে উপলক্ষ করিয়া ভিক্ষুগণকে আমন্ত্রণ করিলেন,"ভিক্ষুগণ! যে সকল কুলপুত্র আমাকে উদ্দেশ করিয়া শ্রদ্ধায় ... প্রব্রজিত হইয়াছে, কেমন তাহারা ব্রহ্মচর্যের প্রতি অনুরক্ত কি?"

এইরূপ উক্ত হইলে ভিক্ষুগণ মৌন রহিলেন। দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বার প্রশ্নেও ভিক্ষুরা নীরব রহিলেন।

১৬৭। তখন ভগবানের মনে হইলI"আমি কুলপুত্রগণকে জিজ্ঞাসা না করিলেই ভাল হইত।" তখন ভগবান (ব্যক্তিগত) আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে আহ্বান করিলেন,"অনুরুদ্ধ! তোমরা ব্রহ্মচর্যের প্রতি কেমন অনুরক্ত?"

"ভন্তে! আমরা ব্রহ্মচর্যের প্রতি যথেষ্ট অভিরমিত।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"সাধু, সাধু, অনুরুদ্ধ! তোমাদের মত শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত কুলপুত্রগণের ইহা প্রতিরূপ (যোগ্য) যে তোমরা ব্রহ্মচর্যের প্রতি অভিরমিত আছ। অনুরুদ্ধ! তোমরা যেই ভদ্র যৌবনসম্পন্ন, কালকেশ ও প্রথম বয়সে কাম পরিভোগ করিতে পারিতে সেই ... বয়সে প্রব্রজিত হইয়াছ। অনুরুদ্ধ! তোমরা রাজাভিনীত (রাজভয়ে বাধ্য) হইয়া আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত হও নাই, চোরের ভয়ে, ঋণেরদায়ে, (অন্যথা) ভয়াতুর হইয়া, জীবিকার সংস্থানকল্পে আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত হও নাই। অপিচ 'আমরা জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণ, শোক, রোদন-ক্রন্দন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস প্রপীড়িত, দুঃখে অবতীর্ণ, দুঃখে নিমজ্জিত হইয়াছি। এই সমস্, দুঃখরাশির অন্তসাধন দেখা গেলে ভাল হয়।' (এই ভাবিয়া) অনুরুদ্ধ! তোমরা এই প্রকারে শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত হইয়াছ, নহে কি?"

"হাঁ, ভন্তে!"

"অনুরুদ্ধ! এই প্রকারে প্রব্রজিত কুলপুত্রের করণীয় কি? কাম ও অকুশল ধর্ম (ভবদৃষ্টি ও অবিদ্যা) হইতে বিবিক্ত হইয়া (প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্যানজ) প্রীতি-সুখ কিংবা তদপেক্ষা অন্য শান্ততর (উন্নত ধ্যান ও মার্গ) সুখ লাভ হয় না। তাহার চিত্ত অভিধ্যাও অধিকার করিয়া থাকে, ব্যাপাদ তন্দ্রালস্য, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা (সংশয়), অরতি (উৎকণ্ঠা), তন্দ্রী (আলস্য)ও তাহার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে। ... সুতরাং অনুরুদ্ধ! কাম ও অকুশল ধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া প্রীতি-সুখ বা তদপেক্ষা শান্ততর অবস্থা যাহার লাভ হয় তাহার চিত্ত অভিধ্যা অধিকার করে না, ব্যাপাদ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা, অরতি, তন্দ্রা তাহার চিত্তকে ধরিয়া রাখে না। ... ।"

১৬৮। "আমার সম্বন্ধে অনুরুদ্ধ! তোমার কি ধারণা হয় যে, যে সকল কলুষজনক পুনর্জন্ম মূলক সভয় (সদরা) ভবিষ্যতে জন্ম-জরা-মরণশীল ও দুঃখফলোৎপাদক আস্রব আছে, তাহা তথাগতের প্রহীণ হয় নাই? সেই কারণে তথাগত জানিয়াই এককে সেবন করেন, জানিয়া এককে গ্রহণ করেন, জানিয়া এককে পরিবর্জন করেন, জানিয়াই একের অপনোদন করেন?"

"ভন্তে! ভগবান সম্বন্ধে আমাদের এই ধারণা হয় না ... । বরং ভন্তে! ভগবান সম্বন্ধে আমাদের এই ধারণা হয়্‌ 'যে সকল আস্রব ... দুঃখফলোৎপাদক ... তাহা তথাগতের প্রহীণ হইয়াছে। এই কারণে জানিয়া এককে সেবন করেন, গ্রহণ করেন পরিবর্জন করেন ও অপনোদন করেন।"

"সাধু, সাধু, অনুরুদ্ধ! যে সকল আস্রব কলুষজনক ..... দুঃখফলোৎপাদক তাহা তথাগতের প্রহীণ হইয়াছে, উচ্ছিন্ন হইয়াছে, মস্তকহীন তালবৃক্ষবৎ সমুচ্ছেদ হইয়াছে, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তি স্বভাব হইয়াছে। যেমন অনুরুদ্ধ! মস্তকছিন্ন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তালবৃক্ষ পুনর্বৃদ্ধির অযোগ্য হয়, সেইরূপই অনুরুদ্ধ! তথাগতের যে সব আস্রব ... দুঃখফলোৎপাদক তাহা ভবিষ্যতে অনুৎপত্তি স্বভাবে প্রহীণ হইয়াছে। সেই কারণে তথাগত বিচার করিয়া একের সেবন করে ... অপনোদন করে।"

"অনুরুদ্ধ! তাহা কি মনে কর? কি উপকার দেখিয়া তথাগত অতীত, কালগত শ্রাবকদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবৃত করের্নI'অমুক অমুক স্থানে উৎপন্ন; অমুক অমুক স্থানে উৎপন্ন?"

"ভন্তে! আমাদের ধর্ম ভগবম্মূলক, ভগবন্নেতৃক, ভগবদ্ প্রতিশরণ। সাধু, ভন্তে! এই ভাষিত শব্দের অর্থ ভগবানেরই প্রতিভাত হউক। ভগবানের উপদেশ শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুরা ধারণ করিবেন।"

"অনুরুদ্ধ! তথাগত অতীত কালগত শ্রাবকদের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রকাশ করের্নIঅমুক অমুক স্থানে উৎপন্ন হইয়াছেন, অমুক অমুক স্থানে উৎপন্ন হইয়াছে।' ইহা জন-প্রতারণার জন্য নহে, জন-তুষ্টিকর সংলাপের জন্য নহে, লাভ-সৎকার বা কীর্তি-প্রশংসার নিমিত্ত নহে, এভাবে জনসাধারণ আমাকে জানুর্কIএই খ্যাতির জন্যও নহে। অনুরুদ্ধ! উদার সন্তোষ পরায়ণ, প্রমোদ্য বহুল শ্রদ্ধাবান এমন কুলপুত্রগণ আছে তাহারা এ বিষয় শুনিয়া তাহা লাভের নিমিত্ত চিত্ত নিয়োজিত করে। অনুরুদ্ধ! ইহা তাহাদের দীর্ঘকালের হিত-সুখের নিদান হয়।"

১৬৯। "অনুরুদ্ধ! এখানে কোন ভিক্ষু শুনিতে পাইল যে এই নামের ভিক্ষু কালগত হইয়াছে। সে অর্হত্বে (অঞ্ঞায) প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ভগবান কর্তৃক ঘোষিত। সেই (মৃত) আয়ুষ্মান তাহার স্বয়ং দৃষ্ট, অথবা জন-পরম্পরা শ্রুত যে সেই আয়ুষ্মান এরূপ শীলবান ছিলেন, এরূপ স্বভাবের ছিলেন, এরূপ প্রজ্ঞাবান, এরূপ ফল-সমাপত্তি বিহারী, এরূপ চিত্ত-বিমুক্ত, প্রজ্ঞা-বিমুক্ত ছিলেন। সে তাঁহার শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুত, ত্যাগ এবং প্রজ্ঞা অনুস্মরণ করিতে করিতে তদবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্ত চিত্ত নিয়োজিত করে। এইরূপেও অনুরুদ্ধ! সে ভিক্ষুর সুখবিহার হয়।"

" ... অনাগামিত্বে, সকৃদাগামিত্বে, স্রোতাপন্নে প্রতিষ্ঠিত ... এইরূপেও অনুরুদ্ধ! সে ভিক্ষুর সুখবিহার হয়।"

১৭০-১৭২। অনুরুদ্ধ! এখানে কোন ভিক্ষুণী, কোন উপাসক, কোন উপাসিকা ... এইরূপেও অনিরুদ্ধ! সে ... উপাসিকার সুখবিহার হয়।"

"অনুরুদ্ধ! এই কারণে তথাগত অতীত কালগত শ্রাবকের পুনরুৎপত্তি সম্বন্ধে ঘোষণা করেন ... ইহা তাহাদের দীর্ঘকালের হিত-সুখের নিদান হয়।"

ভগবান ইহা বলিলেন। আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ সন্তুষ্টচিত্তে তাহা অভিনন্দন করিলেন।

নলকপান সূত্র সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬৯। গুলিস্‌সনি[১] সূত্র (২।২।৯)

১৭৩। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে কলন্দকনিবাপে বাস করিতেছেন। সেই সময় আচার-দুর্বল গুলিস্‌সানি নামক আরণ্যক ভিক্ষু কোন কর্মোপলক্ষে সংঘমধ্যে আহুত হইয়াছিলেন। তথায় আয়ুষ্মান সারিপুত্র গুলিস্‌সানি ভিক্ষুকে উপলক্ষ করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন,"বন্ধু! সংঘে আগত, সংঘে অবস্থিত অরণ্যবাসী ভিক্ষুর পক্ষে সব্রহ্মচারীদের (গুরুভাইদের) প্রতি গৌরবযুক্ত ও সসম্ভ্রম ব্যবহার হওয়া উচিত। যদি বন্ধু! সংঘে আগত ... আরণ্যক ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের প্রতি গৌরব ও সম্মানহীন হয়, তবে তাহাকে বলিবার লোক থাকে যেÍ'এই আরণ্যক আয়ুষ্মানের একাকী অরণ্যে স্বৈরী (স্বেচ্ছাচারী) বিহারীর কি (ফল)? যখন সেই ... ও অসম্মানযুক্ত।' ইহার এইরূপ বলিবার লোক থাকে। সেই কারণে সংঘে অবস্থিত অরণ্যবাসী ভিক্ষুর ... স্বব্রহ্মচারীদের প্রতি গৌরব ও সম্মানযুক্ত হওয়া উচিত।" (১)

"বন্ধু! সংঘে আগত, সংঘে অবস্থিত আরণ্যক, ভিক্ষুর আসন-কুশল (বসায় চতুর) হওয়া উচিত যে স্থবির (বয়োবৃদ্ধ) ভিক্ষুদিগকে ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া বসিব না এবং নবভিক্ষুগণকে আসনে বাধা দিব না। যদি আবুসো! সংঘের মধ্যে আরণ্যক ভিক্ষু আসন-কুশল না হয় তবে তাহার সম্বন্ধে বলিবার লোক থাকেÍ'এই আরণ্যক আয়ুষ্মানের স্বৈরী বিহারে কি (ফল)? যখন এই আয়ুষ্মান অভিসমাচারিক ব্রত-প্রতিব্রত মাত্রও জানে না।' এইরূপে তাহাকে বলিবার লোক থাকে। সেই কারণে ...।" (২)

"আবুসো! আরণ্যক ভিক্ষুর অতি সকালে গ্রামে প্রবেশ না করা উচিত, অতি দিবায় বা গৌণে (গ্রাম হইতে) প্রত্যাবর্তন না করা উচিত। যদি বন্ধু! ...।" (৩)

"আরণ্যক ভিক্ষুর পক্ষে ভোজন সময়ের পূর্বে ও পশ্চাতে (গৃহী) কুলে বিচরণ করা অনুচিত ...। যদি বন্ধু ...।" (৪)

" ... আরণ্যক ভিক্ষুর অনুদ্ধত, অচপল হওয়া উচিত। যদি বন্ধু! ...।" (৫)

" ... অমুখর অবিকীর্ণভাষী হওয়া উচিত। যদি আবুসো! ...।" (৬)

" ... সুবাধ্য (সুবোচ), কল্যাণমিত্র হওয়া উচিত। যদি বন্ধু! ...।" (৭)

" ... ইন্দ্রিয় সমূহে গুপ্ত-দ্বার (সংযমী) হওয়া উচিত। যদি বন্ধু ...।" (৮)

"...ভোজনে মাত্রাজ্ঞ (পরিমাণজ্ঞ) হওয়া উচিত। যদি আবুসো!...।" (৯)

" ... জাগরণে অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত। যদি আবুসো! ...।" (১০)

" ... আরব্ধ বীর্য (উদ্যোগী) হওয়া উচিত। যদি বন্ধু! ...।" (১১)

---

[১]। ব্রহ্মগ্রন্থে 'গুলযানি' দেখা যায়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

" ... উপস্থিত-স্মৃতি (সাবধান) হওয়া উচিত। যদি বন্ধু! ... ।" (১২)

" ... সমাহিত (সমাধিযুক্ত) হওয়া উচিত। যদি বন্ধু! ... ।" (১৩)

" ... প্রজ্ঞাবান (কর্তব্যে উপায়-প্রজ্ঞাযুক্ত) হওয়া উচিত। যদি বন্ধু! ... ।" (১৪)

"... অভিধর্মে, অভিবিনয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত। যদি বন্ধু! ... ।" (১৫)

"বন্ধু! আরণ্যক ভিক্ষুকে অভিধর্ম ও অভিবিনয় সম্বন্ধে প্রশ্নকর্তা আছে। যদি বন্ধু! আরণ্যক ভিক্ষু অভিধর্মের ও অভিবিনয়ের সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া সমাধান করিতে অসমর্থ হয়, তবে তাহার সম্বন্ধে বক্তা থাকে যেÍ'আরণ্যক আয়ুষ্মানের অরণ্যে একাকী স্বৈরী বিহারের কি প্রয়োজন?' ... ।" (১৬)

"রূপকে অতিক্রম করিয়া যে সকল আরুপ্য (অজর, চেতন) শান্তবিমোক্ষ (শমথ ধ্যান) আছে, উহাতে মনোযোগ দেওয়া উচিত। বন্ধু! শান্তবিমোক্ষ সম্বন্ধে প্রশ্নকর্তাও আছে। যদি বন্ধু! ... ।" (১৭)

" ... উত্তর-মনুষ্যধর্মে (লোকোত্তর মার্গ-ফলে) মনোযোগ দেওয়া উচিত। বন্ধু! উত্তর-মনুষ্যধর্ম সম্বন্ধে অরণ্যবাসীকে প্রশ্ন করিবার লোক আছে। যদি বন্ধু! অরণ্যবাসী ভিক্ষু ... জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের সন্তোষ জনক উত্তর করিতে অসমর্থ হয়, তবে তাহাকে বলিবার লোক আছেÍ'এই আরণ্যক আয়ুষ্মানের একাকী অরণ্যে স্বতন্ত্র বাসের কি (ফল)? যখন এই আয়ুষ্মান যাহার নিমিত্ত প্রব্রজিত হইয়াছেন, সেই পরমার্থ জানেন না।' এইরূপে তাহাকে বলার বক্তা থাকিবে। সে কারণে আরণ্যক ভিক্ষুর পক্ষে উত্তর-মনুষ্যধর্ম সম্বন্ধে মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য।" (১৮)

এইরূপ উক্ত হইলে আয়ুষ্মান মহামোগ্গলায়ন আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে বলিলেন,"বন্ধু সারিপুত্র! কেবল আরণ্যক ভিক্ষুকেই কি এই ধর্মসমূহ গ্রহণ করিয়া আচরণ করিতে হয়? অথবা গ্রামান্ত, বিহারী ভিক্ষুদেরও?"

"আবুসো মোগ্গলায়ন! অরণ্যবাসী ভিক্ষুও এই ধর্মসমূহ গ্রহণ করিয়া পালন করা উচিত, গ্রামান্তবাসী ভিক্ষুদের জন্য কথাই কি?"

গুলিস্‌সানি সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭০। কীটাগিরি সূত্র (২।২।১০)

১৭৪। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় মহাভিক্ষুসংঘের সহিত ভগবান কাশী প্রদেশে[১] চারিকা করিতেছেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আমন্ত্রণ করিলেন,"ভিক্ষুগণ! আমি রাত্রি ভোজনে বিরত হইয়া দিনে ভোজন করি। ... রাত্রি ভোজন ছাড়িয়া ভোজন করায় আমি নীরোগ, নিরাতঙ্ক, লঘুভাব, বল ও সুখ-বিহার অনুভব করিতেছি। এস, ভিক্ষুগণ! তোমরাও রাত্রি ভোজনে বিরত হইয়া দিনে ভোজন কর, ... রাত্রি-ভোজন ত্যাগ করিয়া ভোজন করিলে তোমরা ... সুখ-বিহার অনুভব করিবে।"

"হাঁ, ভন্তে!" (বলিয়া) সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের প্রত্যুত্তর দিলেন।

তখন ভগবান কাশীজনপদে ক্রমশঃ পরিক্রমা করিতে করিতে যেখানে কাশীবাসীদের নিগম কীটাগিরি[২] ছিল তথায় উপনীত হইলেন। তথায় কাশীবাসীদের নিগম কীটাগিরিতে ভগবান বাস করিতেছেন।

১৭৫। সেই সময় কীটাগিরিতে অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু নামক (দুই বর্গের) ভিক্ষুগণ আবাসিক ছিলেন। তখন বহু ভিক্ষু যেখানে অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু বর্গীয় ভিক্ষুগণ ছিলেন তথায় উপনীত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ... বলিলেন,"বন্ধুগণ! ভগবান ও ভিক্ষুসংঘ রাত্রি ভোজনে বিরত হইয়া ভোজন করেন। রাত্রি ভোজনে বিরত হইয়া ভোজন করায় ... বল ও স্বস্তিভাব উপভোগ করিতেছেন। আসুন, আপনারাও রাত্রি ভোজনে বিরত হইয়া ভোজন করুন। ... তাহাতে নীরোগ, নিরাতঙ্ক ... বল ও সুখ-বিহার উপভোগ করুন।"

ইহা উক্ত হইলে অশ্বজিৎ ও পুনর্বসুক ভিক্ষুগণ তাঁহাদিগকে বলিলেন,"ভ্রাতাগণ! আমরা সন্ধ্যায় ভোজন করি, প্রাতে, দ্বিপ্রহরে ও বিকালে ভোজন করি। সুতরাং আমরা সন্ধ্যা, প্রাতঃ, দিবা ও বিকালে ভোজন করিয়া আরোগ্য ... সুখ-বিহার করিতেছি। এমতাবস্থায় আমরা কি প্রত্যক্ষে তাহা ছাড়িয়া অনাগতকালীয় ফলের নিমিত্ত অনুধাবন করিব? আমরা সন্ধ্যায়, প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও বিকালে ভোজন করিব।"

যখন সেই সকল ভিক্ষু অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু বর্গীয় ভিক্ষুদিগকে বুঝাইতে অসমর্থ হইলেন, তখন তাঁহারা যেখানে ভগবান আছেন সেখানে গেলেন; গিয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে, বসিলেন, একান্তে, উপবিষ্ট সে ভিক্ষুগণ ভগবানকে বলিলেন,"ভন্তে! আমরা ... অশ্বজিৎ ও পুনর্বসুক ভিক্ষুদের নিকট গিয়া বলিয়াছিলামÍ'বন্ধুগণ! ভগবান ও ভিক্ষুসংঘ রাত্রি ভোজনে বিরত ...।'

[১]। প্রায় বর্তমান বেনারস কমিশনারীর গঙ্গার উত্তর কুল আর আজমগঢ় জিলা।

[২]। কেরামত, জিলা ঝৌনপুর।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এইরূপ কথিত হইলে, ভন্তে! অশ্বজিৎ ও পুনর্বসুক ভিক্ষুগণ বলিলেন,'বন্ধু! আমরা সায়াহ্নে ... ভোজন করি ...।' আমরা অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু বর্গীয় ভিক্ষুদিগকে বুঝাইতে অসমর্থ হইলাম। সুতরাং আমরা তৎসম্বন্ধে ভগবানকে নিবেদন করিতেছি।"

১৭৬। তখন ভগবান অন্যতর ভিক্ষুকে ডাকিলেন,"এস ভিক্ষু! তুমি আমার আদেশে অশ্বজিৎ ও পুনর্বসুক ভিক্ষুদিগকে বল—'শাস্তা আয়ুষ্মানগণকে ডাকিতেছেন'।"

"হাঁ, ভন্তে!" (বলিয়া) ভগবানকে উত্তর দিয়া সেই ভিক্ষু ..... অশ্বজিৎ ও পুনর্বসুক ভিক্ষুদের নিকট গিয়া ... বলিলেন,'শাস্তা আয়ুষ্মানগণকে ডাকিতেছেন'।"

"হাঁ, আবুসো!" (বলিয়া) ... অশ্বজিৎ ও পুনর্বসুক ভিক্ষুরা যেখানে ভগবান আছেন তথায় গেলেন, গিয়া ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে, বসিলেন, একান্তে, উপবিষ্ট অশ্বজিৎ ও পুনর্বসুক ভিক্ষুদিগকে ভগবান বলিলেন,"সত্য কি হে ভিক্ষুগণ! কয়েকজন ভিক্ষু তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল—'বন্ধুগণ! ভগবান ও ভিক্ষুসংঘ রাত্রি ও বিকাল-ভোজনে[১] বিরত হইয়াছেন ... ?' ইহা উক্ত হইলে ভিক্ষুগণ! তোমরা বলিয়াছ ..... ?"

"হাঁ, ভন্তে!"

১৭৭। "ভিক্ষুগণ! তোমরা আমাকে এমন কোন ধর্মোপদেশ করিতে জান কি যে এই পুরুষ-পুদ্গল সুখ, দুঃখ কিংবা অদুঃখ, অসুখ, যাহা কিছু অনুভব করে তাহাতে তাহার অকুশলধর্ম প্রহীণ হইবে, কুশলধর্ম অভিবৃদ্ধি হইবে?

"না, ভন্তে!"

"ভিক্ষুগণ! তোমরা আমাকে এরূপ ধর্মোপদেশ করিতে জান নহে কি?—'এখানে কাহারও এরূপ সুখবেদনা অনুভব করিবার সময় অকুশলধর্ম অভিবৃদ্ধি হয় এবং কুশলধর্ম পরিহীন হয়? কিংবা কাহারও এরূপ সুখ-বেদনা অনুভব করিতে করিতে অকুশলধর্ম পরিহীন হয়, কুশলধর্ম অভিবৃদ্ধি হয়? ... কাহারও দুঃখবেদনা, কাহারও অদুঃখ-অসুখ বেদনা অনুভব করিবার সময় অকুশলধর্ম নষ্ট হয়, কুশলধর্ম বৃদ্ধি হয়?"

"হঁ, ভন্তে!"

১৭৮। "সাধু, ভিক্ষুগণ! যদি ইহা আমার প্রজ্ঞাদ্বারা অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অবিদিত, অপ্রত্যক্ষভুত ও অস্পর্শিত থাকিত যে এখানে কাহারও এরূপ সুখবেদনা ভোগ

---

[১]। ভদ্দালি সূত্রে দিবা-বিকাল ভোজন ত্যাগ করাইয়াছিলেন, এখানে রাত্রি-সকাল ভোজন ত্যাগ করাইতেছেন। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিতে করিতে অকুশলধর্ম অভিবৃদ্ধি হয়, কুশলধর্ম নষ্ট হয়, আমি যথার্থ না জানিয়া 'এরূপ সুখবেদনা পরিত্যাগ কর' বলিতাম, তবে কি ভিক্ষুগণ! ইহা আমার পক্ষে উচিত হইত?"

"না, ভন্তে!"

"যেহেতু, হে ভিক্ষুগণ! ইহা আমার প্রজ্ঞায় জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত ...। সে কারণে আমি বলিÍ'এরূপ সুখবেদনা পরিহার কর।' আর যদি আমার প্রজ্ঞায় ইহাÍহয় ... অস্পর্শিত হইত, ইহা না জানিয়া যদি আমি বলিতামÍ'এই প্রকার সুখবেদনা লাভ করিয়া বিহার কর', তবে কি ভিক্ষুগণ! আমার পক্ষে ইহা সমীচীন হইত?"

"না, ভন্তে!"

"যেহেতু ভিক্ষুগণ! ইহা আমার জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত, প্রজ্ঞায় স্পর্শিতÍ'এখানে কাহারও ... অকুশলধর্ম পরিহীন হয়, কুশলধর্মের অভিবৃদ্ধি হয়।' সেই কারণে আমি বলিÍ'এই প্রকার সুখবেদনা লাভ করিয়া অবস্থান কর ...।"

১৭৯। [দুঃখবেদনাকেও উক্ত প্রকারে বিস্তার করিতে হইবে।]

১৮০। [অদুঃখ-অসুখ বেদনাকেও উক্ত প্রকারে বিস্তার করিতে হইবে।]

১৮১। "ভিক্ষুগণ! সকল ভিক্ষুর পক্ষে অপ্রমাদে করণীয় আছে, ইহা আমি বলি না। আর সকল ভিক্ষুর পক্ষেই অপ্রমাদে করণীয় নাই, তাহাও বলি না। ভিক্ষুগণ! যে সকল ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাস্রব, মার্গ-ব্রহ্মচর্য যাহাদের পরিপূর্ণ, কৃত করণীয়, স্কন্ধ-ভার মুক্ত, সদর্থ (অর্হত্ব) অনুপ্রাপ্ত, ভব-সংযোজন (বন্ধন) রহিত, সম্যক জ্ঞাত হইয়া বিমুক্ত হইয়াছে; ভিক্ষুগণ! তথাবিধ ভিক্ষুগণের অপ্রমাদে কর্তব্য আছে, ইহা বলি না। তাহার কারণ কি? ... তাহাদের অপ্রমাদে করণীয় সমাপ্ত হইয়াছে, আর তাহাদের পক্ষে প্রমত্ততা অসম্ভব। ভিক্ষুগণ! যাহারা শৈক্ষ্য, অপূর্ণ-মানস, অনুত্তর যোগক্ষেম (নির্বাণ) সন্ধানে নিরত আছে, তথাবিধ ভিক্ষুগণের অপ্রমাদের প্রয়োজন আছে, ইহাই আমি বলিতেছি। তাহার কারণ কি? ... সম্ভবত এই আয়ুষ্মান ধ্যানানুকূল শয্যা-আসন সেবনে কল্যাণ মিত্রের সাহচর্যে, ইন্দ্রিয় সমূহের[১] সমন্বয় সাধন করিয়া যার জন্য কুলপুত্রগণ আগার হইতে অনাগারে সম্যকরূপে প্রব্রজিত হয়; সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের অবসান (অর্হত্ব) প্রত্যক্ষ জীবনে স্বীয় অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ ও উপলব্ধি করিয়া অবস্থান করিতে পারে। ভিক্ষুগণ! অপ্রমাদের এই মহৎ ফলের সম্ভাবনা দেখিয়াই আমি যে সকল ভিক্ষুর 'অপ্রমাদে করণীয় আছে' ইহা বলি।"

---

[১]। শ্রদ্ধা, স্মৃতি, বীর্য, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৮২। "ভিক্ষুগণ! জগতে সাতপ্রকার[১] পুদ্গল বিদ্যমান। সাতজন কে? (১) উভয় ভাগ (দুই দিগ্ হইতে) বিমুক্ত, (২) প্রজ্ঞা-বিমুক্ত, (৩) কায়সাক্ষী (৪) দৃষ্টিপ্রাপ্ত, (৫) শ্রদ্ধা-বিমুক্ত, (৬) ধর্মানুসারী ও (৭) শ্রদ্ধানুসারী।"

"ভিক্ষুগণ! উভয় ভাগ বিমুক্ত পুদ্গল কে? ভিক্ষুগণ! এধর্মে রূপকে (সাকার চারি ধ্যান ব্রহ্মকে) অতিক্রম করিয়া যে সব আরুপ্য (নিরাকার ব্রহ্মের) চারি শান্ত-বিমোক্ষ বিদ্যমান, যে ব্যক্তি যে সকল বিমোক্ষ চেতন-দেহে সংস্পর্শ করিয়া বিহার করে এবং যাহার সমস্, আস্রব প্রজ্ঞাদ্বারা পরিহীন হইয়াছে (অর্থাৎ যে ব্যক্তি শমথ ধ্যানের অরূপ সমাপত্তি দ্বারা জড়দেহ হইতে মুক্ত এবং বিদর্শনমার্গ-প্রজ্ঞায় আস্রব ক্ষয় করিয়া চেতন-দেহ হইতে মুক্ত হইয়াছে) ভিক্ষুগণ! সেই ব্যক্তিই উভয় ভাগ বিমুক্ত নামে অভিহিত হয়। আমি এই ভিক্ষুর 'অপ্রমাদে করণীয় নাই' ইহাই বলি। ইহার কারণ কি? ... তাহার অপ্রমাদে কর্তব্য কৃত হইয়াছে, আর প্রমত্ত হওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব।" (১)

"ভিক্ষুগণ! কোন পুদ্গল প্রজ্ঞা-বিমুক্ত? ভিক্ষুগণ! এই ধর্মে রূপকে অতিক্রম করিয়া যে সব আরুপ্য শান্ত-বিমোক্ষ বিদ্যমান, যে ব্যক্তি তাহা নামকায়ে (চেতন-দেহে) স্পর্শ করিয়া বিহার করে না, অথচ প্রজ্ঞাদ্বারা[২] দর্শন করিয়া তাহার সকল আস্রব পরিক্ষীণ হইয়াছে, এই পুদ্গল প্রজ্ঞা-বিমুক্ত[৩] নামে কথিত

---

[১]। (১) অরূপ সমাপত্তি দ্বারা রূপ-কায়া থেকে বিমুক্ত, আর্যমার্গ দ্বারা নাম-কায়া থেকে বিমুক্ত; অর্থাৎ চতুর্বিধ অরূপ সমাপত্তি হইতে উঠিয়া, অনাগামীর পক্ষে নিরোধ সমাপত্তি হইতে উঠিয়া সংস্কারকে সংমর্ষণ করিয়া অর্হত্ব প্রাপ্ত পক্ষ সাধক উভয় ভাগ (বার) বিমুক্ত অর্থাৎ ক্লেশের বিষ্কম্ভন ও সমুচ্ছেদ ভাবে বিমুক্ত।

(২) যাঁর প্রজ্ঞায় দর্শন করিয়া যাবতীয় আস্রব ক্ষয় হয় তিনি প্রজ্ঞা-বিমুক্ত।

(৩) অষ্ট লৌকিক বিমোক্ষ যাঁহার নাম-কায়ে স্তপর্শিত এবং প্রজ্ঞায় দর্শন করিয়া কোন কোন আস্রব ক্ষীণ হয় তিনি কায়-সাক্ষী।

(৪) যিনি আর্যসত্য ও তথাগত প্রচারিত ধর্ম তীক্ষ্ণ জ্ঞান দ্বারা দর্শন করেন তিনি দৃষ্টি-প্রাপ্ত।

(৫) যিনি উক্ত সত্যধর্ম প্রজ্ঞায় দর্শন ও শ্রদ্ধায় আচরণ করেন।

যাঁর প্রজ্ঞায় দর্শন করিয়া যাবতীয় আস্রব ক্ষয় হয় তিনি প্রজ্ঞা-বিমুক্ত।

(৬) স্রোতাপত্তি ফল সাক্ষাৎকারে যাঁহার প্রজ্ঞেন্দ্রিয় প্রবল আর যাঁহার শ্রদ্ধেন্দ্রিয় প্রবল। ইহাদরে মধ্যে দুই জনের অপ্রমাদে করণীয় নাই, পাঁচজনের এখনও আছে।

(৭) স্রোতাপত্তি ফল সাক্ষাৎকারে যাঁহার প্রজ্ঞেন্দ্রিয় প্রবল আর যাঁহার শ্রদ্ধেন্দ্রিয় প্রবল। ইহাদরে মধ্যে দুই জনের অপ্রমাদে করণীয় নাই, পাঁচজনের এখনও আছে।

[২]। বিদর্শন প্রজ্ঞায় সংস্কারগত, মার্গপ্রজ্ঞা দ্বারা চারি আর্যসত্য দর্শন করিয়া।

[৩]। পাঁচ প্রকারIসুক্ষ্ম বিদর্শন ও চারি ধ্যান লাভী।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়। ভিক্ষুগণ! এই ভিক্ষুরও অপ্রমাদের করণীয় নাই, ইহা বলি। ইহার কারণ কি? তাহারও অপ্রমাদের কর্তব্য শেষ হইয়াছে, তাহার পক্ষে আর প্রমত্ত হওয়া অসম্ভব।" (২)

"ভিক্ষুগণ! কোন পুদ্গল কায়সাক্ষী? ভিক্ষুগণ! এখানে কোন পুদ্গল ... সেই শান্ত-বিমোক্ষকে স্পর্শ করিয়া বিহার করে না, অথচ মার্গ-প্রজ্ঞায় দেখিয়া তাহার (মার্গানুরূপ) কোন কোন আস্রব পরিক্ষীণ হইয়াছে, ভিক্ষুগণ! এই ব্যক্তি কায়সাক্ষী[১] নামে কথিত হয়। ভিক্ষুগণ! এই ভিক্ষুর এখনও অপ্রমাদে করণীয় আছে, ইহা বলিতেছি। তাহার হেতু কি? সম্ভবত এই আয়ুষ্মান অনুকূল শয্যা ... সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের অবসান ইহ-জীবনে লাভ করিয়া বিহার করিবে। ...।" (৩)

"ভিক্ষুগণ! দৃষ্টি-প্রাপ্ত পুদ্গল কে? ভিক্ষুগণ!...কায়দ্বারা স্পর্শ করিয়া বিহার করে না ... অথচ কোন কোন আস্রব প্রহীণ হইয়াছে। ... তথাগতের বিদিত ও বর্ণিত ধর্ম তাহার মার্গ-প্রজ্ঞা দ্বারা সুদৃষ্ট ও সুপ্রতিভাত হয়। ভিক্ষুগণ! সে দৃষ্টি-প্রাপ্ত[২] নামে কথিত হয়। ...।" (৪)

"ভিক্ষুগণ! কোন পুদ্গল শ্রদ্ধা-বিমুক্ত? ... প্রজ্ঞাদ্বারা কোন কোন আস্রব প্রহীণ হইয়াছে। .... তথাগতের প্রতি তাহার উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত, মূলীভূত ও বিনষ্ট হয়। ... সে শ্রদ্ধা-বিমুক্তি[৩] ...।" (৫)

"ভিক্ষুগণ! কোন পুদ্গল ধর্মানুসারী[৪]? ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন পুদ্গল যে সকল শান্ত, রূপারূপ অষ্ট বিমোক্ষ বিদ্যমান, সেই সব (সহজাত) নাম-কায়ে স্পর্শ করিয়া বিহার করে না। তাহার প্রজ্ঞাদ্বারা আর্যসত্য দর্শন করিয়া আস্রব পরিক্ষীণ হয় নাই। অথচ তথাগত প্রবর্তিত সত্যধর্ম তাহার প্রজ্ঞাদ্বারা স্বল্প পরিমাণে নিধ্যান বা দর্শন করিতে সমর্থ হয়, আর তাহার এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ধর্ম প্রাদুর্ভূত হয়, যথা : শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতীন্দ্রিয়, সমাধীন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! সে ব্যক্তিই ধর্মানুসারী নামে কথিত হয়।" (৬)

"ভিক্ষুগণ! কোন পুদ্গল শ্রদ্ধানুসারী?[৫] ... তথাগতের প্রতি তাহার শ্রদ্ধামাত্র ও প্রেমমাত্র জাগ্রত হয়, আর এই সকল ইন্দ্রিয়ধর্ম প্রাদুর্ভূত হয়, যথাIশ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ!

---

[১]। স্রোতাপত্তি ফলস্থ হইতে অর্হত্ব মার্গস্থ পর্যন্ত, ছয় প্রকার আর্য।

[২]। উক্ত কায়সাক্ষীর ন্যায় ইহাও ছয় প্রকার (কায়সাক্ষীতে বর্ণিতরূপে)।

[৩]। শ্রদ্ধা পূর্বঙ্গম মার্গ ভাবনাকারী, ইহাও কায়সাক্ষীর ন্যায় ছয় প্রকার। (প. সূ.)

[৪]। পঞ্ঞা সংখতং ধম্মং অধিমত্ততায় পুব্বঙ্গমং হুত্বা পবত্তং অনুস্সরতীতি ধম্মানুসারীIপ্রজ্ঞা নামক ধর্ম অধিকমাত্রায় পূর্বঙ্গম হইয়া প্রবর্তন করে বলিয়া ধর্মানুসারী।

[৫]। স্রোতাপত্তি মার্গস্থ আর্যপুদ্গল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ইহাতেই বলা হয় শ্রদ্ধানুসারী (শ্রদ্ধাপূর্বক মার্গ ভাবনাকারী)।" [তৃতীয় হইতে সপ্তম পর্যন্ত, এই পাঁচজনের অপ্রমাদে করণীয় বিদ্যমান।] (৭)

১৮৩। ভিক্ষুগণ! আমি প্রথমেই (মণ্ডূকাপ্লুত ন্যায়েই) অর্হত্বে প্রতিষ্ঠা (অঞ্ঞাঞাারাধনা) বলি না। অপিচ আনুপূর্বিক (ক্রমশঃ) শিক্ষা, আনুপূর্বিক ক্রিয়া ও আনুপূর্বিক প্রতিপদা দ্বারাই অর্হত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিক্ষুগণ! ... আনুপূর্বিক প্রতিপদা দ্বারা কিরূপে অর্হত্বে প্রতিষ্ঠা হয়? ভিক্ষুগণ! এখানে বিশ্বস্, শ্রাবক গুরু সমীপে উপনীত হয়, উপনীত হইয়া উপাসনা করে, শুশ্রূষা করিয়া শ্রোত্রাবহিত হয় (কর্ণপাত করে), অবহিত শ্রোত্রে ধর্ম শ্রবণ করে, ধর্ম শুনিয়া (প্রগুণভাবে) ধারণ করে, ধৃত ধর্মরাজির অর্থ পরীক্ষা করে, অর্থ পরীক্ষা করিয়া ধর্ম চিন্তা করিতে সক্ষম হয়, ধর্ম চিন্তায় সক্ষম হইলে ধর্মের প্রতি ছন্দ বা আগ্রহ জন্মে, জাত-ছন্দ উৎসাহিত হয়, উৎসাহিত হইয়া (ত্রিলক্ষণে) তুলনা (নির্ধারণ) করে, তুলনা করিয়া বীর্যারম্ভ করে, সেই আরব্ধবীর্য এই নাম-কায় দ্বারা পরম সত্য নির্বাণ সাক্ষাৎকার করে এবং (নাম-কায় সংযুক্ত) মার্গ-প্রজ্ঞা দ্বারা প্রতিবেধ করিয়া উহা প্রত্যক্ষ করে।"

ভিক্ষুগণ! সেই শ্রদ্ধা যদি না থাকে তাহা হইলে উপসংক্রমণ হয় না, ... সেই বীর্য-আরম্ভও হয় না ...। সুতরাং ভিক্ষুগণ! উন্মার্গ প্রতিপন্ন ও মিথ্যা-মার্গ অবলম্বন হেতু এই সকল মোঘপুরুষ এই ধর্মবিনয় হইতে কতদূরে অপসৃত হইয়াছে।"

১৮৪। "ভিক্ষুগণ! চারিপদ (আর্যসত্য) প্রকাশিত আছে, যাহার উদ্দেশ মাত্রেই বিজ্ঞপুরুষ অচিরেই প্রজ্ঞাদ্বারা অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। ভিক্ষুগণ! তোমাদিগকে উদ্দেশ করিব, উদ্দিষ্টের অর্থ তোমরা জানিতে পার কি?"

"ভন্তে! আমরা কোথায়? আর ধর্মের জ্ঞাতারাই বা কোথায়?"

"ভিক্ষুগণ! যে শাস্তা আমিষ-গুরু (লুব্ধ), আমিষ দায়াদ, আমিষ সংশ্লিষ্ট হইয়া বিহার করে তাহারও এতাদৃশ পণ্যাপণ্যবৎ (দাম কষাকষির ন্যায়) ব্যবহার করা উচিত নহে।'আমাদের এরূপ হউক, তখন আমরা ইহা করিতে পারি। আমাদের এরূপ না হইলে আমরা ইহা করিতে পারি না।' ভিক্ষুগণ! যিনি সর্বথা আমিষ নির্লিপ্ত হইয়া বিহার করেন, সেই তথাগত সম্বন্ধে কি বক্তব্য?"

"ভিক্ষুগণ! শাস্তার শাসন শিরোধার্য করিয়া একাকী গ্রহণকারী অনুগত শ্রবাকের এই আদর্শ স্বভাব হওয়া উচিত।'ভগবান আমার শাস্তা (শিক্ষাদাতা), আমি শ্রাবক (শিষ্য) হই; ভগবান (এক আহার ভোজনের) সুফল জানেন, আমি তাহা জানি না।' ভিক্ষুগণ! গুরু-উপদেশ শিরোধার্য করিয়া অনুবর্তনকারী বিশ্বস্, শিষ্যের নিমিত্ত শাস্তার শাসন ওজঃবন্ত, (সরস) ও বিরূঢ়নীয় (বর্ধনীয়) হয়। ভিক্ষুগণ! গুরু-উপদেশ শিরোধার্য বা জীবন-মরণ পণ করিয়া আচরণকারী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শিষ্যের ইহাই অনুধর্মতা।একান্তই ত্বক,ﾑায়ু ও অস্থি অবশিষ্ট থাকুক, শরীরের সমস্, রক্ত-মাংস শুষ্ক হউক তথাপি পুরুষশক্তি পুরুষবীর্য পুরুষপরাক্রমে যাহা প্রাপ্তব্য, তাহা প্রাপ্ত না হইয়া বীর্যের সংস্থান হইবে না।' ভিক্ষুগণ! গুরু-উপদেশ জীবন-মরণ পণ করিয়া আচরণকারী শ্রদ্ধাবান শিষ্যের ইহজীবনে অর্হত্ব অথবা উপাদান অবশিষ্ট থাকিলেও অনাগামিত্ব।এই দ্বিবিধ ফলের অন্যতর নিশ্চয় প্রত্যাশা করা যায়।"

ভগবান ইহা বলিলেন। সেই ভিক্ষুগণ সন্তুষ্টচিত্তে তথাগতের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

কীটাগিরি সূত্র সমাপ্ত।

দ্বিতীয় ভিক্ষুবর্গ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। পরিব্রাজক বর্গ।

৭১। তেবিজ্জ বচ্ছ সূত্র (২।৩।১)

১৮৫। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান বৈশালীর মহাবনে বিহার করিতেছিলেন কূটাগার শালায়। সেই সময় বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজক এক পুণ্ডরিক পরিব্রাজকারামে বাস করিতেন। একদিন ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে নিবাসন পরিহিত হইয়া পাত্র-চীবর লইয়া ভিক্ষার্থ বৈশালীতে প্রবেশ করিলেন। তখন ভগবানের এই ধারণা হইলI'এখন বৈশালীতে পিণ্ডাচরণের অতি সকাল বেলা। সুতরাং যেখানে এক পুণ্ডরিক পরিব্রাজকারাম এবং যেখানে বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজক আছে তথায় গেলেই ভাল হয়। তখন ভগবান ... তথায় গেলেন।

বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজক দূর হইতে ভগবানকে আসিতে দেখিলেন, দেখিয়া ভগবানকে বলিলেন,"আসুন ভন্তে, ভগবন! ভন্তে! ভগবানের শুভাগমন (স্বাগতং) হউক। ভন্তে, ভগবন! চিরদিনের পর এখানে আগমনের সুযোগ গ্রহণ করিলেন। বসুন, ভন্তে, ভগবন! এই আসন প্রজ্ঞাপ্ত আছে।"

ভগবান প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসিলেন। বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজকও অন্যতর নীচ আসন লইয়া একান্তে, বসিলেন, একান্তে, উপবিষ্ট বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজক ভগবানকে বলিলেন,"শুনা যায় ভন্তে! শ্রমণ গৌতম সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, নিখিল জ্ঞানদর্শন অবগত আছেন, চলনে, দাঁড়ানে, সুপ্তে ও জাগরণে সদাসর্বদা তাঁহার জ্ঞানদর্শন উপস্থিত (জাগ্রত) থাকে। ভন্তে! যাহারা এরূপ বলে ... কেমন তাহারা কি ভগবান সম্বন্ধে যথার্থবাদী? আর ভগবানকে অসত্য দ্বারা নিন্দা করিতেছে নহেত? ধর্মের অনুকূল বর্ণনা করিতেছে ত? ধর্মানুসারে কোন বাদানুবাদ নিন্দার কারণ হইবে না ত?"

"বচ্ছ! যাহারা এরূপ বলেI'শ্রমণ গৌতম সর্বজ্ঞ ...' তাহারা আমার সম্বন্ধে যথার্থবাদী নহে, অভূত ও অসত্য দ্বারা তাহারা আমার নিন্দা করিতেছে।"

১৮৬। "ভন্তে! কি প্রকারে বর্ণনা করিলে আমরা ভগবানের যথার্থবাদী হইব এবং ভগবানকে অভূত দ্বারা নিন্দা করিব না ... ?"

"বচ্ছ! শ্রমণ গৌতম ত্রৈবিদ্য (ত্রিবিদ্যার অধিকারী) হন, এইরূপ বর্ণনাকারী আমার সম্বন্ধে যথার্থবাদী হইবে, ...। বচ্ছ! আমি যখন ইচ্ছা করি তখন (১) অনেকবিধ পূর্বনিবাস (পূর্বজন্ম) অনুস্মরণ করিতে পারি, যেমনIএকজন্ম, দুইজন্ম ... আকার ও উদ্দেশের সহিত অনেক পূর্বজন্ম অনস্মরণ করিতে পারি। (২) বচ্ছ! আমি যখন ইচ্ছা করি মনুষ্যশক্তির অতীত, বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা সত্বগণকে দেখিতে পারিIচ্যুত হইতে, উৎপন্ন হইতে, হীন-উৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগতি-দুর্গতি পরায়ণ, স্বীয় কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত সত্বগণকে দর্শন করিতে সমর্থ। (৩)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বচ্ছ! আমি আস্রব সমূহের ক্ষয় করিয়া অনাস্রব চিত্ত-বিমুক্ত, প্রজ্ঞা-বিমুক্ত ইহজীবনে অভিজ্ঞা দ্বারা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া, উপলব্ধি করিয়া অবস্থান করি। .... ।"

এইরূপ উক্ত হইলে বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজক ভগবানকে ইহা বলিলেন,"ভো গৌতম! এমন কোন গৃহী আছে কি? যে ব্যক্তি গৃহী-সংযোজন (বন্ধন) প্রহাণ না করিয়া দেহ-ত্যাগ হেতু দুঃখের অন্তঃসাধন করে?"

"নাই, বচ্ছ! এইরূপ কোন গৃহস্থ নাই .... ।"

"ভো গৌতম! এমন কোন গৃহী আছে কি? যে গৃহস্থ গৃহীবন্ধন ছেদন না করিয়া দেহত্যাগের পর স্বর্গপরায়ণ হইয়াছে?"

"বচ্ছ! একশত নহে, দুইশত নহে, তিনশত নহে, চারিশত নহে, পাঁচশত নহেতদপেক্ষা অধিক আছে, যে সকল গৃহী গার্হস্থ্য সংযোজন প্রহাণ না করিয়া মৃত্যুর পর স্বর্গপরায়ণ হইয়াছে।"

"হে গৌতম! এমন কোন আজীবক আছেন কি যিনি দেহত্যাগের দ্বারা দুঃখের অন্তঃসাধন করেন?"

"নাই, বচ্ছ!"

"হে গৌতম! কোন আজীবক দেহত্যাগের পর স্বর্গপরায়ণ আছে কি?"

"বচ্ছ! এখন হইতে একান্নব্বই কল্প পর্যন্ত, যাহা আমি স্মরণ করিতেছি, ইতিমধ্যে স্বর্গপরায়ণ কোন আজীবককে জানিনা কেবল একজন ব্যতীত। তিনিও[১] কর্মবাদী, ক্রিয়াবাদী ছিলেন।"

"এইরূপ হইলে হে গৌতম! এই যে তীর্থায়তন (পন্থা) তাহা শূন্য? অন্ততঃ স্বর্গগামীর দ্বারাও শূন্য?"

"হাঁ, বচ্ছ! এই আজীবক পন্থা শূন্য ... ।"

ভগবান ইহা বলিলেন। বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজক সন্তুষ্টচিত্তে ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

তেবিজ্জ সূত্র সমাপ্ত।

৭২। অগ্নিবচ্ছ সূত্র (২।৩।২)

১৮৭। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের আরাম জেতবনে বিহার করিতেছেন।

---

[১]। একান্নব্বই কল্পের পূর্বে বোধিসত্ব স্বয়ং আজীবক সন্যাসী ছিলেন। তখন তিনিই কর্মবাদ, ক্রিয়াবাদ অনুসরণ করিয়া স্বর্গলাভ করেন। (টীকা)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তখন বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজক যেখানে ভগবান ছিলেন তথায় গেলেন, উপনীত হইয়া ভগবানের সাথে সম্মোদন (কুশল প্রশ্ন) করিয়া একপ্রান্তে, বসিলেন, একান্তে, উপবিষ্ট বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজক ভগবানকে বলিলেন,–

(১) "ভো গৌতম! লোক শাশ্বত (নিত্য)Íইহাই সত্য, অন্য সব মোঘ (মিথ্যা); গৌতম! আপনি কি এই মতবাদী?"

"বচ্ছ! আমি এরূপ মতবাদী নহিÍ'লোক শাশ্বতÍইহাই সত্য অন্য সব মিথ্যা'।"

(২) "ভো গৌতম! লোক অশাশ্বতÍইহাই সত্য, অন্য সব মিথ্যা; গৌতম! আপনি এই মতবাদী কি?"

"বচ্ছ! আমি এই মতবাদীও নহিÍ'লোক অশাশ্বতÍইহাই সত্য, অন্য সব মিথ্যা'।"

(৩) "ভো গৌতম! লোক অন্তবান ... মতবাদী?"

"বচ্ছ! ... নহিÍ'লোক অন্তবান, ... মিথ্যা'।"

(৪) "ভো গৌতম! লোক অনন্তবান ... মতবাদী?"

"বচ্ছ! ... নহিÍ'লোক অনন্তবান ... মিথ্যা'।"

(৫) "ভো গৌতম! যেই জীব সেই শরীর ... মতবাদী?"

"বচ্ছ! ... নহিÍ'যেই জীব সেই শরীর ... মিথ্যা'।"

(৬) "ভো গৌতম! জীব এক শরীর অন্য ... মতবাদী?"

"বচ্ছ! ... নহিÍ'জীব এক শরীর অন্য, ... মিথ্যা।

(৭) "ভো গৌতম! তথাগত মৃত্যুর পর থাকে ... মতবাদী?"

"বচ্ছ! ... নহিÍ'তথাগত মৃত্যুর থাকে, ... মিথ্যা'।"

(৮) "ভো গৌতম! তথাগত মৃত্যুর পর না থাকে .... মতবাদী?"

"বচ্ছ! ... নহিÍ'তথাগত মৃত্যুর পর না থাকে, ... মিথ্যা'।"

(৯) "ভো গৌতম! তথাগত মৃত্যুর পর থাকেও, না থাকেও ... মতবাদী?"

"বচ্ছ! ..... নহিÍতথাগত মৃত্যুর পর থাকেও, না থাকেও, ... মিথ্যা'।"

(১০) "ভো গৌতম! তথাগত মৃত্যুর পর থাকেও না, না থাকেও না, ... মতবাদী?"

"বচ্ছ! ... নহিÍ'তথাগত মৃত্যুর পর থাকেও না, না থাকেও না; ... মিথ্যা'।"

১৮৮। "কেমন হে গৌতম! (১) লোক শাশ্বতÍইহাই সত্য, অন্য সব মিথ্যা; গৌতম! আপনি কি এই মতবাদী?Íইহা জিজ্ঞাসিত হইয়া 'বচ্ছ! আমি এই মতবাদী নহি' ইহাই বলিতেছেন। ... (১০) তথাগত মৃত্যুর পর থাকেও না, না থাকেও নাÍইহাই সত্য, অন্য সব মিথ্যা; কেমন গৌতম! আপনি এই মতবাদী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কি?Íইহা জিজ্ঞাসিত হইয়াও 'বচ্ছ! আমি এই মতবাদী নহি' ইহাই বলিতেছেন। কি আদীনব (দোষ) দর্শন করিয়া হে গৌতম! আপনি এ সকল দৃষ্টি বা মতবাদ সমূহ স্বীকার করেন না?"

১৮৯। "বচ্ছ! লোক শাশ্বতÍইহা দৃষ্টি-গত (মতমাত্র), দৃষ্টি-গহণ (দুর্গম, গভীর), দৃষ্টি-কান্তার, দৃষ্টি-বিশূক (কাঁটা), দৃষ্টি-বিস্ফন্দন (চঞ্চলতা), দৃষ্টি-সংযোজন বিশেষ; ইহা ভয়ঙ্কর দুঃখময়, আঘাতময়, উপায়াসময় ও পরিদাহময়। ইহা নির্বেদ বা বিদর্শন সাধনায়, বিরাগ বা আর্য মার্গের, দুঃখ নিরোধের, ক্লেশ উপশমের, আর্য সত্যের, অভিজ্ঞতা অর্জনের, সম্বোধি লাভের ও নির্বাণ-মুক্তির জন্য সংবর্তিত হয় না, সহায়তা করে না। ... সুতরাং বচ্ছ! এবম্বিধ দোষ দেখিয়াই আমি এই সমস্, (দশবিধ) ভ্রান্ত-দৃষ্টি (মতবাদ) গ্রহণ করি নাই।"

"মাননীয় গৌতম! আপনার কোন দৃষ্টি-গত (মতবাদ গৃহীত) আছে কি[১]?"

"বচ্ছ! তথাগতের এই দৃষ্টি-গত অপসৃত হইয়াছে। বচ্ছ! তথাগতের প্রজ্ঞায় ইহা দৃষ্ট (সাক্ষাৎকৃত) হইয়াছেÍ'এই প্রকার রূপস্কন্ধ, ইহা রূপের সমুদয় (কারণ), ইহাই রূপের অন্তঃসাধন। ইহা বেদনাস্কন্ধ, ইহা বেদনার সমুদয়, ইহাই বেদনার অন্তঃসাধন। ইহা সংজ্ঞাস্কন্ধ ...। ইহা সংস্কারস্কন্ধ ...। ইহা বিজ্ঞানস্কন্ধ ...। সেই কারণে (পঞ্চস্কন্ধের উদয়-বিলয় জানা হেতু) তথাগত সর্ববিধ (তৃষ্ণা, দৃষ্টি, মানবশে) মননের, সর্ববিধ মথিতের, যাবতীয় অহঙ্কার (দৃষ্টি)Íমমকার (তৃষ্ণা) ও মানানুশয়ের ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ ও পরিবর্জন হেতু উপাদান রহিত হইয়া বিমুক্ত'Íইহাই বলিতেছি।"

১৯০। "ভো গৌতম! এ প্রকারে বিমুক্ত-চিত্ত ভিক্ষু কোথায় উৎপন্ন হয়?"

"বচ্ছ! 'উৎপন্ন হয়'Íইহা বলা চলে না।"

"তবে হে গৌতম! উৎপন্ন হয় না?"

"বচ্ছ! 'উৎপন্ন হয় না'Íইহাও বলা চলে না।"

"তবে হে গৌতম! উৎপন্ন হয়, নাও হয়?"

"বচ্ছ! 'উৎপন্ন হয়, নাও হয়'Íইহাও বলা চলে না।"

"তবে হে গৌতম! উৎপন্ন হয় না, নাও হয় না?"

"বচ্ছ! 'উৎপন্ন হয় না, নাও হয় না'Íইহাও বলা চলে না।"

"ভো গৌতম! এ প্রকারে বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষু কোথায় উৎপন্ন হয়? জিজ্ঞাসিত হইয়া 'বচ্ছ! উৎপন্ন হয়, বলা চলে না'Íবলিতেছেন। তবে ... বলিতেছেন। হে গৌতম! আমি বুঝিলাম না, ইহাতে আমি সম্মোহিত হইলাম। পূর্ব আলোচনায় মাননীয় গৌতম সম্বন্ধে আমার যাহা প্রসাদ (শ্রদ্ধা) মাত্র ছিল, ইদানিং আমার

---

[১]। কোন দৃষ্টি-গত বিনা ধর্ম প্রচার অসম্ভব এ ধারণায় প্রশ্ন। (টিঃ)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহাও অন্তর্হিত হইল।”

“বচ্ছ! নিশ্চয় তোমার অজ্ঞানের সম্ভাবনা আছে, সম্মোহিত হওয়া স্বাভাবিক। কারণ বচ্ছ! এই প্রত্যয়াকার (কার্য-কারণ) ধর্ম গম্ভীর, দুর্দর্শ, দুরানুবোধ্য, শান্ত, প্রণীত (উত্তম), তর্কাতীত, নিপুণ (সুক্ষ্ম), পণ্ডিত-বেদনীয়। সুতরাং তোমার ন্যায় অন্যমতাবলম্বী, অন্যমত সহিষ্ণু, ভিন্ন রুচি-সম্পন্ন, অন্যত্র প্রয়োগী (অনুশীলনকারী), মিথ্যা প্রতিপন্ন ও অন্য (অকার্য কারণবাদী) আচার্যে অনুগামীর পক্ষে সে ধর্ম জানা দুষ্কর।”

১৯১। “তাহা হইলে বচ্ছ! এ বিষয়ে তোমাকেই জিজ্ঞাসা করিব, তোমার যেরূপ অভিরুচি সেরূপ উহার উত্তর দিও। তাহা কি মনে কর? বচ্ছ! যদি তোমার সম্মুখে অগ্নি জলে, তুমি জানিতে পারিবে কি আমার সম্মুখে অগ্নি জ্বলিতেছে?”

“হে গৌতম! যদি আমার সম্মুখে অগ্নি জ্বলে তবে এই অগ্নি আমার সম্মুখে জ্বলিতেছে, ইহা আমি বলিতে পারিব।”

“যদি বচ্ছ! তোমাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করা হয়াIএই যে তোমার সম্মুখে অগ্নি জ্বলিতেছে, তাহা কি কারণে জ্বলিতেছে? উহা এরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তুমি কি উত্তর দিবে?”

“এরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে হে গৌতম! আমি উত্তর দিবাIএই যে আমার সম্মুখে অগ্নি জ্বলিতেছে, তৃণ-কাষ্ঠ উপাদান হেতুই জ্বলিতেছে।”

“যদি বচ্ছ! তোমার সম্মুখে সে অগ্নি নিভিয়া যায়, তুমি জানিতে পারিবে কি এই অগ্নি নির্বাপিত হইয়াছে?”

“হে গৌতম! যদি আমার সম্মুখে সে অগ্নি নির্বাপিত হয়, তবে আমি জানিবাIআমার সম্মুখে এই অগ্নি নির্বাপিত হইয়াছে।”

“যদি বচ্ছ! তোমাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করা হয়াIতোমার সম্মুখে যে অগ্নি নির্বাপিত, সে অগ্নি এস্থান হইতে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর বা দক্ষিণ কোন দিকে গেল? এরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তুমি কি উত্তর দিবে?”

“ভো গৌতম! ‘গেল’ একথা বলা চলে না। যে তৃণ-কাষ্ঠ উপাদান অবলম্বনে (ইন্ধনের সাহায্যে) সে অগ্নি জ্বলিয়াছিল, তাহার (উপাদানের) অবসান হেতু এবং অন্য উপাদান আহরিত না হওয়াই অনাহার বা ইন্ধনহীন হইয়া নিভিয়া গিয়াছে, ইহাই বলা চলে।”

১৯২। “এইরূপে বচ্ছ! তথাগতকে (সত্ব) বিজ্ঞাপিত করিবার সময় যে রূপ দ্বারা (জড়দেহ), যে বেদনা, যে সংজ্ঞা, যে সংস্কার, যে বিজ্ঞান দ্বারা (রূপী ... বিজ্ঞানী বলিয়া) বিজ্ঞাপিত করা যায়; সেই রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান (তৎপ্রতিবদ্ধ সংযোজন প্রহাণহেতু ক্ষীণাস্রব) তথাগতের প্রহীণ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উচ্ছিন্নমূল, শিরছিন্ন তালকাণ্ডবৎ ক্রমে অভাব প্রাপ্ত, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তি স্বভাব হইয়াছে। বচ্ছ! তথাগত....বিজ্ঞান-সংখ্যা (ব্যবহার) বিমুক্ত হইয়াছে মহাসমুদ্রের ন্যায় গুণগম্ভীর অপরিমেয় ও দুরাবগাহ হইয়াছে। সুতরাং 'উৎপন্ন হয়' বলা চলে না। ... উৎপন্ন হয় না, নাও হয় না' বলা চলে না। (মুক্তপুরুষ পরিনির্বাণের সঙ্গে চতুষ্কোটি বিনিমুক্ত হইয়া যায়)।"

এইরূপ উক্ত হইলে বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজক ভগবানকে বলিলেন,"ভো গৌতম! যেমন গ্রাম বা নগরের অদূরে বৃহৎ শালবৃক্ষ থাকে, অনিত্য ধর্মের প্রভাবে উহার শাখা-পত্র বিনষ্ট হয়, ত্বক-পর্পটিকাদি নষ্ট হয়, বাকল (আঁশ) বিনষ্ট হয়; সেই বৃক্ষ অপর সময়ে অপগত শাখা-পত্র, অপগত ত্বক-পর্পটিকা, অপগত বাকল শুদ্ধ ও সারে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেইরূপ হে গৌতম! আপনার প্রাবচন (ধর্মশাস্ত্র) শাখা-পলাশ, ত্বক-পর্পটিকা, আঁশ রহিত হইয়া বিশুদ্ধ সারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

"অতি সুন্দর, ভো গৌতম! অতি চমৎকার, হে গৌতম! যেমন হে গৌতম! অধঃমুখ পাত্রকে ঊর্ধমুখ করিলেন, প্রতিচ্ছন্নকে বিবৃত করিলেন। দিকভ্রষ্টকে মার্গ প্রদর্শন করিলেন, চক্ষুষ্মান রূপ (দৃশ্য) দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈল-প্রদীপ ধারণ করিলেন। মাননীয় গৌতম কর্তৃক এরূপে বিবিধ পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত হইল। এই আমি মাননীয় গৌতম, ধর্ম্ম ও ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। মাননীয় গৌতম! আজ হইতে আজীবন আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে ধারণ করুন।"

অগ্নিবচ্ছ সূত্র সমাপ্ত।

৭৩। মহাবচ্ছ সূত্র (২।৩।৩)

১৯৩। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান রাজগৃহে বেণুবন কলন্দক নিবাপে বিহার করিতেছেন। তখন বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজক যেখানে ভগবান আছেন সেখানে গেলেন, গিয়া ভগবানের সহিত সম্মোদন করিলেন। ... একান্তে, বসিলেন, একান্তে, উপবিষ্ট বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজক ভগবানকে বলিলেন,"দীর্ঘদিন হইল আমি মাননীয় গৌতমের সহিত বাক্যালাপ করিয়াছি। সাধু, মাননীয় গৌতম! আমাকে সংক্ষেপে কুশলাকুশল (ভাল-মন্দ) সম্বন্ধে উপদেশ করুন।"

"বচ্ছ! আমি সংক্ষেপেও তোমাকে কুশলাকুশল উপদেশ করিতে পারি, বিস্তৃতভাবেও তোমাকে কুশলাকুশল উপদেশ করিতে পারি। কিন্তু (প্রথমতঃ) বচ্ছ! তোমাকে সংক্ষেপে কুশলাকুশল উপদেশ করিব। তাহা শ্রবণ কর, সুষ্ঠুভাবে মনোনিবেশ কর, ভাষণ করিব।"

"হাঁ, ভদন্ত!" (বলিয়া) বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজক ভগবানকে উত্তর দিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৯৪। ভগবান এরূপ বলিলেন,"বচ্ছ! লোভ অকুশল, আর অলোভ কুশল। বচ্ছ! দ্বেষ অকুশল, অদ্বেষ কুশল। বচ্ছ! মোহ অকুশল, অমোহ কুশল। এই প্রকারে বচ্ছ! এই তিন ধর্ম (মনোবৃত্তি) অকুশল আর তিন ধর্ম কুশল।"

"বচ্ছ! প্রাণাতিপাত (হিংসা) অকুশল, আর প্রাণাতিপাত হইতে বিরতি কুশল। অদত্তাদান (চুরি) অকুশল, অদত্তাদান বিরতি কুশল। কামে মিথ্যাচার অকুশল, কামে মিথ্যাচার বিরতি কুশল। মৃষাবাদ অকুশল, মৃষাবাদ বিরতি কুশল। পিশুনবাক্য অকুশল, পিশুনবাক্য বিরতি কুশল। পরুষবচন অকুশল, পরুষবচন বিরতি কুশল। সম্প্রলাপ অকুশল, সম্প্রলাপ বিরতি কুশল। অভিধ্যা (লোভ) অকুশল, অন্-অভিধ্যা কুশল। ব্যাপাদ অকুশল, অব্যাপাদ (করুণা) কুশল। মিথ্যাদৃষ্টি (ভ্রান্ত, ধারণা) অকুশল, সম্যকদৃষ্টি কুশল। বচ্ছ! এই দশ ধর্ম (আচার) অকুশল, আর দশ বিরতি ধর্ম কুশল।"

"বচ্ছ! যখন কোন ভিক্ষুর তৃষ্ণা উচ্ছিন্নমূল, তালকাণ্ডবৎ, অভাব প্রাপ্ত ও ভবিষ্যতে অনুৎপত্তি স্বভাব হইয়া প্রহীণ হয়, তখন সে ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাস্রব, ব্রহ্মচর্যবাস পূর্ণ, কৃত-কৃত্য, পরিত্যক্ত স্কন্ধভার, সদর্থ অনুপ্রাপ্ত, পরিক্ষীণ ভবসংযোজন ও অর্হত্ব প্রজ্ঞাদ্বারা সম্যক জানিয়া বিমুক্ত হয়।"

১৯৫। "মাননীয় গৌতমের কথা থাকুক। গৌতম! আপনার এক ভিক্ষুশ্রাবকও আছেন কি? যিনি আস্রবরাশির ক্ষয় করিয়া অনাস্রব চিত্ত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তি ইহ-জীবনেই প্রত্যক্ষ করিয়া, লাভ করিয়া বিহার করেন[১]?"

"বচ্ছ! একশত নহে, দুই, তিন, চার, পাঁচশত নহে তদপেক্ষা অধিক সংখ্যকই আমার ভিক্ষুশ্রাবক আছে, যাহারা আস্রব ক্ষয় করিয়া অনাস্রব চিত্ত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তি এই জীবনে স্বীয় অভিজ্ঞাদ্বারা প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করিয়া বিহার করে।"

"থাকুন মাননীয় গৌতম, রেখে দেন ভিক্ষুগণ, হে গৌতম! আপনার কোন ভিক্ষুণীশিষ্যা আছেন কি? যিনি আস্রবরাশির সম্পূর্ণ ক্ষয় করিয়া অনাস্রব চিত্ত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তি ... প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করিয়া বিহার করেন?"

"বচ্ছ! একশত নহে ... অধিক সংখ্যক ... উপলব্ধি করিয়া বিহার করে।"

"থাকুন মাননীয় গৌতম, থাকুন ভিক্ষুগণ, থাকুন ভিক্ষুণীসংঘ, মাননীয় গৌতমের এমন কোন গৃহস্থশিষ্য শ্বেতাম্বরধারী ব্রহ্মচারী উপাসক আছেন কি? যিনি পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজন সম্পূর্ণ ক্ষয়সাধন হেতু অযোনি-সম্ভবা দেবতা হইয়া তথায় (শুদ্ধাবাস বৃহ্মলোকে) পরিনির্বাণ লাভী ও সেই ব্রহ্মলোক

[১]। কোন কোন ধর্মগুরুর অধিগত জ্ঞান ও মুক্তি এমন কি তাঁহাদের আচরণেরও অধিকার শিষ্যগণের থাকে না, সে ধারণায় এ প্রশ্ন করা হইল। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইতে অনাবর্তন স্বভাব হইয়াছেন?”

“বচ্ছ! ... বহুসংখ্যক ... ?”

“থাকুন মাননীয় গৌতম, থাকুন ভিক্ষুগণ, থাকুন ভিক্ষুণীসংঘ, থাকুন ব্রহ্মচারী শ্রাবক গৃহী উপাসকগণ, গৌতম! আপনার একজন গৃহী উপাসক ও শ্বেতবস্ত্রধারী কামভোগী (বিষয়-ভোগী) শাসনকারী (ধর্মানুসারী), উপদেশানুসারী, সংশয়োত্তীর্ণ (ইহা কি প্রকার? এই সন্দেহ উত্তীর্ণ), জিজ্ঞাসাতীত, বৈশারদ্য প্রাপ্ত এবং শাস্তার ধর্মমতে পর-প্রত্যয় রহিত (প্রত্যক্ষদর্শী) হইয়া অবস্থান করেন?”

“বচ্ছ! একশত নহে ... বহুসংখ্যক...।”

“থাকুন গৌতম! আপনি ... থাকুন গৃহী শ্বেতবসনধারী উপাসক .....; একজনও গৃহস্থ শ্বেতবসনা ব্রহ্মচারিণী শ্রাবিকা উপাসিকা আছে কি? যিনি পাঁচ প্রকার অধঃভাগীয় সংযোজন সম্পূর্ণ ক্ষয় হেতু ... সেই ব্রহ্মলোক হইতে অনাবর্তন স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন?”

“বচ্ছ! একশ নহে ... বহু অধিক সংখ্যক ... ।”

“থাকুন গৌতম! আপনি, থাকুন আপনার ... গৃহী শ্বেতবসনা ব্রহ্মচারিণী উপাসিকা; কেমন আপনার একজনও শ্বেতবসনা, বিষয়-ভোগিনী, শাসন-কারিণী, উপদেশানুসারিণী, সংশয়োত্তীর্ণা, বিগত সন্দেহা, বৈশারদ্য প্রাপ্ত এবং শাস্তার ধর্মে পর-প্রত্যয় রহিতা হইয়া অবস্থান করেন এমন উপাসিকা আছেন কি?”

“বচ্ছ! একশ নহে ... অধিক সংখ্যক ... ।”

১৯৬। “ভো গৌতম! যদি আপনিই আপনার ধর্মের আরাধক (পরিপূরক) হইতেন আর ভিক্ষুরা সম্পাদক না হইতেন তবে এই ব্রহ্মচর্য সেই অংশে অপূর্ণ থাকিত। যেহেতু ভো গৌতম! এই ধর্মের আপনিও আরাধক আর ভিক্ষুরাও আরাধক। সুতরাং এই ব্রহ্মচর্য সে অংশে পরিপূর্ণ আছে। ... ভিক্ষুণীসংঘও আরাধিকা। ... প ... শ্বেতবসনা ব্রহ্মচারিণী গৃহী উপাসিকারাও আরাধিকা। ... শ্বেতবসনধারী কামভোগী গৃহী উপাসকেরাও আরাধক। ... শ্বেতবসনধারী কামভোগী গৃহী উপাসিকারাও আরাধিকা। সুতরাং এই ব্রহ্মচর্য সে অংশে সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ আছে।”

১৯৭। “যেমন ভো গৌতম! গঙ্গানদী সমুদ্র-নিম্না (সমুদ্রের দিকে গতিশীলা), সমুদ্র-প্রবণা, সমুদ্রাবনতা, সমুদ্রকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সেইরূপ মহানুভব গৌতমের সগৃহস্থ প্রব্রজিত পারিষদ নির্বাণ-নিম্ন, নির্বাণ প্রবণ, নির্বাণাবনত, নির্বাণ-সংলগ্ন হইয়াই স্থিত আছে। অতি সুন্দর, হে গৌতম! অতি চমৎকার, ভো গৌতম! যেমন হে গৌতম! অধঃমুখকে ঊর্ধমুখ করিলেন, আচ্ছন্নকে বিবৃত করিলেন, ভ্রান্তকে মার্গ দেখাইলেন, চক্ষুষ্মান বস্তু দেখিবার নিমিত্ত তৈল-প্রদীপ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধারণ করিলেন; সেইরূপ মহানুভব গৌতম কর্তৃক অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশিত হইল। সুতরাং আমি মহানুভব গৌতম, ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। গৌতমের নিকট আমি প্রব্রজ্যা লাভ করিতে চাই, উপসম্পদা প্রত্যাশা করি।"

"বচ্ছ! যে কোন ভূতপূর্ব অন্যতৈর্থিক এই ধর্ম-বিনয়ে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা আকাঙ্খা করে তাহাকে চারিমাস যাবৎ পরিবাস করিতে হয়, ... (পরীক্ষা মূলক) চারিমাস গত হইলে সন্তুষ্ট-চিত্ত ভিক্ষুগণ তাহাকে প্রব্রজ্যা ও ভিক্ষুভাবে উপসম্পদা দিয়া থাকেন। অথচ এক্ষেত্রে পুদ্গল নানাত্বও আমার সুবিদিত।"

"যদি ভন্তে! এই ধর্ম-বিনয়ে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রত্যাশী ভূতপূর্ব অন্যতির্থিয়কে চারিমাস পরিবাস করিতে হয় এবং চারিমাস পর সন্তুষ্ট-চিত্ত ভিক্ষুগণ প্রব্রজ্যা ও ভিক্ষুভাবে উপসম্পদা দেন; প্রয়োজন হইলে আমি চারিবর্ষ-ব্যাপী পরিবাস করিব।"

... বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজক ভগবান সমীপে প্রব্রজ্যা লাভ করিলেন, উপসম্পদা লাভ করিলেন।

অচির উপসম্পন্ন আয়ুষ্মান বচ্ছগোত্ত অর্ধমাস পর ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাদন পূর্বক একান্তে, বসিলেন এবং ভগবানকে বলিলেন,"ভন্তে! শৈক্ষ্য (অনাগামী শিক্ষাব্রতী) জ্ঞান, শৈক্ষ্যবিদ্যা দ্বারা যাহা প্রাপ্য আমি তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন ভগবান আমাকে তদুত্তর ধর্ম উপদেশ করুন।"

"তাহা হইলে বচ্ছ! তুমি শমথ (সমাধি) ও বিদর্শন (প্রজ্ঞা) এই দুই ধর্ম ভাবনা ও বর্ধন কর। বচ্ছ! তোমার শমথ ও বিদর্শন এই দুই ধর্ম অধিকতর ভাবিত হইলে নানা ধাতু প্রতিবেধের নিমিত্ত (শমথে পঞ্চ ও বিদর্শনে এক, এই ষড় অভিজ্ঞা লাভের নিমিত্ত) প্রবর্তিত হইবে।

১৯৮। "সে অবস্থায় বচ্ছ! তুমি যে পর্যন্ত, আকাঙ্খা করিবে]'আমি অনেক প্রকার ঋদ্ধি অধিগত হই, যথা]এক হইয়াও বহুধা হইব, বহুবিধ হইয়াও এক হইব, আবির্ভাব, তিরোভাব (অন্তর্ধান), তিরোকুড্য (অন্তর্ধান হইয়া দেওয়াল ভেদ করা), তিরঃ প্রাকার (প্রাকার ভেদ করা), তিরঃ পর্বত, আকাশের ন্যায় অসংলগ্ন ভাবে গমন করিব; জলের মত পৃথিবীতেও উন্মজ্জন-নিমজ্জন করিব, মাটির ন্যায় জলে অনাদ্রভাবে গমন করিব, পক্ষী-শকুনের ন্যায় পর্য্যাঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হইয়া আকাশে ভ্রমণ করিব; এরূপ মহাঋদ্ধি ও মহা অনুভব সম্পন্ন এই চন্দ্র-সূর্যকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিব, পরিমর্দন করিব, যাবৎ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত, আপন কায়ে বশীভূত করিব।' স্মরণের প্রয়োজন বোধ হইলে তথায় তথায়ই তুমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিবে।" (১)

"বচ্ছ! তুমি যতবার পর্যন্ত, আশা করিবে]'আমি মনুষ্যশক্তির অতীত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিশুদ্ধ, দিব্য শ্রোত্রধাতু দ্বারা দূরস্থ ও সমীপস্থ দিব্য ও মনুষ্য উভয় শব্দ শুনিব।' স্মরণের প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই তুমি তাহাতে তাহাতেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিবে।" (২)

"বচ্ছ! তুমি যে পর্যন্ত, ইচ্ছা করিবে—'আমি পরসত্ব ও পর পুদ্গালের চিত্ত স্বচিত্তে পরীক্ষা করিয়া জানিব, সরাগ চিত্তকে সরাগ চিত্ত হিসাবে জানিব, বীতরাগ চিত্তকে বীতরাগ চিত্ত হিসাবে জানিব, সদ্বেষ চিত্তকে ..., বীতদ্বেষ চিত্তকে ... , সম্মোহ চিত্তকে ... , বীতমোহ চিত্তকে ... , বিক্ষিপ্ত চিত্তকে ... , সংক্ষিপ্ত চিত্তকে (একাগ্র-চিত্তকে) ... , মহদ্গাত চিত্তকে ... , অমহদ্গাত চিত্তকে ... , সউত্তর (যার উত্তর আছে) চিত্তকে ... , অনুত্তর চিত্তকে...., সমাহিত চিত্তকে ... , অসমাহিত চিত্তকে ... , বিমুক্ত চিত্তকে বিমুক্ত চিত্তরূপে জানিব, অথবা অবিমুক্ত চিত্তকে অবিমুক্ত চিত্তরূপে জানিব।' কারণ উপস্থিত হইলে তুমি তাহাতে তাহাতেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হইবে।" (৩)

"বচ্ছ! তুমি যত আকাঙ্খা করিবে—'আমি অনেকবিধ পূর্বনিবাস (পূর্বজন্ম) অনুস্মরণ করি, যেমন—একজন্ম, দুইজন্ম ... এরূপে আকার ও উদ্দেশ সহিত অনেক প্রকার পূর্বনিবাস স্মরণ করি।' ...।" (৪)

"বচ্ছ! তুমি যতবার আকাঙ্খা করিবে—'আমি মনুষ্যশক্তির অতীত বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা চ্যুতির সময়, উৎপত্তির সময়, হীন-উৎকৃষ্ট, সুরূপ-কুরূপ, সুগত-দুর্গত সত্বগণকে দর্শন করিব, যথাকর্মানুরূপ গতিপ্রাপ্ত সত্বগণকে জানিব—এই সকল সত্ব কায়-দুশ্চরিত, বাক্-দুশ্চরিত, মনো-দুশ্চরিত। আর্যদিগের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টি কর্ম সম্পাদনকারী; তাহারা দেহত্যাগে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত ও নিরয়ে উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকল সত্ব কায়-সুচরিত, বাক্-সুচরিত, মনো-সুচরিত ... সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছে।' এরূপ মনুষ্যশক্তির অতীত বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা ... কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত সত্বগণকে জানিবে।" (৫)

"বচ্ছ! তুমি যতবার ইচ্ছা কর—আমি আস্রব সমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব চিত্ত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তি ইহ-জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞাদ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া ও লাভ করিয়া বিহার করিব।' ...।" (৬)

১৯৯। তখন আয়ুষ্মান বচ্ছগোত্ত ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করিয়া আসন হইতে উঠিলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

তৎপর আয়ুষ্মান বচ্ছগোত্ত একাকী ধ্যানপরায়ণ, অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও তদ্গাত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চিত্তে[১] বিহার করিয়া অচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ[২] সম্যকরূপে আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যাবসান (অর্হত্ব) প্রত্যক্ষ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞাদ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া, প্রাপ্ত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন; জন্মক্ষীণ, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত, করণীয় কৃত এবং ইহার জন্য আর অন্য কোন করণীয় নাইÏবুঝিতে পারিলেন। আয়ুষ্মান বচ্ছগোত্ত অর্হৎদের অন্যতর হইলেন।

২০০। সেই সময় বহুভিক্ষু ভগবানকে দেখিবার জন্য যাইতেছিলেন। আয়ুষ্মান বচ্ছগোত্ত দূর হইতে সে ভিক্ষুগণকে যাইতে দেখিলেন এবং তাঁহাদের নিকট গিয়া বলিলেন,"সম্প্রতি আয়ুষ্মানগণ! আপনারা কোথায় যাইতেছেন?"

"বন্ধু! আমরা ভগবানকে দেখিবার নিমিত্ত যাইতেছি।"

"তাহা হইলে আয়ুষ্মানগণ! আমার বাক্যে ভগবানকে নতশিরে বন্দনা করিবেনÏ'ভন্তে! বচ্ছগোত্ত ভিক্ষু ভগবানের পাদে নতশিরে বন্দনা করিতেছে'Ïবলিবেন, আর ইহাও বলিবেনÏ'ভগবান আমার (অর্হত্ব মার্গে) পরিচিত, সুগত আমার পরিচিত'।"

"হাঁ, বন্ধু!" (বলিয়া) সে ভিক্ষুগণ বচ্ছগোত্ত ভিক্ষুকে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

অতঃপর সে ভিক্ষুগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে, বসিলেন। একান্তে, উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে বলিলেন,"ভন্তে! আয়ুষ্মান বচ্ছগোত্ত ভগবানকে নতশিরে বন্দনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেনÏ"ভগবান আমার পরিচিত, সুগত আমার পরিচিত হইয়াছেন'।"

"ভিক্ষুগণ! পূর্বেই আমার চিত্তদ্বারা বচ্ছগোত্তের চিত্ত পরীক্ষা করিয়া বিদিত হইয়াছিÏ'বচ্ছগোত্ত ভিক্ষু ত্রৈবিদ্য, মহাঋদ্ধিমান ও মহাপ্রভাবশালী হইয়াছে।' দেবতারাও আমাকে একথা বলিয়াছিলÏ'ভন্তে! বচ্ছগোত্ত ভিক্ষু ত্রৈবিদ্য, মহাঋদ্ধিমান ও মহানুভবশালী হইয়াছেন'।"

ভগবান ইহা বলিলেন। সে ভিক্ষুগণ ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

মহাবচ্ছ সূত্র সমাপ্ত।

৭৪। দীঘনখ সূত্র (২।৩।৪)

২০১। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতের উপর শূকর খতায় (খণিত-গুহায়) বাস করিতেছেন। তখন দীঘনখ[৩] পরিব্রাজক যেখানে ভগবান ছিলেন

---

[১]। জীবনের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া।

[২]। জাতি ও আচার কুলপুত্র। (প. সূ.)

[৩]। সারিপুত্রের ভাগিনেয়। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তথায় গেলেন, গিয়া ভগবানের সাথে সম্মোদন করিলেন, সম্মোদন ও স্মরণীয় কর্তব্য সমাপ্ত করিয়া একপ্রান্তে, দাঁড়াইলেন, একপ্রান্তে, স্থিত[১] দীঘনখ পরিব্রাজক ভগবানকে ইহা বলিলেন,"ভো গৌতম! আমি এই দৃষ্টিসম্পন্ন ও এই মতবাদী হর্ইI'সর্ববিধ (পুনরুৎপত্তি[২]) আমার পছন্দ বা মনোনীত নহে'।"

"অগ্নিবেশ্মন[৩]! এই যে তোমার দৃষ্টিI'সর্ব আমার মনোনীত নহে', তোমার এই দৃষ্টিও কি অমনোনীত?"

"ভো গৌতম! যদি এই দৃষ্টি আমার পছন্দ হয়, তবে তাহাও তাদৃশ হইবেIতাহাও হইবে তথৈবচ।"

"এই কারণেই, অগ্নিবেশ্মন! জগতে ইহাদের (মত ত্যাগী) অপেক্ষা তাহাদের সংখ্যাই বহু হইতে বহুতর হয়, যাহারা এরূপ বলেI'তাহাও তদ্রূপ হইবে, তাহাও হইবে তথৈবচ।' কিন্তু তাহারা সেই পূর্বদৃষ্টিও ত্যাগ করে না, বরং অপর নূতন মতবাদও গ্রহণ করিয়া বসে। অগ্নিবেশ্মন! ইহাদের (অত্যাগী) অপেক্ষা এরূপ লোকেরাই জগতে অল্প হইতে স্বল্পতর; যাহারা বলেI'তাহাও তাদৃশই হয়, তাহাও হয় তথৈবচ।' কিন্তু তাহারা সেই মূলদৃষ্টিও ত্যাগ করে না এবং অন্য নবদৃষ্টিও গ্রহণ করে না। অগ্নিবেশ্মন! কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই মতবাদী ও এই দৃষ্টিসম্পন্ন, (১) 'সর্ব আমার পছন্দ হয়।' ... কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ... দৃষ্টিসম্পন্ন আছেIযাহারা বলে (২) 'সমস্, আমার পছন্দ নহে।' অগ্নিবেশ্মন! কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই মতবাদী ও এই দৃষ্টিসম্পন্ন আছেI(৩) 'কিছু আমার পছন্দ আর কিছু অপছন্দ'।"

"অগ্নিবেশ্মন! তথায় যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই মতবাদী ও এই দৃষ্টিসম্পন্নI'সর্বমত আমার পছন্দ হয়' তাহাদের এই দৃষ্টি (ধর্ম-বিশ্বাস) সরাগাবস্থার (রাগবশে সংসারাবর্তে অনুরক্ত হইবার) সমীপে, সংযোগের সমীপে, অভিনন্দনের সমীপে, অধ্যবসান বা প্রার্থনার সমীপে, উপাদান বা দৃঢ়-গ্রহণের সমীপে অগ্রসর হয়। তাহাতে অগ্নিবেশ্মন! যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ... এই দৃষ্টি মান্য করেI'সর্বমত আমার মনপূত নহে,' তাহাদের এই দৃষ্টি অ-সরাগ, অসংযোগ, অনভিনন্দন, অনধ্যবসান ও অনুপাদানের সমীপবর্তী হয়।"[৪]

---

[১]। মাতুলের প্রতি গৌরব বশতঃ দাঁড়াইয়া আলাপ করিতেছেন। (প. সূ.)

[২]। দেব-মনুষ্য আদি সর্ববিধ উৎপত্তি, পুনর্জন্ম। তিনি ছিলেন উচ্ছেদবাদী। (প. সূ.) জলবুদ্‌বুদের ন্যায় জীবের উদয়-বিলয়, ভূত ভবিষ্যতের সহিত সম্পর্কহীন। (টীকা)

[৩]। অগ্নিপূজক, বংশ উপাধি বিশেষ।

[৪]। শাশ্বত দর্শন অল্প দোষাবহ, কিন্তু উহার বিদূরণ দীর্ঘকাল সাপেক্ষ। উচ্ছেদ দর্শন মহাদোষাবহ, কিন্তু উহার বিদূরণ দীর্ঘকাল সাপেক্ষ নহে। শাশ্বতবাদী ইহলোক-পরলোক জানে, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল জানে, কুশল করে, অকুশল করিতে ভীত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২০২। এইরূপ উক্ত হইলে দীঘনখ পরিব্রাজক ভগবানকে বলিলেন,"মাননীয় গৌতম আমার দৃষ্টিকে (মতবাদকে) উৎকর্ষণ (প্রশংসা) ও সমুৎকর্ষণ করিতেছেন।"

"অগ্নিবেশ্মন! তাহাতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে এরূপবাদী ও দৃষ্টিসম্পন্নÏ'সমস্, আমার পছন্দ হয়।' এ সম্বন্ধে বিজ্ঞ-পুরুষ এই প্রকার বিচার করেনÏএই যে আমার দৃষ্টিÏ'সমস্, আমার পছন্দ হয়', এই দৃষ্টিকে যদি আমি শক্তভাবে পরামর্ষণ করিয়া (জড়িত হইয়া) আগ্রহ সহকারে ব্যবহার করিÏ'ইহাই সত্য অন্য সব মিথ্যা', তবে দুই মতবাদীর সহিত আমার বিগ্রহ (কলহ) হইবেÏ(১) যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই মতবাদী ও দৃষ্টিসম্পন্নÏ'সমস্, আমার পছন্দ নহে।' আর (২) যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই মতবাদী ও দৃষ্টিসম্পন্নÏ'একাংশ আমার পছন্দ, একাংশ অপছন্দ হয়।' এই দুইজনের সাথে আমার বিগ্রহ হইবে। বিগ্রহ হইলে বিবাদ হইবে, বিবাদ হইলে বিঘাত (মনকষ্ট) হইবে, বিঘাত হইলে বিদ্বেষ হইবে। এই কারণে সে নিজের মধ্যে বিগ্রহ, বিবাদ, বিঘাত ও বিদ্বেষের সম্ভাবনা দর্শন করিয়া সেই প্রাক্তন দৃষ্টিকেই পরিত্যাগ করে এবং অন্য নূতন দৃষ্টিও গ্রহণ করে না। এ প্রকারে এই সকল দৃষ্টির পরিত্যাগ হয়।"

২০৩। "অগ্নিবেশ্মন! যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ... দৃষ্টিসম্পন্নÏ'সমস্, আমার মনপূত নহে', তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞব্যক্তি এরূপ বিচার করেনÏএই যে আমার দৃষ্টিÏ'আমার সমস্, পছন্দ নহে', যদি আমি সাগ্রহে এই দৃষ্টি ব্যবহার করি, তবে দুইজনের সাথে আমার বিগ্রহ হইবেÏ(১) যে এই দৃষ্টি মানেÏ'আমার সমস্, পছন্দ হয়', তাহার সহিত; (২) আর যে এই দৃষ্টি মানেÏ'আমার কিছু পছন্দ, কিছু অপছন্দ হয়, তাহার সাথে এই দুইজনের সাথে আমার বিগ্রহ হইবে ...। এ প্রকারে এই সকল দৃষ্টির পরিত্যাগ হয়।"

২০৪। "অগ্নিবেশ্মন! এই বিষয়ে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ..... এই দৃষ্টি মান্য করেÏআমার কিছু পছন্দ, কিছু অপছন্দ।' এসম্বন্ধে বিজ্ঞব্যক্তি এই বিবেচনা করেনÏএই যে আমার দৃষ্টিÏ'আমার কিছু পছন্দ, কিছু অপছন্দ ...। তবে

সংসারাবর্ত আস্তাদন করে, অভিনন্দন করে, বুদ্ধ কিম্বা বুদ্ধ শ্রাবকের সম্মুখীন হইলেও স্তীয় মিথ্যা মতবাদ ছাড়িতে পারে না। সে কারণে উহার বিদূরণ দীর্ঘকাল সাপেক্ষ।

উচ্ছেদবাদী ইহলোক-পরলোক জানে না, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল সম্বন্ধে জানে না, কুশল করে না, অকুশলে ভয় পায় না। কিন্তু সংসারাবর্ত আস্তাদন করে না, অভিনন্দন করে না। বুদ্ধ, বুদ্ধ শ্রাবক দেখিলে শীঘ্র স্তীয় মত পরিবর্তন করিতে পারে। সে কারণে উহার বিদূরণ ত্বরান্তিত হয়। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দুইজনের সাথে আমার বিগ্রহ হইবেI(১) ... 'আমার সমস্, পছন্দ হয়', আর (২) ... 'আমার সমস্, পছন্দ নহে।' এই দুইজনের সাথে আমার বিগ্রহ হইবে ...। এই প্রকারে এ সকল দৃষ্টির পরিত্যাগ হয়।"

২০৫। "অগ্নিবেশ্যন! এই দেহ রূপীয় (জড়) চারি মহাভূতময়, মাতৃপিতৃ সম্ভূত (মাতা-পিতা হইতে উৎপন্ন), অন্ন-ব্যঞ্জন বর্ধিত, অনিত্য-উৎসাদন (বিনাশন)-ভেদন-বিধ্বংসন স্বভাব; ইহাকে অনিত্যভাবে দুঃখ, রোগ, গণ্ড, শল্য, অঘ (পাপ), ব্যাধি, পরকীয়, শূন্য ও অনাত্মভাবে সন্দর্শন করা উচিত। এই দেহকে অনিত্যভাবে ... ও অনাত্মভাবে সন্দর্শনকারী ব্যক্তির দেহের প্রতি যে দেহানুরাগ, দৈহিক¯েœহ, দেহান্বয়তা (সম্বন্ধভাব) তাহা প্রহীণ হয়।"

"অগ্নিবেশ্যন! এই ত্রিবিধ বেদনা (অনুভূতি) (১) সুখ-বেদনা, (২) দুঃখ-বেদনা ও (৩) অদুঃখ-অসুখ বেদনা। অগ্নিবেশ্যন! যখন জীবের সুখ-বেদনা অনুভূত হয় তখন দুঃখ-বেদনা ও অদুঃখ-অসুখ বেদনা অনুভূত হয় না। সেই সময় কেবল সুখ-বেদনাই অনুভূত হইয়া থাকে। অগ্নিবেশ্যন! (জীব) যে সময় দুঃখ-বেদনা অনুভব করে ...। যে সময় অদুঃখ-অসুখ বেদনা অনুভব করে, সে সময় তাহার অপর (দুই) বেদনা অনুভূত হয় না। সুতরাং অগ্নিবেশ্যন! সুখ-বেদনাও অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্য-সমুৎপন্ন (কারণ-জাত), ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী হয়। দুঃখ-বেদনা এবং অদুঃখ-অসুখ বেদনাও তদ্রূপ অনিত্য ... ও নিরোধধর্মী হয়।"

"অগ্নিবেশ্যন! এ প্রকারে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক সুখ-বেদনার প্রতিও নির্বেদ প্রাপ্ত (উদাসীন) হয়, দুঃখ-বেদনার প্রতিও ...। অদুঃখ-অসুখ বেদনার প্রতিও নির্বেদ প্রাপ্ত হয়। নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া বিরক্ত হয়, বিরাগ হেতু বিমুক্ত হয়, বিমুক্ত হইলে (আমি) 'বিমুক্ত' এই জ্ঞানোদয় হয়, জন্মক্ষয় হয়, ব্রহ্মচর্য পূর্ণ হয়, করণীয় কৃত হয়, এখন ইহার (মুক্তির) নিমিত্ত অপর কর্তব্য নাই জানিতে পারে। অগ্নিবেশ্যন! এ প্রকারে বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষু কাহারও সহিত সংবাদ করে না, কাহারও সহিত বিবাদ করে না; জগতে যাহা কথিত হয়, অপরামর্ষ (নিরাসক্ত) ভাবে শুধু তদ্বারাই সে ভিক্ষু ব্যবহার করে।"

২০৬। সেই সময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে পাখা করিতে করিতে ভগবানের পশ্চাতে স্থিত ছিলেন। তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্রের ইহা মনে হইলI'ভগবান আমাদিগকে অভিজ্ঞা দ্বারা সেই সেই (আস্রব) ধর্মের ত্যাগ বলিলেন, সুগত আমাদিগকে অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হইয়া সেই সেই আস্রব ধর্মের প্রহাণ বলিলেন।' এ প্রকারে ইহা প্রত্যবেক্ষণ করিতে করিতে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের চিত্ত উপাদানহীন (অনুৎপাদ নিরোধে নিরুদ্ধ) হইয়া আস্রবরাশি হইতে মুক্ত হইল। আর তথায় দীঘনখ পরিব্রাজকের বিরজ, বিমল ধর্ম-চক্ষু

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(স্রোতাপত্তি জ্ঞান) উৎপন্ন হইল।'যাহা কিছু সমুদয় ধর্ম, তৎসমস্ত, নিরোধ স্বভাব হয়'।

অতঃপর দীঘনখ পরিব্রাজক দৃষ্ট-ধর্ম, প্রাপ্ত-ধর্ম, বিদিত-ধর্ম, অবগাহিত ধর্ম, উত্তীর্ণ-সংশয়, বিগত-সন্দেহ, বৈশারদ্য-প্রাপ্ত, শাস্তার শাসনে পর-প্রত্যয়হীন (প্রত্যক্ষদর্শী) হইয়া ভগবানকে ইহা বলিলেন,"আশ্চর্য, ভো গৌতম! অতি চমৎকার, ভো গৌতম! যেমন হে গৌতম! অধঃমুখকে ঊর্ধমুখ করে ... চক্ষুষ্মানেরা রূপ দর্শনের নিমিত্ত তৈল-প্রদীপ ধারণ করে, সেইরূপ মাননীয় গৌতম দ্বারা অনেক পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত হইয়াছে। আমি মাননীয় গৌতমের শরণ গ্রহণ করিতেছি, ধর্মেরও সংঘেরও ...। আজ হইতে মাননীয় গৌতম আমাকে আজীবন শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুন।"

দীঘনখ সূত্র সমাপ্ত।

৭৫। মাগন্দিয় সূত্র (২।৩।৫)

২০৭। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান কুরুজনপদের কম্মাস্‌সদম্ম নামক কুরুবাসীদের নগরে ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণের অগ্নি-আগারে (যজ্ঞশালায়) তৃণ বিছানায় বিহার করিতেছেন।

তখন ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে নিবাসন পরিধান করিয়া পাত্র-চীবর লইয়া কম্মাস্‌সদম্মে (কল্মাষদম্মে) ভিক্ষার নিমিত্ত প্রবেশ করিলেন। কম্মাস্‌সদম্মে পিণ্ডাচরণ করিয়া ভোজনের পর ভিক্ষা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দিবা বিহারের নিমিত্ত তিনি যেখানে অন্যতর বনগহন তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই গভীর বনে প্রবিষ্ট হইয়া এক বৃক্ষমূলে দিবা বিহারে উপবেশন করিলেন।

তখন মাগন্দিয় পরিব্রাজক জংঘা বিহার বা পদব্রজে ভ্রমণ ও বিচরণ (পরিক্রমা) করিতে করিতে ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণের যজ্ঞশালায় উপনীত হইলেন। মাগন্দিয় পরিব্রাজক ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণের যজ্ঞশালায় তৃণ বিছানা প্রজ্ঞাপ্ত দেখিলেন, দেখিয়া ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণকে বলিলেন,"মাননীয় ভারদ্বাজের অগ্নিশালায় কাহার তৃণ-আসন সজ্জিত আছে, শ্রমণযোগ্য শয্যাই মনে হইতেছে?"

"ভো মাগন্দিয়! শাক্যপুত্র, শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত শ্রমণ-গৌতম আছেন, সেই ভগবান গৌতমের এরূপ কল্যাণ-কীর্তি শব্দ উদ্গত হইয়াছে।'সেই ভগবান এই কারণে অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, দম্য পুরুষ দমনে অনুত্তর সারথি, দেব-মনুষ্যদের শাস্তা, বুদ্ধ ও ভগবান হন', সেই মাননীয় গৌতমের শয্যাই সজ্জিত আছে।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভো ভারদ্বাজ! আমরা দুদৃশ্য দর্শন করিলাম, যেহেতু আমরা সেই ভূণহুর[১] (অপুষ্ট ইন্দ্রিয়ের) শয্যা দেখিলাম।"

"মাগন্দিয়! এই কথা রাখিয়া দাও, মাগন্দিয়! এই বাক্য সংযত কর। সেই মাননীয় গৌতমের প্রতি বহু সংখ্যক ক্ষত্রিয় পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, গৃহপতি পণ্ডিত ও শ্রমণ পণ্ডিত সুপ্রসন্ন এবং আর্য (পরিশুদ্ধ) ন্যায় কুশল (নির্দোষ) ধর্মে বিনীত হইয়াছেন।"

"ভো ভারদ্বাজ! যদি আমরা সেই মাননীয় গৌতমকে সম্মুখে দেখি, তবে সম্মুখেও তাঁহাকে বলিতাম[‘শ্রমণ গৌতম ভূণহু’। ইহার কারণ কি? যেহেতু আমাদের সূত্রে (বেদে) এইরূপই আসিয়াছে।"

"যদি মাননীয় মাগন্দিয়ের গুরুভার মনে না হয় তবে আমরা শ্রমণ গৌতমকে ইহা বলিতে পারি।"

"ভারদ্বাজ! নিরুদ্বেগ চিত্তে আপনি তাঁহাকে আমার কথাই বলিতে পারেন।"

২০৮। ভগবান মনুষ্যাতীত, বিশুদ্ধ, দিব্যকর্ণ দ্বারা মাগন্দিয় পরিব্রাজকের সহিত ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণের এই বাক্যালাপ শুনিতে পাইলেন। তখন ভগবান সায়ংকালীন ফল সমাপত্তি হইতে উঠিয়া যেখানে ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণের অগ্নিশালা তথায় উপনীত হইলেন, উপস্থিত হইয়া আস্তৃত তৃণ শয্যাতেই বসিলেন। তখন ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণ ভগবান সমীপে উপস্থিত হইলেন, ভগবানের সহিত সম্মোদন করিলেন, সম্মোদনীয় কথা শেষ করিয়া একান্তে, বসিলেন; একান্তে, উপবিষ্ট ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণকে ভগবান বলিলেন, "ভারদ্বাজ! এই তৃণ-আসন সম্বন্ধে তোমার ও মাগন্দিয় পরিব্রাজকের মধ্যে কোন বাক্যালাপ হইয়াছে?"

এরূপ উক্ত হইলে ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণ সংবিগ্ন (প্রীতি-উৎফুল্ল) লোমহর্ষ হইয়া ভগবানকে বলিলেন, "ইহাই আমরা মাননীয় গৌতমকে বলিতে ইচ্ছুক, অথচ মাননীয় গৌতম ইহাই অনাখ্যান করিলেন, বলিতে দিলেন না।"

২০৯। ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণের সহিত ভগবানের এই কথাই চলিতেছিল। তখন মাগন্দিয় পরিব্রাজক পদব্রজে ভ্রমণ ও বিচরণ করিতে করিতে যথায়

---

[১]। ভূণং বুচ্চতি বড্‌ঢিতং তং হনন্তী’তি ভূণহুণো। হতবুদ্ধি। চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়ের সংবরবিধান উহাদের শ্রীবৃদ্ধি হনন। পরিব্রাজকের ধারণা[উদার বিষয় উপহার দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহকে বর্ধিত ও পুষ্ট করা উচিত, অননুভূতকে অনুভব করা, অদৃষ্ট দেখা এবং দৃষ্টকে অতিক্রম করা উচিত, ভগবান ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণ সংযত করিয়া লোকের অবৃদ্ধি বা বিনাশ দেশনা করেন, ষড় ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে এরূপ। সে কারণে বলা হইল হতবুদ্ধি। (মঃ টি)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভারদ্বাজের অগ্নিশালা এবং ভগবান আছেন তথায় পৌঁছিলেন, পৌঁছিয়া ভগবানের সহিত প্রীতি-সম্মোদন ও স্মরণীয় কথা শেষ করিয়া একান্তে, বসিলেন, একান্তে, উপবিষ্ট মাগন্দিয় পরিব্রাজককে ভগবান বলিলেন,"মাগন্দিয়! চক্ষু রূপারাম, (রূপ ইহার আরাম বা বাসস্থান) রূপে রত, রূপ-সম্মোদিত হয়, তথাগতের সে চক্ষু দান্ত, গুপ্ত, রক্ষিত, সংবৃত এবং সংযমের নিমিত্ত তিনি ধর্মদেশনা করেন। মাগন্দিয়! এই উদ্দেশ্যে তুমি বলিয়াছ নহে কি শ্রমণ গৌতম ভূণহু হন?"

"ভো গৌতম! এই উদ্দেশ্যেই আমাকর্তৃক বর্ণিত হইয়াছেI'শ্রমণ গৌতম ভূণহু হন। তাহার কারণ আমাদের সূত্রে এরূপই আসিয়াছে।"

"মাগন্দিয়! শ্রোত্র শব্দারাম ...। ঘ্রাণ গন্ধারাম ...। জিহ্বা রসারাম ...। কায়া স্পৃষ্টব্যারাম ...। মন ধর্মারাম ...।"

২১০। "তাহা কি মনে কর, মাগন্দিয়! এক্ষেত্রে কোন (পুরুষ) পূর্বে চক্ষু-বিজ্ঞেয় ইষ্ট, কান্ত, মনোরম, প্রিয়-স্বভাব, কাম-সংযুক্ত ও রমণীয় রূপের দ্বারা অভিরমিত হইয়াছে; সে অপর সময়ে সেই রূপেরই সমুদয় অস্তগমন, আস্বাদ, আদীনব (দৈন্য) ও নিঃসরণ (নির্গমনোপায়) যথাভূত অবগত হইয়া, রূপ তৃষ্ণা প্রহাণ করিয়া, রূপ-পরিদাহ বিনোদন করিয়া, বিগত-পিপাসা ও আধ্যাত্মিক উপশান্ত, চিত্ত হইয়া বাস করে। তাহার সম্বন্ধে তোমার কি বক্তব্য আছে?"

"কিছু নাই, ভো গৌতম!"

"ইহা কি মনে কর, মাগন্দিয়! ... শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দভোগে অভিরমিত ...। ..... ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধভোগে অভিরমিত ...। ... জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রসভোগে অভিরমিত ...। ... কায়-বিজ্ঞেয় স্পৃষ্টব্যভোগে অভিরমিত ... অপর সময়ে সে যথাভূত জ্ঞাত হইয়া বিহার করে। ... তৎসম্বন্ধে তোমার বক্তব্য কি?"[১]

"কিছু নাই, ভো গৌতম!"

২১১। "মাগন্দিয়! পূর্বে গৃহী অবস্থায় আমি পঞ্চকামগুণে সমর্পিত সমঙ্গীভূত হইয়া চক্ষু-বিজ্ঞেয় ইষ্ট, কান্ত, মনোরম, প্রিয়স্বভাব, কামসংযুক্ত ও রমনীয় রূপ দ্বারা পরিচিত হইয়াছি। শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দদ্বারা ... , ঘ্রাণ বিজ্ঞেয় গন্ধদ্বারা ... , জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রসদ্বারা ... , কায়-বিজ্ঞেয় স্পৃষ্টব্য দ্বারা ...। মাগন্দিয়! তখন

১। তুলনীয় ভগবানের আচার ও উপদেশ ঃ–

চক্‌খুনা সংবরো সাধু, সাধু সোতেন সংবরো,
ঘাণেন সংবরো সাধু সাধু জিহ্বায সংবরো,
কাযেন সংবরো সাধু, সাধু বাচায সংবরো,
মনসা সংবরো সাধু, সাধু সব্বত্থ সংবরো,
সব্বত্থ সংবুত ভিক্‌খু সব্বদুক্‌খা পমুচ্চতি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমার তিনখানি প্রাসাদ ছিল।এক বর্ষাকালিক, এক হৈমন্তিক এবং এক গ্রীষ্মকালীন। আমি বর্ষাঋতুর চারি মাস বর্ষাকালিক প্রাসাদে পুরুষহীন (স্ত্রী) তূর্যদ্বারা পরিচারিত (সেবিত) হইয়া নিু প্রাসাদে অবতরণ করি নাই। সেই আমি অপর সময়ে কাম সমূহেরেই (বিষয়ভোগের) সমুদয়, অস্তগমন, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ যথাভূত অবগত হইয়া, কাম-তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া, কাম-পরিদাহ দমন করিয়া, কাম-পিপাসা রহিত ও আধ্যাত্মিক উপশান্ত, চিত্ত হইয়া বিহার করি। (যখন) আমি অপর সত্বগণকে কামে অবীতরাগ, কামতৃষ্ণা দ্বারা উপদ্রুত, কামানলে প্রজ্বলিত হইয়াও কাম পরিভোগ করিতে দর্শন করি, তখন আমি তাহাদিগকে স্পৃহা করি না, তাহাতে অভিরমিত হই না। তাহার কারণ কি? মাগন্দিয়! বিষয়ভোগ হইতে স্বতন্ত্র, অকুশল ধর্ম হইতে পৃথক।এই যে (ধ্যান ও ফল সমাপত্তি জনিত) রতি বিদ্যমান, তাহা দিব্যসুখকে অধিগ্রহিত[১] বা পরাভূত করিয়া স্থিত আছে। সেই রতিতে রমিত হইয়া আমি হীন রতিকে আর স্পৃহা করি না, উহাতে অভিরমিত হই না।"

২১২। "যেমন মাগন্দিয়! কোন আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগ সম্পন্ন গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্র পঞ্চকামগুণ।চক্ষুদ্বারা জ্ঞেয় ইষ্ট, কান্ত, মনোরম, প্রিয়, কমনীয় ও রঞ্জনীয় রূপ ... শব্দ ... গন্ধ ... রস ... স্পৃষ্টব্য দ্বারা সমর্পিত, সমঙ্গীভূত (সংযুক্ত) হইয়া বিহার করেন। তিনি কায়দ্বারা সুচরিত আচরণ করিয়া, বাক্যদ্বারা সুচরিত আচরণ করিয়া এবং মনোদ্বারা সুচরিত আচরণ করিয়া দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে ত্রয়োস্ত্রিংশবাসী দেবগণের সারূপ্যে উৎপন্ন হন। তিনি তথায় নন্দনবনে অপ্সরা সমূহ দ্বারা পরিবৃত হইয়া দিব্য পঞ্চকামগুণ দ্বারা সমর্পিত সমঙ্গীভূত হইয়া পরিভোগ করেন। তিনি কোন গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্রকে পঞ্চকামগুণে সমর্পিত ও সমঙ্গীভূত হইয়া ভোগ করিতে দেখেন। তাহা কি মনে কর, মাগন্দিয়! কেমন নন্দনবনে অপ্সরা সমূহ পরিবৃত হইয়া পঞ্চ দিব্য কামগুণ দ্বারা সমর্পিত ও সমঙ্গীভূত হইয়া কামভোগের সময় সে দেবপুত্র কি অমুক গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্রের কিংবা মানুষের ভোগ্য পঞ্চ কামগুণের স্পৃহা করিবেন? অথবা মনুষ্য কামের প্রতি পুনরাগমন করিবেন? প্রলুব্ধ হইবেন?"

"ইহা কখনও সম্ভব নহে, ভো গৌতম!"

"ইহার কারণ কি?"

"ভো গৌতম! মনুষ্য কাম হইতে দিব্য কামরাশি অতিক্রান্ত, (উচ্চ) তর, উৎকৃষ্টতর।"[২]

---

[১]। সম্যক্ অধিগমন পূর্বক নিগ্রহ করিয়া দিবা সুখ ও হীন প্রতিপন্ন করিয়া স্থিত। (টীঃ)

[২]। তুলনীয় ঃ–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"এরূপই মাগন্দিয়! পূর্বে গৃহী অবস্থায় আমি ...। মাগন্দিয়! যে রতি দিব্যসুখকে পরাভূত করিয়া স্থিত আছে, সি রতি দ্বারা রমিত হইবার সময় আর হীন রতির প্রতি স্পৃহা করি নাই, তাহাতে অভিরমিত হই নাই।"

২১৩। "যেমন মাগন্দিয়! কোন কু'রোগী পুরুষ ক্ষত শরীর, পক্ক (গলিত) দেহ, ক্রিমিদ্বারা ভক্ষিত অবস্থায়Íনখে কণ্ডুয়ণ করিতে করিতে ব্রণমুখ (ঘা) ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া অঙ্গারগর্তে শরীর উত্তপ্ত করিতে থাকে। তাহার মিত্র-অমাত্য, জ্ঞাতি-সলোহিতগণ একজন শল্যকর্তা ভিষককে উপস্থিত করিল। সেই শল্যকর্তা ভিষক তাহাকে ঔষধ প্রয়োগ করে, সে সেই ভৈষজ্য প্রভাবে কু'রোগ হইতে মুক্ত, নীরোগ, সুখী, স্বাধীন, স্বয়ংবশী ও যথেচ্ছা গমনশীল হইল। এমন সময় সে অপর ... ক্ষতশরীর ... জ্বলন্ত, অঙ্গারগর্তে শরীর তপ্ত করিতে এক কু'রোগীকে দেখিল। ইহা কি মনে কর, মাগন্দিয়! সেই নীরোগ ব্যক্তি কি অমুক কু'রোগীর, অঙ্গারগর্তের কিংবা ঔষধ প্রয়োগের স্পৃহা করিবে?"

"নিশ্চয় না, ভো গৌতম!"

"ইহার কারণ কি?"

"ভো গৌতম! রোগ থাকিলেই'ত ঔষধের প্রয়োজন, রোগ না থাকিলে ঔষধের প্রয়োজন আর থাকে না।"

"এইরূপই মাগন্দিয়! পূর্বে গৃহী অবস্থায় আমি ... এখন তাহাতে অভিরমিত হইনা।"

২১৪। "যেমন মাগন্দিয়! ক্ষতশরীর ... কু'রোগী ... চিকিৎসা দ্বারা কুষ্ঠ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। (তখন) বলবান দুই পুরুষ.....দুই বাহু ধরিয়া তাহাকে অঙ্গারগর্তের দিকে সজোরে আকর্ষণ করে, তাহা কি মনে কর মাগন্দিয়! সে ব্যক্তি (না যাইবার জন্য) ইতস্ততঃ শরীর নমিত করিবে নহে কি?"

"নিশ্চয়, ভো গৌতম!"

"তার কারণ কি?"

"ভো গৌতম! সেই অগ্নি মহাতাপ, ভীষণ-দাহ ও দুঃখ-সংস্পর্শ।"

"ইহা কি মনে কর, মাগন্দিয়! এখনই কি সে অগ্নি মহাতাপ, ভীষণ-দাহ ও দুঃখ-সংস্পর্শ? অথবা পূর্বে (রোগের সময়ে)ও সে অগ্নি ... দুঃখ-সংস্পর্শ ছিল?"

"ভো গৌতম! এখনও সে অগ্নি ... দুঃখ-সংস্পর্শ, আর পূর্বেও ... দুঃখ-সংস্পর্শই ছিল। কিন্তু ভো গৌতম! পূর্বে সে ক্ষতশরীর ... উপহতেন্দ্রিয় (বিক্ষত-চর্ম) কু'রোগী অগ্নির দুঃখ-সংস্পর্শতেইÍ'সুখে আছে'Íএই ভ্রান্ত, ধারণা পোষণ

কুসগ্গে উদকমাদায সমুদ্দে উদকং মিনে,
এবং মানুসকা কামা দিব্বকামান সন্তিকে। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিয়াছিল।"

এইরূপই মাগন্দিয়! কাম (বিষয়-ভোগ) অতীতকালেও মহাতাপ, ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক ও দুঃখ-সংস্পর্শই ছিল; ভবিষ্যতকালেও বর্তমান সময়েও তাহা মহাতাপ, ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক ও দুঃখ-সংস্পর্শ জনক। মাগন্দিয়! যাহারা কামে অবীতরাগ, কাম-তৃষ্ণা দ্বারা উপদ্রুত, কাম পরিদাহে দগ্ধ অবস্থায় ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে সেই প্রাণিগণ এই দুঃখ-সংস্পর্শ কামেতে্I'সুখ আছে'Iএই ভ্রান্ত, ধারণা পোষণ করিয়া থাকে।"

২১৫। "যেমন মাগন্দিয়! ক্ষতশরীর ... কু'রোগী অঙ্গারগর্তে শরীর তপ্ত করে। মাগন্দিয়! যে যে ভাবে কোন কু'রোগী ... কৃমি উপদ্রুত শরীরকে চুলাকাইবে, তপ্ত করিবে; সেই সেই পরিমাণেই সে ক্ষত-মুখে অধিকতর অশুচি, অধিকতর দুর্গন্ধ ও অধিকতর পূঁয আসিবে। ব্রণমুখ কণ্ডুয়ণ হেতু ক্ষণকালের তরে সামান্য রস, সামান্য আস্বাদ মনে হইয়া থাকে। এই প্রকারেই মাগন্দিয়! কামভোগে অবীত-রাগ হেতু, কাম-তৃষ্ণা দ্বারা উপদ্রুত অবস্থায়, কামানলে প্রজ্বলিত অবস্থায় প্রাণিগণ কামসমূহ সেবন করিয়া থাকে। মাগন্দিয়! কাম-বিষয়ে অবীতরাগ ... প্রাণিগণ যেই পরিমাণ কাম সেবন করিবে, সেই পরিমাণেই সেই-প্রাণিদের কাম-তৃষ্ণা বৃদ্ধি পাইবে, কামানল প্রজ্বলিত হইবে; পঞ্চকামগুণ সেবায় ক্ষণিকের তরে তাহাদের সামান্য রস-বোধ ও আস্বাদের ভাণ হইতে পারে।"

"মাগন্দিয়! তাহা কি মনে কর, তুমি কোথাও দেখিয়াছ কিংবা শুনিয়াছ কি যে পঞ্চবিধ কামগুণে সমর্পিত ও সংযুক্ত হইয়া কোন রাজা কিংবা রাজার প্রধান মন্ত্রীIকাম-তৃষ্ণা পরিত্যাগ না করিয়া, কামানল না নিভাইয়া, পিপাসামুক্ত ও আধ্যাত্মিক উপশান্ত, চিত্ত হইয়া বাস করিয়াছেন, বাস করেন বা বাস করিবেন?"

"কখনই না, হে গৌতম!"

"সাধু, মাগন্দিয়! আমিও তাহা দেখি নাই শুনিও নাই যে ... কোন রাজা বা রাজ মহামাত্যIকাম-তৃষ্ণা পরিত্যাগ না করিয়া ... বাস করিবেন। কিন্তু মাগন্দিয়! যে সকল শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ কাম পিপাসা রহিত হইয়াছেন, আপনার মধ্যে উপশান্ত, চিত্ত হইয়া বিহার করিয়াছেন, করিতেছেন কিংবা করিবেন; তাঁহারা সকলে সমস্, কামেরই সমুদয়, অস্তগমন, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ যথাভূত বিদিত হইয়া, কাম-তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া, কাম-পরিদাহ বিনোদন করিয়া, কাম-পিপাসা রহিত হইয়া, আপনার ভিতরে উপশান্ত, চিত্ত হইয়া বিহার করিয়াছেন, করিতেছেন বা করিবেন।"

অতঃপর ভগবান সেই সময় এই উদান উচ্চারণ করিলেন,—

"আরোগ্য পরম লাভ, নির্বাণ পরম সুখ,
অমৃতগামীর মার্গIঅষ্টাঙ্গ পরম ক্ষেম।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২১৬। এইরূপ উক্ত হইলে মাগন্দিয় পরিব্রাজক ভগবানকে বলিলেন,"আশ্চর্য, ভো গীতম! অদ্ভুত, ভো গৌতম! মাননীয় গৌতম দ্বারা কেমন সুভাষিত হইলÍ'আরোগ্য পরম লাভ, নির্বাণ পরম সুখ।' আমিও, হে গৌতম! আমার পূর্ব পরিব্রাজক আচার্য-প্রাচার্যদের ভাষণে শুনিয়াছিÍ'আরোগ্য পরম লাভ, নির্বাণ পরম সুখ'। উহার সহিত ইহা বেশ সামঞ্জস্য হইতেছে।"

"মাগন্দিয়! তুমি যে পূর্ব পরিব্রাজক আচার্য-প্রাচার্যদের ভাষণ শুনিয়াছÍ'আরোগ্য ... পরম সুখ', উহাতে আরোগ্য কি প্রকার, আর নির্বাণই বা কি প্রকার?"

এইরূপই উক্ত হইলে মাগন্দিয় পরিব্রাজক কেবল স্বীয় দেহ হস্তদ্বারা মার্জনা করিতে করিতে (বলিলেন)Í"ভো গৌতম! ইহাই আরোগ্য, ইহাই নির্বাণ[১], আমি এখন নিরোগ ও সুখী হই; কারণ আমার কোন ব্যাধি নাই।"

২১৭। "যেমন মাগন্দিয়! জন্মান্ধ পুরুষ, সে না দেখে কাল-সাদা রূপ (দৃশ্য), না দেখে নীল রূপ, না দেখে পীত রূপ, না দেখে লোহিত রূপ, না দেখে মঞ্জিষ্ঠ রংএর রূপ, না দেখে সম-বিষম ভূমি, না দেখে (আকাশের) নক্ষত্ররাজি এবং না দেখে চন্দ্র-সূর্যকে। সে চক্ষুষ্মানের ভাষণে শুনিতে পায় যেÍশ্বেতবস্ত্রই অতি স্বচ্ছ (উত্তম), সুন্দর, নির্মল ও শুচি। সে শ্বেতের সন্ধানে চলিল। তাহাকে কোন পুরুষ তৈল-মসীসিক্ত গাঢ় কাল বস্ত্রদ্বারা বঞ্চিত করিলÍ'হে পুরুষ! ইহাই তোমার অভিপ্রেত শ্বেতবস্ত্রÍসুন্দর, নির্মল ও শুচি।' সে তাহাই গ্রহণ করে, গ্রহণ করিয়া পরিধান করে, পরিধান করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে সন্তোষকর বাক্য উচ্চারণ করেÍ'অহো! শ্বেতবস্ত্র কেমন স্বচ্ছ, সুন্দর, নির্মল ও শুচি!' তাহা কি মনে কর, মাগন্দিয়! কেমন সে জন্মান্ধ পুরুষ জানিয়া, দেখিয়া তৈল-মসীকৃত ঘন-কাল কাপড় গ্রহণ করে, পরিধান করে; ... পরিধান করিয়া ... সন্তোষকর বাক্য উচ্চারণ করেÍ'অহো! শ্বেতবস্ত্র ... , অথবা চক্ষুষ্মানের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ?"

"ভো গৌতম! সে জন্মান্ধ পুরুষ না জানিয়া না দেখিয়াই সেই তৈল-মসীলিপ্ত ... গ্রহণ করে, চক্ষুষ্মানের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ।

"এইরূপই মাগন্দিয়! অন্ধ নেত্রহীন অন্যতৈর্থিক (ভিন্ন মতালম্বী) পরিব্রাজকগণ আরোগ্য জানে নাই, নির্বাণ দেখে নাই, তথাপি এই গাথা বলিয়া থাকেÍ'আরোগ্য পরম লাভ, নির্বাণ পরম সুখ।' মাগন্দিয়! পূর্বের অর্হৎ সম্যক

১। সময়ে উদর স্পর্শ করিয়া 'ইহাই আরোগ্য', সময়ে মস্তক স্পর্শ করিয়া 'ইহাই নির্বাণ শান্তি', বলেন। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্বুদ্ধগণ[১] এই গাথা ভাষণ করিয়াছেন–
'পার্থিব লাভের মাঝে সুস্থতা প্রধান,
উপশান্ত, সুখ হয় পরম নির্বাণ;
মার্গ মধ্যে অষ্টাঙ্গিক সবার উত্তম,
অমৃতগামীর তরে ক্ষেম অনুপম'।"

২১৮। "সে গাথা (অংশ) বর্তমানে ধীরে ধীরে প্রাকৃত জনের মধ্যে প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে। মাগন্দিয়! এই শরীর রোগময়, গণ্ডময়, শল্যময়, অঘময় ও ব্যাধি মন্দির। তুমিই এই রোগময় ... ব্যাধি মন্দির দেহকে বলিতেছ্ 'ভো গৌতম! ইহাই আরোগ্য, ইহাই নির্বাণ।' সুতরাং মাগন্দিয়! তোমার সেই আর্যচক্ষু (পরিশুদ্ধ বিদর্শনজ্ঞান ও মার্গজ্ঞান) নাই, যেই আর্যচক্ষু (পরিশুদ্ধ বিদর্শনজ্ঞান ও মার্গজ্ঞান) নাই, যেই আর্যচক্ষু দ্বারা তুমি আরোগ্য জানিতে পার ও নির্বাণ দেখিতে পার।"

"মাননীয় গৌতমের প্রতি আমি এমনই শ্রদ্ধা রাখি যে তিনি আমাকে তদ্রূপ ধর্মোপদেশ করিতে সমর্থ হইবেন, যে প্রকারে আমি আরোগ্য জানিতে পারি এবং নির্বাণ দেখিতে সক্ষম হই।"

২১৯। "যেমন মাগন্দিয়! কোন জন্মান্ধ পুরুষ শ্বেত-কাল, নীল-পীত, লোহিত-মঞ্জিষ্ঠ রূপ (বর্ণ) দেখে না; সম-বিষম দেখে না; নক্ষত্র-রূপ দেখে না ও চন্দ্র ও সূর্যকে দেখে না। তাহার মিত্রামাত্য, জ্ঞাতি সলোহিতগণ একজন শল্যকর্তা ভিষককে আহ্বান করিল। সেই শল্যকর্তা ভিষক তাহাকে ঔষধ প্রয়োগ (চিকিৎসা) করেন। সেই ভৈষজ্য প্রয়োগে তাহার চক্ষু উৎপাদন করিতে সমর্থ হইল না, চক্ষু বিশুদ্ধ হইল না। ইহা কি মনে কর, মাগন্দিয়! কেমন সে চিকিৎসক কেবল ক্লান্তি, ও বিঘাত বা দুঃখের ভাগী হইবে নহে কি?"

"হাঁ, ভো গৌতম!"

"এইরূপ মাগন্দিয়! যদি আমি তোমাকে ধর্মোপদেশ করি যে 'ইহা আরোগ্য, ইহা নির্বাণ,' আর তুমি সেই আরোগ্য জানিতে না পার, নির্বাণ দেখিতে অসমর্থ হও; তবে তাহা হইবে আমার ক্লান্তি, তাহা হইবে আমার বিঘাত।"

"মাননীয় গৌতমের প্রতি আমি এরূপ প্রসন্ন যে মাননীয় গৌতম আমাকে তথাবিধ ধর্মোপদেশ করিতে সমর্থ ... যাহাতে আমি নির্বাণ দর্শনে সক্ষম হই।"

---

[১]। এই ভদ্র কল্পের বিপস্সী, কনকমুনি ও কশ্যপবুদ্ধ চারি পরিষদের মধ্যে বসিয়া এ গাথা ভাষণ করিয়াছেন। এই অর্থযুক্ত গাথা তদানীন্তন জনসাধারণ শিক্ষা করে। শাস্তার পরিনির্বাণ হইলে, ইহা পরিব্রাজকদের মধ্যে প্রচলিত হয়। তাঁহারা পুস্তকস্থ করিয়া পদদ্বয় মাত্র রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২২০। "যেমন মাগন্দিয়! জন্মান্ধ পুরুষ ... চন্দ্র সূর্যকে দেখেনা, অথচ সে চক্ষুষ্মানের ভাষণে শুনিতে পায়, ...। সে তাহা গ্রহণ করে ... পরিধান করে। অপর সময় তাহার মিত্রামাত্য ও জ্ঞাতি সলোহিতগণ কোন শল্যকর্তা ভিষককে আহ্বান করে। তিনি ... চিকিৎসার্থ ঊর্ধ বিরেচন, অধঃ বিরেচন, অঞ্জন, প্রত্যঞ্জন, নস্যকর্ম (নাকে ভৈষজ্য প্রদান) করেন। তিনি ভৈষজ্য প্রদান করিয়া চক্ষু উৎপাদন করেন, চক্ষুদ্বার বিশোধন করেন। তাহার চক্ষু উৎপাদনের সাথে সাথেই সেই তৈল-মসীকৃত, কাল-ঘন বস্ত্রের (কাল ভেড়ার লোম নির্মিত বস্ত্রের) প্রতি তাহার যে ছন্দ-রাগ ছিল, উহা পরিত্যক্ত হয়। আর সে সেই বঞ্চক পুরুষকে অমিত্র মনে করে, প্রত্যর্থি বা শত্রু বলিয়া ধারণা করে। অথচ তাহার জীবন-নাশের প্রয়োজনও অনুভব করে, আহা! দীর্ঘদিন যাবৎ এই পুরুষ কর্তৃক তৈল-মসীলিপ্ত কাল-ঘন বস্ত্রদ্বারা আমি প্রতারিত, বঞ্চিত হইয়াছি যেÑ'হে পুরুষ ইহা তোমার অভিপ্রেত, অতিস্বচ্ছ, সুন্দর, নির্মল ও শুচি শ্বেতবস্ত্র'।"

"এইরূপই মাগন্দিয়! আমি যদি তোমাকে ধর্মোপদেশ করিÑ'ইহা আরোগ্য, ইহা নির্বাণ', আর তুমি আরোগ্য জানিতে পার, নির্বাণ দেখিতে পার; তবে তোমার চক্ষু উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের প্রতি তোমার যে ছন্দ-রাগ আছে, তাহা প্রহীণ হইবে। তোমার এ ধারণা জন্মিবে 'আহা! দীর্ঘকাল যাবৎ এই (সংসারাবর্ত অনুগত) চিত্তই আমাকে বঞ্চিত, বিকৃত ও প্রতারিত করিয়াছে। আমি রূপকেই (আপন বলিয়া) গ্রহণ (উপাদান) করিয়াছি, বেদনা ... , সংজ্ঞা ... , সংস্কার ... , বিজ্ঞানকে (আপন বলিয়া) গ্রহণ করিয়াছি। আমার সেই উপাদান প্রত্যয় হইতে ভব (কর্ম), ভব-প্রত্যয় হইতে জাতি (জন্ম), জাতি-প্রত্যয় হইতে জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন (ক্রন্দন)-দুঃখ-দৌর্মনস্য উপায়াস (মনস্তাপ) উৎপন্ন হইয়াছে।' এইরূপে কেবল অশেষ দুঃখ-স্কন্ধের (পুঞ্জের) সমুদয় (উৎপত্তি) হইতেছে।"

"আমি মান্য গৌতমের প্রতি এরূপ শ্রদ্ধা রাখিয়া গৌতমের অধিকার আছে যে আমাকে এ প্রকার ধর্মোপদেশ করিবেন যাহাতে আমি এই আসনেই জ্ঞানচক্ষু লাভ করিয়া উঠিতে পারি।"

২২১। "তবে মাগন্দিয়! তুমি সৎপুরুষদিগকে সেবা করিও। যখন তুমি সৎপুরুষদের ভজন করিবে তখন তুমি সদ্ধর্ম শুনিতে পাইবে। যখন তুমি সদ্ধর্ম শুনিবে তখন হইতে তুমি ধর্মানুসারে[১] আচরণ করিবে। যখন তুমি ধর্মানুকুল আচরণ করিবে তখন হইতে স্বয়ংই জানিবেÑইহারা (পঞ্চোপাদান স্কন্ধ) রোগ, গণ্ড, শল্য; এ অবস্থায় যাবতীয় রোগ, গণ্ড, শল্য নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয় (পঞ্চস্কন্ধের

[১]। নির্বাণধর্মের অনুকূল প্রতিপদা। (টীকা)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্বরূপ ও পরিণাম অবগত হইলে তৎপ্রতি উপাদান বা গ্রহণেচ্ছা কমিয়া যায়)। তখন তোমার উপাদান নিরোধ হেতু ভব নিরোধ হইবে, ভব নিরোধ হেতু জাতি নিরোধ হইবে, জাতি বা জন্ম নিরোধ হেতু জরা-মরণ-শোক-রোদন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস প্রভৃতি নিরুদ্ধ হইবে; এ প্রকারে কেবল এই দুঃখপুঞ্জের নিরোধ সংঘটিত হইয়া থাকে।"

২২২। এ প্রকার উপদিষ্ট হইলে মাগন্দিয় পরিব্রাজক ভগবানকে বলিলেন,"আশ্চর্য, ভো গৌতম! অতি উত্তম, ভো গৌতম! যেমন অধঃমুখকে ঊর্ধমুখ করিলেন ...। আমি ভগবান গৌতমের শরণ লইলাম ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘেরও। ভন্তে! ভগবৎ সমীপে আমি প্রব্রজ্যা লাভ করিতে চাই, উপসম্পদা প্রার্থনা করি।"

"মাগন্দিয়! যে কোন ভূতপূর্ব অন্যতৈর্থিক এই ধর্ম-বিনয়ে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রত্যাশা করে তাহাকে চারিমাস যাবৎ পরিবাস[১] করিতে হয়।"

"যদি ভন্তে! ... পরিবাস করিতে (প্রয়োজন) হয়, ... তবে আমি চারি বৎসরও পরিবাস করিব।"

মাগন্দিয় পরিব্রাজক ভগবানের সমীপে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন।

উপসম্পদা লাভের অচিরকাল পরে আয়ুষ্মান মাগন্দিয় একাকী নির্জন-বিহারী ... আত্ম সংযমী হইয়া বিহার করিতে করিতে অনতিবিলম্বেই ... অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের অন্তিম (অর্হত্ব) ফল ইহজীবনে উপলব্ধি করিয়া বিহার করিতে লাগিলেন। ... আয়ুষ্মান মাগন্দিয় অর্হৎদের অন্যতর হইলেন।

মাগন্দিয় সূত্র সমাপ্ত

৭৬। সন্দক সূত্র (২।৩।৬)

২২৩। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান কৌসম্বীতে[২] ঘোষিতারামে বাস করিতেছেন। সেই সময় পঞ্চশত পরিব্রাজকের মহৎ পরিব্রাজক পরিষদের সহিত সন্দর পরিব্রাজক প্রক্ষগুহায়[৩] বাস করিতেছিলেন। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ সায়ংকালীন ধ্যান হইতে উঠিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন,"বন্ধুগণ! চলুন, যেখানে দেবকৃত-শ্বভ্র[৪]

১। 'কুক্কুর ব্রতিক' সূত্রের (২/১/৭) শেষে দেখুন।

২। বর্তমান এলাহাবাদ জিলায় কৌসমের পার্শ্বে পভোসাতে।

৩। সে গুহাদ্বারে প্রক্ষ (অশ্বত্থ, পাকুর) বৃক্ষ ছিল। (প. সূ.)

৪। বর্ষোদকে খণিতস্থানে জাত জলাশয়। (প. সূ.) পভোসাতে কোন প্রাকৃতিক জলকুণ্ড ছিল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আছে, গুহা দর্শনার্থ আমরা তথায় যাই।”

“হাঁ, বন্ধু! (বলিয়া) সে ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

তখন আয়ুষ্মান আনন্দ বহু ভিক্ষুর সহিত যেখানে দেবকৃত-শ্বভ্র, তথায় উপস্থিত হইলেন।

সেই সময় সন্দক পরিব্রাজক বৃহৎ পরিব্রাজক পরিষদের মধ্যে বহুবিধ নিরর্থক কথায়, যথাIরাজ-কথা, চোর-কথা, মহামাত্য-কথা, সেনা-কথা, ভয়-কথা, যুদ্ধ-কথা, অন্ন-কথা, পান-কথা, বস্ত্র-কথা, শয়ন-কথা, মালা-কথা, গন্ধ-কথা, জ্ঞাতি-কথা, যান-কথা, গ্রাম-কথা, নিগম-কথা, নগর-কথা, জনপদ-কথা, স্ত্রী-কথা, শূর-কথা, বিশিখা (রাস্তাবাসীদের)-কথা, কুম্ভস্থান (জলঘাটে কুম্ভবাসীদের)-কথা, পূর্বপ্রেত (অতীত-জ্ঞাতি)-কথা, নানাত্ব-কথা, লোক-আখ্যায়িকা, সমুদ্র-আখ্যায়িকা ইতি ষড়বিধ ভবাভব (এরূপ হইয়াছে বা এরূপ হয় নাই)-কথা আদিতে উচ্চনাদ, উচ্চশব্দ, মহাকোলাহলে নিরত অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন। সন্দক পরিব্রাজক দূর হইতেই আয়ুষ্মান আনন্দকে আসিতে দেখিলেন,[১]) দেখিয়া আপন পরিষদকে বলিলেন,“আপনারা সকলে নীরব হউন, শব্দ করিবেন না। এই যে শ্রমণ গৌতমের শিষ্য শ্রমণ আনন্দ আসিতেছেন। শ্রমণ গৌতমের যে সকল শ্রাবক কৌশাম্বীতে বাস করেন তাঁহাদের অন্যতর এ শ্রমণ আনন্দ। এই আয়ুষ্মানগণ নিঃশব্দকামী, নীরব বুদ্ধদ্বারা বিনীত ও অল্পশব্দের প্রশংসাকারী হন।” পরিষদ অল্পশব্দ জানিয়া সম্ভবত তিনি এখানে আসার ইচ্ছা করিতে পারেন। তখন সে পরিব্রাজকগণ মৌনাবলম্বন করিলেন।

২২৪। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ যেখানে সন্দক পরিব্রাজক আছেন, তথায় গেলেন। সন্দক পরিব্রাজক আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন,“আনন্দ! আপনি আসুন, স্বাগতম্ মাননীয় আনন্দের। চিরকাল পর মাননীয় আনন্দ এদিকে আগমনের সুযোগ করিলেন। বসুন, মহানুভব আনন্দ! এই যে আসন সজ্জিত।”

আয়ুষ্মান আনন্দ সজ্জিত আসনে উপবেশন করিলেন। সন্দক পরিব্রাজকও এক নীচ-আসন লইয়া একান্তে, বসিলেন।

আয়ুষ্মান আনন্দ একান্তে, উপবিষ্ট সন্দক পরিব্রাজককে কহিলেন,“সন্দক! এখানে কি আলোচনায় (আপনারা) উপবিষ্ট ছিলেন? ইতিমধ্যে আপনাদের কি কথাই বা মাঝখানে অসম্পূর্ণ রহিল?”

“রেখে দিন (থাক) সে কথা, ভো আনন্দ! যে কথায় আমরা এখানে

---

[১]। বর্তমান অবস্থায় সন্দকও সঙ্কোচিত, বাহিরের কেহ দেখিলে লজ্জার কারণ হইবে ভাবিয়া ইতস্ততঃ চাহিতেই আনন্দকে দেখিলেন। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বসিয়াছিলাম পরেও ওকথা মাননীয় আনন্দের পক্ষে শ্রবণ করা দুর্লভ হইবে না। সাধু (বেশ), স্বীয় আচার্যমতের ধর্মকথা মহানুভব আনন্দের প্রতিভাত হউক।"

"তাহা হইলে, সন্দক! শুনুন, উত্তমরূপে মনে রাখুন, আমি ভাষণ করিব।"

"ভাল কথা" (বলিয়া) সন্দক পরিব্রাজক আয়ুষ্মান আনন্দকে উত্তর দিলেন।

আয়ুষ্মান আনন্দ বলিলেন,"সেই ভগবান সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ চারি প্রকার অব্রহ্মচর্যবাস বর্ণনা করিয়াছেন, আর চারি আশ্বাস (ভরসা) রহিত ব্রহ্মচর্যবাস (সন্যাস) বলিয়াছেন যাহাতে বিজ্ঞ-পুরুষ নিশ্চয় ব্রহ্মচর্যবাস করেন না। বাস করিলেও ন্যায় (নির্বাণ) কুশল (নিরবদ্য) ধর্ম আরাধনা করিতে সমর্থ হন না।"

"হে আনন্দ! সেই ভগবান ... কোন চারি প্রকার অব্রহ্মচর্যবাস ... বর্ণনা করিয়াছেন?"

২২৫। "সন্দক! জগতে কোন শাস্তা (গুরু, পন্থা-চালক) এরূপ মতবাদী ও এরূপ দৃষ্টি সম্পন্ন হন[১]I'দানের ফল নাই, যজ্ঞের ফল নাই, হবণের ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল-বিপাক নাই, পরলোকস্থের ইহলোক নাই, ইহলোকস্থের পরলোক নাই, মাতৃ-কর্তব্যের ফল নাই, পিতৃ-কর্তব্যের ফল নাই, উপপাতিক (মৃত্যুর পর উৎপন্ন হইবার মত) সত্ব নাই। এমন কোন সম্যকগত ও সম্যক প্রতিপন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাঁহারা ইহলোক ও পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞাদ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া (পরকে) প্রকাশ করেন। এই পুরুষ চতুর্মহাভূতময়। যখন মৃত্যু হয়I(দেহের) পৃথিবী (বাহিরের) পৃথিবী কায়ে উপনীত হয়; মিশিয়া যায়; আপ আপ-কায়ে ... মিশিয়া যায়; তেজ তেজ-কায়ে ... মিশিয়া যায়; বায় বায়ু-কায়ে ... মিশিয়া যায়। ইন্দ্রিয় সমূহ[২] আকাশে সংক্রমণ করে, পুরুষেরা মঞ্চে করিয়া মৃতদেহ লইয়া যায়, শ্মশানে দাহ পর্যন্ত, পদসমূহ (গুণ-দোষ বা পদচিহ্ন) জানা যায়। অস্থিগুলি কপোত-শুভ্র হয়। দানাদি আহুতিরাশি ভস্মে পর্যবসিত হয়। দান ধূর্তের নির্দেশ, যাঁহারা কিছু আস্তিকবাদ বলেন তাঁহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা-বিলাপ[৩]। মূর্খ বা পণ্ডিত দেহ-ত্যাগের পর (সকলেই) উচ্ছিন্ন হইয়া যায়, বিনষ্ট হইয়া যায়, মৃত্যুর পর কেহ থাকে না।' সন্দক! এই সম্বন্ধে বিজ্ঞ-পুরুষ এই প্রকার বিচার করেনIএই মাননীয় শাস্তা (শিক্ষাদাতা) এরূপ বাদী, এরূপ দৃষ্টিসম্পন্নI'দান ফল নাই ...। যদি এই শাস্তার বাক্য সত্য হয়, তবে (পুণ্য) না করিলেও এই মতে আমার কৃত হইয়াছে, (ব্রহ্মচর্য) বাস না করিয়াও আমার

---

[১]। অজিত কেশকম্বলের মত। (হিন্দি ১২৪, ১৪৭ পৃষ্ঠায় দেখ)

[২]। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন।

[৩]। চার্বাক মতের সহিত কিছুটা মিল আছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্রহ্মচর্য পূর্ণ হইয়াছে। এই শ্রমণধর্মে (নাস্তিকগুরু আর আমি) আমরা উভয়ে সমসম শ্রামণ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি বলিনা যে আমরা দুইজনই দেহ-ত্যাগে উচ্ছিন্ন হইব, বিনাশ হইব, মৃত্যুর পর আর থাকিব না। তবে এই মাননীয় শাস্তার এই যে নগ্নতা, মুণ্ডতা, উৎকট তপস্যা (উক্কুটিকপ্পধান) ও কেশ-শ্মশ্রু লুঞ্চন (ছেদন) নিরর্থক (নিষ্প্রয়োজন), যেহেতু আমি যখন পুত্র-সম্বাধ শয্যায় (গৃহে) বাস করিয়া, কাশীজাত চন্দন চর্চিত হইয়া, মালা-সুগন্ধ-বিলেপন ধারণ করিয়া, সোনা-চাঁদি গ্রহণ করিয়াও মৃত্যুর পর এই মান্য শাস্তার সহিত সমগতি প্রাপ্ত হইব। তখন আমি কি বুঝিয়া, কি দেখিয়া এই (নাস্তিকবাদী) শাস্তার সমীপে ব্রহ্মচর্য আচরণ করিব? (এই প্রকারে) ইহা অব্রহ্মচর্যবাস বিদিত হইয়া সে উদাসীন হয়, সেই ব্রহ্মচর্য হইতে চলিয়া যায়।' সন্দক! ইহাই সেই ... ভগবান প্রথম অব্রহ্মচর্যবাস বলিয়াছেন যাহাতে বিজ্ঞ-পুরুষ ...।" (১)

২২৬। "পুনরায় সন্দক! জগতে কোন শাস্তা এরূপ বাদী ও এরূপ দৃষ্টি-সম্পন্ন হন[1]I‘(স্বহস্তে, পাপ) করিলে, (আদেশ দ্বারা) করাইলে, (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) ছেদন করিলেIকরাইলে, পরকে-দণ্ডাঘাত করিলেIকরাইলে, শোকার্ত করাইলে, কষ্ট দেওয়াইলে, দলন করিলেIকরাইলে, প্রাণীহত্যা করিলেIকরাইলে, চুরি করিলেIকরাইলে, সন্ধিচ্ছেদ করিলে, গ্রাম লুণ্ঠন করিলে, এক ঘর লুট করিলে, পথে ডাকাতি করিলে, পরদার গমন করিলে, মিথ্যা বলিলে, পাপ ইচ্ছায় করিলেও তাহাতে পাপ হয় না। ক্ষুরসম ধারাল চক্রদ্বারা যদি কেহ এই পৃথিবীর প্রাণিগণকে এক মাংসরাশি, এক মাংসপুঞ্জ করে, তাহার দরুণ পাপ হইবে না, পাপের আগমন হইবে না। যদি হত্যা করিতে করিতে, আঘাত করিতে করিতে, ছেদন করিতে করিতে, ছেদন করাইতে করাইতে, তাড়ন করিতে করিতে ও করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণতীরে যায়, তথাপি তদ্দরুণ পাপ নাইIপাপের আগমন নাই। আবার দান দিতে দিতে ও দেওয়াইতে দেওয়াইতে, যজ্ঞ করিতে করিতে ও করাইতে করাইতে যদি গঙ্গার উত্তরতীরেও যায় তদ্দরুণ পুণ্য হয় নাIপুণ্যের আগমনও হয় না। দান, (ইন্দ্রিয়) দম, সংযম, সত্য দ্বারা পুণ্য নাইIপুণ্যের আগমন নাই।' সন্দক! তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞ-পুরুষ এ প্রকার চিন্তা করেনIএই মান্য শাস্তা এই মতবাদী, এই দৃষ্টিসম্পন্ন হনI‘করিলে ও করাইলে ...। যদি এই শাস্তার বাণী সত্য হয় ...। তবে আমরা উভয়েই সমান শ্রামণ্য (সমভাব) প্রাপ্ত হইয়াছি। ... দুইজনেরই করিবার সময় পাপ হয় না। ... তবে এই শাস্তার নগ্নতা ... নিরর্থক। ...।' ইহাই সন্দক! সেই ... ভগবান দ্বিতীয় অব্রহ্মচর্যবাস বলিয়াছেন ...।" (২)

---

[1]। অপণ্ণক সূত্রে বর্ণিত পূর্ণকাশ্যপ দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২২৭। "পুনশ্চ সন্দক! জগতে কোন শাস্তা এরূপবাদী ও এরূপ দৃষ্টি-সম্পন্ন হর্নাI'সত্বদের সংক্লেশের নিমিত্ত কোন হেতু নাই, প্রত্যয় নাই। অহেতু অপ্রত্যয়াৎ সত্বগণ সংক্লেশ (চিত্ত-মালিন্য) প্রাপ্ত হয়। সত্বদের চিত্ত-বিশুদ্ধির কোন হেতু নাই, প্রত্যয় নাই। হেতু ও প্রত্যয় ব্যতীত প্রাণীরা বিশুদ্ধ হয়। (তন্নিমিত্ত) বল নাই, বীর্য নাই, পুরুষের স্থাম বা দৃঢ়তা নাই, পুরুষ পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সর্বসত্ব, সর্বপ্রাণী, সর্বভূত ও সর্বজীব অবশী (অস্বাধীন), বল-বীর্যহীন, নিয়তি-সঙ্গতি স্বভাবে বিভিন্নরূপে পরিণত হইয়া ষড়বিধ[১] জাতিতে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। ... যদি ... এই শাস্তার বাণী সত্য হয় ...। তবে আমরা উভয়েই হেতু-প্রত্যয় বিনাই শুদ্ধ হইয়া যাইব। ...।' ইহাই সন্দক! সেই ... ভগবান তৃতীয় অব্রহ্মচর্যবাস বলিয়াছেন। ... "(৩)

২২৮। পুনশ্চ সন্দক! লোকে কোন শাস্তা এরূপবাদী ও এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন হর্নাI'এই সপ্তকায় অকৃত, অকৃত-বিধান, অনির্মিত অনির্মাপিত, বন্ধ্যা (অফল), কূটস্থ (পর্বত কূটবৎ স্থিত), ঐশিকস্তম্ভবৎ[২] স্থির থাকে; তাহারা বিচলিত হয় না, বিকার প্রাপ্ত হয় না, একে অন্যের বাধা সৃষ্টি করে না, পরস্পরের সুখ, দুঃখ কিংবা সুখ-দুঃখের নিমিত্ত হইতে সমর্থ নহে। সেই সপ্তকায় কি?Iপৃথিবী-কায় (সমূহ), আপ-কায়, তেজ-কায়, বায়ু-কায়, সুখ, দুঃখ ও জীবIএই সপ্ত। এই সপ্তকায় অকৃত ..... সুখ-দুঃখের নিমিত্ত হইতে সমর্থ নহে। তথায় হন্তা (হত্যাকারী) নাই কিংবা ঘাতয়িতা (হত্যার আদেশদাতা) নাই, শ্রোতা নাই, বক্তা নাই, বিজ্ঞাত নাই, বিজ্ঞাপক নাই। যাহারা তীক্ষ্ণ শস্ত্রদ্বারা শিরচ্ছেদও করে (তথাপি) কেহ কাহারও জীবন নাশ করে না। সপ্তবিধ কায়ার অভ্যন্তরে বিবরে (খালিস্থানে) শস্ত্র পতিত হয় বা প্রবেশ করে। ইহারাই প্রধান যোনিIচৌদ্দশত-সহস্র, (অপর) ষাটশত, ছয়শত ও পঞ্চশত কর্ম, পঞ্চ ও তিন কর্ম, এক কর্ম ও অর্ধ কর্ম, বাষট্টি প্রতিপদ, বাষট্টি অন্তরকল্প, ছয় অভিজাতি, আট পুরুষ ভূমি[৩], ঊনপঞ্চাশ আজীব শত, একূন পঞ্চাশ পরিব্রাজক শত, ঊনপঞ্চাশ শত নাগের আবাস, বিংশ শত ইন্দ্রিয়, ত্রিংশ শত নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সপ্ত সংজ্ঞাপন (পশু) গর্ভ, সপ্ত অসংজ্ঞাবান (শম্য) গর্ভ, সপ্ত (ইক্ষু আদি) গ্রন্থ জাত গর্ভ,

---

[১]। কৃষ্ণ, নীল, লোহিত, হরিদ্রা, শুক্ল, পরমশুক্ল, (প. সূ.)।

[২]। অভিপ্রায়Iবীজ হইতে অঙ্কুর জন্মে বলিয়া যাহা বলা যায় তাহা মুঞ্জতৃণ থেকে ইসিকার (শীর্ষের) ন্যায় বিদ্যমান বস্তুই উৎপন্ন হয়। ঐশিকাস্থ স্থায়ী স্থিত এই পাঠও দেখা যায়, উহা সুনিখাত ঐশিকস্তম্ভের ন্যায় নিশ্চল স্থিরের দ্যোতক। কূটস্থ ও ঐশিকস্তম্ভবৎ স্থির পদদ্বয় দ্বারা অবিনাশত্ব পূর্ব পদদ্বয়ে অজাতত্ব প্রদর্শিত হইল। (টীকা)

[৩]। মন্দভূমি, ক্রীড়া, বীমংসা, উজুগত, শিক্ষা, শ্রমণ, জিন, পন্নভূমি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সপ্তদেব, সপ্ত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সরোবর, সপ্ত গ্রন্থি (পমুটা), সপ্ত মহাপ্রপাত, সাতশ ক্ষুদ্র প্রপাত, সাত মহাস্বপ্ন, সাতাশ ক্ষুদ্র স্বপ্নI(ইহাতে) চুরাশি শত সহস্র মহাকল্প পর্যন্ত, সন্ধাবন ও সংসরণ করিয়া মূর্খ আর পণ্ডিত (সকলে) দুঃখের অন্তসাধন করিবে। তথায় ইহা নাইIআমি এই শীল, ব্রত, তপ বা ব্রহ্মচর্য দ্বারা অপরিপক্ক কর্মকে পরিপাক করিব পরিপক্ক কর্ম ভোগ করিয়া শেষ করিব। সুখ-দুঃখকে দ্রোণদ্বারা পরিমাণ করা যায় না, সংসারের হানি-বৃদ্ধি ও উৎকর্ষাপকর্ষ নাই, যেমন সূতার গুলি নিক্ষিপ্ত হইলে সূত্র পরিমাণেই নিঃশেষে খুলিয়া বিস্তৃত হয়, এইরূপেই মূর্খ আর পণ্ডিত (সকলেই) সন্ধাবন, সংসরণ করিয়াই দুঃখের অন্ত, করিবেন।' এই সম্বন্ধে সন্দক! বিজ্ঞ-পুরুষ এই চিন্তা করেনI'এখানে এই যে শাস্তা এরূপবাদী ও দৃষ্টিসম্পন্ন হন ...। যেমন সূতার গুলি ...। যদি এই শাস্তার বাক্য সত্য হয় তবে এক্ষেত্রে না করিয়াও আমরা কর্ম করিলাম.....। সুতরাং এখানে শাস্তার নগ্নতা ...।' ইহাই সন্দক! সেই ... ভগবান চতুর্থ অব্রহ্মচর্যবাস বলিয়াছেন ...।" (৪)

"সন্দক! সেই ... ভগবান এই চতুর্বিধ অব্রহ্মচর্যবাস বলিয়াছেন।"

"আশ্চর্য, ভো আনন্দ! অদ্ভুত, ভো আনন্দ! ...। ভগবান এই চারি অব্রহ্মচর্যবাস বলিয়াছেন ...। কিন্তু হে আনন্দ! সেই ... ভগবান কোন চারি অনাশ্বাসিক ব্রহ্মচর্যবাস বলিয়াছেন ... ?"

২২৯। "সন্দক! এখানে কোন শাস্তা সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, অশেষ জ্ঞানদর্শন জানার দাবী করেন[১]I'চলনে, দাঁড়ানে, সুপ্ত ও জাগ্রত অবস্থায় সদাসর্বদা আমার জ্ঞানদর্শন উপস্থিত (পচ্চুপটিতং) থাকে।' তথাপি তিনি শূন্য গৃহেও প্রবেশ করেন, (তথায়) ভিক্ষাও লাভ করেন না, কুকুরও দংশন করে, চণ্ডহস্তিরও সম্মুখীন হন, চণ্ড অশ্বের সম্মুখেও পড়েন, প্রচণ্ড গরুর সম্মুখেও পড়েন; (সর্বজ্ঞ হইয়াও) স্ত্রী-পুরুষের নাম-গোত্রও জিজ্ঞাসা করেন, গ্রাম-নিগমের নাম ও রাস্তা জিজ্ঞাসা করেন। (আপনি সর্বজ্ঞ হইয়া) এই কি (করিতেছেন)? জিজ্ঞাসিত হইলেI'শূন্য গৃহে প্রবেশে আমার নিয়তি ছিল, তাই প্রবেশ করিলাম, ভিক্ষা না পাইবার নিয়তি ছিল, তাই পাইলাম না, কুকুর দংশনের নিয়তি ছিল, তাই দংশিত হইলাম, হাতীর সহিত মিলনের ছিল ...।' তথায় সন্দক! বিজ্ঞ-পুরুষ এরূপ চিন্তা করেনIএই শাস্তা যখন সর্বজ্ঞের দাবী করিতেছেন ... (তখন) তিনি 'এই ব্রহ্মচর্য (পন্থা) আশ্বাসজনক নহে' ইহা জ্ঞাত হইয়া সেই ব্রহ্মচর্য হইতে উদ্বিগ্ন হইয়া প্রস্থান করেন। ইহাই সন্দক! সেই ... ভগবান প্রথম অনাশ্বাসিক ব্রহ্মচর্যবাস বলিয়াছেন ...।" (১)

---

[১]। নিগণ্ঠ নাথ পুত্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৩০। "পুনশ্চ সন্দক! এখানে কোন শাস্তা আনুশ্রাবিক (অনুশ্রবাশ্রিত) অনুশ্রব (শ্রুতিকে) সতরূপে মান্য করে। তিনি '(শ্রুতিতে) এরূপ', '(স্মৃতিতে) এরূপ' অনুশ্রব দ্বারা পরম্পরায় পিটক বা শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা ধর্মোপদেশ করেন। সন্দক! আনুশ্রাবিক—অনুশ্রবকে সত্য মান্যকারী শাস্তার অনুশ্রব অনুশ্রুতও হইতে পারে, দুঃশ্রুতও হইতে পারে। তদ্রূপ (যথার্থ)ও হইতে পারে, অন্যথাও হইতে পারে। তথায় সন্দক! বিজ্ঞ-পুরুষ ইহা চিন্তা করেন—এই শাস্তা অনুশ্রাবিক ...। তিনি—'এই ব্রহ্মচর্য আশ্বাসজনক নহে' ইহা জ্ঞাত হইয়া ...। দ্বিতীয় অনাশ্বাসিক ব্রহ্মচর্যবাস বলিয়াছেন ...।" (২)

২৩১। "পুনশ্চ সন্দক! এখানে কোন শাস্তা তার্কিক (তর্ক বা ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ) মীমাংসক হন। তিনি তর্কাহরিত ও মীমাংসানুচরিত স্বীয় প্রতিভালব্ধ ধর্মের উপদেশ করেন। সন্দক! তার্কিক ও মীমাংসক শাস্তার বিচার সুতর্কিতও হইতে পারে, দুঃতর্কিতও হইতে পারে। তথাও হইতে পারে, অন্যথাও হইতে পারে। ... তৃতীয় অনাশ্বাসিক ব্রহ্মচর্যবাস বলা হইয়াছে ...।" (৩)

২৩২। "পুনশ্চ সন্দক! এখানে কোন শাস্তা[১] মন্দবুদ্ধি—অতিমূঢ় হন। তিনি মন্দবুদ্ধি ও মূঢ়তা হেতু তথা তথা প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া বাক্য বিক্ষেপ—অমর-বিক্ষেপ প্রাপ্ত হন—'এরূপও আমার মত নহে, তদ্রূপও আমার মত নহে, অন্যথাও আমার মত নহে, নহেও আমার মত নহে, না-নহেও আমার মত নহে।' তথায় সন্দক! বিজ্ঞ-পুরুষ এই চিন্তা করেন .... চতুর্থ অনাশ্বাসিক ব্রহ্মচর্যবাস বলা হইয়াছে ....।" (৪)

"সন্দক! সেই ... ভগবান এই চারি প্রকার অনাশ্বাসিক ব্রহ্মচর্যবাস বলিয়াছেন ...।"

"আশ্চর্য, ভো আনন্দ! অদ্ভুত, হে আনন্দ! এযাবৎ সে ভগবান চারি প্রকার অনাশ্বাসিক ব্রহ্মচর্য বলিয়াছেন। কিন্তু ভো আনন্দ! সেই যে শাস্তা তিনি কি মতবাদী, কি উপদেশ করেন, যাহাতে বিজ্ঞপুরুষ নিশ্চিতরূপে ব্রহ্মচর্যবাস করেন; বাস করিয়া ন্যায় ও কুশলধর্মের আরাধনা করিতে সমর্থ হন?"

২৩৩। "সন্দক! এক্ষেত্রে তথাগত অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর-পুরুষ-দম্য সারথী, দেব-মনুষ্যদের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান লোকে উৎপন্ন হইয়াছেন। তিনি দেব-নর সহিত এই লোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া প্রকাশ করেন। ... ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করেন। সেই ধর্ম গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্র শ্রবণ করেন[২] ...। তিনি সংশয় ত্যাগ করিয়া সংশয় রহিত হন।"

---

[১]। সঞ্জয়বেলট্‌ঠি পুত্ত।

[২]। কন্দরক সূত্রের ১০ অনুচ্ছেদের ন্যায় বিস্তার করিতে হইবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সন্দক! তিনি চিত্তের (সমাধির) উপক্লেশ ও প্রজ্ঞার দুর্বলকারী এই পঞ্চ নীবরণকে পরিত্যাগ করিয়া কাম ও অকুশধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সবিতর্ক-সবিচার বিবেকজ প্রীতি-সুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। সন্দক! যে শাস্তার সান্নিধ্যে শ্রাবক এবম্বিধ উদার বিশেষ অধিগত হয়, তাঁহার সমীপে বিজ্ঞ-পুরুষ নিশ্চয় ব্রহ্মচর্যবাস করিবেন; বাস করিয়াই ন্যায় ও কুশলধর্মের আরাধনা করিতে সমর্থ হইবেন।"

"পুনশ্চ সন্দক! ... ভিক্ষু দ্বিতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন। ... তৃতীয় ধ্যান ...। চতুর্থ ধ্যান ...। ... পূর্বজন্ম স্মরণ করেন, ...। কর্মানুসার জন্মগ্রহণ করিতে সত্বগণকে দেখিতে পান। ... আস্রব সমূহ হইতে তাঁহার চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত' এই জ্ঞান হয়, জন্ম ক্ষীণ হয়, ব্রহ্মচর্য সমাপ্ত হয়। করণীয় কৃত, ইহার নিমিত্ত অপর কর্তব্য নাই|জানিতে পারেন। ...।"

২৩৪। "হে আনন্দ! যে ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাস্রব, অবসিতবান, কৃত-করণীয়, পরিত্যক্ত ভার, সদর্থপ্রাপ্ত, পরিক্ষীণ ভব সংযোজন|সম্যক জ্ঞাত হইয়া বিমুক্ত; তিনি কাম ভোগ করেন কি?"

"সন্দক! যে ভিক্ষু অর্হৎ ... বিমুক্ত হন, তিনি পঞ্চবিধ অপকর্ম আচরণ করিতে সমর্থ হন। ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু (১) জ্ঞাতসারে প্রাণীহত্যা করিতে অসমর্থ হন, (২) চুরি করিতে অসমর্থ হন, (৩) ... মৈথুন সেবন করিতে অসমর্থ হন, (৪) জ্ঞানপূর্বক মিথ্যা ভাষণ করিতে অসমর্থ হন, (৫) ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু পূর্বে গৃহী অবস্থার ন্যায় ভোগ্যবস্তু সমূহ সঞ্চিত রাখিয়া পরিভোগ করিতে অসমর্থ হন। ...।"

২৩৫। "ভো আনন্দ! যে ভিক্ষু অর্হৎ ক্ষীণাস্রব ... বিমুক্ত হন, ... তাঁহার চলনে, উপবেশনে, শয়নে, জাগরণে সদাসর্বদা জ্ঞানদর্শন উপস্থিত থাকে কি|'আমার আস্রব ক্ষয় হইয়াছে'?"

"তাহা হইলে সন্দক! তোমাকে উপমা প্রদান করিতেছি। এ ক্ষেত্রে উপমা দ্বারাও কোন কোন বিজ্ঞ-পুরুষেরা ভাষণের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। সন্দক! যেমন কোন ব্যক্তির হস্ত, পদ ছিন্ন হইয়াছে। তাহার চলনে, উপবেশনে, শয়নে ও জাগরণে সদাসর্বদা তাহার হস্ত-পদ ছিন্ন। সুতরাং তাহা প্রত্যবেক্ষণ করা মাত্রই জানিতে পারে|'আমার হস্ত-পদ ছিন্ন হইয়াছে'। সেইরূপই সন্দক! যিনি ক্ষীণাস্রব ... মুক্ত হইয়াছেন, ... তাঁহার আস্রব সমূহ সদাসর্বদা ক্ষীণই থাকে। সুতরাং তাহা প্রত্যবেক্ষণ করিবার সময় তিনি জানিতে পারেন|'আমার আস্রব ক্ষীণ হইয়াছে'।"

২৩৬। "ভো আনন্দ! এই ধর্ম-বিনয়ে কত বহু মার্গ-দর্শক (নিয্যাতা) আছেন?"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"সন্দক! একশ, দুইশ, তিনশ, চার-পাঁচশ নহেন, পরন্তু তদপেক্ষাও অধিক নিয্যাতা এই ধর্ম-বিনয়ে বিদ্যমান।"

"আশ্চর্য, ভো আনন্দ! অদ্ভুত, হে আনন্দ! স্ব-ধর্মকে উকর্ষ করা কিংবা পরধর্মকে নিন্দা করা হইবে না। অথচ যথাস্থানে (বিস্তৃত ভাবে) ধর্মদেশনা হইবে। আর এত অধিকতর নিয্যাতাও প্রদর্শিত হইল। এই মৃতবৎসারপুত্র আজীবকগণ নিজকেই উৎকর্ষ করে, পরকে করে অপকর্ষ; তিনজনকে মার্গ-দর্শক বলিয়া থাকে, যথা ঃ[নন্দবাৎস্য, কৃশ-সাংকৃত্য ও মক্খলি গোশালকে।"

তখন সন্দক পরিব্রাজক আপন পরিষদকে আমন্ত্রণ করিলেন,আপনারা সকলে শ্রমণ গৌতম সমীপেই ব্রহ্মচর্যবাস করুন, তথায় প্রকৃত ব্রহ্মচর্য আছে। আমার পক্ষে লাভ-সৎকার প্রশংসা ত্যাগ করা আপাততঃ সহজ নহে। এ প্রকারেই সন্দক পরিব্রাজক স্বীয় পরিষদকে ভগবৎ সমীপে ব্রহ্মচর্য-বাসের নিমিত্ত নিয়োজিত করিলেন[১]।"

সন্দক সূত্র সমাপ্ত

৭৭। মহা-সকুলুদায়ি সূত্র (২।৩।৭)

২৩৭। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান রাজগৃহে বেণুবন-কলন্দক নিবাপে বিহার করিতেছেন। সেই সময় কতিপয় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক মোর-নিবাপে[২] পরিব্রাজক আরামে বাস করিতেন, যেমন[অন্নভার, ববধর আর সকুল-উদায়ি পরিব্রাজক তথা অপর অভিজ্ঞাত পরিব্রাজকগণ।

তখন ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে (অন্তর্বাস) পরিধান পূর্বক পাত্র-চীবর ধারণ করিয়া রাজগৃহে ভিক্ষার্থ প্রবেশ করিলেন। ভগবানের মনে হইল[“রাজগৃহে পিণ্ডাচরণ করিতে এখনও অতি সকাল। সুতরাং যেখানে মোর-নিবাপ পরিব্রাজক-আরাম, যেখানে সকুল-উদায়ি পরিব্রাজক আসেন, তথায় গেলেই ভাল হয়।" তখন ভগবান যেখানে মোর-নিবাপ পরিব্রাজকারাম, তথায় গেলেন। সেই সময় সকুল-উদায়ি পরিব্রাজক[৩] ... মহতী পরিব্রাজক পরিষদের সহিত উপবিষ্ট ছিলেন সকুল-উদায়ি পরিব্রাজক দূর হইতেই ভগবানকে আসিতে দেখিলেন, দেখিয়া স্বীয় পরিষদকে বলিলেন, ... ভগবান সকুল-উদায়ি পরিব্রাজক সমীপে উপনীত হইলেন। সকুল-উদায়ি পরিব্রাজক ভগবানকে বলিলেন,“আসুন, ভন্তে, ভগবন!

[১]। শ্রাবক ভাষিত।

[২]। তথায় ময়ূরগণের অভয় ঘোষণা ও খাদ্যদান করা হইয়াছিল। (প. সূ.)

[৩]। সন্দক সূত্রের প্রথমাংশ দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভন্তে, ভগবানের স্বাগতম। ভন্তে, ভগবন! চিরকাল পর এখানে আগমনের সুযোগ করিলেন। ভন্তে, ভগবন! বসুন, এই যে আসন সজ্জিত।"

২৩৮। ভগবান সজ্জিত আসনে বসিলেন। সকুল-উদায়ি পরিব্রাজকও এক নীচ আসন লইয়া একান্তে, বসিলেন। একান্তে, উপবিষ্ট সকুল-উদায়ি পরিব্রাজককে ভগবান বলিলেন,"উদায়ি! এখন তোমরা কি কথায় বসিয়াছিলে, তোমাদের মধ্যে কি কথা হইতেছিল?"

"রেখেদিন, ভন্তে! সে কথা, যে কথায় এখন আমরা বসিয়াছিলাম। ভন্তে! একথা পরেও শ্রবণ করা ভগবানের পক্ষে দুর্লভ হইবে না। ভন্তে! পূর্ব পূর্বতর দিনে কুতুহল শালায়[১] উপবিষ্ট ও সম্মিলিত নানা তীর্থিক (সম্প্রদায়ের) শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই কথা প্রসঙ্গ উৎপন্ন হয়ÍÍ'ওহে! অঙ্গ-মগধবাসীর একান্তই লাভ, অঙ্গ-মগধবাসীর মহালাভ সুলব্ধ হইল; যেহেতু রাজগৃহে এই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ সংঘপতি, গণী, গণাচার্য, জ্ঞাত, যশস্বী, বহুজনের সুসম্মানিত তীর্থঙ্কর (পন্থা-স্থাপক) বর্ষাবাসে প্রবৃত হইয়াছেন। এই যে পূরাণকশ্যপ সংঘী, গণী, গণাচার্য, জ্ঞাত, যশস্বী, বহুজন সুসম্মানিত তীর্থঙ্কর হন, তিনিও রাজগৃহে বর্ষাবাসের নিমিত্ত আসিয়াছেন। ... এই যে মক্খলি গোশাল ...। অজিত কেশকম্বল ...। ... পকুধ কাত্যায়ণ ...। ... সঞ্জয়বেলট্‌ঠিপুত্ত ...। ... নিগণ্ঠ নাতপুত্ত ...। এই যে শ্রমণ গৌতমও সংঘী ...। তিনিও রাজগৃহে বর্ষাবাসের নিমিত্ত উপস্থিত আছেন। এই সকল ভাগ্যবান ... বহুজনের সুসম্মানিত শ্রমণ-ব্রাহ্মণের মধ্যে কে শ্রাবকদের দ্বারা সৎকৃত, গৌরবকৃত, সম্মানিত ও পূজিত হন? শ্রাবকগণ কাহাকে অধিকতর সম্মান ও গৌরব করিয়া আশ্রয়ে বিহার করেন?"

২৩৯। তথায় কেহ কেহ এইরূপ বলিলেন,"এই যে পূরণকশ্যপ সংঘী ... হন, ... তিনি শ্রাবকদের সৎকৃত ... পূজিত নহেন। পূরণ-কশ্যপকে শ্রাবকগণ সৎকার, গৌরব, সম্মান, পূজা করিয়া আশ্রয়ে বিহার করেন না। অতীতে (এক সময়) পূরণকশ্যপ অনেক শত পরিসায় (পরিষদে) ধর্মোপদেশ করিতেছিলেন। তথায় পূরণকশ্যপের এক শ্রাবক শব্দ করিলেন,'মহাশয়গণ! পূরণকশ্যপকে এই সম্বন্ধে (এতমত্থং) জিজ্ঞাসা করিবেন না। তিনি ইহা জানেন না। আমরা ইহা জানি। আমাদিগকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করুন। আমরা ইহা আপনাদিগকে বর্ণনা করিব।' সেই সময় পূরণকশ্যপ বাহু জড়াইয়া চীৎকার করিতে থাকেন (কদন্তো)Íমহাশয়গণ! চুপ করুন, আপনারা শব্দ করিবেন না। এ সকল লোক আপনাদিগকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই। আমাদিগকে ইঁহারা জিজ্ঞাসা

[১]। তন্নামক কোন স্বতন্ত্রশালা ছিল না। সাধারণ ধর্মশালায় নানামতের সাধুগণের বাদ-বিবাদে কুতূহল উৎপন্ন হওয়ায় এই নাম হয়। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিতেছেন। সুতরাং আমরা ইহার উত্তর দিব।' কিন্তু (চুপ করাইতে) পারিলেন না। পূরণকশ্যপের বহু শ্রাবক বিবাদ বা দোষারোপ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলI'তুমি এ ধর্ম-বিনয় জান না, আমি এ ধর্ম-বিনয় জানি। কিরূপে তুমি এ ধর্মী-বিনয় জানিবে? তুমি মিথ্যা প্রতিপন্ন হও, আমি সত্যারূঢ় (সম্যক প্রতিপন্ন) হই। আমার বচন (সার্থক), তোমার নিরর্থক হয়। পূর্বের বচনীয় তুমি পরে বল, পরের বচনীয় পূর্বে বল। অনভ্যস্থকে (অবিচীর্ণকে) তুমি বিপর্যস্থ করিতেছ। তোমার বাদে নিগ্রহ আরোপিত হইয়াছে। বাদ (দোষ) মোচনার্থ যত্ন কর, অথবা যদি সমর্থ হও তবে গ্রন্থি খোল।' এ প্রকারে পূরণকশ্যপ শ্রাবকদের দ্বারা সৎকৃত হন না এবং পূজিত হন না। ... অধিকন্তু পূরণকশ্যপ স্বাভাবিক আক্রোশে আক্রোশিত হইয়াছেন।"

[মক্খলি গোশাল, অজিত কেশকম্বলী, পকুধ কাত্যায়ণ, সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্ত ও নিগণ্ঠ নাতপুত্ত সম্বন্ধেও এরূপ মন্তব্য।]

২৪০। কেহ কেহ বলিলেন,"এই শ্রমণ গৌতম ... সংঘী ... হন। আর তিনি শ্রাবকদের ... পূজিত হন ...। শ্রাবকগণ শ্রমণ গৌতমকে সৎকার, গৌরব সহকারে আশ্রয় লইয়া বিহার করেন। পূর্বে এক সময় শ্রমণ গৌতম অনেক শত সভাতে ধর্মোপদেশ করিতেছেন। তথায় শ্রমণ গৌতমের শ্রাবকদের একজন কাশিলেন। অপর সব্রহ্মচারী জানুতে স্পর্শ করিয়া সংক্ষেত করিলেন,'আয়ুষ্মান নীরব হউন, আয়ুষ্মান শব্দ করিবেন না। শাস্তা আমাদিগকে ধর্মোপদেশ করিতেছেন।' যে সময়ে শ্রমণ গৌতম অনেক শত পরিষদে ধর্মোপদেশ করেন, সেই সময়ে শ্রমণ গৌতমের শ্রাবকদের হাঁচি বা কাশির শব্দ পর্যন্তও হয় না। তাঁহার প্রতি জনতা প্রত্যাশানুরূপে (মনোযোগ সহকারে) প্রস্তুত থাকে যে ভগবান আমাদিগকে যে ধর্ম ভাষণ করিবেন তাহা আমরা শুনিব। যেমন কোন ব্যক্তি চারি মহাপথের সংযোগ স্থলে ক্ষুদ্র মক্ষিকা-সঞ্চিত নির্দোষ মধু প্রদান করে, তাহাতে বৃহৎ জনতা প্রত্যাশানুরূপ উপস্থিত থাকে। সেইরূপ যখন শ্রমণ গৌতম অনেক শত পরিষদে ধর্মোপদেশ করেন, তখন বৃহৎ জনতা আশানুরূপ ধর্ম শ্রবণ করেন।"

"শ্রমণ গৌতমের যে সব শ্রাবক সব্রহ্মচারীদের সাথে সামান্য বিবাদ করিয়া (ভিক্ষু) শিক্ষা ত্যাগ করে ও হীন (গৃহস্থ) আশ্রমে ফিরিয়া যায়, তাহারাও শাস্তার প্রশংসক হয়, ধর্ম-প্রশংসক হয় এবং সংঘ-প্রশংসক হয়; পর নিন্দুক নহে, আত্ম নিন্দুকই হয়I'আমরাই এ ক্ষেত্রে হতভাগ্য, পুণ্যহীন যেহেতু এমন স্বাখ্যাত ধর্ম-বিনয়ে প্রব্রজিত হইয়াও আমরা যাবজ্জীবন পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতে সমর্থ হইলাম না।' তাহারা আরামিক (আরাম-সেবক) কিংবা গৃহস্থ (উপাসক) হইয়া পঞ্চবিধ শিক্ষাপদ (নীতি) গ্রহণ ও পালন করিয়া জীবন যাপন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে। এ প্রকারে শ্রমণ গৌতম শ্রাবকদের ... পূজিত হন। শ্রমণ গৌতমকে শ্রাবকগণ সৎকার, গৌরব সহকারে আশ্রয় লইয়া বিহার করেন।"

২৪১। "উদায়ি! তুমি আমাতে কত ধর্ম (গুণ) দেখিতেছ, যে কারণে শ্রাবকগণ আমাকে ... পূজা করে ... ?"

"ভন্তে! ভগবানে আমি পঞ্চধর্ম দেখিতেছি, যদ্ধেতু ভগবানকে শ্রাবকগণ ... পূজা করেন ...। সেই পঞ্চ কি? ভন্তে! ভগবান! (১) অল্পাহারী এবং অল্প আহারের প্রশংসাকারী, ভন্তে! ভগবান যে অল্পাহারী, অল্পাহারের প্রশংসক হন। ইহাই আমি ভন্তে! ভগবানে প্রথম ধর্ম দেখিতেছি, যে কারণে ভগবানের শ্রাবকগণ ...।

(২) ভগবান ভাল-মন্দ চীবর দ্বারাই সন্তুষ্ট থাকেন এবং ইতরিতর চীবরে সন্তুষ্টতার প্রশংসক ...।

(৩) যেমন-তেমন পিণ্ডপাত দ্বারা সন্তুষ্ট এবং ... সন্তুষ্টতার প্রশংসক...।

(৪) ... শয়নাসনের দ্বারা সন্তুষ্ট এবং ... সন্তুষ্টতার প্রশংসক ...।

(৫) ... নির্জনবাসী এবং....নির্জন বাসের প্রশংসক ...।

ভন্তে! ভগবানের নিকট এই পঞ্চধর্ম দেখিতেছি ...।"

২৪২। "উদায়ি! 'শ্রমণ গৌতম অল্পাহারী, অল্পাহার প্রশংসক হন', ইহাতে যদি শ্রাবকগণ আমাকে ... পূজা করে ... আশ্রয় করিয়া বিহার করে; তবে উদায়ি! আমার শ্রাবকেরা কোষক (ভাজন) আহারী,[১] অর্ধ কোষকাহারী, বেল পরিমাণ ভোজী এবং অর্ধবেল পরিমাণ ভোজীও আছে। উদায়ি! আমি কদাচিৎ এই পাত্রের সম পরিমাণও ভোজন করি, অধিকও ভোজন করি। যদি ... 'অল্পভোজী ও অল্পাহার প্রশংসক হন' এই হেতু ... পূজা করে ... ; তবে উদায়ি! আমার যে সব শ্রাবক ... অর্ধবেল পরিমাণ ভোজী তাহারা এই ব্যবহারের (অল্পাহারতার) দরুণ আমাকে সৎকার করিত না ....।" (১)

"উদায়ি! ... 'যেমন-তেমন চীবর দ্বারা সন্তুষ্ট, সন্তুষ্টতার প্রশংসক হন', ইহাতে যদি শ্রাবকগণ আমাকে পূজা করে ... ; তবে উদায়ি! আমার শ্রাবকেরা পাংশুকুলিক, লূখ (বিশ্রী) চীবরধারী আছে, তাহারা শ্মশান, আবর্জনা স্তূপ হইতে এবং বিপণির ছিন্ন অন্ত, (পার) হীন বস্ত্রখণ্ড সঞ্চয় করিয়া সংঘাটী তৈরী ও ধারণ করে, উদায়ি! আমি কখন কখন দৃঢ়, শস্ত্র-লুখ, অলাবু লোমবৎ সুক্ষ্ম, গৃহপতি প্রদত্ত চীবরও পরিধান করে .....।" (২)

"উদায়ি! ... 'যেমন-তেমন পিণ্ডপাত দ্বারা সন্তুষ্ট, সন্তুষ্টতার প্রশংসক হন', এই কারণে যদি আমাকে শ্রাবকেরা পূজা করে ..... ; তবে উদায়ি! আমার

[১]। ক্ষুদ্র সরাব পরিমাণ অন্নভোজী। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শ্রাবকগণ পিণ্ডপাতিক (ভিক্ষাজীবী) সপদানচারী (ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে ভিক্ষাচরণকারী) উঞ্ছব্রতে রতও আছে, তাহারা গ্রামে প্রবিষ্ট অবস্থায় আসনে নিমন্ত্রিত হইলেও গ্রহণ করে না। আমি নাকি উদায়ি! কখন কখন নিমন্ত্রিত শালিধানের কালিমাহীন ভাত, অনেক সূপ, অনেক ব্যঞ্জনও ভোজন করি ...।"(৩)

"উদায়ি! 'যেমন-তেমন শয়নাসনে সন্তুষ্ট, সন্তুষ্টতার প্রশংসক হন', ইহাতে যদি আমাকে শ্রাবকেরা ... পূজা করে ... ; তবে উদায়ি! আমার শ্রাবকেরা বৃক্ষমূলিক ও অব্ভোকাসিক (বৃক্ষের নীচে ও উন্মুক্ত স্থানে বাসের) ধূতাঙ্গ ব্রতধারীও আছে। তাহারা আটমাস (চীবর রক্ষার্থ বর্ষা চারমাস ব্যতীত) আচ্ছাদনের নীচে যায় না। আমি তো উদায়ি! কখন কখন উল্লিপ্ত-অবলিপ্ত বায়ুরহিত দরজা-জানালাবদ্ধ কূটাগারে (প্রাসাদোপরিও) বিহার করি....।" (৪)

"উদায়ি! ... 'নির্জনবাসী ... নির্জন প্রশংসক হন', ইহাতে যদি আমাকে শ্রাবকেরা পূজা করে ... ; তবে উদায়ি! আমার শ্রাবকেরা আরণ্যক (সতত অরণ্যবাসী) প্রান্তবর্তী শয়নাসন (গ্রাম হইতে দূরে) বিহারী আছে। (তাহারা) অরণ্যে বন-পন্থ প্রান্তবর্তী শয়নাসনে প্রবেশ করিয়া বিহার করে। তাহারা প্রত্যেক অর্ধমাসে প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশের নিমিত্ত সংঘমধ্যে আসিয়া থাকে। অথচ উদায়ি! আমি কোন কোন সময় ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা, রাজা, রাজ-মহামাত্য, তীর্থঙ্কর এবং তীর্থঙ্কর শ্রাবকের দ্বারা আকীর্ণ হইয়া বিহার করি ...। এই প্রকারে উদায়ি! আমাকে শ্রাবকগণ এই পঞ্চধর্ম (গুণ) হেতু ... পূজা করে ...।" (৫)

২৪৩। "উদায়ি! অপর পাঁচধর্ম আছে, যদ্বারা শ্রাবকগণ আমাকে ... পূজা করে ...। সেই পাঁচ কি? এখানে উদায়ি! শ্রাবকগণ আমার অধিশীল (অনন্য সাধারণ চরিত্র) হেতু ... সম্মান করেI'শ্রমণ গৌতম শীলবান হন, পরম শীলস্কন্ধ (সদাচার সমূহ) দ্বারা সংযুক্ত হন।' উদায়ি! যে সকল শ্রাবক আমার শীলে বিশ্বাস করে .... ; ইহাই উদায়ি! প্রথম ধর্ম, যে কারণে ... শ্রাবকগণ আমাকে পূজা করে।" (১)

২৪৪। "পুনশ্চ উদায়ি! শ্রাবকগণ আমার অভিক্রান্ত-জ্ঞানদর্শনকেই (সর্বজ্ঞতা জ্ঞানকেই) সম্মানিত করেIজানিয়াই শ্রমণ গৌতম বলেন,'আমি জানি', দেখিয়াই শ্রমণ গৌতম বলেন,'আমি দেখি'। অভিজ্ঞাত হইয়াই শ্রমণ গৌতম ধর্মোপদেশ করেন, অভিজ্ঞাত না হইয়া নহে। সনিদান (কারণ সহিত) শ্রমণ গৌতম ধর্মোপদেশ করেন, অনিদান নহে। (দেশনাবিলাস) যুক্ত ... ধর্মোপদেশ করেন, প্রতিহার্য্য রহিত নহে; ...।" (২)

২৪৫। "পুনরায় উদায়ি! শ্রাবকেরা আমাকে অধিপ্রজ্ঞার (প্রত্যুৎপন্ন প্রজ্ঞার)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দরুণ সম্মানিত করে।'প্রজ্ঞাবান শ্রমণ গৌতম, পরম প্রজ্ঞাস্কন্ধ সমন্বিত হন।' সে কারণে অনাগত বাদ-বিবাদমার্গ দেখা যায় না। (বর্তমানে) উৎপন্ন পর-প্রবাদ ন্যায় ধর্মানুসারে উত্তমরূপে নিগ্রহ (খণ্ডন) করিবে না, এমন সম্ভাবনা নাই। ইহা কি মনে কর, উদায়ি! কেমন শ্রাবকেরা এই প্রকারে জানিয়া, এই প্রকারে সত্যদর্শী হইয়া আমার উপদেশের সময় মাঝে মাঝে কথা বলিবে?"

"না, ভন্তে!"

"উদায়ি! আমি শ্রাবকদের নিকট অনুশাসন প্রত্যাশা করি না। পরন্তু শ্রাবকেরা আমারই উপদেশের প্রত্যাশা রাখে। (৩)

২৪৬। "পুনশ্চ উদায়ি! আমার শ্রাবকেরা যে দুঃখ দ্বারা দুঃখাবতীর্ণ, দুঃখ-নিমজ্জিত (অভিভূত) হয়, তাহারা আমার নিকট আসিয়া দুঃখ-আর্যসত্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। এরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া আমি তাহাদিগকে দুঃখ-আর্যসত্য বর্ণনা করি, প্রশ্নোত্তর দ্বারা আমি তাহাদের চিত্ত সন্তুষ্ট করি। তাহারা আসিয়া আমাকে দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য ও দুঃখ-নিরোধগামিনী-প্রতিপদা আর্যসত্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে ...।" (৪)

২৪৭। "পুনশ্চ উদায়ি! আমি শ্রাবকদিগকে প্রতিপদা বা মার্গ বলিয়াছি যেভাবে প্রতিপন্ন হইয়া শ্রাবকগণ চতুর্বিধ স্মৃতি-উপস্থান ভাবনা করিতে পারে। এখানে বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান ভিক্ষু লোকে (বিষয়ে) অভিধ্যা দৌর্মনস্যকে দমন করিয়া কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া বিহার করে; বেদনা সমূহে বেদনানুদর্শী ... , চিত্তে চিত্তানুদর্শী ... ও ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করে। আর সেই বিষয়ে আমার বহু শ্রাবক অভিজ্ঞতার অবসান[১] ও পরমোৎকর্ষত্ব (অর্হত্ব) প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে।" (৫)

"পুনশ্চ উদায়ি! আমি শ্রাবকগণকে সেই প্রতিপদা বলিয়াছি যাহাতে প্রতিপন্ন হইয়া আমার শ্রাবকেরা চতুর্বিধ সম্যক প্রধান বৃদ্ধি করিতে পারে। উদায়ি! এখানে ভিক্ষু (১) অনুৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্ম[২] অনুৎপত্তির নিমিত্ত ছন্দ (রুচি) জন্মায়, প্রচেষ্টা করে, বীর্য-প্রবর্তন করে, চিত্ত নিয়োজিত করে, উপায় উদ্ভাবন করে। (২) উৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্মের্র প্রহারের নিমিত্ত ...। (৩) অনুৎপন্ন কুশলধর্মের[৩] উৎপত্তির নিমিত্ত ...। (৪) উৎপন্ন কুশলধর্মের[৪] স্থিতি, (অসম্মোসায) অভিবৃদ্ধির

---

[১]। সাধারণতঃ অভিজ্ঞা ছয় প্রকার, তন্মধ্যে ষষ্ঠাভিজ্ঞা অর্হত্বমার্গ জ্ঞান, তাহার অবসান ও উৎকর্ষতাকে অর্হত্ব ফল বলা হয়। (টীকা)

[২]। লোভ-দ্বেষ-মোহ আদি (প. সূ.)

[৩]। শমথ-বিদর্শন মার্গ। (প. সূ.)

[৪]। মার্গবাদ। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বা বিপুলতার নিমিত্ত, ভাবনায় পরিপূর্ণতার নিমিত্ত ছন্দ উৎপন্ন করে, ...। তথায়ও আমার বহু শ্রাবক অভিজ্ঞার অবসান—পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে।"

"পুনশ্চ উদায়ি! শ্রাবকদিগকে আমাদ্বারা সেই মার্গ কথিত হইয়াছে, যাহাতে প্রতিপন্ন হইয়া আমার শ্রাবকেরা চতুর্বিধ ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করিতে পারে। উদায়ি! এখানে (১) ছন্দ-সমাধি প্রধান সংস্কারযুক্ত ঋদ্ধিপাদের ভাবনা করে। (২) বীর্য-সমাধি প্রধান সংস্কারযুক্ত ঋদ্ধিপাদের ভাবনা করে। (৩) চিত্ত-সমাধি ...। (৪) বীমাংসা (পরীক্ষা মূলক জ্ঞান) সমাধি ...। তথায়ও আমার বহু শ্রাবক অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে।"

"পুনরায় উদায়ি! ... যাহাতে প্রতিপন্ন হইয়া আমার শ্রাবকেরা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ভাবনা করিতে পারে। উদায়ি! এখানে ভিক্ষু উপশমগামী ও সমাধিগামী (মার্গগামী) (১) শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়ের ভাবনা করে। (২) বীর্য-ইন্দ্রিয়ের ...। (৩) স্মৃতি-ইন্দ্রিয়ের ...। (৪) সমাধি-ইন্দ্রিয়ের ...। (৫) প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়ের ...।"

"পুনশ্চ উদায়ি! ... পঞ্চবলের ভাবনা করে। ... (১) শ্রদ্ধা-বলের ...। (২) বীর্য-বলের ...। (৩) স্মৃতি-বলের ...। (৪) সমাধি-বলের ...। (৫) প্রজ্ঞা-বলের ...।"

"পুনশ্চ উদায়ি! ... সপ্তবোধি-অঙ্গের ভাবনা করে। এখানে উদায়ি! ভিক্ষু বিবেক-আশ্রিত, বিরাগ-আশ্রিত, নিরোধ-আশ্রিত, বিসর্জন-পরিণামী[১] (১) স্মৃতি-সম্বোধি অঙ্গ ...। (২) ধর্ম-বিচয় সম্বোধি অঙ্গ ...। (৩) বীর্য-সম্বোধি অঙ্গ ...। (৪) প্রীতি-সম্বোধি অঙ্গ ...। (৫) প্রশান্তি-সম্বোধি অঙ্গ ...। (৬) সমাধি-সম্বোধি অঙ্গ ...। (৭) উপেক্ষা-সম্বোধি অঙ্গ ...।"

"পুনশ্চ উদায়ি! ... আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের ভাবনা করে। উদায়ি! এখানে ভিক্ষু সম্যক-দৃষ্টি, সম্যক-সঙ্কল্প, সম্যক-বাক্য, সম্যক-কর্মান্ত, সম্যক-আজীব, সম্যক-ব্যায়াম, সম্যক-স্মৃতি ও সম্যক-সমাধি ভাবনা করে। ...।"

২৪৮। "পুনরায় উদায়ি!...আট বিমোক্ষের ভাবনা করে (১) রূপী (স্বীয় কেশাদি নিমিত্তে উৎপন্ন রূপধ্যানী ধ্যানচক্ষু দ্বারা) রূপ সমূহ (বাহ্যিক নীল কৃষ্ণাদি) দর্শন করে, ইহা প্রথম বিমোক্ষ[২]। (২) অধ্যাত্ম অরূপ-সংজ্ঞী (স্বীয় কেশাদিতে অনুৎপাদিত রূপধ্যানী) বাহ্যিক রূপ সমূহ (নীলাদি আরম্মণ) দর্শন

---

[১]। বিসর্জন (বোস্‌সগ্গ) দ্বিবিধ ত্যাগ ও উল্লম্ফন, মার্গক্ষণে ক্লেশ ত্যাগ হয়, ফলক্ষণে নির্বাণ উল্লম্ফনবৎ হয়।

[২]। ইহা দ্বারা অধ্যাত্ম ও বাহ্যিক বস্তুজ কৃষ্ণ ধ্যানলাভ প্রদর্শিত হইল। (পঃ সঃ মঃ)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে, ইহা দ্বিতীয় বিমোক্ষ[১]। (৩) শুভরূপেই বিশ্বাস (অধিমুক্তি) হয় (নীলাদি বর্ণ কৃষ্ণ বিশুদ্ধ হইলে ধ্যানও বিশুদ্ধ হয়), ইহা তৃতীয় বিমোক্ষ। (৪) সর্বথা রূপ-সংজ্ঞার সমতিক্রম করিয়া প্রতিঘ-সংজ্ঞার অস্তগমন হেতু নানাত্ব সংজ্ঞার অমনসিকার হেতু 'আকাশ অনন্ত' এই আকাশ-অনন্ত-আয়তন প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে, ইহা চতুর্থ বিমোক্ষ। (৫) সর্বতোভাবে আকাশানন্তায়তন অতিক্রম করিয়া 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে, ...। (৬) সর্বথা বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে অতিক্রম করিয়া 'কিছু নাই' এই আকিঞ্চনায়তন প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে, ...। (৭) সর্বথা আকিঞ্চনায়তনকে অতিক্রম করিয়া নৈব-সংজ্ঞা-ন-অসংজ্ঞা-আয়তন (যে সমাধির অবস্থাকে চেতন কিংবা অচেতন বলা যায় না) প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে, ...। (৮) সর্বথা নৈব-সংজ্ঞা-ন-অসংজ্ঞা-আয়তনকে অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞা বেদয়িত (বেদনা) নিরোধ (যাবতীয় চেতনের নিরোধ) প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে, ইহা অষ্টম বিমোক্ষ। ইহাতেও আমার বহু শ্রাবক ... অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে।"

২৪৯। "পুনশ্চ উদায়ি! ... আট অভিভূ-আয়তন ভাবনা করিয়া থাকে। (১) যোগাবচর শরীর অভ্যন্তরে (অধ্যাত্ম) রূপ-সংজ্ঞী (রূপ আলম্বন করিয়া ধ্যানলাভী)Ïবাহিরে সুবর্ণ-দুর্বর্ণ সামান্য রূপরাশি দর্শন করে, তাহাদিগকে অভিভূত করিয়া 'জানি, দেখি' এরূপ সংজ্ঞা বা ধারণা পোষণকারী হয়, ইহা প্রথম অভিভূ-আয়তন। (২) কেহ আধ্যাত্মিক রূপ-সংজ্ঞীÏবাহিরে সুবর্ণ দুর্বর্ণ অপ্রমাণÏ(বহুপরিমাণ) রূপরাশি দর্শন করে, সেই সমুদয় অভিভূত করিয়া 'জানি, দেখি' এরূপ সংজ্ঞা সম্পন্ন হয়, ...। (৩) কেহ আধ্যাত্মিক অরূপ-সংজ্ঞীÏবাহিরে সামান্য সুবর্ণ-দুর্বর্ণ দর্শন করে, সেই সমুদয় অভিভূত করিয়া 'জানি, দেখি' এরূপ সংজ্ঞাবলম্বী হয়, ...। (৪) কেহ আধ্যাত্মিক অরূপ-সংজ্ঞীÏবাহ্যিক সুবর্ণ-দুর্বর্ণ অপ্রমাণ রূপকে দর্শন করে, ...। (৫) কেহ আধ্যাত্মিক অরূপ-সংজ্ঞীÏবাহ্যিক নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীল-নিভাস রূপরাশি দর্শন করে। যেমন ঊমাপুষ্প[২] (অপরাজিতা?) নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীল-নিভাস; অথবা যেমন উভয়দিক হইতে বিমৃষ্ট (কোমল, মসৃণ,) নীল ... বারাণসীজাত[৩] বস্ত্র, এই প্রকারেই কেহ আধ্যাত্মিক অরূপ-সংজ্ঞী বাহ্যিক নীল ... রূপকে দর্শন করে, উহাদিগকে অভিভূত করিয়া 'জানি, দেখি' এই সংজ্ঞী হয়। ...। (৬) আধ্যাত্মিক অরূপ-

---

[১]। ইহা দ্বারা বাহ্যিক পরিকর্ম করিয়া বাহিরেই লব্ধধ্যানী। (পঃ সঃ মঃ)

[২]। এই পুষ্প ̥স্নিগ্ধ, মৃদু, দেখিতে নীলবর্ণ হয়।

[৩]। তথায় কার্পাসও কোমল, মসৃণ, সূত্রকর্তনকারী তথা ঝোলাও চতুর, জলও সু-বিশুদ্ধ ̥স্নিগ্ধ। তথাকার বস্ত্র উভয় দিক থেকে কোমল, মসৃণ ও ̥স্নিগ্ধ হয়। (অঃ কঃ)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংজ্ঞীÏবাহ্যিক রূপ পীত, পীতবর্ণ, পীত-নিদর্শন, পীত-নিভাস রূপ সমূহ দর্শন করে। যেমন পীত ... কর্ণিকার সদৃশ ... পীত বারাণসীজাত বস্ত্র ...। (৭) আধ্যাত্মিক অরূপ-সংজ্ঞীÏকেহ বাহ্যিক লোহিত, লোহিত বর্ণ, লোহিত-নিদর্শন, লোহিত-নিভাস সম্পন্ন রূপরাশি দর্শন করে। যেমন.....বন্ধুজীবক পুষ্প, অথবা যেমন লাল বারাণসীজাত বস্ত্র .....। (৮) আধ্যাত্মিক অরূপ-সংজ্ঞীÏকেহ বাহ্যিক অবদাত (শ্বেত), অবদাত বর্ণ ... অবদাত রূপকে দর্শন করে। যেমন অবদাত শুকতারা (ওষধিতারা), অথবা যেমন বারাণসীজাত শ্বেতবস্ত্র ...। এই অষ্টবিধ অভিভূ আয়তনের বশীভাব প্রাপ্ত বহু শ্রাবক আছে, ...।"

২৫০। "পুনশ্চ উদায়ি! দশ কৃৎস্ন-আয়তনের (কাসিনায়তনের) ভাবনা করিয়া থাকে। (১) কেহ ঊর্ধ, অধঃ চতুর্দিকে অদ্বিতীয় অপ্রমাণ পৃথিবীকৃৎস্ন (সমস্ত, পৃথিবীকে) জানে। (২) আপকৃৎস্ন (সমস্ত, জলকে) জানে। (৩) তেজঃকৃৎস্ন (সমস্ত, তাপকে) জানে। (৪) বায়ুকৃৎস্ন (সমস্ত, বায়ুকে) জানে। (৫) নীলকৃৎস্ন (সমস্ত, নীল রংকে) জানে। (৬) পীতকৃৎস্ন (সমস্ত, পীত রংকে) জানে। (৭) লোহিতকৃৎস্ন (সমস্ত, লাল রংকে) জানে। (৮) অবদাতকৃৎস্ন (সমস্ত, শ্বেত রংকে জানে। (৯) আকাশকৃৎস্ন (সমস্ত, আকাশকে) জানে। (১০) বিজ্ঞানকৃৎস্ন (সমস্ত, চেতনাময় চিন্মাত্রকে) জানে।"

২৫১। "পুনশ্চ উদায়ি! ... চতুর্বিধ ধ্যান ভাবনা করিয়া থাকে। উদায়ি! ভিক্ষু কাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, অকুশল ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিতর্ক-বিচার সহিত বিবেকজ প্রীতি-সুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে। সে এই শরীরকেই বিবেকজ প্রীতি-সুখ দ্বারা প্লাবিত, (চতুর্দিক) পরিপ্লাবিত করে, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করে। তাঁহার সর্ব শরীরের কোনও অংশ বিবেকজ প্রীতি-সুখ দ্বারা অস্ফুট থাকে না। যেমন উদায়ি! দক্ষ (চতুর)ন্নাপক (নহাপিত) কিংবান্নাপকের অন্তেবাসী কাঁসের থালায়ন্নানীয়-চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া জল সিঞ্চনপূর্বক মর্দন ও পিণ্ড করে, সেইন্নানীয়-পিণ্ড শুভ (স্বচ্ছতা) অনুগত, শুভ-পরিগত ও অন্তর-বাহির সমভাবে শুভদ্বারা স্পর্শিত ও সিক্ত হয়। সেইরূপ উদায়ি! এই দেহ বিবেকজ প্রীতি-সুখ দ্বারা প্লাবিত, পরিপ্লাবিত করে, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করে ...।"

"পুনরায় উদায়ি! ভিক্ষু বিতর্ক-বিচারের উপশম হেতু ... দ্বিতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে। সে এই শরীরকে সমাধিজ প্রীতি-সুখ দ্বারা প্লাবিত, পরিপ্লাবিত করে, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করে। তাহার সর্বব্যাপি কায়ের কোন অংশ সমাধিজ প্রীতি-সুখ দ্বারা অস্ফুট থাকে না। যেমন উদায়ি! উদকোৎস স্ফীত উদক-হ্রদ, উহার পূর্বদিকে জল আগমনের মার্গ নাই, পশ্চিমদিকে জল আগমনের মার্গ নাই, দক্ষিণদিকে জল আগমনের মার্গ নাই এবং উত্তরদিকেও জল আগমনের মার্গ নাই। সময়ে সময়ে মেঘও বৃষ্টিধারা বর্ষণ করে না। তথাপি সেই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উদক-হ্রদ হইতে সুশীতল বারিধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া সে উদক-হ্রদকে শীতল জল দ্বারা প্লাবিত ও সর্বথা প্লাবিত করে, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করে। এই সর্বব্যাপি উদক-হ্রদের কোনও অংশ শীতল জলে অস্ফুট থাকে না। এইরূপই উদায়ি! এই শরীরে সর্বত্র সমাধিজ প্রীতি-সুখ দ্বারা ...।"

"পুনরায় উদায়ি! ভিক্ষু প্রীতির বিরাগ হেতু তৃতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে। সে এই শরীর প্রীতিহীন সুখদ্বারা প্লাবিত পরিপ্লাবিত করে ...। যেমন উদায়ি! উৎপল, পদ্ম, পুণ্ডরীকিণীর মধ্যে কোন কোন উৎপল, পদ্ম ও পুণ্ডরীক জলে উৎপন্ন, উদকে সংবর্ধিত উদকানুদ্‌গত (উপরে অনুত্থিত) অভ্যন্তরে নিমগ্ন ও পোষিত, মূল হইতে অগ্র পর্যন্ত, শীতল জল দ্বারা প্লাবিত, নিমর্জিত ... থাকে। সেইরূপ উদায়ি! ভিক্ষু এই কায়কে নিষ্প্রীতিক সুখদ্বারা ...।"

"পুনরায় উদায়ি! ভিক্ষু সুখ ও দুঃখের প্রহাণ হেতু, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্যের অস্তগমন হেতু অদুঃখ-অসুখ উপেক্ষা স্মৃতি-পারিশুদ্ধি চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে। সে এই শরীরকে পরিশুদ্ধ (উপক্লেশ রহিত) পর্যাবদাত (প্রভাস্বর) চিত্তদ্বারা বিস্তারিত করিয়া বিহার করে। যেমন উদায়ি! কোন পুরুষ শ্বেতবস্ত্র দ্বারা সকীর্ষ আচ্ছাদন করিয়া বসিয়া থাকে। সেইরূপেই উদায়ি! ভিক্ষু এই শরীর ....। তথায়ও আমার বহু শ্রাবক অভিজ্ঞার অবসান প্রাপ্ত (অর্হত্ব মার্গ প্রাপ্ত) ও অভিজ্ঞার পারমী প্রাপ্ত (অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত) হইয়া বিহার করে।"

২৫২। "পুনশ্চ উদায়ি! আমি শ্রাবকদিগকে সেই মার্গ বলিয়াছি, যথা প্রতিপন্ন আমার শ্রাবকগণ এরূপ জানিতে পারেÍ'আমার এই শরীর রূপবান, চাতুর্মহাভৌতিক, মাতৃ-পিতৃ সম্ভূত, অন্ন-ব্যঞ্জন সঞ্চয়, অনিত্য-উৎসাদন, পরিমর্দন-ভেদন-বিধ্বংসন স্বভাব; আর আমার এই বিজ্ঞান (চেতনাংশ) ইহাতে (চাতুর্মহাভৌতিক দেহে) আশ্রিত, ইহাতে প্রতিবদ্ধ।' যেমন উদায়ি! সুন্দর উত্তম জাতীয় অষ্টাংশ, সুমসৃণ, স্বচ্ছ, বিপ্রসন্ন, সর্ব আকারযুক্ত বৈদুর্যমণি (হীরা), তাহাতে নীল, পীত, লোহিত, অবদাতসূত্র বা পাণ্ডুসূত্র গ্রথিত হয়, উহাকে চক্ষুষ্মান পুরুষ হস্তে, লইয়া প্রত্যবেক্ষণ করেÍ'ইহা সুন্দর ... বৈদুর্যমণি, ... সূত্র-গ্রথিত।' এইরূপেই উদায়ি! আমি ... বলিয়া দিয়াছি ...। তাহাতেও আমার বহু শ্রাবক ...।"

২৫৩। "পুনশ্চ উদায়ি! ... সেই মার্গ বলা হইয়াছে, যাহাতে প্রতিপন্ন হইয়া আমার শ্রাবকগণ এই দেহ হইতে মনোময়, সর্বাঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমন্বিত, অবিকল-ইন্দ্রিয়, অন্য জরদেহ নির্মাণ করিতে পারে। যেমন উদায়ি! মুঞ্জতৃণ হইতে ঈষীকা (শীর্ষ) উৎপাটন করা হয়। উহার এই ধারণা হয়Í'ইহা মুঞ্জ, ইহা শীর্ষ। মুঞ্জ অন্য, শীর্ষ অন্য। মুঞ্জ হইতেই শীর্ষ উৎপাটিত।' যেমন উদায়ি! কোন পুরুষ কোষ হইতে অসি বাহির করে, তাহার এই ধারণা হয়Í'এই অসি, এই কোষ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অসি স্বতন্ত্র, কোষ স্বতন্ত্র। কোষ হইতেই অসি বাহির করা হইয়াছে।' যেমন উদায়ি! করণ্ড হইতে সর্প বাহির করা হয়। ...। এইরূপেই উদায়ি! ... মার্গ বলা হইয়াছে।"

২৫৪। "পুনশ্চ উদায়ি! ... সেই মার্গ বলা হইয়াছে যেই মার্গারূঢ় হইয়া আমার শ্রাবকগণ অনেক প্রকারের ঋদ্ধি-বিধ (যোগ-বিভূতি) অনুভব করেI'এক হইয়াও বহুবিধ হয়, বহুবিধ হইয়াও এক হয়, আবির্ভাব ও তিরোভাব (করে), যেমন দেওয়ালের বাহিরে, প্রাকারের বাহিরে, পর্বতের বাহিরে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে পার হইয়া যায়; জলের ন্যায় মাটিতেও ডুব দেয়, ভাসিয়া উঠে; মাটির ন্যায় জলেও অনার্দ্রভাবে গমন করে; পক্ষী-শকুনের ন্যায় আসনাবদ্ধভাবে আকাশেও সঞ্চরণ করে; এমন মহাঋদ্ধি মহানুভব সম্পন্ন এই চন্দ্র-সূর্যকেও হস্তদ্বারা স্পর্শ করে, পরিমর্দন করে এবং যাবৎ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত, কায়দ্বারা বশে রাখে।' যেমন উদায়ি! দক্ষ কুম্ভকার বা কুম্ভকারান্তেবাসী সুমর্দিত মৃত্তিকা দ্বারা যে যে ভাজন বিকৃতি (বিশেষ) আকাঙ্ক্ষা করে তাহা তাহাই নির্মাণ করে, নিষ্পাদন করে। অথবা যেমন উদায়ি! দন্তকার (হস্তিদন্তের শিল্পী) বা দন্তকারের শিষ্য সুমসৃণ দন্ত, হইতে যে যে দন্ত-বিকৃতি (দন্ত, নির্মিত বস্তু) ইচ্ছা করে তাহাই নির্মাণ করে, নিষ্পাদন করে। অথবা যেমন উদায়ি! দক্ষ স্বর্ণকার বা স্বর্ণকারের শিষ্য সংশোধিত সুবর্ণ হইতে যে যে স্বর্ণ-বিকৃতি ইচ্ছা করে তাহাই নির্মাণ করে ...। এইরূপেই উদায়ি! ...।"

২৫৫। "পুনশ্চ উদায়ি! ... যে মার্গে প্রতিপন্ন হইয়া আমার শ্রাবকগণ বিশুদ্ধ অ-মানুষ, দিব্য-শ্রোত্রধাতু (কর্ণ) দ্বারা দিব্য ও মনুষ্য, দূরবর্তী ও সমীপবর্তী উভয়বিধ শব্দ শ্রবণ করে। যেমন উদায়ি! বলবান শঙ্খ-ধমক (শাঁখ বাদক) অল্প প্রয়াসেই (অনায়াসেই) চতুর্দিকে বিজ্ঞাপন করিয়া থাকে সেইরূপই উদায়ি! ...।"

২৫৬। "পুনশ্চ উদায়ি! ... যথামার্গ প্রতিপন্ন হইয়া আমার শ্রাবকগণ অপর সত্ত্ব, অপর পুদ্গলের চিত্ত স্ব-চিত্তদ্বারা সর্বথা জানিতে পারে; সরাগ চিত্তকে সরাগ চিত্তরূপে জানিতে পারে; বীতরাগ চিত্তকে বীতরাগ চিত্তরূপে জানিতে পারে; সদ্বেষ চিত্তকে সদ্বেষ চিত্তরূপে, বীতদ্বেষ চিত্তকে বীতদ্বেষ চিত্তরূপে জানিতে পারে; সমোহ চিত্তকে ... ; বীতমোহ চিত্তকে ... ; সংক্ষিপ্ত চিত্তকে ... ; বিক্ষিপ্ত চিত্তকে ... ; মহদ্গত (বিশাল) চিত্তকে ... ; অমহদ্গত চিত্তকে ... ; স-উত্তর (যাহা হইতে বড়ও আছে) চিত্তকে ... ; অনুত্তর চিত্তকে ... ; সমাহিত চিত্তকে ... ; অসমাহিত চিত্তকে ... ; বিমুক্ত চিত্তকে ... ; অবিমুক্ত চিত্তকে ...। যেমন উদায়ি! কোন বিলাসী স্ত্রী কিংবা পুরুষ, তরুণ, যুবক পরিশুদ্ধ-পর্যবদাত দর্পণে বা স্বচ্ছ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জলপূর্ণ পাত্রে মুখ নিমিত্ত (মুখাবয়ব) দেখিতে গিয়া সকণিক (ব্রণদুষ্ট) অঙ্গকে[১] সকণিক অঙ্গরূপে জানিতে পারে; অকণিকাঙ্গকে অকণিকাঙ্গরূপে জানিতে পারে। এইরূপেই উদায়ি!.....!”

২৫৭। “পুনশ্চ উদায়ি!.....যে মার্গে আরূঢ় হইয়া আমার শ্রাবকেরা অনেক প্রকারে পূর্বনিবাসকে (পূর্বজন্মকে) জানিতে পারে। যেমন উদায়ি! এক জাতি (জন্ম), দুই, তিন, চার, পাঁচ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, শত, সহস্র জাতি ও অনেক সংবর্তকল্প (মহাপ্রলয়), অনেক বিবর্তকল্প (সৃষ্টি), অনেক সংবর্ত-বিবর্তকল্পকেও জানিতে পারেÏ‘আমি তথায় এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহারী ছিলাম; এরূপ সুখ-দুঃখ অনুভবকারী, এত আয়ু পর্যন্ত, ছিলাম্য; সেই আমি তথা হইতে চ্যুত হইয়া অমুকস্থানে উৎপন্ন হইয়াছি; তথায়ও এত আয়ু পর্যন্ত, ছিলাম। সেই আমি তথা হইতে চ্যুত হইয়া এখানে উৎপন্ন হইয়াছি।’ এ প্রকারে স-আকার (আকৃতি সহিত) স-উদ্দেশ (নাম সহিত) অনেক প্রকার পূর্ব-নিবাস অনুস্মরণ করিয়া থাকে। যেমন উদায়ি! কোন লোক নিজের গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে গমন করে, সে গ্রাম হইতেও অন্য গ্রামে যায়, সে গ্রাম হইতে স্বগ্রামে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করে। তাহার এরূপ হয়Ï‘আমি স্বীয় গ্রাম হইতে অমুক গ্রামে গিয়াছিলাম, তথায় এরূপে দাঁড়াইয়াছি, এরূপে বসিয়াছি, এরূপ ভাষণ করিয়াছি, এরূপ মৌন ছিলাম। সে গ্রাম হইতে অমুক গ্রামে গিয়াছি, তথায়ও এরূপে দাঁড়াইয়াছি, ...।”

২৫৮। “পুনশ্চ উদায়ি!....যথামার্গে প্রতিপন্ন হইয়া আমার শ্রাবকগণ বিশুদ্ধ অ-মানুষ, দিব্য চক্ষুদ্বারা হীন-প্রণীত, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত সত্বকে চ্যুতির সময় ও উৎপত্তির সময় দেখিতে পারে। কর্মানুসারে গতি প্রাপ্ত সত্বগণকে জানিতে পারেÏ‘এই সত্ব কায়-দুশ্চরিত যুক্ত, বাক্-দুশ্চরিত্র যুক্ত, মনো-দুশ্চরিত্র যুক্ত, আর্যদের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টি কর্ম সম্পাদনকারী ছিল; সে দেহত্যাগে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হইয়াছে। আর এই সকল সত্ব কায়-সুচরিত, বাক্-সুচরিত ... আর্যদের অনুপবাদক (অনিন্দুক), সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টিকর্ম সম্পাদনকারী ছিল; তাহারা দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছি। এই প্রকারে ... দিব্যচক্ষু দ্বারা দর্শন করে।’ যেমন উদায়ি! সমান দ্বার বিশিষ্ট দুইখানি ঘর, তথায় চক্ষুষ্মান পুরুষ মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া মানুষদিগকে ঘরে প্রবেশ করিতেও, বাহির হইতেও, সঞ্চরণ করিতেও বিচরণ করিতেও দেখিতে পায়। সেইরূপেই উদায়ি! ...।

২৫৯। “পুনশ্চ উদায়ি! ... যে মার্গে আরূঢ় হইয়া আমার শ্রাবকেরা আস্রব

[১]। কাল-তিলক, বঙ্কমুখ, দূষিত পীড়কাদির দ্বারা দোষিত অঙ্গ। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রাশির ক্ষয় করিয়া অনাস্রব চিত্ত-বিমুক্তি, প্রজ্ঞা-বিমুক্তি, ইহজীবনে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া, সাক্ষাৎকার করিয়া, লাভ করিয়া বিহার করে। যেমন উদায়ি! পর্বতশীর্ষে স্বচ্ছ, বিপ্রসন্ন, অনাবিল জলাশয় থাকে; চক্ষুষ্মান পুরুষ তীরে স্থিত হইয়া তথায় শুক্তি (?) শামুক, কাঁকর-পাথর, চলনে ও দাঁড়ান অবস্থায় মৎস্যগুম্বকে দেখিতে পায়। সেইরূপই উদায়ি! ...।"

"উদায়ি! ইহারাই সেই পঞ্চবিধ ধর্ম, যে কারণে শ্রাবকগণ আমাকে সৎকার করে, গৌরব করে, সম্মান করে ও পূজা করে; সৎকার ও গৌরব করিয়া আমার আশ্রয়ে বাস করে।"

ভগবান ইহা বলিলেন, সন্তুষ্ট চিত্তে সকুলদায়ি পরিব্রাজক ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

মহা-সকুলদায়ি সূত্র সমাপ্ত।

৭৮। সমণ মুণ্ডিক সূত্র (২।৩।৮)

২৬০। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের আরাম জেতবন বিহারে বাস করিতেছিলেন।

সেই সময় উগ্রাহমান (শিক্ষায় সমর্থ) পরিব্রাজক সমণ মুণ্ডিকাপুত্ত সাতশ পরিব্রাজকের মহৎ পরিব্রাজক পরিষদের সহিত সময়-প্রবাদক (স্বীয় ধর্মমত প্রকাশক) তিন্দুকাচীর[১] একশালক (নামক) মল্লিকা (দেবীর নির্মিত) আরামে বাস করিতেছিলেন।

তখন পঞ্চকংগ স্থপতি দিবা দ্বিপ্রহরে ভগবানকে দর্শনের নিমিত্ত শ্রাবস্তী হইতে বাহির হইলেন। তখন পঞ্চকংগ স্থপতির এই মনে হইল]"ভগবানকে দর্শনের এখন সময় নহে, ভগবান ধ্যানে নিবিষ্ট থাকিবেন। মনো-ভাবনায় নিরত ভিক্ষুদিগকে দর্শনেরও ইহা অসময়। মনো-ভাবনাকারী ভিক্ষুগণও ধ্যানে নিবিষ্ট থাকিবেন। সুতরাং আমি যেখানে সময়-প্রবাদক ... মল্লিকারাম আছে, যেখানে উগ্রাহমান পরিব্রাজক আছেন তথায় যাই।" তখন পঞ্চকংগ স্থপতি যেখানে সময়-প্রবাদক ... মল্লিকারাম ছিল, যেখানে উগ্রাহমান পরিব্রাজক ছিলেন তথায় গেলেন।

সেই সময় উগ্রাহমান পরিব্রাজক[২] ... বৃহৎ পরিব্রাজক পরিষদের মধ্যে বহুবিধ নিরর্থক কথায় উচ্চনাদ, উচ্চশব্দ, মহাকোলাহলে নিরত অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন।

---

[১]। সন্দক সূত্র (৭৬ নং) দেখ।

[২]। সন্দক সূত্র (৭৬) দেখ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উগ্রাহমান পরিব্রাজক দূর হইতে পঞ্চকংগ স্থপতিকে আসিতে দেখিলেন, দেখিয়া আপন পরিষদকে নির্দ্দেশ দিলেন,"আপনারা সকলে নীরব হউন, আপনারা শব্দ করিবেন না। এই শ্রমণ গৌতমের শ্রাবক পঞ্চকংগ স্থপতি আসিতেছেন। শ্রমণ গৌতমের যে সকল শ্বেতবসনধারী গৃহস্থ শ্রাবক শ্রাবস্তীতে বাস করেন, এই পঞ্চকংগ স্থপতি তাঁহাদেরই একজন। সেই আয়ুষ্মানগণ স্বয়ং অল্পশব্দ (নীরব), অল্পশব্দে-বিনীত, নিঃশব্দ প্রশংসাকারী হন। পরিষদকে নিঃশব্দ দেখিয়া সম্ভবত এখানে আসিতেও পারেন।"

তখন সেই পরিব্রাজকগণ নীরব হইলেন।

২৬১। তখন পঞ্চকংগ স্থপতি যেখানে উগ্রাহমান পরিব্রাজক ছিলেন তথায় গেলেন, গিয়া উগ্রাহমান পরিব্রাজকের সাথে ... সম্মোদন করিয়া একপ্রান্তে, বসিলেন। একান্তে, উপবিষ্ট পঞ্চকংগ স্থপতিকে উগ্রাহমান পরিব্রাজক বলিলেন,"স্থপতি! চতুর্বিধ ধর্মে সংযুক্ত পুরুষ পুদ্‌গলকে আমি পরিপূর্ণ কুশল, পরম কুশল, উত্তম পুণ্যপ্রাপ্ত, শ্রমণ ও অ-যোধ্য (বাক্ যুদ্ধদ্বারা বিচলিত করার অ-যোধ্য, স্থির) বলিয়া জ্ঞাপন করি। সেই চারি কি?Íএখানে স্থপতি! (১) (যিনি) কায়দ্বারা পাপকর্ম করেন না, (২) পাপজনক বাক্য বলেন না, (৩) পাপ সঙ্কল্প চিন্তা করেন না, (৪) পাপজীবিকায় জীবন যাপন করেন না। স্থপতি! আমি এই চারি ধর্মে সজ্জিতকে ... অ-যোধ্য বলিয়া জ্ঞাপন করি।"

তখন পঞ্চকংগ স্থপতি উগ্রাহমান পরিব্রাজকের ভাষণ অভিনন্দনও করিলেন না, খণ্ডনও করিলেন না। অভিনন্দন ও খণ্ডন না করিয়াÍ'ভগবানের নিকট এই ভাষণের অর্থ জিজ্ঞাসা করিব'Í(ভাবিয়া) আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন পঞ্চকংগ স্থপতি যেখানে ভগবান আছেন তথায় গেলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে, বসিলেন। একান্তে, উপবিষ্ট পঞ্চকংগ স্থপতি উগ্রাহমান পরিব্রাজকের সাথে যাহা কিছু আলাপ আলোচনা হইয়াছে, সেই সমস্, ভগবানকে নিবেদন করিলেন।

২৬২। ইহা উক্ত হইলে ভগবান পঞ্চকংগ স্থপতিকে এরূপ বলিলেন,"স্থপতি! তাহা হইলে উগ্রাহমান পরিব্রাজকের বাক্যানুসারে উত্থানশায়ী অবোধ শিশু পরিপূর্ণ কুশল, পরম কুশল, উত্তম পুণ্য প্রাপ্ত ও অ-যোধ্য শ্রমণ হইবে। কারণ স্থপতি! ... অবোধ শিশুর কেবল সঞ্চালন ব্যতীত স্ব-পর কায়া বলিয়া ধারণাই নাই, সে কি প্রকারে কায়দ্বারা পাপকর্ম করিবে? স্থপতি! ... অবোধ শিশুর কেবল ক্রন্দন ব্যতীত বাক্যের ধারণা নাই, সে কি প্রকারে পাপজনক বাক্য উচ্চারণ করিবে? স্থপতি! ... অবোধ শিশুর কেবল হাসি ব্যতীত কোন সঙ্কল্পই নাই, সে কি প্রকারে পাপ সঙ্কল্প চিন্তা করিবে? স্থপতি! ... অবোধ শিশুর কেবল মাতৃস্তন্যের অতিরিক্ত জীবিকা বলিয়া ধারণা নাই, সে কি প্রকারে পাপ জীবিকায়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জীবনযাপন করিবে? তাহা হইলে ত উগ্রাহমান পরিব্রাজকের বাক্যানুসারে অবোধ শিশুই ... অ-যোধ্য শ্রমণ হইবে।"

২৬৩। "স্থপতি! আমি এই চারি ধর্মযুক্ত পুরুষ পুদ্‌গলকে সম্পন্ন কুশল, পরম কুশল, উত্তম প্রাপ্তি প্রাপ্ত, অ-যোধ্য শ্রমণ বলিয়া প্রজ্ঞাপিত করি না; কিন্তু ইহা উত্তানশায়ী মন্দ বুদ্ধি শিশুকে বিশেষরূপে অধিকার করিয়া স্থিত থাকে। কোন চারি? স্থপতি! (১) যে কায়দ্বারা পাপকর্ম করেনা ... (৪) পাপ জীবিকায় জীবনযাপন করে না ...।"

"স্থপতি! আমি দশ ধর্মযুক্ত পুরুষ পুদ্‌গলকে সম্পন্ন কুশল, পরম কুশল ... অ-যোধ্য শ্রমণ বলিয়া থাকি। স্থপতি! (১) এই সকল অকুশল-শীল (দুরাচার), তাহা বিদিতব্য (জানা উচিত) আমি বলিতেছি। (২) এস্থান হইতে অকুশল-শীল সমুত্থিত হয়, আমি তাহা জ্ঞাতব্য বলিতেছি। (৩) এখানে অকুশল-শীল নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়, আমি তাহা জ্ঞাতব্য বলিতেছি। (৪) স্থপতি! এই প্রকারে প্রতিপন্ন অকুশল-শীল সমূহের নিরোধার্থ প্রতিপন্ন হয়, আমি তাহা জ্ঞাতব্য বলিতেছি। (৫) স্থপতি! এই সকল কুশল-শীল (সদাচার), আমি তাহা জ্ঞাতব্য বলিতেছি। (৬) এস্থান হইতে কুশল-শীল সমুত্থিত হয়, আমি তাহা জ্ঞাতব্য বলিতেছি। (৭) এখানে কুশল-শীল নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়, তাহা আমি জ্ঞাতব্য বলিতেছি। (৮) স্থপতি! এই প্রকারে প্রতিপন্ন ব্যক্তি কুশল-শীলের নিরোধার্থ প্রতিপন্ন হয়, তাহা আমি জ্ঞাতব্য বলিতেছি। (৯) স্থপতি! এই সকল অকুশল-সঙ্কল্প, আমি তাহা জানা উচিত বলিতেছি। (১০) এস্থান হইতে অকুশল-সঙ্কল্প সমুত্থিত হয়, তাহা আমি জানা উচিত বলিতেছি। (১১) এখানে অকুশল-সঙ্কল্প নিচয় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়, আমি তাহা জানা উচিত বলিতেছি। (১২) এরূপে প্রতিপন্ন অকুশল-সঙ্কল্প নিরোধের নিমিত্ত প্রতিপন্ন হয়, আমি তাহা জানা উচিত বলিতেছি। (১৩) এই সকল কুশল-সঙ্কল্প, আমি তাহা জানা উচিত বলিতেছি। (১৪) এখান হইতে কুশল-সঙ্কল্প উৎপন্ন হয়, ইহা জানা উচিত বলিতেছি। (১৫) এখানে কুশল-সঙ্কল্প নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়, ইহা জানা উচিত বলিতেছি। (১৬) এরূপে প্রতিপন্ন ব্যক্তি কুশল-সঙ্কল্পের নিরোধার্থ প্রতিপন্ন হয়, তাহা জানা উচিত বলিতেছি।"

২৬৪। "(১) স্থপতি! অকুশল-শীল কি? অকুশল কায়কর্ম, অকুশল বাক্‌কর্ম পাপ জীবিকাIইহাদিগকে অকুশল-শীল বলা হয়। (২) স্থপতি! এই অকুশল-শীল কোথায় উৎপন্ন হয়? ... ইহাদের সমুত্থানও উক্ত হইয়াছে; ... চিত্ত হইতে উৎপন্ন বলা যায়। কোন চিত্ত? চিত্তও বহু, নানাবিধ, অনেক প্রকারIযেই চিত্ত স-রাগ, স-দ্বেষ, স-মোহ হয়। এখানে (রাগ-দ্বেষ-মোহযুক্ত দ্বাদশ অকুশল চিত্ত হইতে) অকুশল-শীল (আচার) সমূহ উৎপন্ন হয়। (৩) স্থপতি! এই অকুশল-শীল কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়? ইহাদের নিরোধও উক্ত হইয়াছে। এখানে স্থপতি!

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষু কায়-দুশ্চরিত ত্যাগ করিয়া কায়-সুচরিত ভাবনা (অভ্যাস বৃদ্ধি) করে, বাক্-দুশ্চরিত ত্যাগ করিয়া বাক্-সুচরিত ভাবনা করে। মনো-দুশ্চরিত ত্যাগ করিয় মনো-সুচরিত ভাবনা করে। মিথ্যা-জীবিকা ত্যাগ করিয়া সম্যক-জীবিকা দ্বারা জীবনযাপন করে, এখানে (স্রোতাপত্তিফলে) এই সকল অকুশল-শীল নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়। (৪) স্থপতি! কি প্রকারে প্রতিপন্ন হইলে অকুশল-শীল সমূহের নিরোধের নিমিত্ত প্রতিপন্ন হয়? স্থপতি! এক্ষেত্রে ভিক্ষু পাপ অকুশল ধর্মের অনুৎপাদনার্থ ছন্দ (রুচি) জন্মায়, উদ্যোগ করে, বীর্য-আরম্ভ করে, চিত্তকে প্রগ্রহ করে, উৎসাহিত করে। উৎপন্ন পাপ ... ধর্মের প্রহাণের নিমিত্ত ... ছন্দ জন্মায়, চিত্তকে প্রগ্রহ করে, উৎসাহিত করে। অনুৎপন্ন কুশল ধর্মের উৎপত্তির নিমিত্ত ছন্দ জন্মায় ...। উৎপন্ন কুশল ধর্মের স্থিতি অবিস্মৃতি, বৃদ্ধিভাব, বিপুলতা, ভাবনা ও পরিপূর্ণতার নিমিত্ত ছন্দ জন্মায় ...। স্থপতি! এই প্রকারে প্রতিপন্ন হইলে অকুশল-শীল নিরোধের নিমিত্ত প্রতিপন্ন হয়।"

২৬৫। "(৫) স্থপতি! কুশল-শীল কি? কুশল কায়-কর্ম, কুশল বাক্-কর্ম এবং আজীব পরিশুদ্ধিকেই আমি শীলের অন্তর্গত বলি, ইহাদিগকেই কুশল-শীল বলা হয়। (৬) এই কুশল-শীল কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? ইহাদের সমুত্থানও উক্ত হইয়াছে, ইহাদিগকে চিত্তোৎপন্ন বলা হয়। কোন প্রকার চিত্ত? চিত্তও বহু, নানাবিধ, অনেক প্রকারের হয়। যেই চিত্ত বীত-রাগ, বীত-দ্বেষ, বীত-মোহ (মোহ-রহিত) হয়, তাহা হইতেই কুশল-শীল উৎপন্ন হয়। (৭) এই সকল কুশল-শীল কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়? ইহাদের নিরোধও উক্ত হইয়াছে। স্থপতি! এক্ষেত্রে ভিক্ষু শীল-সম্পন্ন হয়, কিন্তু শীল-সময়[১] (অভিমানী) নহে; যেখানে (অর্হত্ব ফলে) সেই কুশল-শীল নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয় সেই চিত্ত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা বিমুক্তি যথাভূত জানে। (৮) স্থপতি! কি প্রকারে প্রতিপন্ন হইলে, কুশল-শীলের নিরোধের নিমিত্ত প্রতিপন্ন হয়? স্থপতি! এখানে ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপের ... অনুৎপাদনের নিমিত্ত ছন্দ জন্মায়, ... চিত্তকে প্রগ্রহ করে, উৎসাহিত করে। উৎপন্ন পাপের প্রহাণের নিমিত্ত ...। অনুৎপন্ন কুশলের উৎপত্তির নিমিত্ত ...। উৎপন্ন কুশলের স্থিতি ... পূর্ণতার নিমিত্ত ...। স্থপতি! এই প্রকারে প্রতিপন্ন হইলে ...।"

২৬৬। "(১) স্থপতি! অকুশল-সঙ্কল্প কি? কাম-সঙ্কল্প, ব্যাপাদ-সঙ্কল্প ও বিহিংসা-সঙ্কল্প; ইহাদিগকেই অকুশল-সঙ্কল্প বলা হয়। (২) এই অকুশল-সঙ্কল্প কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? ইহাদের সমুত্থানও বলা হইয়াছে, ইহাদিগকে সংজ্ঞাজ বলা হয়। সংজ্ঞা (ধারণা) কি? সংজ্ঞাও বহু, নানাবিধ, অনেক প্রকারের,

---

[১]। শীলই চরম লক্ষ্য, ইহার উত্তর অন্য করণীয় নাই, এই মতবাদী (প. সূ.); শীলময় (টীকা)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(যথা)Íকাম-সংজ্ঞা, ব্যাপাদ-সংজ্ঞা ও বিহিংসা-সংজ্ঞা, যাহা হইতে অকুশল-সঙ্কল্প উৎপন্ন হয়। (৩) স্থপতি! এই সমস্, অকুশল-সঙ্কল্প কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়? ইহাদের নিরোধও উক্ত হইয়াছে। স্থপতি! এক্ষেত্রে ভিক্ষু কাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ... প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করে। এখানে (প্রথমধ্যান অনাগামী ফলে) যাবতীয় অকুশল-সঙ্কল্প নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়। (৪) কি প্রকার আচরণ করিলে অকুশল-সঙ্কল্পের প্রহাণের নিমিত্ত প্রতিপন্ন হয়? এখানে স্থপতি! ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মের অনুৎপাদনের নিমিত্ত ...। উৎপন্ন অকুশলের প্রহাণের নিমিত্ত ...। অনুৎপন্ন কুশল ধর্মের উৎপত্তির নিমিত্ত ...। উৎপন্ন কুশল-ধর্মের স্থিতি ... পূর্ণতার নিমিত্ত ...। স্থপতি! এই প্রকারে প্রতিপন্ন হইলে অকুশল-সঙ্কল্পের প্রহাণের নিমিত্ত প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।”

২৬৭। “স্থপতি! (৫) কুশল-সঙ্কল্প কি? নৈষ্কাম্য (কাম-রহিত হইবার) সঙ্কল্প, অব্যাপাদ-সঙ্কল্প ও অবিহিংসা-সঙ্কল্প; ইহারা কুশল-সঙ্কল্প। (২) এই সকল কুশল-সঙ্কল্প কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? ইহাদের সমুত্থানও উক্ত হইয়াছে; ইহারা সংজ্ঞা হইতে উৎপন্ন বলা চলে। সংজ্ঞা কি? সংজ্ঞাও বহু, নানাবিধ, অনেক প্রকারের, (যথা)Íনৈষ্কাম্য-সংজ্ঞা, অব্যাপাদ-সংজ্ঞা ও অবিহিংসা-সংজ্ঞা। এখান হইতে কুশল-সঙ্কল্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। (৩) স্থপতি! এই সব কুশল-সংজ্ঞা কোথায় সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়? ইহাদের নিরোধও উক্ত হইয়াছে। স্থপতি! এখানে ভিক্ষু বিতর্ক-বিচারের উপশম হইলে ... দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করে। এখানেই যাবতীয় কুশল-সঙ্কল্প অপরিশেষে নিরুদ্ধ হয়। (৪) স্থপতি! কিরূপে প্রতিপন্ন হইলে কুশল-সঙ্কল্পের নিরোধার্থ প্রতিপন্ন হয়? এখানে স্থপতি! অনুৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্মের অনুৎপাদনের নিমিত্ত ...। উৎপন্ন অকুশল ধর্মের প্রহাণের নিমিত্ত ...। অনুৎপন্ন কুশল ধর্মের উৎপত্তির নিমিত্ত ...। উৎপন্ন কুশল ধর্মের স্থিতি ... পূর্ণতার নিমিত্ত ...। স্থপতি! এই প্রকারে প্রতিপন্ন ব্যক্তি কুশল-সঙ্কল্পের নিরোধের নিমিত্ত প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।”

২৬৮। “স্থপতি! কোন দশবিধ ধর্ম সমন্বিত পুরুষ পুদ্‌গলকে আমি সম্পন্ন কুশল, পরম কুশল, উত্তম পুণ্য প্রাপ্ত, অ-যোধ্য (স্থির) শ্রমণ বলিতেছি? স্থপতি! জগতে কোন ভিক্ষু (১) অশৈক্ষ্য (অর্হত্বের) সম্যক-দৃষ্টি দ্বারা যুক্ত হয়, (২) অশৈক্ষ্য সম্যক-সঙ্কল্প ... , (৩) অশৈক্ষ্য সম্যক-বাক্য ... , (৪) অশৈক্ষ্য সম্যক-কর্মান্ত, ... , (৫) অশৈক্ষ্য সম্যক-আজীব ... , (৬) অশৈক্ষ্য সম্যক-ব্যায়াম..... , (৭) অশৈক্ষ্য সম্যক-স্মৃতি ... , (৮) অশৈক্ষ্য সম্যক-সমাধি ..... , (৯) অশৈক্ষ্য সম্যক-জ্ঞান ..... , ও (১০) অশৈক্ষ্য সম্যক-বিমুক্তি দ্বারা যুক্ত হইয়া থাকে। স্থপতি! এই দশ ধর্মযুক্ত পুরুষ পুদ্‌গলকে আমি সম্যক-কুশল ... বলিতেছি।”

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবান ইহা বলিলেন। সন্তুষ্ট চিত্তে পঞ্চকংগ স্থপতি ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

সমণ মুণ্ডিত সূত্র সমাপ্ত।

৭৯। চূল সকুলুদায়ি সূত্র (২।৩।৯)

২৬৯। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান রাজগৃহে বেণুবন কলন্দক নিবাপে বাস করিতেছিলেন। সেই সময় সকুলুদায়ি পরিব্রাজক মহতী পরিষদের সাথে পরিব্রাজকারামে বাস করিতেন।

ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে ... [১]। যেখান সকুলুদায়ি পরিব্রাজক ছিলেন, তথায় গেলেন। তখন সকুলুদায়ি পরিব্রাজক ভগবানকে বলিলেন,"আসুন, ভন্তে, ভগবন! ...।"

২৭০। ... ভগবান সজ্জিত আসনে বসিলেন। ... "উদায়ি! কি কথায় ...।"

"রেখে দিন ভন্তে! সে কথা, ...। ভন্তে! যখন আমি এই পরিষদে উপস্থিত না থাকি, তখন এই পরিষদ অনেক প্রকার ব্যর্থ-কথায় (তিরচ্ছান কথায়) উপবিষ্ট থাকে। আর যখন ভন্তে! আমি এই পরিষদে উপস্থিত থাকি, তখন পরিষদ আমারই মুখ তাকাইয়া বসিয়া থাকেİ'শ্রমণ উদায়ি যে ধর্মকথা বলিবেন আমরা তাহাই শুনিব।' যখন ভগবন! আপনি এই পরিষদে উপস্থিত আছেন তখন আমি এবং এই পরিষদ ভগবানের মুখ দেখিয়া বসিয়া আছিİ'ভগবান আমাদিগকে যে ধর্মোপদেশ করিবেন উহাই আমরা শুনিব'।"

২৭১। "তাহা হইলে উদায়ি! এখানে তুমি যাহা নির্বাচন কর, তাহাই আমি বলিতে পারি।"

"প্রাচীন কালে এক সময় ভন্তে! (যিনি) সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, নিখিল জ্ঞান-দর্শনİআমার চলন, দাঁড়ান, সুপ্ত ও জাগ্রত অবস্থায় সদা সর্বদা উপস্থিত বলিয়া প্রতি-জ্ঞাপন করিতেন; তিনি আমাকর্তৃক পূর্বান্ত, সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে বাহিরের কথায় অবতরণ করেন, অন্যথা আচরণ করেন। কোপ, বিদ্বেষ ও অপ্রত্যয় (অবিশ্বাস) প্রকট করেন। তখন ভন্তে! ভগবানের সম্বন্ধে আমার স্মৃতি উৎপন্ন হইলİ'অহো! ভগবান নহে কি, অহো! সুগত নহে কি যিনি এই সকল ধর্ম সুকুশল'?"

"উদায়ি! কে সেই সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী ... , যিনি পূর্বাহ্ন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া বাহিরের কথায় যাইতে লাগিলেন, ... অপ্রত্যয় প্রকট করিলেন?"

---

[১]। সন্দক সূত্রে ২২৩। ২২৪ অনুচ্ছেদ দেখ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! নিগণ্ঠ নাতপুত্ত।"

"উদায়ি! যিনি অনেক প্রকারের পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করিতে পারেন, একজন্ম ... ; তিনি আমাকে পূর্বান্ত, বিষয়ক প্রশ্ন করিতে পারেন। আমিও তাঁহাকে পূর্বান্ত, বিষয়ক প্রশ্ন করিতে পারি। তিনি পূর্বান্ত, সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর দ্বারা আমার চিত্ত সন্তুষ্ট করিবেন। আমিও পূর্বান্ত, সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর দ্বারা তাঁহার চিত্ত আরাধনা করিব। উদায়ি! যিনি দিব্যচক্ষু দ্বারা যথাকর্মানুগ সত্ত্বদিগকে চ্যুত হইতে, উৎপন্ন হইতে দেখিয়া থাকেন; তিনি আমাকে অপরান্ত, বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তাঁহাকে আমিও অপরান্ত, সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারি। তিনি অপরান্ত, (পরবর্তী) বিষয়ে প্রশ্নোত্তর দ্বারা আমার চিত্ত আরাধনা করিবেন। আমিও অপরান্ত, বিষয়ে প্রশ্নোত্তরে তাঁহার চিত্ত আরাধনা করিব। উদায়ি! রেখে দাও পূর্বান্ত, (অতীত), রেখে দাও অপরান্ত[১] (ভবিষ্যত)। তোমাকে ধর্মোপদেশ করিবর্Ï'উহা (কারণ) থাকিলে ইহা (কার্য) হয়। উহার উৎপত্তিতে ইহা উৎপন্ন হয়। উহা না থাকিলে ইহা হয় না। উহার নিরোধ হেতু ইহা নিরুদ্ধ হয়'।"

"ভন্তে! আমি যাহা কিছু এই শরীর দ্বারা অনুভব করিয়াছি তাহাও আকার-উদ্দেশ সহিত স্মরণ করিতে সমর্থ নহি। কোথা হইতে ভন্তে! ভগবানের ন্যায় আমি অনেকবিধ পূর্বনিবাস অনুস্মরণ করিব ... ? ভন্তে! আমি বর্তমানে পাংশু-পিশাচকেও[২] দেখিতে পাই না। কোথায় ভন্তে! ভগবানের ন্যায় আমি দিব্যচক্ষু দ্বারা কর্মানুগ সত্ত্বদিগকে চ্যুতি ও উৎপত্তির সময় দেখিতে পাইব? অথচ ভন্তে! ভগবান যে আমাকে বলিয়াছের্নÏ'রেখে দাও উদায়ি! পূর্বান্ত, রেখে দাও অপরান্ত, ... উহার নিরোধে ইহা নিরোধ হয়।' তাহাও আমার বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম হয় না। ভন্তে! আমি স্বীয় আচার্য মতানুসারে প্রশ্নোত্তর দিয়া ভগবানের চিত্ত কি প্রকারে সন্তুষ্ট করিব?"

২৭২। "উদায়ি! তোমার নিজস্ব মতানুসারে কি ধারণা হয়?"

"ভন্তে! আমাদের স্বীয় আচার্যমতে এরূপ আছের্Ï'ইহা পরম বর্ণ (জ্যোতিঃ?), ইহা পরম বর্ণ'।"

"উদায়ি! যাহা তোমার আচার্যমতে এরূপ বর্ণিত আছের্Ï'ইহা পরম বর্ণ, ইহা পরম বর্ণ', উহা কি প্রকার পরম বর্ণ?"

"ভন্তে! যে বর্ণ হইতে উত্তরিতর বা প্রণীততর (উত্তমতর) অপর বর্ণ নাই, উহাই পরম বর্ণ।"

"উদায়ি! সে বর্ণ কি প্রকার যাহা হইতে উত্তমতর অপর বর্ণ নাই?"

---

[১]। দিব্যচক্ষু লাভীর অনাগতাংশ জ্ঞান। (প. সূ.)

[২]। অশুচি স্থানে উৎপন্ন পিশাচ। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! যে বর্ণ অপেক্ষা প্রণীততর (অধিক উত্তম) অপর বর্ণ নাই, তাহাই পরম বর্ণ।"

"উদায়ি! তোমার এই কথা দীর্ঘকাল যাবৎ চলির্বেI'যে বর্ণ অপেক্ষা প্রণীততর অপর বর্ণ নাই,' তবুও তুমি সেই বর্ণকে প্রজ্ঞাপিত করিতে পারিতেছ না। যেমন উদায়ি! (কোন) পুরুষ এরূপ বর্লেI'এই জনপদে (প্রদেশে) যে জনপদকল্যাণী (সুন্দরীদের রাণী) আছে, আমি তাহাকে পাইতে চাই, তাহাকে কামনা করি' তাহাকে যদি এরূপ বর্লিI'ওহে পুরুষ! তুমি যেই জনপদকল্যাণীকে ইচ্ছা কর, কামনা কর সেই জনপদকল্যাণী ক্ষত্রিয়াণী, ব্রাহ্মণী, বৈশ্যাণী কিংবা শূদ্রাণী তাহাকে তুমি জান কি?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলে 'না'। যদি তাহাকে এরূপ বলা হর্য়I'হে পুরুষ! তুমি যে জনপদকল্যাণীকে ইচ্ছা ও কামনা করিতেছ তাহার নাম, গোত্র কিংবা দীর্ঘ, হ্রস্ব, মধ্যস্থ আকারের; কাল শ্যাম, রক্তবর্ণ কি? কোন গ্রামে, নগরে কিংবা নিগমে জান কি?' জিজ্ঞাসিত হইয়া বলে 'না'। তাহাকে এরূপ বলা চর্লেI'হে পুরুষ! তুমি যাহাকে জান নাই, দেখ নাই তাহাকে তুমি ইচ্ছা ও কামনা করিতেছ?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া 'হাঁ' বলে। উদায়ি! তাহাকে কি বলিবে? এরূপ হইলে তাহার ভাষণ নিরর্থক প্রমাণিত হইবে, নহে কি?"

"অবশ্যই ভন্তে! তাহা হইলে তাহার বাক্য নিরর্থক হইবে।"

"এই প্রকার উদায়ি! যে বর্ণ অপেক্ষা প্রণীততর বর্ণ নাই, 'উহাই পরম বর্ণ' বলিতেছ, কিন্তু ঐ বর্ণকে প্রতিপাদিত করিতে পারিতেছ না।"

"যেমন ভন্তে! শুভ, উত্তম জাতীয়, অষ্টাংশ, মসৃণকৃত বৈদুর্যমণি (হীরা), পাণ্ডু (রক্ত) কম্বলে রাখিলে উজ্বল দেখায়, দীপ্তিময় ও বিরোচিত হয়; মৃত্যুর পর আত্মা এরূপ বর্ণ সম্পন্ন ও অরোগ (অবিনাশী) হইয়া থাকে।"

২৭৩। "তাহা কি মনে কর উদায়ি! শুভ্র ... বৈদুর্যমণি আর রাত্রির ঘনান্ধকারে কীট-খদ্যোত প্রাণী, ইহাদের উভয় বর্ণের মধ্যে কোন বর্ণ উজ্জ্বলতর ও উত্তমতর?"

"ভন্তে! রাত্রির ঘনান্ধকারে যে জোনাকীপোকা, ইহাই উভয়ের মধ্যে অধিক উজ্জ্বলতর ... হয়।"

"তাহা কি মনে কর উদায়ি! রাত্রির ঘনান্ধকারে যে জোনাকীপোকা আর রাত্রির ঘনান্ধকারে তৈল-প্রদীপ, এই উভয় বর্ণের মধ্যে কোনটা উজ্জ্বলতর ও উত্তমতর?"

"ভন্তে! সেই রাত্রির ঘনান্ধকারে তৈল-প্রদীপই ...।"

''তাহা কি মনে কর উদায়ি! রাত্রির অন্ধকারে তৈল-প্রদীপ আর রাত্রির অন্ধকারে বৃহৎ অগ্নিস্কন্ধ, উভয়ের মধ্যে কোনটা অধিকতর উজ্বল?"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! ... অগ্নিস্কন্ধ ... ।"

"উদায়ি! অন্ধকার রাত্রে অগ্নিস্কন্ধ ও রাত্রি প্রত্যুষে মেঘহীন স্বচ্ছ আকাশে ওষধিতারা (শুকতারা), এই উভয় বর্ণের মধ্যে কোনটা উজ্জ্বলতর?"

"ভন্তে! সেই ওষধিতারা ... !"

"উদায়ি! ... সেই ওষধিতারা ... ও মেঘরহিত স্বচ্ছ আকাশে অর্ধরাত্রি সময়ে পঞ্চদশীর পূর্ণচন্দ্র, এই উভয়ের মধ্যে কাহার বর্ণ উজ্জ্বলতর?"

"ভন্তে! সেই পঞ্চদশীর পূর্ণচন্দ্রের ... ।"

"উদায়ি! এই যে পূর্ণচন্দ্র ও বর্ষার অন্তিম মাসে শারদ সময়ে মেঘরহিত স্বচ্ছ আকাশে মধ্যাহ্ন বেলার সূর্য, এই উভয়ের মধ্যে কে উজ্জ্বলতর?"

"ভন্তে! মধ্যাহ্ন সূর্য ... ।"

"উদায়ি! ইহাদের অপেক্ষা বহু হইতে বহুতর দেবতাদিগকে আমি জানি যাহারা এই চন্দ্র-সূর্যের আভা ব্যবহার করে না (স্বীয়-জ্যোতিঃতে জ্যোতির্ময় হইয়া বিহার করেন)। তথাপি আমি বলি না যে—'সেই বর্ণ অপেক্ষা অন্য বর্ণ উত্তরিতর ও উত্তমতর আর নাই।' অথচ উদায়ি! তুমি যে বর্ণ কীট-জোনাকীপোকা অপেক্ষাও হীনতর ও নিকৃষ্টতর, তাহা 'পরম বর্ণ', বলিতেছ, সেই বর্ণের প্রমাণ করিতেছ না।"

"ভগবান কথা ছেদন করিলেন। সুগত কথা খণ্ডন করিলেন।"

"উদায়ি! কি কারণে তুমি বলিতেছ—ভগবান কথা ছেদন করিলেন ... ।"

"ভন্তে! আমাদের স্বীয় আচার্যমতে এরূপ আছে—'ইহা পরম বর্ণ, ইহা পরম বর্ণ।' ভন্তে! ভগবান কর্তৃক আমাদের নিজস্ব আচার্যমত অনুসন্ধিত হইলে, জিজ্ঞাসিত হইলে, সমনুভাসিত (সমন্বয় সাধিত) হইলে উহা রিক্ত, তুচ্ছ, অপরাদ্ধ (অসিদ্ধ) প্রমাণিত হয়।"

২৭৪। "কেমন উদায়ি! একান্ত, সুখ-লোক আছে কি? একান্ত, সুখময় লোকের সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত স্বরূপত (আকারবতী) কোন প্রতিপদা আছে কি?"

"ভন্তে! আপনাদের স্বীয় আচার্যমতে এরূপ আছে—'একান্ত, সুখ-লোক আছে, আর একান্ত, সুখ-লোকের সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত আকারবতী প্রতিপদাও আছে'।"

"উদায়ি! ... সেই আকারবতী প্রতিপদা কি প্রকার?"

"ভন্তে! এখানে কেহ প্রাণীহত্যা ত্যাগ করিয়া প্রাণীহিংসা-বিরত হয়। অদত্তাদান ত্যাগ করিয়া অদত্তাদান-বিরত হয়। ... কাম মিথ্যাচার-বিরত হয়। ... মিথ্যাবাদ-বিরত হয়। কোন এক তপোগুণ (নেশাপান-বিরতি) গ্রহণ করিয়া আচরণ করে। ভন্তে! ইহাই আকারবতী প্রতিপদা ... ।"

"তাহা কি মনে কর উদায়ি! যে সময় প্রাণাতিপাত-বিরত হয়, কেমন সে সময় আত্মা একান্ত, সুখী হয়, অথবা সুখ-দুঃখী?"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"সুখ-দুঃখী, ভন্তে!"

"তাহা কি মনে কর উদয়ি! যে সময় অদত্তাদান, কামমিথ্যাচার, মিথ্যাবাদ-বিরত ও কোন এক তপোগুণযুক্ত হয়; তখন আত্মা একান্ত, সুখী হয় বা সুখ-দুঃখী হয়?"

"সুখ-দুঃখী, ভন্তে!"

"উদায়ি! তাহা কি মনে কর, কেমন সুখ-দুঃখ মিশ্রিত প্রতিপদা অবলম্বন করিয়া একান্ত, সুখ লোকের সাক্ষাৎকার হয় কি?"

"ভগবান বাদ-ছেদন করিয়াছেন, সুগত মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।"

"উদায়ি! কেন তুমি ঐরূপ বলিতেছ?Í'ভগবান বাদ-ছেদন করিয়াছেন ...।"

"ভন্তে! আমাদের স্বীয় আচার্যমতে এরূপ আছেÍ'একান্ত, সুখ-লোক আছে, উহার সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত একান্ত, সুখ প্রতিপদাও আছে। কিন্তু ভন্তে! ভগবানের ... অনুসন্ধানে, জিজ্ঞাসায় ও সামঞ্জস্য বিধানে তাহা তুচ্ছ ... প্রতিপন্ন হইল।"

২৭৫। "ভন্তে! একান্ত, সুখ-লোক আছে কি? উহা সাক্ষাৎকারের আকারবতী প্রতিপদা আছে কি?"

"আছে, উদায়ি! একান্ত, সুখ-লোক, আছে একান্ত, সুখ-লোক সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত আকারবতী প্রতিপদা।"

"ভন্তে! একান্ত, সুখ-লোকের সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত আকারবতী প্রতিপদা কোন প্রকার?"

"এখানে উদায়ি! ভিক্ষু ... প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন। ইহাই উদায়ি! আকারবতী প্রতিপদা ...।"

"ভন্তে! একান্ত, সুখ-লোকের সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত উহাই আকারবতী প্রতিপদা এবং উহাতেই ভন্তে! একান্ত, সুখ-লোকের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে কি?"

"উদায়ি! উহাতেই একান্ত, সুখ-লোকের সাক্ষাৎকার হয় না। উহা একান্ত, সুখ-লোক সাক্ষাৎকারের আকারবতী প্রতিপদা (উপায়) মাত্র।"

এরূপ আলোচনার পর সকুলুদায়ি পরিব্রাজকের পরিষদ উন্মাদিনী উচ্চশব্দ, মহাশব্দ করিতে লাগিলÍ'এখানে আচার্যমত সহ আমরা নষ্ট হইলাম, এক্ষেত্রে আচার্যমত সহ আমরা প্রনষ্ট হইলাম। ইহা অপেক্ষা অধিকতর উত্তরিতর আমরা জানি না।' অতঃপর সকুল-উদায়ি পরিব্রাজক সেই পরিব্রাজকদিগকে নীরব করিয়া ভগবানকে ইহা বলিলেন,'ভন্তে! কি প্রকারে একান্ত, সুখ-লোক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সাক্ষাৎকার[১] হয়?"

"এখানে উদায়ি! ভিক্ষু সুখেরও প্রহাণ হেতু ... চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে। (তখন) যে সকল দেবতা একান্ত, সুখ-লোকে উৎপন্ন হয়, সেই দেবতাদের সহিত স্থিত হয়, আলাপ করে, আলোচনায় যোগদান করে। ইহাতেই উদায়ি! উহার একান্ত, সুখ-লোক সাক্ষাৎকৃত (প্রত্যক্ষ) হইয়া থাকে।"

২৭৬। "ভন্তে! এই একান্ত, সুখ-লোকের সাক্ষাৎকার হেতু ভিক্ষুগণ ভগবৎ সমীপে ব্রহ্মচর্য আচরণ করেন কি?"

"উদায়ি! ইহার নিমিত্ত ভিক্ষুগণ আমার সমীপে ব্রহ্মচর্য পালন করে না। উদায়ি! (ইহা হইতে) অপর প্রণীততর, উত্তরিতর ধর্ম বিদ্যমান, যাহাদের সাক্ষাৎকারের জন্য ভিক্ষুগণ আমার নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করে।"

"ভন্তে! সেই উত্তরিতর ধর্ম কি প্রকার ... ?"

"এখানে উদায়ি! লোকে তথাগত উৎপন্ন হন, ... বুদ্ধ, ভগবান ...। তিনি চিত্তের (সমাধির) উপক্লেশ, প্রজ্ঞার দুর্বলকারী এই পঞ্চ নীবরণ বিষ্কম্ভণ প্রহাণ করিয়া কাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াই ... প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। উদায়ি! ইহাই উত্তরিতর ... ধর্ম ...। দ্বিতীয় ধ্যান ...। তৃতীয় ধ্যান ...। চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। উদায়ি! ইহাও উত্তরিতর, প্রণীততর ধর্ম যাহার সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত ভিক্ষুগণ আমার নিকট ব্রহ্মচর্য আচরণ করে। তিনি এরূপ সমাহিত চিত্তে ... অনেক প্রকার পূর্বনিবাস অনুস্মরণ করেন ...। চ্যুত ও উৎপন্ন হইবার সময় প্রাণিগণকে জানিতে পারেন ...। দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা, আস্রব নিরোধগামিনী প্রতিপদাকে যথার্থভাবে জানিতে পারেন। এইরূপ জানিয়া, এইরূপ দেখিয়া কামাস্রব, ভবাস্রব, অবিদ্যাস্রব হইতে তাহার চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত' এই জ্ঞানোদয় হয়; জন্ম ক্ষয়, পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্যবাস, করণীয় কৃত, এই কামলোকে দেহ ধারণের আর কর্তব্য নাই, ইহা জানিতে পারেন। উদায়ি! ইহাই উত্তরিতর প্রণীততর ধর্ম যাহার জন্য ভিক্ষুগণ আমার নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া থাকে।"

২৭৭। এইরূপ উক্ত হইলে সকুল-উদায়ি পরিব্রাজক ভগবানকে ইহা বলিলেন,"অতি আশ্চর্য ভন্তে! ...। ভন্তে, আমি ভগবৎ সমীপে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিতে চাই।"

---

[১]। প্রতিলাভ ও প্রত্যক্ষ ভেদে সাক্ষাৎকার দ্বিবির্ধI(১) চতুর্থধ্যান উৎপাদন করিয়া অপরিহীন ধ্যানে দেহত্যাগ করিলে শুভকীর্ণ লোকে সেই দেবগণের সমান আয়ু-বর্ণ বিশিষ্ট উৎপত্তি। (২) চতুর্থ ধ্যান উৎপাদন করিয়া ঋদ্ধি প্রভাবে শুভকীর্ণে গিয়া দেবতাদের সাহচর্য করা। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ইহা উক্ত হইলে সকুলুদায়ির পরিব্রাজক পরিষদ তাঁহাকে কহিলেন,"উদায়ি! আপনি ভগবান গৌতম সমীপে ব্রহ্মচর্য পালন করিবেন না। উদায়ি! আপনি উদক-মণিকের দ্রোণি (মগ) হওয়ার ন্যায় আচার্য হইয়া অন্তেবাসীরূপে বাস করিবেন না। এই প্রকারে সকুল-উদায়ির পরিষদ ভগবৎ সমীপে তাঁহার ব্রহ্মচর্য বাসের অন্তরায় করিলেন[১]।

চূল সকুল-উদায়ি সূত্র সমাপ্ত।

৮০। বেখণস সূত্র (২।৩।১০)

২৭৮। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের আরামে জেতবনে বিহার করিতেছেন।

তখন বেখণস পরিব্রাজক যেখানে ভগবান ছিলেন তথায় গেলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত সম্মোদন করিলেন। সম্মোদনীয় কথা সমাপ্ত করিয়া একপ্রান্তে, দাঁড়াইলে, একান্তে, দাঁড়াইয়া বেখণস পরিব্রাজক ভগবানের নিকট এই উদান (আনন্দোল্লাসে উচ্চারিত বাক্যাবলী) গান করিলেন,'ইহাই পরম বর্ণ' ...।"

২৭৯। "সেই পরম বর্ণ কি প্রকার?"

"ভো গৌতম! যে বর্ণ অপেক্ষা অন্য উত্তরিতর বা প্রণীততর বর্ণ নাই, তাহাই পরম বর্ণ।"

"কাত্যায়ণ[২]! তাহা কি প্রকার বর্ণ, যে বর্ণ অপেক্ষা উত্তরিতর বা প্রণীততর বর্ণ নাই?"

"ভো গৌতম! যে বর্ণ অপেক্ষা অন্য উত্তরিতর বা প্রণীততর বর্ণ নাই, তাহাই পরম বর্ণ।"

"কাত্যায়ণ! তোমার এই বাক্য দীর্ঘ-বিস্তার হইতেছে।'ভো গৌতম! যে বর্ণ

---

[১]। তিনি কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে ভিক্ষু হইয়া সহায় ভিক্ষুর ব্রহ্মচর্যে অনভিরতি উৎপন্ন হইলে পাত্র-চীবরের লোভ বশতঃ গৃহী জীবনের প্রশংসা করিয়া তাঁহার ব্রহ্মচর্যের অন্তরায় করিয়াছিলেন। তারই ফলে এখানে শিষ্যদের দ্বারা তাঁহার ব্রহ্মচর্যের অন্তরায় ঘটিল। ভাবী উপকারার্থ ভগবান তাঁহাকে ধর্মোপদেশ করিলেন। ভগবানের পরিনির্বাণের পর সম্রাট অশোকের সময় তিনি পাটলিপুত্রে অশ্বগুপ্ত থের নামে অর্হৎ হইয়া মৈত্রী-বিহারীদের অগ্রণী হইয়াছিলেন। তাঁহার মৈত্রী-প্রভাব ইতর প্রাণিদের মধ্যেও প্রসারিত ছিল। তিনি বর্তনীয় বিহারে বাস করিতেন। (প-সূ)

[২]। পরিব্রাজকের গোত্রের নাম ছিল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপেক্ষা ... তাহাই পরম বর্ণ।' কিন্তু তোমার সে বাক্যকে প্রতিপাদন করিতেছ না। যেমন কাত্যায়ণ! কোন পুরুষ এরূপ বলেÍ‘এই জনপদে যে জনপদকল্যাণী (দেশে সুন্দরীদের রাণী) আছে আমি তাহাকে চাই, তাহাকেই কামনা করি।' তাহাকে যদি (লোকে) এরূপ জিজ্ঞাসা করেÍ‘হে পুরুষ! যে জনপদকল্যাণীকে তুমি চাইতেছ, কামনা করিতেছ, তাহাকে জান কি সে ক্ষত্রিয়ানী, ব্রাহ্মণী, বৈশ্যানী কিংবা শূদ্রানী হয়?' ইহা জিজ্ঞাসা করিলে 'না' বলে। তখন তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা করেÍ‘হে পুরুষ! তুমি যে জনপদকল্যাণীকে চাহিতেছ (সে) কোন নামের, কোন গোত্রের হয়? দীর্ঘ, হ্রস্ব বা মধ্যমাকার হয়? কাল, শ্যামা বা মংগুর (রক্ত) বর্ণের হয়? কোন গ্রাম, নিগম বা নগরে থাকে?' এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে 'জানি না' বলে। তখন তাহাকে যদি ইহা জিজ্ঞাসা করেÍ‘হে পুরুষ! যাহাকে তুমি জান না, যাহাকে তুমি দেখ নাই, তাহাকে তুমি চাহিতেছ, তাহাকে তুমি কামনা করিতেছ?' এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে 'হাঁ' বলে। তাহা কি মনে কর কাত্যায়ণ! এইরূপ বলিলে সে পুরুষের বাক্য অর্থহীন হয় নহে কি?"

"নিশ্চয় ভো গৌতম! এরূপ বলিলে সে পুরুষের বাক্য অর্থহীন হইয়া থাকে।"

"কাত্যায়ণ! তুমি তদ্রূপই বলিতেছÍ‘ভো গৌতম! যে বর্ণ অপেক্ষা ... উহা পরম বর্ণ।' কিন্তু সে বর্ণকে প্রতিপাদন করিতেছ না।"

"যেমন হে গৌতম! শুভ্র, উত্তমজাতীয়, অষ্টাংশ, মসৃণকৃত, বৈদুর্যমণি (হীরা) ... [১]।"

" ... অথচ কাত্যায়ণ! তুমি যাহা জোনাকীপোকার চেয়ে হীনতর, নিকৃষ্টতর বর্ণ, উহাকেই পরম বর্ণ বলিতেছ; কিন্তু সে বর্ণ প্রমাণ করিতেছ না।"

২৮০। কাত্যায়ণ! এই পঞ্চ কামগুণ (বিষয় ভোগ)। কোন পঞ্চ? (১) ইষ্ট, কান্ত, ... চক্ষুদ্বারা বিজ্ঞেয় রূপ, (২) ... শ্রোত্র বিজ্ঞেয় শব্দ, (৩) ... ঘ্রাণ বিজ্ঞেয় গন্ধ, (৪) ... জিহ্বা বিজ্ঞেয় রস, (৫) ... কায় বিজ্ঞেয় স্পৃষ্টব্য। কাত্যায়ণ! এই পঞ্চ কামগুণ। এই পঞ্চ কামগুণ সংস্রবে যে সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, উহাকে কাম-সুখ বলে। এই প্রকারে কাম হইতে কাম-সুখ, কাম-সুখ হইতে কাম-অগ্র সুখই[২] এখানে শ্রেষ্ঠ বলা যায়।"

এরূপ উক্ত হইলে বেখণস পরিব্রাজক ভগবানকে বলিলেন, "আশ্চর্য ভো গৌতম! অদ্ভুত ভো গৌতম! মাননীয় গৌতমের কেমন সুভাষিত বাক্যÍ‘কাম

---

[১]। ৭৯ নং চূল সকুলুদায়ি সূত্রের ২৭২ অনুচ্ছেদ আর ৮০ নং বেখণস সূত্রের ২৭৯ অনুচ্ছেদের এখানে একরূপ।

[২]। নির্বাণ সুখই অভিপ্রেত। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইতে কাম-সুখ আর কাম-সুখ হইতে কামাগ্র-সুখ শ্রেষ্ঠ বলা যায়'।"

"কাত্যায়ণ! তোমার ন্যায় অন্য দৃষ্টিক (অন্য মতাবলম্বী), অন্য ক্ষান্তিক, অন্য রুচিক, অন্যত্রযোগী, অন্যথা আচার্যক (ভিন্ন জ্ঞানীর) পক্ষে কাম, কাম-সুখ কামাগ্র-সুখIইহা জানা দুষ্কর। কাত্যায়ণ! যে সকল ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাস্রব, পরিপূর্ণ ব্রহ্মচারী, কৃতকৃত্য, ভারমুক্ত, অনুপ্রাপ্ত সদর্থ, পরিক্ষীণ ভব সংযোজন, সম্যকজ্ঞান দ্বারা বিমুক্ত তাহারাই ইহা কাম, কাম-সুখ এবং কামাগ্র-সুখ বলিয়া জানিতে সমর্থ।"

২৮১। এইরূপ উক্ত হইলে বেখণস পরব্রিাজক কোপিত অসন্তুষ্ট চিত্ত হইয়া ভগবানকেই ভৎর্সনা মানসে ভগবানের প্রতি আক্রোশ বশতঃ ভগবানকেই বলিবার ইচ্ছায় 'শ্রমণ গৌতমই (অজ্ঞতা) প্রাপ্ত হইবে' (ভাবিয়া) ভগবানকে ইহা বলিলেন,"এই প্রকারই এক্ষেত্রে কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পূর্বান্ত, (আরম্ভ) না জানিয়া, অপরান্ত, (শেষ) না দেখিয়াই এই প্রকার অঙ্গীকার (দাবী) করেI'জন্ম ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যবাস সমাপ্ত হইয়াছে, কর্তব্য করা হইয়াছে, ইহার জন্য আর কর্তব্য নাই, ইহা আমরা জানি।' তাহাদের এই ভাষণ হর্ষকরই (হাস্যজনক) প্রতিপন্ন হয়, নিরর্থক, রিক্ত ও তুচ্ছই প্রতিপন্ন হয়।"

"কাত্যায়ণ! যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পূর্বান্ত, না জানিয়া, অপরান্ত, না দেখিয়া এই অস্বীকার করে যেI'জন্ম ক্ষীণ হইয়াছে ... ইহা আমরা জানি।' উহাদের ইহা ধার্মিক নিগ্রহ হইয়া থাকে। কাত্যায়ণ! থাক পূর্বান্ত, (পূর্বনিবাসানুস্মৃতি), থাক অপরান্ত, (দিব্যচক্ষু)Iঅ-শঠ, অ-মায়াবী, কোন সরল বিজ্ঞপুরুষ আসুক; আমি তাহাকে অনুশাসন করি, ধর্মোপদেশ করি। (আমার) অনুশাসনানুরূপ আচরণ করিলে অচিরেই নিজে উপলব্ধি করিবে, স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিবেI'অবিদ্যা বন্ধন হইতে এই প্রকারেই সম্যক বন্ধন-মুক্ত হইয়া থাকে।' যেমন কাত্যায়ণ! উত্তানশায়ী অবোধ অল্পবয়স্ক শিশুর (দুই হস্ত, দুই পাদ) আর পঞ্চম স্থানীয় কণ্ঠে সূত্র-বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, উহার বয়ঃবৃদ্ধির পর ইন্দ্রিয় (জ্ঞান) পরিপক্ক হইলে সেই বন্ধন সমূহ ছিন্ন হয়। সে 'মুক্ত হইয়াছি, বন্ধন আর নাই' ইহা জানিতে পারে। এই প্রকারেই কাত্যায়ণ! ... কোন বিজ্ঞপুরুষ আসুক ... স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিবেIএই প্রকারে অবিদ্যা বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।"

এরূপ উক্ত হইলে বেখণস পরিব্রাজক ভগবানকে ইহা বলিলেন,"আশ্চর্য ভো গৌতম! অতি চমৎকার ভো গৌতম! ... মাননীয় গৌতম! আজ হইতে আমাকে আজীবন শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুন।"

বেখণস সূত্র সমাপ্ত।

তৃতীয় পরিব্রাজক বর্গ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪ । রাজ-বর্গ

৮১ । ঘটিকার সূত্র (২ । ৪ । ১)

(ত্যাগময় গৃহস্থ-জীবন)

২৮২ । আমি এইরূপ শুনিয়াছি,—

এক সময় ভগবান মহৎ ভিক্ষুসংঘের সহিত কোশল জনপদে চারিকায় (ধর্ম প্রচারার্থ) ভ্রমণ করিতেছেন।

তখন ভগবান মার্গ হইতে সরিয়া একস্থানে (দাঁড়াইয়া) স্মিত-হাসি প্রকাশ করিলেন।

তখন আয়ুষ্মান আনন্দের মনে হইলÍ"কি হেতু, কি প্রত্যয় ভগবানের স্মিত-হাসি প্রকাশের? তথাগতগণ অকারণে স্মিত-হাসি প্রকাশ করেন না।"

তখন আয়ুষ্মান আনন্দ এক অংসে (বামস্কন্ধে) চীবর রাখিয়া যেদিকে ভগবান ছিলেন সেদিকে যুক্তাঞ্জলি প্রণামপূর্বক ভগবানকে বলিলেন,"ভন্তে! ভগবানের স্মিত-হাসি প্রকাশের কি হেতু, কি প্রত্যয়? ভন্তে! তথাগতগণ অকারণে মৃদু হাসেন ন।"

"আনন্দ! পূর্বকালে এই প্রদেশে সমৃদ্ধ, স্ফীত বহু জনমানবাকীর্ণ বেহলিঙ্গ নামক গ্রাম-নিগম ছিল। বেহলিঙ্গ গ্রাম-নিগমের সমীপে ভগবান কশ্যপ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ বিহার করিতেন। আনন্দ! এখানে তাঁহার আরাম ছিল এবং এখানে ভগবান কশ্যপ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ উপবেশন করিয়া ধর্মোপদেশ করিয়াছেন।"

তখন আয়ুষ্মান আনন্দ চতুর্গুণ (করিয়া) সংঘাটি বিছাইয়া ভগবানকে বলিলেন,"তাহা হইলে প্রভূ! ভগবান এস্থানে বসুন, এই প্রকারে এই স্থান দুই মহৎ সম্যকসম্বুদ্ধের ব্যবহৃত হইবে।"

ভগবান প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসিলেন, বসিয়া ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন,"আনন্দ! অতীতকালে ... এই প্রদেশে বেহলিঙ্গ[১] নামক ... গ্রাম-নিগম ছিল। বেহলিঙ্গ সমীপে ভগবান কশ্যপ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আরাম ছিল। এখানেই আনন্দ! কশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধ বসিয়া ভিক্ষুসংঘকে উপদেশ দিতেন।"

২৮৩। "আনন্দ! বেহলিঙ্গ গ্রাম-নিগমে ঘটিকার নামক কুম্ভকার ভগবান কশ্যপের উপাসক (সেবক) ছিল; অগ্র উপস্থাতা (প্রধান সেবক) ছিল। ঘটিকার কুম্ভকারের জ্যোতিপাল নামক মাণবক (ব্রাহ্মণ কুমার) সহায় ছিল, প্রিয় সহায়। তখন আনন্দ! ঘটিকার কুম্ভকার জ্যোতিপাল মাণবককে আহ্বান করিলÍ'সৌম্য জ্যোতিপাল! চল আমরা ভগবান কশ্যপকে দর্শনার্থ গমন করি। সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের দর্শন সাধু সম্মত।'

---

[১] । বেগলিঙ্গ (ব্রহ্ম গ্রন্থে)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এরূপ উক্ত হইলে আনন্দ! জ্যোতিপাল মাণবক ঘটিকার কুম্ভকারকে ইহা বলিলর্Í‘অপ্রয়োজন সৌম্য ঘটিকার! সেই মুণ্ডক শ্রমণকে দর্শনের কি ফল?’

দ্বিতীয়বার তৃতীয়বারও এই আলোচনা হইল।

‘ ... তাহা হইলে চলুন জ্যোতিপাল!ïানীয় সোত্তি[১] লইয়া আমরাïান করিবার জন্য নদীতে গমন করিব।’

‘ভাল, সৌম্য!’ (বলিয়া) জ্যোতিপাল মাণবক ঘটিকার কুম্ভকারকে প্রত্যুত্তর দিল।

তখন আনন্দ! ঘটিকার কুম্ভকার ও জ্যোতিপাল মাণবকïানীয় সোত্তি লইয়া ïানের নিমিত্ত নদীতে গেল।”

২৮৪। “তখন আনন্দ! ঘটিকার কুম্ভকার জ্যোতিপাল মাণবককে বলিলর্Í‘সৌম্য জ্যোতিপাল! এই সমীপেই ভগবান কশ্যপের আরাম, চল সৌম্য জ্যোতিপাল! ... সেই ভগবানের.....দর্শন সাধু সম্মত।’

ইহা উক্ত হইলে আনন্দ! জ্যোতিপাল মাণবক ঘটিকার কুম্ভকারকে বলিলর্Í‘রাখিয়া দাও সৌম্য ঘটিকার! ...।’

দ্বিতীয়বার তৃতীয়বারও ...।

তখন আনন্দ! ঘটিকার কুম্ভকার জ্যোতিপাল মাণবককে কাপড়ে বেষ্টন করিয়া বলিলর্Í‘সৌম্য জ্যোতিপাল! এই যে পার্শ্বেই ভগবান কশ্যপের আরাম, চল সৌম্য জ্যোতিপাল! ... সেই ভগবানের দর্শন সাধু সম্মত।’

তখন আনন্দ! জ্যোতিপাল মাণবক কাপড়ের বেষ্টন খুলিয়া ঘটিকার কুম্ভকারকে বলিলর্Í‘অপ্রয়োজন সৌম্য ঘটিকার! ...।’

তখন আনন্দ! ঘটিকার কুম্ভকার সশীর্ষïাত জ্যোতিপাল মাণবককে কেশে স্পর্শ করিয়া বলিলর্Í‘সৌম্য জ্যোতিপাল! এই যে সমীপে ভগবান কশ্যপের আরাম, ... দর্শন সাধু সম্মত।’

তখন আনন্দ! জ্যোতিপাল মাণবকের এই চিন্তা হইলর্Í‘একান্তই আশ্চর্য, ভো! একান্তই অদ্ভুত, ভো! যেখানে ঘটিকার কুম্ভকার ইতর (নীচ) জাতি হইয়াও সশীর্ষ ïাত আমার কেশে স্পর্শ করিবার সাহস করিয়াছে। বোধ হয় ইহা নিতান্ত, তুচ্ছ বিষয় না হইবে।’ ঘটিকার কুম্ভকারকে বলিলর্Í‘বেশ, এ পর্যন্ত, বন্ধু ঘটিকার?’

‘হাঁ, এ পর্যন্ত, বন্ধু জ্যোতিপাল সেই ভগবানের দর্শন সাধু সম্মত হয়।’

‘তাহা হইলে বন্ধু ঘটিকার! ছাড়, চল যাইব’।”

২৮৫। “তখন আনন্দ! ঘটিকার কুম্ভকার ও জ্যোতিপাল মাণবক যেখানে

---

[১] ïানার্থ কৃত সোত্তির্Íকুরবিন্দ পাষাণচূর্ণ লাক্ষায় (মোমে) মিশ্রিত ও পিণ্ড করিয়া সূত্রদ্বারা মালা গাঁথিয়া দুই পার্শ্বের সূত্র ধরিয়া দেহ মার্জনা করিবার বস্তু বিশেষ। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবান কশ্যপ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ আছেন তথায় উপনীত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ঘটিকার কুম্ভকার কশ্যপ ... ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে, বসিল। জ্যোতিপাল মাণবকও কশ্যপ ... ভগবানের সহিত সম্মোদন করিয়া ... একান্তে, বসিল।

আনন্দ! একপ্রান্তে, উপবিষ্ট ঘটিকার কুম্ভকার কশ্যপ ভগবানকে বলিলÍ'ভন্তে! এই জ্যোতিপাল মাণবক আমার সহায়, প্রিয় সহায়। তাহাকে ভগবন! ধর্মোপদেশ করুন।'

তখন আনন্দ! ভগবান কশ্যপ ... ঘটিকার কুম্ভকার ও জ্যোতিপাল মাণবককে ধার্মিক কথা দ্বারা সন্দর্শিত[১], সমাদাপিত[২], সমুত্তেজিত[৩], সম্প্রহর্ষিত[৪] করিলেন।

তখন আনন্দ! ঘটিকার কুম্ভকার ও জ্যোতিপাল মাণবক কশ্যপ ভগবানের ধর্মীয় কথা দ্বারা ... সম্প্রহর্ষিত হইয়া কশ্যপ ... ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করিল এবং আসন হইতে উঠিয়া ভগবান কশ্যপকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিল।"

২৮৬। "তখন আনন্দ! জ্যোতিপাল মাণবক ঘটিকার কুম্ভকারকে বলিলÍ'আহা, বন্ধু ঘটিকার! ধর্ম শুনিয়াও তুমি আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত হইলে না।'

'কেন, সৌম্য জ্যোতিপাল! তুমি কি আমাকে জান না? অন্ধ বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে আমি যে ভরণ-পোষণ করি?'

'তবে সৌম্য ঘটিকার! আমি আগার ছাড়িয়া অনাগারিক প্রব্রজিত হইব।'

আনন্দ! তখন ঘটিকার কুম্ভকার ও জ্যোতিপাল মাণবক যেখানে ভগবান কশ্যপ আছেন তথায় গেলেন, উপনীত হইয়া ...। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট ঘটিকার কুম্ভকার ভগবান কশ্যপকে নিবেদন করিলেন,'এই যে ভন্তে! আমার প্রিয় সহায় জ্যোতিপাল মাণবক, ভগবন! তাহাকে প্রব্রজিত করুন।'

আনন্দ! জ্যোতিপাল মাণবক ভগবান কশ্যপ সমীপে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিল[৫]।"

---

[১]। সন্দর্শিতÍ'দৃষ্ট-ধার্মিক' এর অর্থ প্রদর্শিত করিলেন।

[২]। সমাদাপিতÍকুশলধর্ম সমাদান বা গ্রহণ করাইলেন।

[৩]। সমুত্তেজিতÍতাহাতে উৎসাহিত করিলেন।

[৪]। সম্প্রহর্ষিতÍসেই উৎসাহ ও অন্য বিদ্যমান গুণদ্বারা ধর্মরত্ন বর্ষা বর্ষণ করিয়া প্রহৃষ্ট করিলেন। (সমন্ত, পা. ১০০ পৃ.)

[৫]। বোধিসত্ত্বেরা বুদ্ধগণের নিকট প্রব্রজিত হন। তাঁহারা অসাধারণভাবে চারি পরিশুদ্ধ শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ত্রিপিটক বুদ্ধবাক্য অধ্যয়ন করেন। ত্রয়োদশ ধুতাঙ্গ-ব্রত পুরণের নিমিত্ত অরণ্যে প্রবেশ করেন। তথায় যাতায়াত ব্রত পূর্ণ করিয়া ধ্যান-বিদর্শন বর্ধিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৮৭। "তখন আনন্দ! জ্যোতিপালের উপসম্পদার (ভিক্ষু হইবার) অল্প-সময়[অর্ধমাস পর ভগবান কশ্যপ বেহলিঙ্গে অভিরুচি অনুযায়ী বাস করিয়া বারাণসীর দিকে যাত্রা করিলেন, ক্রমশঃ বিচরণ করিতে করিতে যেখানে বারাণসী তথায় পৌঁছিলেন। তথায় আনন্দ! কশ্যপ ভগবান বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদাবে বিহার করিতেছেন।

আনন্দ! কাশীরাজ কিকী শুনিলেন যে ভগবান কশ্যপ বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদাবে বিহার করিতেছেন। তখন কাশীরাজ কিকী উত্তমোত্তম যান (রথ) সাজাইয়া স্বয়ং এক উত্তম যানে আরোহণ করিয়া উত্তম যান সঙ্গে লইয়া কশ্যপ ভগবানকে দর্শনার্থ মহৎ রাজানুভাবে বারাণসী হইতে বাহির হইলেন। যতদূর যানের রাস্তা ছিল ততদূর যানে গিয়া পুনঃ যান হইতে অবতরণ পূর্বক পদব্রজে যেখানে ভগবান কশ্যপ ছিলেন সেখানে গেলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবান কশ্যপকে অভিবাদন পূর্বক একপ্রান্তে, বসিলেন। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট কাশীরাজ কিকীকে ভগবান কশ্যপবুদ্ধ ধর্মকথায় সমুত্তেজিত, প্রহর্ষিত করিলেন। তখন ভগবান কশ্যপ দ্বারা প্রহর্ষিত হইয়া কাশীরাজ কিকী ভগবানকে বলিলেন,'ভন্তে! ভিক্ষুসংঘ সহ আগামীকালের জন্য আমার (বাড়ীতে) ভোজন গ্রহণ করুন।' ভগবান কশ্যপ তুষ্ণীভাবে নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন।

আনন্দ! তখন কাশীরাজ কিকী ভগবান কশ্যপের স্বীকৃতি অবগত হইয়া আসন হইতে উঠিয়া ভগবান কশ্যপকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

তৎপর আনন্দ! কাশীরাজ কিকী সেই রাত্রি প্রভাত হইলে স্বীয় প্রাসাদে উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য সজ্জিত করিয়া কালিমা-রহিত পান্তমুটিক (লাল ধানের ভাত, বিনীভাত?) শালির উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য ও অনেক ব্যঞ্জন সজ্জিত করাইয়া ভগবান কশ্যপকে (ভোজনের) কাল নিবেদন করিলেন,'ভন্তে! এখন ভোজনের সময়, অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে'।"

২৮৮। "অতঃপর আনন্দ! কশ্যপ ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে নিবাসন পরিধান করিয়া পাত্র-চীবর ধারণ করিয়া ভিক্ষুসংঘ সহ কাশীরাজ কিকীর প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন এবং প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করিলেন। আনন্দ! তখন, কাশীরাজ কিকী বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে স্বহস্তে, উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য দ্বারা সন্তর্পিত (সন্তৃপ্ত) ও সম্প্রবারিত করিলেন।

তখন আনন্দ! ভগবান কশ্যপ ভোজন সমাপ্ত করিয়া হাত পাত্র হইতে

করেন। এভাবে অনুলোম জ্ঞান পর্যন্ত, লাভ করিয়া তদুত্তর মার্গ-ফলের জন্য চেষ্টা করেন না। জ্যোতিপালও তাহা করিয়াছিলেন। (প-সূ)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপনীত করিলে কাশীরাজ কিকী এক নীচ আসন লইয়া একপ্রান্তে, বসিলেন, একপ্রান্তে, উপবিষ্ট কাশীরাজ কিকী ভগবান কশ্যপকে বলিলেন,‘ভন্তে! বারাণসীতে বর্ষাবাস স্বীকার করুন। এই প্রকারে (আমাদের পক্ষে) সংঘ সেবার সুযোগ হইবে।’

‘না, মহারাজ! আমার বর্ষাবাস স্বীকৃত হইয়াছে।’

দ্বিতীয়বার তৃতীয়বারও ...।

তখন আনন্দ! ‘ভগবান কশ্যপ বারাণসীতে বর্ষাবাসের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিতেছেন না’Iএই চিন্তায় কাশীরাজ কিকীর দুঃখ হইল, দৌর্মনস্য হইল।

তখন আনন্দ! কাশীরাজ কিকী ভগবান কশ্যপকে বলিলেন,‘কেমন ভন্তে! আমা অপেক্ষাও আপনার কোন উত্তম সেবক আছে কি?’

‘মহারাজ! বেহলিঙ্গ নামক গ্রাম-নিগম আছে, তথায় ঘটিকার নামক কুম্ভকার বাস করে, সে আমার অগ্র-উপস্থাতা। মহারাজ!Iভগবান বারাণসীতে বর্ষাবাসার্থ আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন নাIএই চিন্তায় আপনার অন্যথা ভাব ও দৌর্মনস্য হইয়া থাকিবে। কিন্তু ঘটিকার কুম্ভকারের ইহা হয় না, হইবেও না। মহারাজ! ঘটিকার কুম্ভকার বুদ্ধের শরণাগত হইয়াছে, ধর্মের শরণাগত হইয়াছে, সংঘের শরণাগত হইয়াছে। মহারাজ! ঘটিকার কুম্ভকার প্রাণাতিপাত (হিংসা) হইতে বিরত, অদত্তাদান (চুরি) হইতে বিরত, কামে মিথ্যাচার হইতে বিরত, মৃষাবাদ হইতে বিরত, সুরা মেরেয়-মদ্য-প্রমাদস্থান (নেশার-বস্তু) হইতে বিরত আছে। মহারাজ! ঘটিকার কুম্ভকার বুদ্ধের প্রতি অতীব শ্রদ্ধাযুক্ত, ধর্মের প্রতি ও সংঘের প্রতি অত্যন্ত, শ্রদ্ধাযুক্ত; আর্য-কান্তশীল (সুন্দর সদাচার) যুক্ত। মহারাজ! ঘটিকার কুম্ভকার দুঃখসত্যে নিঃসংশয়, দুঃখসমুদয়ে নিঃসংশয়, দুঃখনিরোধে নিঃসংশয়, দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদায় সংশয় রহিত। ... একাহারী, ব্রহ্মচারী, শীলবান, কল্যাণধর্ম (পুণ্যাত্মা)। মহারাজ! ঘটিকার কুম্ভকার মণি-সুবর্ণ ত্যাগী, জাত-রূপ-রজত গ্রহণ বিরহিত। মহারাজ! ঘটিকার কুম্ভকার মুষল (মাটিকাটা বা খননের যন্ত্র) ত্যাগী, স্বহস্তে, পৃথিবী খনন করে না। তাহার গৃহাশ্রিত (কুলুপলগ্ন) মুষিক বা কুকুর যাহা আছে, তাহাদের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া ভাজনে রাখিয়া এরূপ বলেIএখানে পরিশুদ্ধ তণ্ডুল, মুগ বা মটর ছাড়িয়া অবশিষ্ট যার যাহা ইচ্ছা হয় তাহা নিয়া যাও। মহারাজ! ঘটিকার কুম্ভকার অন্ধ ও বয়ঃবৃদ্ধ পিতা-মাতাকে পোষণ করে। মহারাজ! ঘটিকার কুম্ভকার পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজনের ক্ষয় করিয়া উপপাতিক বা ব্রহ্মপরায়ণ হইয়াছে, সেই ব্রহ্মলোক হইতে পুনরাবর্তন করিবে না; তথায় সে পরিনির্বাণ লাভী হইয়াছেন।”

২৮৯। “মহারাজ! এক সময় আমি বেহলিঙ্গে বিহার করিতেছি। তখন আমি পূর্বাহ্ন সময়ে নিবাসন পরিয়া পাত্র-চীবর ধারণ করিয়া যেখানে ঘটিকার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কুম্ভকারের মাতা-পিতা আছে, তথায় পৌঁছিলাম এবং কুম্ভকারের মাতা-পিতাকে বলিলামÍ'ওহে! এই ভার্গব কোথায় গিয়াছে?'

'ভন্তে! আপনার সেবক বাহিরে গিয়াছে, এই কুম্ভী[১] (পাতিল) হইতে অন্ন ও পরিযোগ (তেলানী) হইতে সূপ (ডাল, ব্যঞ্জন) লইয়া ভোজন করুন।'

তখন মহারাজ! আমি কুম্ভী হইতে ভাত আর পরিযোগ হইতে তরকারী গ্রহণ করিয়া ভোজন শেষে আসন ছাড়িয়া চলিয়া আসিলাম। মহারাজ! তৎপর ঘটিকার কুম্ভকার তাহার মাতা-পিতার নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলÍ'কে কুম্ভী হইতে ভাত ও পরিযোগ হইতে সূপ খাইয়া গেল?'

'তাত! কশ্যপ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ...।'

তখন মহারাজ! ঘটিকার কুম্ভকারের মনে এই হইলÍআমার বড়ই সৌভাগ্য, আমার একান্তই সুলাভ; কেননা আমার উপর ভগবান কশ্যপের এতদূর অনুগ্রহ আছে।' তখন সেই প্রীতি-সুখ অর্ধমাস যাবৎ কুম্ভকারকে ও সপ্তাহ যাবৎ মাতা-পিতাকে নিরন্তর সুপ্রসন্ন রাখিল।"

২৯০। "মহারাজ! একবার আমি সেই বেহলিঙ্গ গ্রাম-নিগমে বাস করিতেছি। তখন পূর্বাহ্ন সময়ে নিবাসন পরিধান করিয়া পাত্র-চীবর লইয়া ঘটিকারের মাতা-পিতার নিকট গিয়াছিলাম, গিয়া তাহাদিগকে বলিলামÍ'ওহে! এই ভার্গব কোথায় গিয়াছে?' ... ।

তখন মহারাজ! আমি কলোপি (ভোজন) হইতে কুল্মাষ (কাঞ্জিকা?) ও পরিযোগ হইতে সূপ লইয়া ভোজন করিয়া চলিয়া আসিলাম ...। এই প্রীতি-সুখ কুম্ভকারের এক পক্ষ, মাতা-পিতার সপ্তাহকাল নিরন্তর ছিল।"

২৯১। "একদিন মহারাজ! সেই বেহলিঙ্গ গ্রাম-নিগমে বাস করিতেছি। সেই সময় (আমার) গন্ধকুটি ভিজিয়া গেল। তখন আমি ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলামÍ'ভিক্ষুগণ! ঘটিকারের গৃহে শণতৃণ অন্বেষণ কর।' ইহা বলিলে তাহারা আমাকে বলিল যে 'ভন্তে! কুম্ভকারের গৃহে তৃণ নাই। অথচ তাহার সদ্য তৃণ-আচ্ছাদিত আবেসন (কর্মশালা) আছে।' 'যাও, ভিক্ষুগণ! ঘটিকারের আবেসন তৃণমুক্ত কর।' তখন মহারাজ! ভিক্ষুরা গিয়া কুম্ভকারের সদ্য আচ্ছাদিত আবেসন তৃণহীন করিতেছে। এমন সময় ঘটিকার কুম্ভকারের মাতা-পিতা ভিক্ষুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলÍ'কাঁহারা ঘরের আচ্ছাদন খুলিতেছেন?' ভিক্ষুগণÍভগিনি! ভগবান কশ্যপের গন্ধকুটি ভিজিয়া গিয়াছে।' 'নিয়া যান, ভন্তে! নিয়া যান, ভদ্রমুখগণ!'

তখন মহারাজ! ঘটিকার কুম্ভকার মাতা-পিতার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলÍ'কে আবেসন তৃণশূন্য (ছানিহীন) করিল?'

১। 'কুম্ভী' ভাত রান্নার হাঁড়ি, 'পরিযোগ' তরকারীর ছোট হাঁড়ি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'ভিক্ষুগণ, বৎস! ভগবান কশ্যপের ... গন্ধকুটি ভিজিয়া গিয়াছে।'

তখন মহারাজ! ঘটিকার কুম্ভকারের এরূপ হইলÍ'বড়ই সৌভাগ্য আমার, ... মাতা-পিতার সপ্তাহ ব্যাপি নিরন্তর ...।

অতঃপর মহারাজ! সে কুম্ভকারশালা সারা তিনমাস আকাশাচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু ভিজিল না। মহারাজ! এই প্রকারের ঘটিকার কুম্ভকার।"

"ভন্তে! ঘটিকার কুম্ভকারের লাভ, সুলাভ, মহাসৌভাগ্য লাভ হইয়াছে, যাহার প্রতি ভগবান এতই সুপ্রসন্ন (সদয়)।"

২৯২। "অতঃপর আনন্দ! কিকী কাশীরাজ ঘটিকার কুম্ভকার সমীপে পান্তমুটিক শালির চাউল-বাহী পঞ্চশত শকট আর তদনুরূপ সূপের বস্তু পাঠাইলেন। তখন আনন্দ! রাজ কর্মচারীগণ ঘটিকার কুম্ভকারের নিকট গিয়া বলিলÍ'মহাত্মন্! এই পাঁচশত (শকট-বাহ্য) বাহ[১] পান্তমুটিকের তণ্ডুল আর উহার অনুরূপ সূপের উপকরণ কাশীরাজ কিকী আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। আপনি এ সমস্, গ্রহণ করুন'।"

"রাজার বহুকৃত্য, বহু করণীয় আছে; (তাহা) রাজারই হউক, আমার প্রয়োজন নাই।"

"আনন্দ! তোমার কি এইরূপ মনে হইলÍসেই সময় জ্যোতিপাল মাণবক অপর কেহ হইবে? আনন্দ! সে ধারণা করিবে না, আমিই সেই জ্যোতিপাল মাণবক ছিলাম।"

ভগবান ইহা বলিলেন, আয়ুষ্মান আনন্দ সন্তুষ্ট চিত্তে ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

ঘটিকার সূত্র সমাপ্ত।

১। বাহ পরিমাণ– পূর্ববঙ্গের পরিমাণ–

৪ মুষ্টিতে .... ১ কুটব (কুতূপ?)Í	পোয়া,
৪ কুটূবে .... ১ পাত্র	Í সের
৪ পাত্রে .... ১ আঢ়ক –	১/৪ পোয়া আঢ়ি।
৪ আঢ়কে .... ১ দ্রোণ –	১ আঢ়ি।
৪ দ্রোণে .... ১ মানিকা –	৪ আঢ়ি।
৪ মানিকায় .... ১ খারী	– ১৬ ,,
২৪ খারীকায় .... ১ বাহো–	৩২০ ,,

ইহা এক শকট বাহ্য বা বাহ পরিমাণ, সূত্রনিপাত অর্থকথায় বলা হইয়াছে। (টীকা)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮২। রট্ঠপাল সূত্র (২। ৪। ২)

(ভোগের অসারতা, ত্যাগময় ভিক্ষুজীবন)

২৯৩। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান মহাভিক্ষুসংঘের সহিত কুরুপ্রদেশে (ধর্ম প্রচারার্থ) বিচরণ করিতে করিতে যেখানে থুল্লকোট্ঠিত নামক কুরুদের নিগম তথায় পৌঁছিলেন।

থুল্লকোট্ঠিত (স্থূল কোষ্ঠিত) বাসী ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ শুনিলেন যে‍‍া‘শাক্যপুত্র ... শ্রমণ গৌতম থুল্লকোট্ঠিতে উপস্থিত হইয়াছেন। ... তদ্রূপ অর্হতের দর্শন সাধু (ভাল) হয়।’ তখন থুল্লকোট্ঠিতের ব্রাহ্মণ-গৃহপতিরা যেখানে ভগবান আছেন তথায় গেলেন, গিয়া কেহ কেহ ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপ্রান্তে, বসিলেন। ... কেহ কেহ নীরবে একপ্রান্তে, বসিলেন। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট থুল্লকোট্ঠিতবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহপতিদিগকে ভগবান ধর্মকথা দ্বারা সন্দর্শিত, সমাদাপিত, সমুত্তেজিত, সংপ্রহর্ষিত করিলেন।

২৯৪। সেই সময় থুল্লকোট্ঠিতের অগ্রকুলিকের পুত্র রাষ্ট্রপাল সেই পরিষদে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন তাঁহার মনে এই হইলা‘যে প্রবারে ভগবান ধর্মদেশনা করিতেছেন, এই একান্ত, পরিপূর্ণ, অত্যন্ত, পরিশুদ্ধ, লিখিত শঙ্খ-শুভ্র ব্রহ্মচর্য পালন করা গৃহীর পক্ষে সুকর নহে। সুতরাং আমি কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া, কাষায়-বস্ত্র পরিধান পূর্বক আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিনা কেন?’ তখন থুল্লকোট্ঠিতবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ ভগবান কর্তৃক ... সমুত্তেজিত ... প্রহৃষ্ট হইয়া ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন, অনুমোদন করিয়া আসন হইতে উঠিলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন ... ব্রাহ্মণ-কুলপুত্রদের চলিয়া যাইবার অনন্তর পর রাষ্ট্রপাল কুলপুত্র যেখানে ভগবান আছেন তথায় গেলেন, গিয়া ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপ্রান্তে, বসিলেন। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট রাষ্ট্রপাল ভগবানকে বলিলেন,“ভন্তে! ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্মকে আমি যে যে ভাবে অবগত হইয়াছি, এই ... শঙ্খ-শুভ্র ব্রহ্মচর্য পালন করা গৃহবাসীর পক্ষে সহজ নহে। অতএব ভন্তে! আমি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করি, উপসম্পদা প্রার্থনা করি।”

“রাষ্ট্রপাল! তুমি আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যার জন্য মাতা-পিতা হইতে অনুমতি পাইয়াছ কি?”

“ভন্তে! অনুমতি পাই নাই।”

“রাষ্ট্রপাল! তথাগতগণ মাতা-পিতার অনুমতি বিনা কাহাকেও প্রব্রজ্যা দেন না।”

“ভন্তে! আমি তাহাই করিব, যাহাতে মাতা-পিতা আমাকে প্রব্রজ্যার নিমিত্ত অনুমতি দেন।”

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৯৫। তখন রাষ্ট্রপাল কুলপুত্র আসন হইতে উঠিয়া ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া যেখানে মাতা-পিতা ছিলেন তথায় গেলেন, গিয়া মাতা-পিতাকে বলিলেন,"অম্মা তাত! আমি ভগবানের উপদিষ্ট ধর্মকে যে যে ভাবে বুঝিয়াছি, এই ... শঙ্খলিখিত (মর্দিত শঙ্খের ন্যায় নির্মল শুভ্র) ব্রহ্মচর্য পালন করা গৃহবাসীর পক্ষে সুকর নহে। সুতরাং আমি প্রব্রজিত হইতে চাই। আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যার নিমিত্ত আমাকে অনুমতি দিন।"

ইহা উক্ত হইলে রাষ্ট্রপাল কুলপুত্রের মাতা-পিতা তাঁহাকে কহিলেন,"তাত রাষ্ট্রপাল! তুমি আমাদের প্রিয়, মনাপ, সুখে-বর্ধিত, সুখে পরিপোষিত একমাত্র পুত্র। তাত রাষ্ট্রপাল! তুমি কিছুমাত্র দুঃখ জান না। আস, রাষ্ট্রপাল! খাও, পান কর আর বিচরণ কর; খাইয়া, পান করিয়া, বিচরণ করিয়া, কাম (বিষয়) ভোগ করিয়া, পুণ্য করিয়া অভিরমিত হও। আমরা তোমাকে ... প্রব্রজ্যার অনুমতি দিব না, মৃত্যুতেও তোমা হইতে আমরা অনিচ্ছাসত্বে বিচ্ছেদ হইব। কি প্রকারে আমরা জীবদ্দশায় তোমাকে আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় অনুমতি দিব?"

দ্বিতীয়বার ...। তৃতীয়বার ...।

২৯৬। তৎপর রাষ্ট্রপাল কুলপুত্র মাতা-পিতার নিকট প্রব্রজ্যার অনুমতি লাভ না করায় সে স্থানেই অন্তর (বিছানা) রহিত ভূমিতে শয়ন করিলেন,"এখানেই আমার মরণ কিংবা প্রব্রজ্যা হইবে।"

তখন ... মাতা-পিতা রাষ্ট্রপালকে ... বলিলেন,"তাত রাষ্ট্রপাল! তুমি আমাদের একমাত্র প্রিয়পুত্র ...।"

ইহা বলিলেও রাষ্ট্রপাল কুলপুত্র নীরব রহিলেন।

... দ্বিতীয়বারও। তৃতীয়বারও ... রাষ্ট্রপাল কুলপুত্র নীরব রহিলেন।

তখন রাষ্ট্রপালের মাতা-পিতা তাঁহার সহায়দের নিকট উপস্থিত হইলেন ... এবং বলিলেন,"বাবাগণ! রাষ্ট্রপাল কুলপুত্র শয্যাহীন মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে'ওখানেই মরণ কিংবা প্রব্রজ্যা হইবে।' আস, বৎসগণ! যেখানে রাষ্ট্রপাল তথায় যাও, তোমরা গিয়া রাষ্ট্রপালকে বল'সৌম্য রাষ্ট্রপাল! তুমি মাতা-পিতার একমাত্র পুত্র ... '।"

২৯৭। তখন রাষ্ট্রপালের মিত্রগণ তাঁহার মাতা-পিতার নিকট প্রতিশ্রুতি হইয়া রাষ্ট্রপালের নিকট উপস্থিত হইল এবং ... তাঁহাকে বলিলেন,সৌম্য রাষ্ট্রপাল! আপনি মাতা-পিতার একমাত্র প্রিয় সন্তান ...। উঠুন সৌম্য রাষ্ট্রপাল ভোজন করুন, পান করুন, বিচরণ করুন ... অভিরমিত হউন।"

ইহা বলিলেও রাষ্ট্রপাল নীরব রহিলেন ...।

দ্বিতীয়বার ...। তৃতীয়বার ...।

২৯৮। তখন রাষ্ট্রপালের মিত্রগণ রাষ্ট্রপালের মাতা-পিতাকে বলিলেন,"অম্মা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাত! এই রাষ্ট্রপাল ঐ স্থানে বিছানাহীন ধরণীতে পড়িয়া রহিয়াছেন।'এখানেই আমার মরণ কিংবা প্রব্রজ্যা হইবে।' যদি আপনারা রাষ্ট্রপালকে অনুমতি না দেন, তবে তথায়ই তাঁহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবি। যদি আপনারা অনুমতি দেন, তবে প্রব্রজিত হইলেও তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন। যদি রাষ্ট্রপাল প্রব্রজ্যায় অভিরমিত না হন তাহা হইলে তাঁহার আর কি গতি হইবে? এখানেই প্রত্যাগমন করবেন। সুতরাং রাষ্ট্রপালকে প্রব্রজ্যার অনুমতি প্রদান করুন।"

"বৎসগণ! রাষ্ট্রপালকে অনাগারিক প্রব্রজ্যার অনুমতি দিতেছি, কিন্তু এই সত্ব রহিল, প্রব্রজিত হইয়া মাতা-পিতাকে দর্শন দিতে হইবে।"

তখন রাষ্ট্রপালের সহায়গণ ... গিয়া তাঁহাকে বলিলেন,"সৌম্য রাষ্ট্রপাল! আপনি মাতা-পিতার একমাত্র প্রিয় পুত্র ...। প্রব্রজ্যার নিমিত্ত মাতা-পিতার আদেশ পাইলেন, কিন্তু (সর্ত রহিল) প্রব্রজিত হইয়া মাতা-পিতাকে দর্শন দিতে হইবে।"

২৯৯। তখন রাষ্ট্রপাল ... উঠিয়া, বল সঞ্চয় করিয়া, ভগবানের সমীপে উপনীত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া ও একপ্রান্তে, বসিয়া বলিলেন,"ভন্তে! আমি মাতা-পিতা হইতে প্রব্রজ্যার অনুমতি পাইয়াছি। ভগবন! আমাকে প্রব্রজিত করুন।"

রাষ্ট্রপাল ভগবানের কাছে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন।

তখন ভগবান রাষ্টপালের উপসম্পদার (ভিক্ষু হইবার) অল্পদিন বা অর্ধমাস পরে থুল্লকোট্টিতে যথেচ্ছা বিহার করিয়া যে দিকে শ্রাবস্তী তদভিমুখে চারিকায় প্রস্থান করিলেন। ক্রমান্বয়ে চারিকায় বিচরণ করিয়া শ্রাবস্তীতে পৌঁছিলেন। তথায় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন বিহারে অবস্থান করিতেছেন। তখন আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল ... আত্মসংযমী রূপে বিহার করিয়া অচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত হন, সেই সর্বোত্তম ব্রহ্মচর্যের চরম-লক্ষ্য ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া, উপলব্ধি করিয়া বিহার করিতে লাগিলেন, '(তাঁহার) জন্ম ক্ষয় হইল, ব্রহ্মচর্যবাস পূর্ণ হইল, করণীয় কৃত হইল, আর এই জীবনের জন্য অপর কত্তব্য নাই'।ইহা তিনি অবগত হইলেন। আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল অর্হতদের অন্যতর হইলেন।

অতঃপর রাষ্ট্রপাল যেখানে ভগবান তথায় উপনীত হইলেন, গিয়া ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপ্রান্তে, বসিলেন। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট রাষ্ট্রপাল ভগবানকে বলিলেন,-"ভন্তে! যদি আমাকে ভগবান অনুমতি প্রদান করেন তবে আমি মাতা-পিতাকে দর্শন দিতে ইচ্ছা করি।"

তখন ভগবান স্বচিত্ত দ্বারা রাষ্ট্রপালের চিত্ত-বিতর্ক চিন্তা করিলেন। যখন ভগবান জানিলেন যে রাষ্ট্রপাল কুলপুত্রের পক্ষে (ভিক্ষু)-শিক্ষা ত্যাগ করিয়া হীন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(গৃহী) অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব, তখন ভগবান আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপালকে বলিলেন,"রাষ্ট্রপাল! এখন তুমি যাহা সময় বিবেচনা কর (তাহা কর)।"

তখন আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল আসন হইতে উঠিয়া ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া শয়নাসনের ব্যবস্থা করিয়া, পাত্র-চীবর লইয়া থুল্লকোট্টিতের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। ক্রমান্তয়ে বিচরণ করিতে করিতে যেখানে থুল্লকোট্টিত তথায় অগ্রসর হইলেন। তথায় আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল থুল্লকোট্টিতে রাজা কৌরব্যের মিগাচীরে (তন্নামক উদ্যানে) বিহার করিতেছেন।

তখন (দ্বিতীয় দিনে) আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল পূর্বাহ্ন সময়ে নিবাসন পরিধান করিয়া পাত্র-চীবর লইয়া ভিক্ষার্থ থুল্লকোট্টিতে প্রবেশ করিলেন। থুল্লকোট্টিতে ক্রমান্তয়ে (সপদান) পিণ্ডাচরণ করিতে করিতে স্বীয় পিত্রালয়ে পৌঁছিলেন। সেই সময় রাষ্ট্রপালের পিতা মধ্যম দ্বারশালায় (নাপিতের দ্বারা) কেশচ্ছেদন করাইতেছেন। আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপালের পিতা দূর হইতে রাষ্ট্রপালকে আসিতে দেখিলেন, দেখিয়া (স্বগত) বলিলেন,'এই মুণ্ডক শ্রমণেরাই আমাদের প্রিয়, মনাপ একমাত্র সন্তানকে প্রব্রজিত করিয়া নিয়াছে।' তখন আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল স্বীয় পিতৃ-নিবাসে দান কিংবা প্রত্যাখ্যান কিছুই পাইলেন না। অধিকন্তু আক্রোশই লাভ করিলেন।

সে সময় আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপালের জ্ঞাতি-দাসী অভিদোষিক[১] (বাসি) কুল্মাস (দাল) পরিত্যাগেচ্ছু হইল। তখন আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল সেই জ্ঞাতি-দাসীকে বলিলেন,'ভগ্নি! যদি সেই অভিদোষিক কুল্মাস ত্যাগেচ্ছু হও, তবে এখানেIআমার পাত্রে ঢাল।'

তখন ... জ্ঞাতি-দাসী সেই বাসি কুল্মাস আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপালের পাত্রে ঢালিবার সময় হস্ত, পদ ও স্বরের নিমিত্ত (আকার) লক্ষ্য করিল।

৩০০। তখন ... জ্ঞাতি-দাসী যেখানে আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপালের মাতা আছেন তথায় গেল, গিয়া তাঁহাকে কহিলI"ওহে আর্যে! জানেন কি আর্যপুত্র রাষ্ট্রপাল আসিয়াছেন?"

"অরে! যদি সত্য বল, তবে তুমি দাসীত্ব-মুক্ত হইবে।"

তখন আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপালের মাতা রাষ্ট্রপালের পিতার নিকট গিয়া বলিলেন,"ওহে গৃহপতি! জানেন কি রাষ্ট্রপাল নাকি আসিয়াছে?"

সেই সময় আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল কোন (ধর্মশালার) দেওয়াল সমীপে (বসিয়া) সেই বাসি কুল্মাস ভোজন করিতেছেন। আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপালের পিতা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,'তাত রাষ্ট্রপাল! (আমাদের ধন) আছে, তুমি বাসি

---

[১]। পূতিভাব দোষে অভিভূতIঅভিদোষিক।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কুল্মাস খাইতেছ! তার চেয়ে তোমার নিজের গৃহে যাওয়া উচিত নহে কি?"

"গৃহপতি! গৃহত্যাগী প্রব্রজিতদের আবার ঘর কোথায়? গৃহপতি! আমরা গৃহ-ছাড়া। আপনার গৃহে গিয়াছিলাম তথায় না দান পাইলাম, না প্রত্যাখ্যান। অধিকন্তু আক্রোশই লাভ করিলাম।"

"এস বৎস রাষ্ট্রপাল! চল ঘরে যাই।"

"প্রয়োজন নাই গৃহপতি! অদ্যকার মত আমার ভোজন-কৃত্য সমাপ্ত।"

"তা হইলে বৎস রাষ্ট্রপাল! আগামী কালের ভোজন স্বীকার কর।"

আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল মৌনভাবে স্বীকার করিলেন।

তখন আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপালের পিতা রাষ্ট্রপালের স্বীকৃতি অবগত হইয়া আপনার ঘরে গিয়া ... হিরণ্য ও সুবর্ণের মহৎ দুই পুঞ্জ করাইয়া কিলিঞ্জক (মাদুর) দ্বারা তাহা আচ্ছাদন করাইয়া রাষ্ট্রপালের পুরাতন দুই ভার্যাকে ডাকিয়া বলিলেন,"বৌমাগণ! আস, তোমরা যে অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া পূর্বে তোমরা রাষ্ট্রপালের প্রিয়, মনাপ হইয়াছিলে সেই অলঙ্কারে সজ্জিত হও।"

৩০১। তখন আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপালের পিতা সে রাত্রির পর আপনার গৃহে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য তৈয়ার করাইয়া রাষ্ট্রপালকে সময় জানাইলেন,'সময় হইয়াছে, তাত রাষ্ট্রপাল! ভোজন সজ্জিত।'

তখন আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল নিবাসন পড়িয়া পাত্র-চীবর লইয়া তাঁহার পিত্রালয়ে উপনীত হইলেন, গিয়া সজ্জিত আসনে বসিলেন।

তখন রাষ্ট্রপালের পিতা হিরণ্য ও সুবর্ণ পুঞ্জের আচ্ছাদন খুলিয়া আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপালকে বলিলেন,"তাত রাষ্ট্রপাল! ইহা তোমার মাতৃক (মাতার যৌতক) ধন, পিতৃ-পিতামহের স্বতন্ত্র। তাত রাষ্ট্রপাল! বিষয় ভোগ করিতে ও পুণ্য করিতে সমর্থ হইবে। এস তাত রাষ্ট্রপাল! (ভিক্ষু) শিক্ষা (দীক্ষা) প্রত্যাখ্যান করিয়া গৃহস্থ হইয়া বিষয় ভোগ কর, আর পুণ্যও সম্পাদন কর।"

"গৃহপতি! যদি আপনি আমার কথা গ্রহণ করেন, তবে এই হিরণ্য ও সুবর্ণ পুঞ্জকে শকট সমূহে তুলিয়া বহন করিয়া নিয়া গঙ্গানদীর মধ্য-স্রোতে ডুবাইয়া দেন। যেহেতু গৃহপতি! এই ধনের নিমিত্তই আপনার শোক-পরিদেব, দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস উৎপন্ন (বর্ধিত) হইবে।"

তখন আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপালের পুরাণ ভার্যাদ্বয় প্রত্যেকে তাঁহার পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে বলিলI"আর্যপুত্র! সেই অপ্সরাগণ কি প্রকার, যাহাদের জন্য আপনি ব্রহ্মচর্য পালন করিতেছেন?"

"ভগ্নিগণ! আমরা অপ্সরার জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করি না।"

'ভগ্নিগণ বলিয়া আর্যপুত্র রাষ্ট্রপাল আমাদিগকে ব্যবহার করিতেছেন' (হতাশায়) তাহারা তখন মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তখন আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল পিতাকে বলিলেন,"যদি গৃহপতি! ভোজন দিতে হয় তবে দেন, নচেৎ (কামিনী-কাঞ্চনে প্রলুব্ধ করিয়া) আর আমাকে কষ্ট দিবেন না।"

"ভোজন কর, বাবা রাষ্ট্রপাল! ভোজন তৈয়ার।"

তখন রাষ্ট্রপালের পিতা উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দ্বারা স্বহস্তে, রাষ্ট্রপালকে সন্তর্পিত (তৃপ্ত) করিলেন, সংপ্রবারিত করিলেন।

৩০২। অতঃপর তখন আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল ভোজন শেষে পাত্র হইতে হাত সরাইয়া, দণ্ডায়মান অবস্থাতেই এই গাথা (শ্লোক) গুলি বলিলেন,–

"বিচিত্র শরীর দেখ ব্রণপূর্ণ সমুন্নত,
আতুর[১] কল্পনা বহু[২] যাহা নহে ধ্রুব-স্থিতা। (১)
অলঙ্কৃত রূপ দেখ মণিকুণ্ডলে সজ্জিত,
অস্থি-চর্মাবৃত দেহ বস্ত্রে-গন্ধে সুশোভিত। (২)
অলক্ত-রঞ্জিত পাদ মুখ চূর্ণ-বিমণ্ডিত,
বাল-জন মোহনীয় পারগামী অমোহিত। (৩)
বেণী-বদ্ধ[৩] কেশদাম নয়ন কাজলাঙ্কিত,
অজ্ঞ-জন সম্মোহন পারগামী অমোহিত। (৪)
নবাঙ্গন চিত্র যথা পূতি-দেহ অলঙ্কৃত,
অজ্ঞ-জন মোহনীয়, পারগামী অমোহিত। (৫)
শিকারী বসাল ফাঁদ অনাবদ্ধ মৃগ তায়।
কাঁদিলে শিকারী তবু চারা খেয়ে চলে যায়।" (৬)

অতঃপর আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল স্থিত অবস্থায় গাথাগুলি ভাষণ করিয়া যেখানে রাজা কৌরব্যের মিগাচীর উদ্যান ঋষিবলে আকাশমার্গে[৪] তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং অন্যতর বৃক্ষমূলে দিবা বিহারে বসিলেন।

৩০৩। তখন রাজা কৌরব্য মিগবকে (তন্নামক মালীকে) আদেশ করিলেন,"সৌম্য মিগব! মিগাচীর সংস্কার ও সুসজ্জিত কর। উদ্যান ভূমির সুভূমি (সৌন্দর্য) দর্শনার্থ যাইব।"

রাজা কৌরব্যকে 'হাঁ, দেব!' বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া মিগব চলিয়া গেল। মিগাচীর সংস্কার ও সুসজ্জিত করিবার সময় মালী এক বৃক্ষমূলে দিবা-বিহারে

---

[১]। জরা, ব্যাধি ও ক্লেশাতুর। (প. সূ.)

[২]। স্ত্রী পুরুষ একে অন্যের দেহ সম্বন্ধে বহু কল্পনা পোষণ করে। (প. সূ.)

[৩]। ললাট হইতে ঢেউ তুলিয়া সজ্জিত। (প. সূ.)

[৪]। তাঁহাকে ধরিয়া গৃহী করিবার নিমিত্ত রাষ্ট্রপালের পিতা বাহির হইবার সমস্ত, দ্বার বন্ধ করিয়া রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপালকে দেখিতে পাইল, দেখিয়া যেখানে রাজা কৌরব্য আছেন তথায় গেল এবং রাজাকে বলিল্য‍"দেব! দিগাচীর সংস্কার ও সুসজ্জিত হইয়াছে আর তথায় এই থুল্লকোট্টিতের অগ্রকুলিকের রাষ্ট্রপাল নামক কুলপুত্র্যযাঁহার সম্বন্ধে আপনি সতত প্রশংসা করেন্যতিনি এক বৃক্ষমূলে দিবা বিহারার্থ বসিয়াছেন।"

"তবে সৌম্য মিগব! আজ সেই উদ্যান-ভূমি রাখিয়া দাও, এখন আমরা মাননীয় রাষ্ট্রপালের নিকট উপস্থিত হইব।"

তখন রাজা কৌরব্য 'যে কিছু খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত আছে সমস্, দাও' বলিয়া ভাল ভাল যান (রথ) যোজনা করিয়া, (এক) ভদ্র যানে আরোহন পূর্বক ভদ্র ভদ্র যানের সহিত মহা রাজপ্রভাবে আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপালকে দর্শনার্থ থুল্লকোট্টিত হইতে যাত্রা করিলেন। যে পর্যন্ত, যানের ভূমি ছিল, সেই পর্যন্ত, গিয়া (পুনঃ) যান হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজেই উন্নত উন্নত পরিষদের সহিত যেখানে আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল ছিলেন তথায় গেলেন, গিয়া আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপালের সঙ্গে ... সম্মোদন করিলেন। ... (এবং) একপ্রান্তে, দাঁড়াইলেন। একপ্রান্তে, স্থিত হইয়া রাজা কৌরব্য আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপালকে বলিলেন,"মাননীয় রাষ্ট্রপাল! এখানে গালিচায় (হস্ত্যাস্তরণে) বসুন।"

"না মহারাজ! আপনি বসুন, আমি স্বীয় আসনে উপবিষ্ট আছি।"

৩০৪। রাজা কৌরব্য প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসিলেন, বসিয়া আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপালকে বলিলেন,"ভো রাষ্ট্রপাল! চতুর্বিধ পরিহানি (পরিজুঞ) আছে, যেই পরিহানিযুক্ত কোন কোন পুরুষ কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধান পূর্বক আগার হইতে অনাগারিক রূপে প্রব্রজিত হন। সেই চারি কি? জরা পরিহানি, ব্যাধি পরিহানি, ভোগ পরিহানি, জ্ঞাতি পরিহানি।

হে রাষ্ট্রপাল! জরা পরিহানি কি? হে রাষ্ট্রপাল! কোন (ব্যক্তি) জরাজীর্ণ, বয়োবৃদ্ধ, প্রাচীন বয়স্ক, বয়স অর্ধগত, পশ্চিম বয়ঃপ্রাপ্ত হন, তিনি এরূপ চিন্তা করেন্য'আমি এখন জরাজীর্ণ বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার পক্ষে অনধিগত (অলব্ধ) ভোগ লাভ করা কিংবা অধিগত ভোগ বৃদ্ধি করা সুকর নহে। সুতরাং আমি কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া, কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া, ... প্রব্রজিত হইয়া যাই।' তিনি জরা পরিহানিযুক্ত হইয়া ... প্রব্রজিত হইয়া থাকেন। হে রাষ্ট্রপাল! উহাকে জরা পরিহানি বলা হয়। আপনি এখন তরুণ, কালকেশ সম্পন্ন, প্রথম বয়সের সুন্দর যৌবনযুক্ত, মাননীয় রাষ্ট্রপালের জরা পরিহানি নাই। রাষ্ট্রপাল! আপনি কি বুঝিয়া, কি দেখিয়া কিংবা কি শুনিয়া আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত হইলেন? (১)

হে রাষ্ট্রপাল! ব্যাধি পরিহানি কি? হে রাষ্ট্রপাল! কোন (ব্যক্তি) রোগী, দুঃখিত

ও শক্ত রোগাতুর হন, তিনি এরূপ চিন্তা করেনÍ'আমি এখন রোগী ও শক্ত রোগ পীড়িত হই। বর্তমানে আমার পক্ষে অপ্রাপ্ত ভোগ লাভ করা ...।' ইহাকে ব্যাধি পরিহানি বলা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রপাল! আপনি বর্তমানে ব্যাধিরহিত, আতঙ্করহিত, ন-অতিশীত, ন-অতিউষ্ণ, সমবিপক্ককারী পাচনশক্তি (গ্রহণী) দ্বারা যুক্ত; মাননীয় রাষ্ট্রপালের ইদানীং ব্যাধি পরিহানি নাই ... ? (২)

হে রাষ্ট্রপাল! ভোগ পরিহানি কি? রাষ্ট্রপাল! কোন (ব্যক্তি) আঢ্য, মহাধনী ও মহা ভোগবান হন, তাঁহার সে ভোগ ক্রমশঃ পরিক্ষয় হয়। তিনি এরূপ চিন্তা করেনÍ'আমি পূর্বে আঢ্য ... ছিলাম, আমার সে ভোগ ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়াছে। এখন আমার পক্ষে অপ্রাপ্ত ভোগ লাভ করা ...।' রাষ্ট্রপাল! আপনি'ত এই থুল্লকোট্টিতে অগ্রকুলের পুত্র। মাননীয় রাষ্ট্রপালের'ত ভোগহানি নয় নাই, ... ? (৩)

হে রাষ্ট্রপাল! জ্ঞাতি পরিহানি কি? রাষ্ট্রপাল! কোন (ব্যক্তির) বহু জ্ঞাতি, মিত্র, অমাত্য, জ্ঞাতি-সলোহিত (রক্ত-সম্বন্ধীয়) আছে। তাঁহার সেই জ্ঞাতিগণ ক্রমশঃ পরিক্ষয় হইতেছে। তিনি এরূপ চিন্তা করেনÍপূর্বে আমার বহু মিত্র, অমাত্য, জ্ঞাতি-সলোহিত ছিল। আমার সেই জ্ঞাতিগণ ক্রমশঃ পরিক্ষয় হইয়াছে। এখন আমার পক্ষে অপ্রাপ্ত ভোগ লাভ করা ...।' কিন্তু এখন রাষ্ট্রপালের ত এই থুল্লকোট্টিতে বহু মিত্র, অমাত্য, জ্ঞাতি-সলোহিত বর্তমান। সুতরাং রাষ্ট্রপালের জ্ঞাতি পরিহানি নাই। রাষ্ট্রপাল! আপনি কি জানিয়া, কি দেখিয়া কিংবা কি শুনিয়া গৃহত্যাগ করিয়া, প্রব্রজিত হইলেন? (৪)

রাষ্ট্রপাল! এই চারি পরিহানি, যেই পরিহানিযুক্ত কোন কোন পুরুষ কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া, কাষায়বস্ত্র পরিহিত হইয়া আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত হয়। তাহা মাননীয় রাষ্ট্রপালের নাই। মান্য রাষ্ট্রপাল! কি জানিয়া, কি দেখিয়া কিংবা কি শুনিয়া আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত হইলেন?"

৩০৫। "মহারাজ! সেই ভগবান সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ চারিধর্ম উদ্দেশ করিয়াছেন, যাহা আমি জানিয়া দেখিয়া ও শুনিয়া আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত হইয়াছি। সেই চারি কি?

মহারাজ! (১) লোক (সংসার) অধ্রুব, (জরা-মরণে) উপনীত হইয়াছে; ইহা সেই ভগবানের প্রথম ধর্ম-উদ্দেশ যাহা জানিয়া ... আমি প্রব্রজিত হইয়াছি। (২) লোক ত্রাণরহিত, আশ্বাস (ভরসা) রহিত ...। (৩) লোক নিজস্ব নহে, সমস্ত ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে ...। (৪) লোক, ঊন, অতৃপ্ত, বাসনার দাস ...। মহারাজ! সেই ভগবান এই চারিধর্ম উদ্দেশ উপদেশ করিয়াছেন যাহা জানিয়া ... আমি প্রব্রজিত হইয়াছি।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩০৬। "লোক অধ্রুব ... উপনীত হইতেছে, মাননীয় রাষ্ট্রপাল! এই কথার অর্থ কি প্রকারে জানা উচিত?"

"তাহা কি মনে করেন, মহারাজ! আপনি (কখনও) বিশ বর্ষ বয়স্ক ও পঁচিশ বর্ষ বয়স্ক ছিলেন কি? (যখন আপনি) সংগ্রামে হস্তী চালনায় দক্ষ, অশ্ব চালনায় দক্ষ, রথ চালনায় দক্ষ, ধনু চালনায় দক্ষ, অস্ত্র চালনায় দক্ষ, উরুবল সম্পন্ন, বাহুবল সম্পন্ন ছিলেন?"

"কিন্তু হে রাষ্ট্রপাল! এক সময় আমি ঋদ্ধিমান সদৃশ হইয়া আপন বলের সমান (কাহারও) দেখি নাই।"

"তাহা কি মনে করেন, মহারাজ! সেইরূপ আপনি বর্তমানেও সংগ্রামে উরু-বলী, বাহু-বলী সামর্থ্যযুক্ত হন?"

"না, হে রাষ্ট্রপাল! এখন আমি জীর্ণ-বৃদ্ধ ... হইয়াছি। আশী বৎসর আমার বয়স হইল। অধিকন্তু কোন সময়, ভো রাষ্ট্রপাল! এখানে পদ রাখিব মনে করি আর অন্যত্রই পদ রাখিতে বাধ্য হই।"

"মহারাজ! সেই ভগবান ইহা চিন্তা করিয়াই বলিয়াছেনÍ'লোক অধ্রুব, ... উপনীত হইতেছে' যাহা জানিয়া ... আমি প্রব্রজিত হইয়াছি।"

"আশ্চর্য, হে রাষ্ট্রপাল! অদ্ভুত, হে রাষ্ট্রপাল! ইহা সেই ভগবানের কেমন সুভাষিতÍলোক অধ্রুব ... উপনীত হইতেছে (লইয়া যাইতেছে)। (১)

হে রাষ্ট্রপাল! এই রাজকুলে হস্তী-কায় (সমূহ), অশ্ব-কায়, রথ-কায়, পদাতিক-কায়ও আছে যাহা আমাদের বিদ্রোহ-বিপদাদি দমনার্থ প্রয়োজনে আসিবে। 'লোক ত্রাণরহিত, আশ্বাস রহিত' রাষ্ট্রপাল! আপনি যে বলিলেন। রাষ্ট্রপাল! এই ভাষণের অর্থ কি প্রকারে জানা উচিত?"

"মহারাজ! তাহা কি মনে করেন, আপনার কোন আনুশায়িকা (পুরাতন) ব্যাধি আছে কি?"

"হে রাষ্ট্রপাল! আমার আনুশায়িক বাতরোগ আছে। একেকবার'ত আমার মিত্র, অমাত্য, জ্ঞাতি-সলোহিতগণ আমাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া থাকেÍ'এখন রাজা কৌরব্য মরিবে, এখন রাজা কৌরব্য মরিবে'।"

"তাহা কি মনে করেন, মহারাজ! আপনার মিত্র, অমাত্য, জ্ঞাতি-সলোহিতদের মধ্যে কাহাকেও পাবেন কি?Í'আসুন, আপনারা আমার মিত্র, অমাত্য, জ্ঞাতি-সলোহিতগণ, সকলে থাকিয়া আমার এই রোগ-যন্ত্রণাকে বিভাগ করিয়া লউন, যাহাতে আমি লঘু ও কম বেদনা অনুভব করি।' অথবা আপনি একাই সেই যন্ত্রণা ভোগ করেন কি?"

"রাষ্ট্রপাল! সেই মিত্র, অমাত্যদের.....মধ্যে কাহাকেও পাই না ... , অধিকন্তু আমি নিজেই সেই যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকি।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"মহারাজ! ইহা চিন্তা করিয়াই সেই ভগবান ... ।"

"আশ্চর্য, হে রাষ্ট্রপাল! অদ্ভুত, হে রাষ্ট্রপাল! (২)

ভো রাষ্ট্রপাল! এই রাজকুলে ভূমিস্থ ও আকাশস্থ বহু হিরণ্য-সুবর্ণ বিদ্যমান। 'অ-স্বকীয় লোক সমস্ত, ছাড়িয়া যাইতে হইবে ... ' মাননীয় রাষ্ট্রপাল বলিলেন। হে রাষ্ট্রপাল! এ কথার অর্থ কি ভাবে জানা উচিত?"

"মহারাজ! তাহা কি মনে করেন, বর্তমানে আপনি যেমন পঞ্চ কামগুণে, সমঙ্গীভূত হইয়া পরিভোগ করিতেছেন, পরলোকেও (জন্মান্তরেও) আপনি পাইবেন কি যে 'এইরূপেই আমি এই পঞ্চ কামগুণেই নিমজ্জিত ও সংযুক্ত হইয়া পরিভোগ করিব?' অথবা অপরে এই বিষয়-সম্পত্তি পরিভোগ করিবে, আপনি কর্মানুসারে চলিয়া যাইবেন?"

রাষ্ট্রপাল! যেমন আমি এই সময় পঞ্চ কামগুণে নিমজ্জিত ও সংযুক্ত হইয়া ... পরিভোগ করিতেছি, পরলোকে (জন্মান্তরে) ও এই প্রকারেই এই পঞ্চ কামে নিমজ্জিত ও সংযুক্ত ভাবে পরিভোগ করিতে সমর্থ হইব না। অধিকন্তু অপরে এই ভোগ-সম্পত্তি অধিকার করিবে, আমি স্বীয় কর্মানুসারে চলিয়া যাইব।"

"মহারাজ! এই সম্পর্কেই (সন্ধায) সেই ভগবান ... বলিয়াছেন ... ।"

"আশ্চর্য, হে রাষ্ট্রপাল! অদ্ভুত, হে রাষ্ট্রপাল! (৩)

লোক ঊন, অতৃপ্ত, তৃষ্ণার দাস, মাননীয় রাষ্ট্রপাল ইহা বলিয়াছেন। ভো রাষ্ট্রপাল! এই ভাষণের অর্থ কি ভাবে জানা উচিত?"

"মহারাজ! তাহা কি মনে করেন, সমৃদ্ধ কুরুরাজ্যে আধিপত্য করিতেছেন ত?"

"হাঁ, ভো রাষ্ট্রপাল! সমৃদ্ধ কুরুরাজ্যে আধিপত্য করিতেছি।"

"তাহা কি মনে করেন, মহারাজ! আপনার এক বিশ্বস্ত, ও প্রত্যয়ভাজন পুরুষ পূর্বদিক হইতে আসে, আর সে আপনার নিকট এরূপ বলেI'হে (যগ্ঘে) মহারাজ! জানেন কি? আমি পূর্বদিক হইতে আসিতেছি। সেই দিকে আমি বহু সমৃদ্ধ ... স্ফীত জনবহুল, মানবাকীর্ণ বৃহৎ জনপদ দেখিলাম। তথায় বহু হস্তী-কায়, অশ্ব-কায়, রথ-কায়, পদাতিক সমূহ আছে। তথায় বহু হস্তী-দন্ত, মৃগ-চর্ম; তথায় অনির্মিত-নির্মিত (কৃতাকৃত), বহু হিরণ্য-সুবর্ণ আর তথায় বহু স্ত্রী-পরিগ্রহ বিদ্যমান। উহা সামান্য সৈন্য দ্বারা (অনায়াসে) জয় করা সম্ভব। সুতরাং মহারাজ! তাহা জয় করুন।' ইহাতে আপনি কি করিবেন?"

"হে রাষ্ট্রপাল! তাহাও জয় করিয়া আমার আধিপত্য বিস্তার করিব।"

"তাহা কি মনে করেন, মহারাজ! আপনার বিশ্বস্থ মানুষ দক্ষিণদিক হইতে আসে ... ।"

"হে রাষ্ট্রপাল! তাহাও ... ।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

" ... পশ্চিমদিক হইতে ... ।"

"হে রাষ্ট্রপাল! তাহাও..... ।"

" ... উত্তরদিক হইতে ... ।"

"হে রাষ্ট্রপাল! তাহাও ..... ।"

"মহারাজ! এই কারণে ভগবান বলিয়াছেন ... ।"

"আশ্চর্য, রাষ্ট্রপাল! অদ্ভুত, রাষ্ট্রপাল!"

"সেই ভগবান সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধের অতি চমৎকার ভাষণÍ'লোক ঊন (অভাব-গ্রস্থ), অতৃপ্ত, তৃষ্ণার দাস'।"

"হে রাষ্ট্রপাল! প্রকৃতই লোক ঊন, অতৃপ্ত, তৃষ্ণার দাস'।" (৪)

৩০৭। আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল ইহা বলিলেন। ইহা বলিয়া অতঃপর এইরূপ কহিলেন,–

"সধন মনুষ্য দেখি এ ভব মাঝারে,
বিত্তলাভী মোহবশে দান নাহি করে।
লোভীগণ ধনরত্ন সঞ্চয় যা করে,
তথোধিক কাম্যবস্তু প্রার্থনা অন্তরে। (১)
বাহুবলে পৃথিবীজয় করিয়া রাজন,
সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হন।
সমুদ্রের এপারেতে তৃপ্ত নহে মন,
পরপার জিনিবারে করে আকিঞ্চন। (২)
রাজাসম অন্য বহু মানুষের মাঝে,
অতৃপ্ত-বাসনা সহ মরণে উপজে।
অভাব পোষিয়া হৃদে দেহ-ত্যাগ করে,
কাম-ভোগে তৃপ্তি নাই জগত মাঝারে। (৩)
আলু-তালু কেশে জ্ঞাতি করয়ে রোদন,
আহা! আহা! মরে গেল আপনার জন।
বস্ত্রাবৃত দেহ তার করিয়া বহন,
সজ্জিত চিতায় তাকে দেয় হুতাশন। (৪)
সম্পত্তি ছাড়িয়া এক বস্ত্রে আচ্ছাদিত,
শূলবিদ্ধ ক্ষত-অঙ্গ হয় ভস্মীভূত।
মৃয়মান মানবের রক্ষার কারণ,
জ্ঞাতি-মিত্র কিংবা নহে কোন বন্ধুজন। (৫)
তার ধনে অধিকারী হয় বংশাবলী,
যথাধর্ম সত্ব কিন্তু যায় কোথা চলি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কোন ধন অনুগামী না হয় তাহার,
দারা-পুত্র রাজ্য-ধন (স্বীয় দেহ আর)। (৬)
ধনদ্বারা আয়ুদীর্ঘ কভু নাহি হয়,
বিত্তের প্রভাবে জরা রুদ্ধ কভু নয়।
স্বল্পক্ষণ এজীবন বলে ধীরগণ,
অনিত্য-ভঙ্গুর ধর্ম (জড় ও চেতন)। (৭)
মৃত্যুস্পর্শে দুঃখ পায় সধন নিধন,
সমভাবে মৃত্যুলভে অজ্ঞ-বিজ্ঞজন।
অজ্ঞতা-বাধিত মুর্খ লভয়ে শয়ন,
মৃত্যু-স্পর্শে বিচলিত নহে বিজ্ঞজন। (৮)
ধনাপেক্ষা প্রজ্ঞা শ্রেষ্ঠ হয় যে কারণ,
যাতে হয় ইহ-লোকে ভব নিঃসরণ।
অমুক্ত বিধায় জীব ভ্রমি জন্মান্তর,
মোহবশে পাপকর্ম করে নিরন্তর। (৯)
সংসার প্রবাহে পড়ি ক্রমে সত্বচয়,
গর্ভে আর পরলোকে উপনীত হয়।
তথাবিধ প্রজ্ঞাহীন তীব্র শ্রদ্ধাবান,
গর্ভে আর পরলোকে করেন প্রয়াণ। (১০)
সন্ধি-মুখে পাপীচোর হইলে গৃহীত,
স্বকর্মেতে হয় যথা হত (নিপীড়িত)।
সেইরূপ পাপীজন পরলোক গত,
স্বকর্মেতে পাপাচারী হয় নির্যাতিত। (১১)
বিচিত্র-মধুর লাগে কাম-মনোহর,
বিরূপেতে প্রমথিত চিত্ত নিরন্তর।
ভোগ-সুখে দোষ, রাজ! করিয়া দর্শন,
প্রব্রজিত হই আমি তাহারি কারণ। (১২)
বৃক্ষ-ফল তুল্য সদা ঝরে জীবগণ,
দেহ-ত্যাগে যুবা-বুদ্ধ লভয়ে মরণ।
এই দৃশ্য দেখি রাজ! প্রব্রজ্যা জীবন,
নৈর্বানিক শ্রামণ্য ধর্ম করিনু বরণ। (১৩)

রাষ্ট্রপাল সূত্র সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮৩। মঘদেব সূত্র (২।৪।৩)

(কল্যাণ-মার্গ)

৩০৮। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান মিথিলায় মঘদেব আম্রবনে বিহার করিতেছিলেন।

ভগবান একস্থানে মৃদু হাসিলেন। তখন আয়ুষ্মান আনন্দের এরূপ চিন্তা হইলĮ‘ভগবানের মৃদু হাসি প্রকাশের কি হেতু, কি কারণ? তথাগত কারণ বিনা মৃদু হাসি প্রকাশ করেন না।’ তখন আয়ুষ্মান আনন্দ চীবর একাংশ করিয়া যেদিকে ভগবান, ... সেই দিকে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া ভগবানকে বলিলেন,“ভন্তে! ভগবানের স্মিতহাস্য প্রকাশের কারণ কি ... ?”

“আনন্দ! অতীতকালে এই মিথিলাতে মঘদেব নামক ধার্মিক ধর্মরাজা ছিলেন। (তিনি) ধর্মে (দশ কুশল কর্মপথে) স্থিত মহারাজা, ব্রাহ্মণ গৃহপতিদের প্রতি, নিগমবাসীদের প্রতি এবং জনপদবাসীদের প্রতিও সম-আচরণ করিতেন। চতুর্দশী (অমাবস্যা), পঞ্চদশী (পূর্ণিমা) এবং পক্ষের অষ্টমী তিথিতে উপোসথ (উপবাস ব্রত) পালন করিতেন।

তখন আনন্দ! রাজা মঘদেব বহু বর্ষের ... পর নাপিতকে বলিলেন,‘সৌম্য কল্পক! যখন আমার মস্তকে পক্ককেশ দেখিবে তখন আমাকে বলিবে।’

তখন আনন্দ! বহু বর্ষের ... পর নাপিত তাহা দেখিল এবং রাজাকে বলিল।

‘তাহা হইলে সৌম্য নাপিত! সাঁড়াশী দ্বারা সযত্নে তুলিয়া পক্ককেশগুলি আমার হাতে দাও।’

নাপিত তাহা ... রাজার হস্তে, দিল।

৩০৯। তখন আনন্দ! রাজা মঘদেব নাপিতকে শ্রেষ্ঠ গ্রাম উপহার দিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র কুমারকে ... ডাকাইয়া ইহা বলিলেন,“তাত কুমার! আমার দেব (মৃত্যু) দূত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, শিরে পক্ককেশ দেখা দিয়াছে। আমার মনুষ্য-কাম ভোগ হইয়াছে, এখন দিব্য-কাম অন্বেষণের সময়। এস, তাত কুমার! তুমি এই রাজ্যভার গ্রহণ কর। আমি কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া, কাষায়বস্ত্র পরিহিত হইয়া আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব। তাত! তুমিও যখন শিরে পক্ককেশ দেখিতে পাও তখন নাপিতকে উপহার দিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র কুমারকে ... রাজ্যভার অর্পণ করিয়া...প্রব্রজিত হইও। আমার স্থাপিত এই কল্যাণব্রত অনুবর্তন করিও তুমি কখনও অন্তিম পুরুষ হইও না। একবংশ সম্ভূত যেই পুরুষের বিদ্যমানে এতাদৃশ কল্যাণব্রতের সমুচ্ছেদ হয়, সে-ই তাহাদের অন্তিম পুরুষ। তাত কুমার! তোমাকে তাহা হইতে বলি না ...।’

অতঃপর আনন্দ! রাজা মঘদেব নাপিতকে এক উত্তম গ্রাম উপহার দিয়া, জ্যেষ্ঠপুত্র কুমারকে সুন্দরভাবে রাজত্বের অনুশাসন করিলেন এবং এই মঘদেব

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আম্রবনে....প্রব্রজিত হইলেন। তিনি তথায় মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা সহগত চিত্ত দ্বারা সকলদিক বিস্ফারিত করিয়া বাস করিতেন। ... তিনি চতুর্বিধ ব্রহ্মবিহার ভাবনা করিয়া ব্রহ্মালোকে উৎপন্ন হইলেন।

৩১০-৩১১। আনন্দ! রাজা মঘদেবের পুত্র নেমী ... , রাজা মঘদেবের পরম্পরাতে পুত্র-পৌত্রাদি এই মঘদেব ... আম্রবনে কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া ... প্রব্রজিত ও ব্রহ্মালোক পরায়ণ হইয়াছেন।

৩১২। আনন্দ! পুরাকালে সুধর্মা নামক সভাতে সম্মিলিত দেবগণের মধ্যে এই প্রসঙ্গ উৎপন্ন হইলI'আহা! বিদেহবাসীদের একান্তই লাভ, যাহাদের নেমীর ন্যায় ধার্মিক ধর্মরাজা, ধর্মেস্থিত। মহারাজা আছেন; ...।'

আনন্দ! দেবেন্দ্র শক্র তাবত্রিংশবাসী দেবতাদিগকে আহ্বান করিলেন,'মারিসগণ! তোমরা রাজা নেমীকে দেখিতে চাও কি? ... আজ রাজা পঞ্চদশীর উপোসথ গ্রহণ করিয়া প্রাসাদোপরে উপবিষ্ট আছেন। ...।' তখন দেবরাজ শক্র রাজা নেমীর নিকট উপস্থিত হইলেন। ... 'মহারাজ! তাবস্ত্রিংশ স্বর্গবাসী দেবগণ আপনাকে দেখিতে ইচ্ছুক। মহারাজ! আপনার জন্য আমি সহস্র অশ্বযুক্ত শ্রেষ্ঠ রথ পাঠাইয়া দিব। আপনি অকম্পিত হৃদয়ে আরোহণ করিবেন।' নেমীরাজের স্বীকৃতি অবগত হইয়া দেবরাজ দেবলীলায় তাবস্ত্রিংশ দেবলোকে চলিয়া গেলেন।

৩১৩। তৎপর দেবেন্দ্র শক্র সেবক মাতলীকে বলিলেন,'সৌম্য মাতলি! রথ লইয়া রাজা নেমীকে লইয়া আস।' 'হাঁ, দেব!' বলিয়া মাতলী ... নেমী রাজার নিকট গিয়া বলিলেন,'মহারাজ! আপনাকে কোন পথে নিব? পাপীর পাপফল ভোগের পথে কিংবা পুণ্যাত্মার পুণ্যফল ভোগের পথে?'

'মাতলি! উভয়দিক দেখাইয়া আমাকে নিয়া যান।'

... , আনন্দ! মাতলী নেমীরাজকে সুধর্মা সভায় পৌঁছাইলেন। দেবরাজ তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইলেন। ... 'মহারাজ! দেবগণের সঙ্গে দেবানুভাবে আপনি অভিরমিত হউন।

৩১৪। 'না, মারিস! আমাকে মিথিলাতেই[১] পুনঃ পাঠাইয়া দেন।' ... নেমীরাজকে মিথিলাতেই পাঠানো হইল।

৩১৫। আনন্দ! নেমীও এই মঘদেব আম্রবনে প্রব্রজিত হইয়াছিলেন। আনন্দ! রাজা নেমীর কলার-জনক নামক পুত্র ছিলেন। তিনি প্রব্রজিত হন নাই, কল্যাণব্রত সমুচ্ছেদ করিলেন এবং তিনিই ছিলেন তাঁহাদের অন্তিম পুরুষ ...।

৩১৬। আনন্দ! হয়ত তোমার মনে হইতে পারে সেই সময় অপর কেহ রাজা

[১]। গঙ্গা, গণ্ডক, কোসী, হিমালয়ের মধ্যবর্তী ত্রিহুত প্রদেশ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মঘদেব ছিলেন, যিনি এই কল্যাণব্রত প্রতিষ্ঠা করেন। আনন্দ! তাহা তদ্রূপ মনে করিও না, আমিই তখন মঘদেব রাজা ছিলাম, আর কল্যাণব্রত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। আমার প্রতিষ্ঠিত কল্যাণব্রতের পশ্চিম জনতা অনুবর্তন করিয়াছে। কিন্তু আনন্দ! সেই কল্যাণব্রত নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি কিংবা নির্বাণের নিমিত্ত সংবর্তিত হয় নাই, তাহা কেবলমাত্র ব্রহ্মলোকে উৎপত্তির উপায়।

আনন্দ! এই সময় আমি যে কল্যাণব্রত প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, তাহা একান্ত, নির্বেদ ... নির্বাণার্থ সংবর্তিত হয়। আনন্দ! বর্তমানে আমার প্রতিষ্ঠিত কল্যাণব্রত কি যাহা ... নির্বাণের উপায় হয়? এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই, যথাIসম্যক-দৃষ্টি, সঙ্কল্প, বাক্য, কর্ম, আজীব, বীর্য, স্মৃতি ও সমাধি! ইহাই আনন্দ! কল্যাণব্রত যাহা আমি স্থাপন করিয়াছি। আনন্দ! তোমাদিগকে আমি নিশ্চিত বলিতেছিIআমার প্রতিষ্ঠিত এই কল্যাণব্রতের অনুবর্তন কর। তোমরা আমার অন্তিম পুরুষ হইওনা।”

ভগবান ইহা বলিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

মঘদেব সূত্র সমাপ্ত।

৮৪। মধুর সূত্র (২।৪।৪)

(বর্ণ-ব্যবস্থার খণ্ডন)

৩১৭। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ণ[১] (উত্তর) মধুরায় (মথুরায়) গুন্দাবনে[২] বিহার করিতেছেন।

মাথুররাজ অবন্তিপুত্র[৩] শুনিলেন যে শ্রমণ কাত্যায়ণ মথুরায় গুন্দাবনে বিহার করিতেছেন। সেই মাননীয় কাত্যায়ণের এরূপ কল্যাণকীর্তি-শব্দ উদ্গাত হইয়াছে, ‘তিনি পণ্ডিত, ব্যক্ত, মেধাবী, বহুশ্রুত, বিচিত্রকথী, কল্যাণ-প্রতিভাবান, বৃদ্ধ আর অর্হৎ হন। তথাবিধ অর্হতদের দর্শন সাধু হয়।’

তখন রাজামাথুর অবন্তিপুত্র উত্তমোত্তম যান সজ্জিত করিয়া ... আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ণকে দর্শনার্থ মথুরা হইতে বাহির হইলেন। যে পর্যন্ত, যানের রাস্তা ছিল, সে পর্যন্ত, যানে গিয়া (পুনঃ) যান হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজেই

১। উজ্জয়নী রাজপুরোহিতের পুত্র (প-সূ)

২। কালমুখা তৃণ (প-সূ)

৩। তিনি অবন্তিরাজ প্রদ্যোতের কন্যার পুত্র ছিলেন। (অঃ ক)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যেখানে আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ণ ছিলেন, তথায় ... যাইয়া আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ণের সহিত ... সম্মোদন করিয়া একপ্রান্তে, বসিলেন। একপ্রান্তে, বসিয়া রাজা অবন্তিপুত্র আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ণকে বলিলেন,"ভো কাত্যায়ণ! ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন্I'ব্রাহ্মণই উত্তমবর্ণ, অপরবর্ণ হীন; ব্রাহ্মণই শুক্লবর্ণ, অপরবর্ণ কৃষ্ণ; ব্রাহ্মণই শুদ্ধ হয়, অব্রাহ্মণেরা নহে; ব্রাহ্মণেরাই ব্রহ্মার ঔরস-পুত্র, মুখ-জাত, ব্রহ্মজ, ব্রহ্ম-নির্মিত ও ব্রহ্মের দায়াদ হন।' এ সম্বন্ধে মাননীয় কাত্যায়ণ কি বলেন?"

"মহারাজ! ইহা জগতে ঘোষণা (ব্যবহার) মাত্র ...। তাহাও মহারাজ! পর্যায়ানুসারে জানিতে হইবে যে জগতে যে কিংবদন্তি, আছে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ অন্যবর্ণ হীণ ...।

৩১৮। তাহা কি মনে করেন, মহারাজ! যদি ক্ষত্রিয় ধন, ধান্য, স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য দ্বারা সমৃদ্ধ হয়; তবে তাহার পূর্বে উত্থানশীল, পশ্চাতশায়ী (মালিকের পূর্বে উত্থানশীল ও পশ্চাতে শয়নকারী), কিংকর্তব্য-জিজ্ঞাসু, মনাপচারী (মনের মত আচরণকারী), প্রিয়ভাষী অপর ক্ষত্রিয়ও চাকর হইবে নহে কি? ব্রাহ্মণও ... ? বৈশ্যও ... ? শূদ্রও ... ?"

"হে কাত্যায়ণ! যদি ক্ষত্রিয়ও.....সমৃদ্ধ হয়, তবে অপর ক্ষত্রিয়ও তাঁহার ... প্রিয়বাদী ও বাধ্য হইবে; ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্রও হইবে।"

"তাহা কি মনে করেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণ যদি ধন ... দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, তবে ব্রাহ্মণও তাঁহার মত ... প্রিয়বাদী হইবে নহে কি? বৈশ্য, শূদ্র, ক্ষত্রিয়ও ... হইবে নহে কি?"

"হে কাত্যায়ণ! যদি ব্রাহ্মণও ... সমৃদ্ধ হয়, তবে অপর ব্রাহ্মণও তাঁহার ... প্রিয়বাদী হইবে। বৈশ্য, শূদ্র, ক্ষত্রিয়ও ...।"

"মহারাজ! বৈশ্য যদি ... সমৃদ্ধ হয় ... ?"

"হে কাত্যায়ণ! যদি বৈশ্যও...সমৃদ্ধ হয়, তবে অপর বৈশ্যও তাঁহার ... প্রিয়বাদী হইবে। শূদ্র, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণও...।"

"মহারাজ! শূদ্র যদি ... সমৃদ্ধ হয় ...?"

"হে কাত্যায়ণ! যদি শূদ্রও ... সমৃদ্ধ হয়, তবে অপর শূদ্রও তাঁহার ... প্রিয়বাদী হইবে। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্যও হইবে।"

"তাহা কি মনে করেন, মহারাজ! যদি এরূপ হয়, তবে এই চারিবর্ণ সম-সম হয় অথবা নহে? এ সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত?"

"নিশ্চয় হে কাত্যায়ণ! এরূপ হইলে এই চারিবর্ণ সম-সম। আমি ইহাতে কোন প্রভেদ দেখিতেছিনা।"

"মহারাজ! এই কারণেই আপনার জানা উচিত 'ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, অন্যবর্ণ হীন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

... দায়াদ, ইহা জগতে প্রবাদ মাত্র।"

৩১৯। "তাহা কি মনে করেন, মহারাজ! এখানে ক্ষত্রিয় প্রাণিহিংসুক, চোর, ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী, পিশুনভাষী, কর্কশভাষী, সম্প্রলাপী অভিধ্যালু, বিদ্বেষ-চিত্ত ও মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন হয়, তবে দেহত্যাগে মৃত্যুর পর ... নরকে উৎপন্ন হইবে কিংবা না হইবে?" ইহাতে আপনার কি অভিমত?"

"হে কাত্যায়ণ! ক্ষত্রিয়ও যদি প্রাণিহিংসুক হয়, তবে সে ... নরকে উৎপন্ন হইবে। ইহা আমার অভিমত, অথচ ইহা আমি অর্হতদের নিকটও শুনিয়াছি।"

"সাধু! সাধু! (ঠিক) মহারাজ! এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত ঠিক, আর আপনি অর্হৎগণ হইতে ঠিকই শুনিয়াছেন।"

তাহা কি মনে করেন, মহারাজ! এখানে ব্রাহ্মণ প্রাণিহিংসুক ...। বৈশ্য প্রাণিহিংসুক ...। শূদ্র প্রাণিহিংসুক.....হয়, তবে সে নরকে উৎপন্ন হইবে কিংবা হইবে না? ইহাতে আপনার কি অভিমত?"

"হে কাত্যায়ণ! ... শূদ্রও যদি প্রাণিহিংসুক হয়, তবে সে নরকে উৎপন্ন হইবে; ইহাই আমার অভিমত, অর্হতদের কাছেও আমি এরূপ শুনিয়াছি।"

"সাধু, সাধু, মহারাজ! ঠিকই আপনার অভিমত, আর অর্হতদের কাছেও ইহা ঠিকই শুনিয়াছেন।"

"কি মনে করেন, মহারাজ! এরূপ হইলে এখানে চারিবর্ণ সম-সম হয় কি না হয়? এ সম্বন্ধে আপনার মত কি?"

"নিশ্চয়, হে কাত্যায়ণ! এরূপ হইলে এক্ষেত্রে চারিবর্ণ সম-সম, এখানে আমি কোন প্রভেদ দেখি না।"

"এ কারণেও মহারাজ! আপনার বুঝা উচিত যে ইহা প্রবাদ মাত্র।'ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ ... ব্রহ্মার দায়াদ'।"

৩২০। "তাহা কি মনে করেন, মহারাজ! এখানে কোন ক্ষত্রিয় প্রাণিহিংসা হইতে বিরত হয়, চুরি হইতে, কাম মিথ্যাচার হইতে, মিথ্যাবাদ হইতে, পিশুন, কর্কশ, সম্প্রলাপ হইতে বিরত হয়; অলোভ, অদ্বেষ ও সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন (সত্য-মতাবলম্বী) হয়, তবে (সে) দেহত্যাগে মৃত্যুরপর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবে কিংবা হইবে না? ইহাতে আপনার কি মত?"

"হে কাত্যায়ণ! ক্ষত্রিয়ও যদি প্রাণিহিংসা হইতে বিরত হয় ... সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হয়, তবে স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবে। ইহাই আমার মত, অর্হতদের নিকটও আমি ইহা শুনিয়াছি।"

"সাধু, সাধু, মহারাজ! ... আপনি অর্হতদের নিকট ঠিকই শুনিয়াছেন।

তাহা কি মনে করেন, মহারাজ! এখানে কোন ব্রাহ্মণ ... , বৈশ্য ..., শূদ্র ... প্রাণিহিংসা হইতে বিরত হয় ... সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হয়, তবে স্বর্গলোকে উৎপন্ন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইবে কি না হইবে?"

" ... উৎপন্ন হইবে ...।"

"মহারাজ! এরূপ হইলে চারিবর্ণ সম-সম কি নহে? ... ?"

"নিশ্চয়, ভো কাত্যায়ণ!"

"এই কারণেও মহারাজ! আপনার বুঝা উচিত যে জগতে ইহা প্রবাদ মাত্রÍ'ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠবর্ণ ... ব্রহ্মার দায়াদ'।"

৩২১। "তাহা কি মনে করেন, মহারাজ! কোন ক্ষত্রিয় সন্ধিচ্ছেদ করে (সিঁধ কাটে), গ্রাম লুণ্ঠন করে, ডাকাতি করে, দস্যুবৃত্তি করে, পরস্ত্রী-গমন করে। রাজপুরুষেরা তাহাকে ধরিয়া আপনাকে দেখায়Í'দেব! এই ব্যক্তিই আপনার অপরাধী চোর, ইহার সমুচিত দণ্ড বিধান করুন।' তখন আপনি উহার কি করিবেন?"

"হে কাত্যায়ণ! আমি উহাকে প্রাণদণ্ড, বন্ধনাগার কিংবা নির্বাসন দণ্ড বিধান করিব অথবা যথাপরাধ শাস্তি, ঘোষণা করিব। ইহার কারণ কি? হে কাত্যায়ণ! পূর্বে তাহার যে ক্ষত্রিয় সংজ্ঞা ছিল, উহা এখন অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন চোরই তাহার সংজ্ঞা।"

"কি মনে করেন, মহারাজ! কোন ব্রাহ্মণ ... , বৈশ্য ... , শূদ্র ... সন্ধিচ্ছেদ করে ... তবে আপনি তাহাকে কি করিবেন?"

"হে কাত্যায়ণ! আমি তাহাকে দণ্ড দিব, ... চোরই তাহার নাম।"

"কি মনে করেন, মহারাজ! এরূপ হইলে চারিবর্ণ সম-সম হয় কিংবা হয় না?"

"নিশ্চয়, হে কাত্যায়ণ! সম-সম হয়।"

"এই কারণেই মহারাজ! আপনার বুঝা উচিত যে জগতে ইহা প্রবাদ মাত্রÍ'ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ ... ব্রহ্মার দায়াদ'।"

৩২২। "তাহা কি মনে করেন, মহারাজ! এখানে কোন ক্ষত্রিয় কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া কাষায় বসন পরিধান পূর্বক আগার হইতে অনাগারিক ভাবে প্রব্রজিত হয়। সে প্রাণিহিংসা হইতে বিরত, অদত্তদান ... মৃষাবাদ হইতে বিরত হয়, একাহারী, ব্রহ্মচারী, শীলবান (সদাচারী), কল্যাণধর্মা হয়, তবে তাহার সাথে আপনি কি ব্যবহার করিবেন?"

"হে কাত্যায়ণ! অভিবাদন, প্রত্যুত্থান করিব; আসন দ্বারা নিমন্ত্রণ করিব, চীবর-পিণ্ডপাত (ভিক্ষা), শয়ন-আসন, গিলান-প্রত্যয় (রোগে পথ্য ও ভৈষজ্য) প্রদান করিব, তাঁহার ধার্মিক রক্ষাবরণ-গুপ্তির সংবিধান করিব। কারণ কি? হে কাত্যায়ণ! পূর্বে যে উহার ক্ষত্রিয় সংজ্ঞা ছিল এখন তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন শ্রমণই তাঁহার সংজ্ঞা।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"মহারাজ! কোন ব্রাহ্মণ ... , বৈশ্য ... , শূদ্র কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া....প্রব্রজিত হয়, ... কল্যাণধর্মা (পুণ্যাত্মা) হয়, তবে তাহাকে কি করিবেন?"

"হে কাত্যায়ণ! অভিবাদন ... করিব, তাঁহাদের ধার্মিক রক্ষা ... সম্পাদন করিব। কারণ কি? হে কাত্যায়ণ! পূর্বে তাঁহাদের যে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র সংজ্ঞা ছিল, উহা এখন অন্তর্হিত হইয়াছে। আজ শ্রমণই তাঁহাদের সংজ্ঞা।"

"কি মনে করেন, মহারাজ! এরূপ হইলে চারিবর্ণ সম-সম হয় কিংবা নহে? ... ?"

"নিশ্চয়, হে কাত্যায়ণ!"

"এই প্রকারেও মহারাজ! আপনার বুঝা উচিত যে জগতে ইহা প্রবাদ মাত্র্্I'ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ ... ব্রহ্মার দায়াদ'।"

৩২৩। এইরূপ উক্ত হইলে ... রাজা অবন্তিপুত্র আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ণকে বলিলেন,"আশ্চর্য, হে কাত্যায়ণ! অতি চমৎকার, হে কাত্যায়ণ! যেমন অধঃমুখকে ঊর্ধ করিলেন ... এই প্রকারেই মাননীয় কাত্যায়ণ! অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশ করিলেন, এই আমি মাননীয় কাত্যায়ণের শরণ লইলাম, ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘেরও। মাননীয় কাত্যায়ণ! আজ হইতে আমাকে অঞ্জলিবদ্ধ শরণাগত উপাসক রূপে স্বীকার করুন।"

"মহারাজ! আপনি আমার শরণ গ্রহণ করিবেন না। আপনি সেই ভগবানেরই শরণ গ্রহণ করুন, যাঁহার শরণ আমিও গ্রহণ করিয়াছি।"

"হে কাত্যায়ণ! সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ বর্তমানে কোথায় বাস করিতেছেন?"

"মহারাজ! সেই অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ বর্তমানে পরিনির্বাপিত।"

"হে কাত্যায়ণ! যদি আমরা শুনিতাম সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ দশ যোজন দূরে আছেন, তবে আমরা সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের দর্শনার্থ দশ যোজনও যাইতাম, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, শতযোজনও ... যাইতাম। যেহেতু হে কাত্যায়ণ! সেই ভগবান মহাপরিনির্বাপিত হইয়াছে, তথাপি আমরা নির্বাণ প্রাপ্ত সেই ভগবানের শরণ লইলাম, ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘেরও। আজ হইতে মাননীয় কাত্যায়ণ! ... আমাকে আজীবন শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুন।"

মধুর সূত্র সমাপ্ত।

৮৫। বোধি রাজকুমার সূত্র (২।৪।৫)

বুদ্ধ জীবনী (গৃহত্যাগ হইতে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি পর্যন্ত)

৩২৪। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এক সময় ভগবান ভর্গদেশে[১] সুংসুমারগিরির ভেস-কলাবন মৃগদাবে বিহার করিতেছেন।

সেই সময় বোধি রাজকুমারের কোকনদ নামক প্রাসাদ অচিরে নির্মিত হইয়াছে, এখনও কোন শ্রমণ, ব্রাহ্মণ কিংবা কোন মনুষ্যজাতির অব্যবহৃত। তখন বোধি রাজকুমার সঞ্জিকাপুত্র মাণককে[২] আহ্বান করিলেন,"এস তুমি, সৌম্য সঞ্জিকাপুত্র! যেখানে ভগবান আছেন, তথায় যাও; গিয়া আমার বচনে ভগবানের পায়ে নতশিরে বন্দনা কর। আরোগ্য, অনাতঙ্ক, লঘুস্থান (শারীরিক কার্যক্ষমতা), বল ও সুখ-বিহার জিজ্ঞাসা করÍ'ভন্তে! রাজকুমার বোধি ভগবানের চরণে নতশিরে বন্দনা করিয়া আরোগ্য ... জিজ্ঞাসা করিয়াছেন'।"

"হা, প্রভু!" বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া সঞ্জিকাপুত্র মাণবক যেখানে ভগবান আছেন, তথায় গেলেন; গিয়া ভগবানের সহিত সম্মোদন করিলেন ... (কুশল প্রশ্ন) ... জিজ্ঞাসা করিয়া একপ্রান্তে, বসিলেন। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট সঞ্জিকাপুত্র মাণবক ভগবানকে বলিলেন,"ভো গৌতম! বোধি রাজকুমার আপনার চরণে ...। বোধি রাজকুমারের গৃহে আগামী কল্যের ভোজন স্বীকার করুন।"

ভগবান মৌনভাবে স্বীকার করিলেন।

তখন সঞ্জিকাপুত্র মাণবক ভগবানের স্বীকৃতি অবগত হইয়া আসন হইতে উঠিয়া যেখানে বোধি রাজকুমার ছিলেন তথায় গেলেন, গিয়া বোধি রাজকুমারকে বলিলেন,"আপনার বাক্যানুসারে আমি সেই ভগবান গৌতমকে বলিয়াছিÍ'ভো গৌতম! বোধি রাজকুমার আপনার পাদপদ্মে প্রণাম করিয়াছেন ...।' শ্রমণ গৌতম নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়াছেন।"

৩২৫। তখন বোধি রাজকুমার সেই রাত্রি গত হইলে স্বীয় প্রাসাদে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া কোকনদ প্রাসাদকে সিঁড়ির নিচে পর্যন্ত, বস্ত্রাচ্ছাদিত করাইয়া সঞ্জিকাপুত্র মাণবককে আহ্বান করিলেন,"এস, সৌম্য সঞ্জিকাপুত্র! ভগবানের নিকট উপস্থিত হও, গিয়া ভগবানকে সময় জ্ঞাপন কর,-- 'ভন্তে! সময় হইয়াছে, ভাত প্রস্তুত আছে'।"

"হাঁ, প্রভু!" ... সময় জ্ঞাপন করিলেন ...।

তখন ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে নিবাসন পরিধান করিয়া পাত্র-চীবর ধারণ করিয়া যেখানে বোধি রাজকুমারের নিবাস তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই সময় বোধি রাজকুমার ভগবানের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া বহির্দ্বার কো'কে (নহবৎ খানার বাহিরে) দাঁড়াইলেন। বোধি রাজকুমার দূর হইতে ভগবানকে আসিতে দেখিলেন,

---

[১]। বর্তমান চুণার (জিঃ মির্জাপুর)

[২]। ব্রাহ্মণ কুমার।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দেখিয়া প্রত্যুৎগমন করিলেন, ভগবানকে অভিবাদন করিলেন, এবং ভগবানকে সম্মুখে রাখিয়া যেখানে কোকনদ প্রসাদ তথায় লইয়া গেলেন। তখন ভগবান নীচে সিঁড়ির পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। তখন বোধি রাজকুমার ভগবানকে বলিলেন,"ভন্তে, ভগবন! বস্ত্রে আরোহণ করুন। সুগত! বস্ত্রের উপর দিয়া চলুন। তাহা আমার দীর্ঘকাল হিতসুখের কারণ হউক।"

এরূপ বলিলে ভগবান নীরব রহিলেন।

দ্বিতীয়বার তৃতীয়বারও বোধি রাজকুমার অনুরোধ করিলেন।

৩২৬। অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দের দিকে চাহিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ বোধি রাজকুমারকে বলিলেন,"রাজকুমার! বস্ত্র সমূহ তুলিয়া লউন। ভগবান বস্ত্রখণ্ডের (চেলপতিং) উপর দিয়া যাইবেন না। তথাগত পরবর্তী জনতার প্রতি লক্ষ্য করিতেছেন।"

তখন বোধি রাজকুমার কাপড় সমূহ অপসারণ করাইয়া কোকনদ প্রাসাদের উপর আসন সজ্জিত করাইলেন। ভগবান কোকনদ প্রাসাদে আরোহণ করিয়া ভিক্ষুসংঘের সহিত সজ্জিত আসনে উপবেশন করিলেন। তখন বোধি রাজকুমার বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দ্বারা সহস্তে, সন্তর্পিত করিলেন, সন্তুষ্ট করিলেন। ভোজনের পর ভগবান পাত্র হইতে হস্ত, উত্তোলন করিলে বোধি রাজকুমার এক নীচ আসন লইয়া একপ্রান্তে, বসিলেন, একপ্রান্তে, উপবিষ্ট বোধি রাজকুমার ভগবানকে বলিলেন,"ভন্তে! আমার এ ধারণা হয় যে 'সুখ দ্বারা সুখ লাভ হয় না, দুঃখ দ্বারা সুখ লাভ হয়'।"

৩২৭। "রাজকুমার! সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ ও বোধিসত্ব অবস্থায় আমারও এই ধারণাই ছিলÏ'সুখে সুখ অধিগম্য নহে, দুঃখে সুখ অধিগম হয়।' এই কারণে রাজকুমার! সেই সময় আমি দহর (তরুণ) অবস্থায়ই গাঢ় কালকেশ ভদ্র যৌবন সম্পন্ন প্রথম বয়সে অশ্রুমুখে রোদন পরায়ণ মাতা-পিতার অনিচ্ছা সত্বে কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া কাষায় বস্ত্র আচ্ছাদিত হইয়া আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছি। এই প্রকারে প্রব্রজিত হইয়া 'কুশল কি?' তাহার অন্বেষণে এবং অনুত্তর বর শান্তিপদ (নির্বাণ) অনুসন্ধান মানসে আলাড়কালামের[১] নিকট উপস্থিত হই, উপস্থিত হইয়া আলাড়কালামকে বলিলামÏ'বন্ধু কালাম! আপনার এই ধর্মবিনয়ে আমি ব্রহ্মচর্যবাস করিতে ইচ্ছা করি।' এরূপ বলিলে রাজকুমার! আলাড়কালাম আমাকে বলিলেন,'বিহার করুন আয়ুষ্মান। তাদৃশ এই ধর্মতত্ব, যাহাতে বিজ্ঞপুরুষ অচিরেই স্বীয় আচার্যত্বকে অভিজ্ঞা দ্বারা স্বয়ং সাক্ষাৎকার ও লাভ করিয়া বিহার করিতে পারেন।'

[১]। কালামগোত্র সম্ভূত আলাড় (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রাজকুমার! অচিরেই, অতি সত্বরই আমি সেই ধর্মবিনয় আয়ত্ত করি। রাজকুমার! তখন আমি ওষ্ঠপ্রহত মাত্রেই ও লপিতালাপন মাত্রেই (ভাষিত ভাষণ মাত্রেই) তৎক্ষণাৎই সেই জ্ঞানবাদ ও স্থবিরবাদ (বৃদ্ধদেব সিদ্ধান্ত) বলিতে পারি।, জানিতে পারি, দেখিতে পারি ... বলিয়া আমি জ্ঞাপন করিলাম, অপরেও তাহা পারে।

রাজকুমার! আমার মনে (এই চিন্তা) হইলI'আলাড়কালাম এই ধর্মকে কেবল বিশ্বাসের উপর নহেIস্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া, অধিগত হইয়া, বিহার করিতেছিIবলিয়া প্রকাশ করেন। নিশ্চয় আলাড়কালাম এই ধর্ম জানিয়া, দেখিয়া উহাতে বিহার করিতেছেন।' অনন্তর আমি যেখানে আলাড়কালাম ছিলেন তথায়, দেখিয়া উহাতে বিহার করিতেছেন।' অনন্তর আমি যেখানে আলাড়কালাম ছিলেন তথায় উপনীত হই, উপনীত হইয়া আলাড়কালামকে জিজ্ঞাসা করিI'আবুস কালাম! আপনি সাধনার কোন স্তর পর্যন্ত, (কিত্তাবতা) এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া, প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ করিতেছেন?' ইহা জিজ্ঞাসিত হইলে, রাজকুমার! আলাড়কালাম 'আকিঞ্চণ্যায়তন (স্তর)' প্রকাশ করিলেন।

রাজকুমার! তখন আমার এ ধারণা জন্মিলI'কেবল আলাড়কালামের শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা আছে এমন নহে; আমারও আছে। সুতরাং যে ধর্ম আলাড়কালাম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া, প্রাপ্ত হইয়া বিহার করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ করেন সেই ধর্মের সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত আমিও উদ্যম করিব।' রাজকুমার! আমি অচিরে, অতি সত্বর স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া, প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করিলাম। রাজকুমার! তখন আমি আলাড়কালামের নিকট গিয়া তাঁহাকে বলিলামI'আবুস কালাম! এপর্যন্ত, নহে কি, আপনি এই ধর্ম স্বয়ং জানিয়া, প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন?'

'হাঁ, আবুস! আমি এপর্যন্ত, এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া, প্রাপ্ত হইয়া উপদেশ করি।'

'আবুস! এপর্যন্ত, ত আমিও এই ধর্মকে স্বয়ং জানিয়া, উপলব্ধি করিয়া অবস্থান করিতে পারি।'

'আবুস! আমাদের লাভ, আমাদের সুলাভ হইয়াছে। যেহেতু আমরা আপনার ন্যায় আয়ুষ্মানকে সব্রহ্মচারী (গুরুভাই) রূপে দেখিতে পাইলাম। যে ধর্ম আমি স্বয়ং ... জ্ঞাত হইয়া ... উপদেশ করি, আপনিও সে ধর্ম স্বয়ং ... জ্ঞাত হইয়া ... বিহার করিতেছেন; আপনি যে ধর্মকে স্বয়ং জ্ঞাত হইয়াছেন ... , আমিও সে ধর্মকে ... জ্ঞাত হইয়া ... উপদেশ করি। এই প্রকারে আমি যে ধর্ম জানি সে ধর্ম আপনিও জানেন। যে ধর্ম আপনি জানেন ঠিক সে ধর্ম আমিও জানি। এইরূপে যাদৃশ আমি তাদৃশ আপনি, যাদৃশ আপনি তাদৃশ আমি। অতএব আসুন, বন্ধু!

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এখন হইতে আমরা উভয়ে একসঙ্গে এই শিষ্যগণকে পরিচালনা করি।' রাজকুমার! এই প্রকারে আলাড়কালাম আমার আচার্য (শিক্ষাগুরু) হইয়াও অন্তেবাসী আমাকে তাঁহার সমস্থানে স্থাপন করিলেন, উদার পূজায় আমাকে সম্মান করিলেন। তখন আমার এই ধারণা জন্মিল—'এই ধর্ম নির্বেদের (উদাসীনতার) জন্য, বৈরাগ্যের জন্য, নিরোধের নিমিত্ত, উপশমের (শান্তির) নিমিত্ত নহে; অভিজ্ঞার (দিব্য শক্তির) নিমিত্ত, সম্বোধির জন্য, নির্বাণার্থও সংবর্তিত হয় না; মাত্র আকিঞ্চণ্যায়তন উৎপত্তি পর্যন্তই।' রাজকুমার! তখন আমি সেই ধর্মকে পর্যাপ্ত মনে না করিয়া নিরপেক্ষভাবে তথা হইতে প্রস্থান করি।

৩২৮। রাজকুমার! তখন আমি 'কুশল কি?' ইহা অন্বেষণে সর্বোত্তম শান্তিপদ অনুসন্ধান করিতে করিতে যেখানে উদ্দক-রামপুত্র ছিলেন তথায় উপনীত হই। তথায় উপস্থিত হইয়া উদ্দক-রামপুত্রকে বলিলাম—'আবুস! আমি আপনার ধর্মবিনয়ে ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতে ইচ্ছা করি।' এরূপ উক্ত হইলে, রাজকুমার! উদ্দক-রামপুত্র আমাকে বলিলেন,'এখানে বিহার করুন, আয়ুষ্মান! ইহা তাদৃশ ধর্ম, যাহাতে বিজ্ঞপুরুষ অচিরেই স্বীয় আচার্যত্বকে স্বয়ং জানিয়া সাক্ষাৎকার করিয়া, প্রাপ্ত হইয়া বিহার করিতে পারেন।' রাজকুমার! সেই আমি অচিরেই, অতিশীঘ্রই সেই ধর্মকে পরিপূর্ণ আয়ত্ত করিলাম। তখন আমি ওষ্ঠসঞ্চালন মাত্রই, ভাষিত ভাষণ মাত্রেই তৎক্ষণাৎ সেই জ্ঞানবাদ আর স্থবিরবাদ বলিতে পারি, জানিতে পারি, দেখিতে পারি বলিয়া জ্ঞাপন করিলাম। আর অপরেও তাহা করিল।

তখন আমার মনে এই চিন্তার উদয় হইল—'রামপুত্র কেবল শ্রদ্ধার উপর নির্ভর করিয়া নহে—এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া, প্রাপ্ত হইয়া বিহার করিতেছি বলিয়া প্রকাশ করেন। নিশ্চয় রামপুত্র এই ধর্ম স্বয়ং জানিয়া দেখিয়া উহাতে বিহার করেন।' তৎপর হে রাজকুমার! যেখানে উদ্দক-রামপুত্র আছেন আমি তথায় উপস্থিত হইলাম, উপনীত হইয়া তাঁহাকে ইহা কহিলাম—'আবুস রামপুত্র! আপনি এই ধর্ম কি পরিমাণ স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া, প্রাপ্ত হইয়া উপদেশ করিতেছেন?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে উদ্দক-রামপুত্র 'নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন' নামক অরূপ ব্রহ্মধ্যান পর্যন্ত, ঘোষণা করিলেন।

তখন রাজকুমার! আমার মনে এই চিন্তা হইল—'কেবল যে রামপুত্রের শ্রদ্ধা আছে এমন নহে, আমার নিকটও শ্রদ্ধা আছে; কেবল যে রামপুত্রের বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা আছে এমন নহে, আমারও তাহা আছে। অতএব যে ধর্ম রামপুত্র—স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া, প্রাপ্ত হইয়া বিহার করিতেছি বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন আমি সে ধর্ম প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিব।'

রাজকুমার! তখন আমি অচিরে, অতি সত্বরই সে ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সাক্ষাৎকার করিয়া, প্রাপ্ত হইয়া বিহার করিলাম। ...। এইরূপে আমার আচার্য হইয়াও উদ্দর-রামপুত্র অন্তেবাসী আমাকে তাঁহার সমস্থানে স্থাপন করিলেন ...। সে কারণে আমি নিরপেক্ষভাবে সে ধর্ম হইতে চলিয়া আসিলাম।

৩২৯। রাজকুমার! 'কুশল কি?' ইহার গবেষণাকারী রূপে অনুত্তর বর শান্তিপদের সন্ধান মানসে আমি মগধ প্রদেশে ক্রমান্তয়ে বিচরণ করিতে করিতে যেখানে উরুবেলা সেনানী নিগম তদভিমুখে অগ্রসর হইলাম। তথায় আমি দেখিতে পাইলাম এক রমণীয় ভূমিভাগ, মনোহর বনষণ্ড (গভীরবন) ও অদূরে স্বচ্ছসলিলা সুতীর্থযুক্তা নদী প্রবাহমানা এবং চতুর্দিকে রমণীয় গোচরগ্রাম[১]। তখন আমার মনে এই চিন্তার উদয় হইলIআহা! একান্তই রমণীয় ভূভাগ ... প্রসাদজনক বনষণ্ড স্বচ্ছসলিলা শ্বেত সুতীর্থযুক্তা রমণীয়া নদী প্রবাহিতা; চতুর্দিকে গোচরগ্রাম। সাধনাপ্রয়াসী কুলপুত্রের পক্ষে[২] সাধনার নিমিত্ত ইহাই ত উপযুক্ত স্থান।' রাজকুমার! ইহাই সাধনার উপযুক্ত মনে করিয়া আমি সে স্থানেই ধ্যানে নিবিষ্ট হইলাম।

রাজকুমার! তখন আমার নিকট তিনটি অশ্রুতপূর্ব অত্যাশ্চর্য উপমা প্রতিভাত হয়I(১) যেমন ক্ষীরযুক্ত (সুেহে) আর্দ্রকাষ্ঠ[৩] জলে নিক্ষিপ্ত হইল। তৎপর কোন পুরুষ 'অগ্নি প্রজ্বলিত করিব, তেজ প্রাদুর্ভূত করিব' এই চিন্তা করিয়া যদি উত্তরারণি[৪] লইয়া তথায় আসেIরাজকুমার! কি মনে করেন, সেই ব্যক্তি ুেহেযুক্ত জলে নিক্ষিপ্ত সেই আর্দ্রকা'কে উত্তরারণি লইয়া মন্থন করিলে অগ্নি উৎপাদন করিতে, তেজ প্রাদুর্ভূত করিতে পারিবে কি?"

"না ভন্তে! তাহা কখনও সম্ভব নহে।"

"ইহার কারণ কি? যেহেতু সেই কাষ্ঠ ুেহেযুক্ত ও আর্দ্র, তদুপরি তাহা জলে নিক্ষিপ্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি তাহাতে কেবল শ্রম-ক্লান্তি, ও মনোকষ্টেরই ভাগী হইবে।

সেইরূপ হে রাজকুমার! যে কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ দৈহিক কামভোগে নিবৃত্ত না হইয়া অবস্থান করেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কামভোগের প্রতি যে কামচ্ছন্দ, কামরুচি, কামমুর্চ্ছা, কামপিপাসা ও কাম পরিদাহ বিদ্যমান, উহা যদি ভিতর থেকে সুপ্রহীণ না হয়, সু-উপশান্ত, না হয় তবে উপক্রমকারী সেই সকল মাননীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা তীব্র কঠোর দুঃখ-বেদনা অনুভব করেন। তাঁহাদের

[১]। ভিক্ষাযোগ্য পার্শ্ববর্তী গ্রাম।

[২]। নির্বাণার্থী যোগীজনের।

[৩]। উদম্বর কাষ্ঠ।

[৪]। ঘর্ষণ করিয়া অগ্নিপ্রজ্বালক কাষ্ঠ খণ্ড।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পক্ষে অনুত্তর জ্ঞান-দর্শন ও সম্বোধি (লোকোত্তর মার্গ) লাভ অসম্ভব। যদিও সে সকল মাননীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ উপক্রমজনিত তীব্র কঠোর দুঃখ-বেদনা অনুভব না করেন, তথাপি তাঁহারা অনুত্তর জ্ঞানদর্শন ও সম্বোধি লাভের অযোগ্যই। রাজকুমার! ইহাই আমার অশ্রুতপূর্ব অত্যাশ্চর্য প্রথম উপমা প্রতিভাত হইয়াছিল।

৩৩০। (২) রাজকুমার! অপরও এক অশ্রুতপূর্ব অত্যাশ্চর্য দ্বিতীয় উপমা আমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল। যেমন রাজকুমার! স্নেহযুক্ত আর্দ্রকাষ্ঠ জল হইতে দূরে স্থলে নিক্ষিপ্ত হইল। কোন ব্যক্তি 'অগ্নি প্রজ্বলিত করিব, তেজ উৎপাদন করিব' এই উদ্দেশ্যে উত্তরারণি লইয়া তথায় আসিল। তাহা কি মনে করেন, রাজকুমার! তবে সেই ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে, তেজ উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে কি?"

"না ভন্তে! কখন ও সম্ভব নহে।"

"ইহার কারণ কি?"

"যেহেতু ভন্তে! যদিও সেই কাষ্ঠ ... জল হইতে দূরে স্থলে নিক্ষিপ্ত তবুও তাহা আর্দ্র ও স্নেহযুক্ত। সে ব্যক্তি শুধু শ্রম-ক্লান্তি, ও বিঘাতের ভাগী হইবে।"

"সেইরূপই রাজকুমার! যে কোন শ্রমণ কিম্বা ব্রাহ্মণ দৈহিক কামভোগে লিপ্ত থাকে ... কামের প্রতি তাঁহাদের যে কামচ্ছন্দ, কামলালসা ... বিদ্যমান, ... তাহা সু-উপশান্ত, না হয়, তাঁহারা ... অযোগ্যই। রাজকুমার! এই অশ্রুতপূর্ব অত্যাশ্চর্য দ্বিতীয় উপমাও আমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল।

৩৩১। (৩) রাজকুমার! অপর এক অশ্রুতপূর্ব অত্যাশ্চর্য তৃতীয় উপমাও আমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল। যেমন রাজকুমার! নীরস শুষ্ককাষ্ঠ জল হইতে দূরে স্থলে নিক্ষিপ্ত হয়। অনন্তর কোন ব্যক্তি অগ্নি উৎপাদন করিব, তেজ প্রজ্বলিত করিব' এই উদ্দেশ্য করিয়া উত্তরারণি লইয়া আসিল। তবে ... সে ব্যক্তি নীরস শুষ্ক, জল হইতে দূরে স্থলে নিক্ষিপ্ত কা'কে উত্তরারণিতে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতে, তেজ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে কি?

"হাঁ, ভন্তে! নিশ্চয় সমর্থ হইবে।"

"ইহার কারণ কি?"

যেহেতু ভন্তে! সেই শুষ্ককাষ্ঠ নীরস, আর জল হইতে দূরে স্থলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।"

"এইরূপই রাজকুমার! যে কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কায়দ্বারা ভোগবাসনা হইতে নির্লিপ্ত হইয়া অবস্থান করেন এবং কাম্যবস্তুর প্রতি তাঁহাদের যে কামচ্ছন্দ ... কাম পরিদাহ আছে, তাহা অধ্যাত্মে সুপ্রহীণ ও সু-উপশমিত হয়। তবে সেই পরাক্রমশালী মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা তীব্র কঠোর দুঃখ-বেদনা অনুভব করিলেও তাঁহাতের পক্ষে অনুত্তর জ্ঞানদর্শন ও সম্বোধিলাভ সম্ভব হয়। যদি সেই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ উপক্রমজনিত তীব্র কঠোর দুঃখ-বেদনা ভোগ নাও করেন, তথাপি তাঁহারা অনুত্তর জ্ঞানদর্শন ও সম্বোধি লাভের যোগ্য পাত্রই হন। রাজকুমার এই অশ্রুতপূর্ব অত্যাশ্চর্য তৃতীয় উপমা তখন আমার প্রতিভাত হইয়াছিল।

৩৩২। রাজকুমার! তখন আমার এই চিন্তা হইয়াছিল—'দন্তের উপর দন্ত, স্থাপন করিয়া, জিহ্বাদ্বারা তালু চাপিয়া, কুশলচিত্ত দ্বারা অকুশলচিত্তকে অভিনিগৃহীত করিয়া অভিনিপীড়িত ও অভিসন্তপ্ত করি।' ... তাহা করিবার সময় আমার কক্ষ (বগল) হইতে ঘর্ম নির্গত হয়। ... যেমন কোন বলবান পুরুষ অপর দুর্বল পুরুষকে শিরে কিংবা ঘারে ধরিয়া অভিনিগৃহীত, অভিনিপাড়িত ও অভিসন্তপ্ত করে, তেমন রাজকুমার! আমার দন্তদ্বারা দন্ত, চাপিয়া, জিহ্বাদ্বারা তালু স্পর্শ করিয়া চিত্তদ্বারা চিত্তকে অভিনিগৃহীত, অভিনিপীড়িত ও অভিসন্তপ্ত করিবার সময় আমার কক্ষ হইতে স্বেদ নির্গত হয়। আমার অশিথিল বীর্য আরব্ধ হয়, নির্ভুল স্মৃতি উপস্থাপিত থাকে, আর সেই কঠোর সাধনা-উদ্যোগ দ্বারাই প্রধানাহত[১] (উদ্যোগ প্রপীড়িত) অবস্থাতে ও আমার দেহ[২] ক্লান্ত, হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে উপশান্ত, হয় নাই।

৩৩৩। রাজকুমার! তখন আমার মনে এই চিন্তার উদয় হয়—'এখন আমি অপ্রাণক (নিশ্বাসরহিত) ধ্যান সাধনা করিয়া দেখি।' সে সময় আমি মুখ ও নাসিকায় আশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করি। রাজকুমার! আমার মুখ ও নাসিকায় আশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হইলে কর্ণছিদ্র দিয়া নিষ্ক্রান্ত, বায়ুর অধিকমাত্রায় শব্দ হইতে থাকে। কর্মকারের ভস্ত্রা হইতে বায়ু নির্গত হইবার সময় যেমন অধিক শব্দ হয়, তেমন আমার মুখ ও নাসিকায় আশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হইলে কর্ণছিদ্র দিয়া নিষ্ক্রান্ত, বায়ুর অধিক মাত্রায় শব্দ হইতে লাগিল। রাজকুমার! তথাপি আমার অদম্য উৎসাহ আরব্ধ হইল, অভ্রান্ত, স্মৃতি উপস্থাপিত হইল; সেই কঠোর ধ্যানোদ্যগের দ্বারা উদ্যোগাহত হওয়া অবস্থাতে আমার দেহ ক্লান্ত, হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত উপশান্ত, হয় নাই।

রাজকুমার! তখন আমার এই চিন্তা হইল—'এখন আমি শুধু আশ্বাস-প্রশ্বাস নিরোধের ধ্যানই সাধনা করি।' তখন আমি মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে আশ্বাস-প্রশ্বাস নিরুদ্ধ করিলাম। রাজকুমার! মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে আশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ

---

[১]। চতুর্বিধ প্রধান—(১) সংবরপ্রধান—রিপু বা ইন্দ্রিয় দমনের উদ্যোগ, (২) প্রহাণপ্রধান—পাপসঙ্কল্প ত্যাগের চেষ্টা, (৩) ভাবনাপ্রধান—বোধ্যঙ্গ বা উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের অধ্যবসায়, (৪) অনুরক্ষণ প্রধান—উৎপন্ন ধ্যান-নিমিত্ত রক্ষার প্রচেষ্টা।

[২]। জড়দেহ ও চেতনদেহ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিলে বায়ু অধিক মাত্রায় মাথায় আঘাত করিতে থাকে। যেমন বলবান পুরুষ তীক্ষ্ণ শিখরদ্বারা[১] শিরে আঘাত করে তেমন রাজকুমার! আমার ... ।

তখন রাজকুমার! আমার চিন্তা হইল[‘এখন আমি কেবল অপ্রাণক ধ্যানই অভ্যাস করি।’ আমি নাকে, মুখে ও কর্ণে আশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করিলাম। ... আশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করিলে আমার শিরে অধিক মাত্রায় শিরঃ বেদনা উৎপন্ন হয়। ... ।

রাজকুমার! তখন আমার মনে হইল[‘এখন আমি অপ্রাণক পুণরায় ধ্যানই সাধনা করি।’ অনন্তর আমি মুখে, নাকে ও কর্ণে আশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করিলাম। ... আমার আশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হইলে বায়ু অধিক মাত্রায় আমার কুক্ষি কর্তন করিতে থাকে। যেমন কোন গো-ঘাতক ছুরিকা দ্বারা গরুর-কুক্ষি পরিকর্তন করে, সেইরূপ ... আমার অদম্য উৎসাহ আরব্ধ হয় ... দেহ ক্লান্ত, হইয়াছে, কিন্তু উপশান্ত, হয় নাই।

রাজকুমার! তখন আমার মনে হইল[‘এখন আমি অপ্রাণক ধ্যান অনুশীলন করিব।’ তখন আমি মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে আশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করিলাম। তাহা রুদ্ধ করিলে অধিক মাত্রায় দেহে দাহ উৎপন্ন হয়। যেমন দুইজন বলবান পুরুষ কোন দুর্বলতর পুরুষের উভয় বাহুতে ধরিয়া জ্বলন্ত, অঙ্গারগর্তে সন্তপ্ত করে, সম্পরিতপ্ত করে, তেমন ভাবেই ... আশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হইলে অধিক মাত্রায় আমার দেহে দাহ উৎপন্ন হয়। রাজকুমার! তখন আমার অদম্য উৎসাহ আরব্ধ হয়, অসংমূঢ় স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, সেই দুঃখজনক উদ্যোগদ্বারা উদ্যোগাহত হইয়া আমার দেহ ক্লান্ত, হইয়াছে, কিন্তু উপশান্ত, হয় নাই।

রাজকুমার! কোন কোন (অধিষ্ঠাত্রী) দেবতা (এ অবস্থায়) আমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, ‘শ্রমণ গৌতম বুঝি কালগত হইয়াছেন[২]। কোন কোন ... দেবতা বলিলেন,‘শ্রমণ গৌতম মরেন নাই, অথচ মরণোম্মুখ হইয়াছেন।’ কোন কোন ... দেবতা বলিলেন,‘শ্রমণ গৌতম মরেন নাই, মরণোম্মুখও নহেন। তিনি যে অর্হৎ, অর্হৎগণের ধ্যান-বিহার এরূপই হইয়া থাকে।’

৩৩৪। তখন আমার এই চিন্তা হইল[‘এখন আমি সর্বতোভাবে আহার-উপচ্ছেদ (অনশন) ব্রত অবলম্বন করি।’ তখন দেবতারা আমার নিকট আসিয়া বলিলেন,‘মারিস! আপনি সর্বাংশে আহার-উপচ্ছেদার্থ অগ্রসর হইবেন না। আমরা আপনার লোমকূপ দিয়া দিব্য ওজঃ প্রবেশ করাইয়া দিব[যাহাতে আপনি

---

[১]। তরবারির অগ্রভাগ।

[২]। তখন বোধিসত্ত্বের অধিক মাত্রায় মুর্চ্ছা হইল, তিনি চংক্রমণে বসিতেই পড়িয়া গেলেন, তাহা দেখিয়াই দেবতারা মন্তব্য করিলেন। (পঃ সূ)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যাপন করিবেন।' ... তখন আমার চিন্তা হইলÍ'যদি আমি সর্বতোভাবে অনশন ব্রত গ্রহণ করি এবং এই সকল দেবতা আমার লোমকূপ দিয়া দিব্য ওজঃ প্রবেশ করাইয়া দেন যদ্বারা আমি যাপন করিতে পারি; তাহা হইলে আমার সে ব্রত মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে।' আমি দেবতাদিগকে বলিলামÍ'তোমরা এরূপ করিও না।'

রাজকুমার! তখন আমার মনে হইলÍ'এখন আমি অল্প অল্প প্রসৃতি (করকোষ) পরিমাণ আহার গ্রহণ করিব, তাহা মুগের যূষই হউক, কুলত্থের যূষই হউক, কলাইয়ের যূষই হউক অথবা অরহরের যূষই হউক।' তখন হইতে আমি ... প্রসৃতি পরিমাণ আহার করিতে আরম্ভ করি ...। তাহা করিতে গিয়া আমার শরীর অধিক মাত্রায় কৃশতার চরম সীমায় পৌঁছিল। অসিতিক বা কাল-লতার গ্রন্থির সন্ধিস্থানে ম্লান হইয়া মধ্যে উন্নতাবনত হয়। সেই স্বল্পাহারের দরুণ আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উন্নতাবনত হয়, সেই স্বল্পাহারের হেতু আমার গুহ্যদ্বার উষ্ট্রপাদের ন্যায় মধ্যে গভীর হইয়াছিল। সেই স্বল্পাহারত্বের হেতু আমার পৃষ্ঠকণ্টক রজ্জুবুনার আবর্তাবলীর ন্যায় উন্নতাবনত হইয়াছিল। যেমন জীর্ণ গৃহের বর্গাগুলি (গোপানসী) অবলগ্ন-বিলগ্ন (এলোমেলো) হয় তেমন সেই অল্পাহার হেতু আমার বক্ষপঞ্জরগুলি অবলগ্ন-বিলগ্ন হইয়াছিল। যেমন গভীর জলকূপে (উদপানে) উদকতারা (জলচন্দ্র) গভীরে বহুদূরে প্রবিষ্ট দেখা যায়, সেই প্রকার ... আমার অক্ষিকূপে অক্ষিতারা বহু গভীরে অনুপ্রবিষ্ট দেখা যাইত। যেমন তিক্ত অলাবু কঁচি অবস্থায় ছিন্ন হইলে বাতাতপ সম্পৃক্ত হইয়া শুষ্ক ও ম্লান হয়, সেইরূপ অল্পাহার হেতু আমার শিরঃচর্ম শুষ্ক ও সংম্লান হইয়াছে।

রাজকুমার! তখন সেই অল্পাহারজনিত দুষ্কর চর্যা এত কঠোর হইয়া আমার উদরচর্ম পৃষ্ঠকণ্টকে সংলগ্ন হইয়াছিল যে আমি উদরচর্ম স্পর্শ করিতে গিয়া তৎসঙ্গে পৃষ্ঠকণ্টক ধরিতাম; পৃষ্ঠকণ্টক স্পর্শ করিতে গিয়া সঙ্গে সঙ্গে উদরচর্মই ধরিতাম। ... পায়খানা প্রস্রাব করিতে গিয়া সে স্থানেই কুব্জ হইয়া ভূপতিত হইতাম।

আমি শরীর আশ্বস্থ করিবার মানসে হস্তদ্বারা এইদেহ পরিমার্জনা করি ...। তখন আমার দেহ পরিমার্জনা করিবার সময় সেই অল্পাহার হেতু পূতিমূল লোমরাশি অঙ্গ হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে। রাজকুমার! তখন লোকেরা আমাকে দেখিয়া বলিতÍ'শ্রমণ গৌতম কালো হইয়া গিয়াছেন।' কেহ কেহ বলিতÍ'শ্রমণ গৌতম কাল হন নাই, তিনি শ্যামবর্ণ হইয়াছেন।' কেহ কেহ বলিতÍ'শ্রমণ গৌতম কালো কিংবা শ্যামবর্ণ হন নাই, তাঁহার চর্মরঙ মঙ্গুলবর্ণ (মঞ্জুলবর্ণ?) হইয়াছে।' রাজকুমার! আমার এমন পরিশুদ্ধ পরিষ্কৃত চেহারা সেই অল্পাহার হেতু এতই বিনষ্ট হইয়াছিল।

৩৩৫। রাজকুমার! তখন আমার মনে হইলÍ'অতীতকালে যে সকল শ্রমণ-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্রাহ্মণ সাধনোদ্যোগজনিত তীব্র কঠোর দুঃখ-বেদনা সহ্য করিয়াছিলেন তাহা এই পরিমাণ, ইহার অধিক নহে। অনাগত ও বর্তমানকালেও ... ইহার অধিক নহে। কিন্তু হে রাজকুমার! আমি কঠোর দুষ্কর ক্রিয়া দ্বারা উত্তর-মনুষ্যধর্ম[১] ও সর্বোত্তম (অসম) আর্য-জ্ঞানদর্শন-বিশেষ অধিগত হইতে পারি নাই। (চিন্তা হইল) তবে কি বোধিলাভের নিমিত্ত অন্য কোন উপায় আছে?

রাজকুমার! তখন আমার মনে এই চিন্তা হইলÍ'আমি বেশ জানি পিতা শুদ্ধোদন শাক্যের কৃষিক্ষেত্রে হলকর্ষণোৎসবে জম্বুবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় উপবিষ্ট অবস্থায় কাম ও অকুশল ধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া ... প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে অবস্থান করি। তবে কি ইহা (এই আণাপান প্রথম ধ্যান)[২] বোধিলাভের মার্গ হইবে?' রাজকুমার! তখন আমার এই স্মৃতি অনুগামী জ্ঞান উৎপন্ন হইলÍ'ইহাই সত্যোপলব্ধির মার্গ।' তখন আমার মনে এই চিন্তার উদয় হইলÍ'যেই ধ্যান-সুখ কাম ও অকুশল ধর্ম হইতে স্বতন্ত্র আমি কি সেই সুখকে ভয় করি?' আমার মনে হইলÍ' ... আমি সেই ধ্যান-সুখকে ভয় করি না।'

রাজকুমার! তখন আমার মনে হইলÍ'এইরূপ অধিকমাত্রায় জীর্ণশীর্ণ দেহে সেই সুখ অর্জন করা সুকর নহে। অতএব আমি স্থূল আহার অন্ন-ব্যঞ্জন ভোজন করি।' রাজকুমার! এই ভাবিয়া আমি স্থূল আহার ভাত-তরকারী ভোজন করিতে আরম্ভ করিলাম।

সেই সময় যেই পঞ্চভিক্ষু আমার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন (তাঁহাদের আশা) শ্রমণ গৌতম যে ধর্ম আবিষ্কার (অধিগম) করিবেন তাহা তিনি আমাদিগকে উপদেশ করিবেন। কিন্তু যখন আমি স্থূল আহার অন্ন-ব্যঞ্জন ভোজন করিতে আরম্ভ করিলাম তখন সেই পঞ্চভিক্ষু 'প্রত্যয়-বহুল ও সাধনা-বিমুখ শ্রমণ গৌতম বাহুল্যে প্রত্যাবৃত হইয়াছেন,' (ভাবিয়া) উদাসীনভাবে প্রস্থান করিলেন[৩]।

৩৩৬। রাজকুমার! আমি স্থূল আহার গ্রহণে বল সঞ্চয়পূর্বক কামভোগে নির্লিপ্ত হইয়া, অকুশল ধর্ম হইতে পৃথক হইয়া ... প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে অবস্থান করি। বিতর্ক-বিচারের উপশম হেতু ... দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান[৪] লাভ করিয়া তাহাতে বিহার করি।

---

[১]। লোকোত্তর মার্গজ্ঞান।

[২]। আণাপান প্রথম ধ্যান অববোধের এবং আণাপান সমাধি বিদর্শনের অন্তর্গত হেতু সম্বোধির মার্গ। (পঃ সূ)

[৩]। বোধিসত্বের বোধিলাভের সময় কায়বিবেক বা নির্জনতার সুযোগদানের নিমিত্ত ধর্মানুসারেই তাঁহাকে ছাড়িয়া বারাণসী গিয়াছিলেন। পক্ষকাল বোধিসত্ব কায়বিবেকে অবস্থান করিয়া বোধিমূলে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান অর্জন করিলেন। (পঃ সূ)

[৪]। পূর্বের ধ্যান দেখাইতে হইবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(১) এই প্রকারে পরিশুদ্ধ, পর্যাবদাত, অঙ্গনরহিত, উপক্লেশ মুক্ত, মৃদুভূত, কর্মক্ষম, স্থির ও অচঞ্চল অবস্থায় আমার চিত্ত সমাহিত (ধ্যান নিবিষ্ট) হইলে জাতিস্মর জ্ঞানাভিমুখে চিত্তকে অভিনমিত করি। তখন আমি বহুবিধ পূর্বনির্বাস (জন্ম) অনুস্মরণ করি, যথা- একজন্মও, দুইজন্মও ...। এইরূপে আকার উদ্দেশ সহিত (স্বরূপ ও গতি সহ) অনেক প্রকার পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করি। রাজকুমার! অপ্রমত্ত, বীর্যবান, সাধনায় দেহ-প্রাণ সমর্পিত যোগীর ন্যায় রাত্রির প্রথম যামে আমার এই প্রথম বিদ্যা (জাতিস্মর জ্ঞান) অধিগত; (জন্মান্তর প্রতিচ্ছাদক) অবিদ্যা বিহত, বিদ্যা উৎপন্ন; তমঃ বিহত, আলোক উৎপন্ন হয়।

(২) এই প্রকারে ... আমার চিত্ত অচঞ্চল অবস্থায় সমাহিত হইলে অপর সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞানের (জন্ম-মৃত্যু রহস্য উদ্‌ঘাটনের) নিমিত্ত আমার চিত্তকে নিয়োজিত করি। তখন বিশুদ্ধ, মনুষ্য-চক্ষুর বহির্ভূত দিব্যচক্ষু দ্বারা আমি হীনোৎকৃষ্ট, উত্তম-অধমবর্ণের স্ব স্ব কর্মানুসারে সুগতি প্রাপ্ত, দুর্গতি প্রাপ্ত সত্ত্বগণকে চ্যুতি ও উৎপত্তির সময় দেখিতে পাই; যেমন কর্ম তেমন গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগণকে প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারি। রাজকুমার! রাত্রির মধ্যম যামে অপ্রমত্ত, আতাপী, সাধনায় দেহ-প্রাণ সমর্পিত আমার এই দ্বিতীয় বিদ্যা অধিগত হয়; (সত্ত্বগণের চ্যুতি-প্রতিসন্ধি আচ্ছাদক) অবিদ্যা বিহত, বিদ্যা (দিব্যচক্ষু) উৎপন্ন; অন্ধকার বিহত, আলোক উৎপন্ন হয়।

(৩) এই প্রকারে ... আস্রবরাশির ক্ষয় (অর্হৎ মার্গ) জ্ঞানের নিমিত্ত (বিদর্শনে) আমার চিত্ত নিয়োজিত করি। তখন আমি 'ইহা দুঃখ আর্যসত্য'[১] প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারি, 'ইহা দুঃখ সমুদয় (উৎপত্তির কারণ) আর্যসত্য' যথার্থরূপে জানিতে পারি, 'ইহা দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য' যথার্থরূপে জানিতে পারি, 'ইহা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা আর্যসত্য' ইহা যথাভূত অভিজ্ঞাত হই। 'এ সকল আস্রব, ইহা আস্রব সমুদয়, ইহা আস্রব নিরোধ, ইহা আস্রব নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' যথাভূত অভিজ্ঞাত হই। এই প্রকারে জানিবার ও দেখিবার (মার্গকৃত্যের) ফলে আমার চিত্ত কামাস্রব হইতে বিমুক্ত হইল, ভবাস্রব হইতে বিমুক্ত হইল এবং অবিদ্যা আস্রব হইতে বিমুক্ত হইল। 'বিমুক্তিতে বিমুক্ত' এই জ্ঞানের[২] উদয় হইল। তদ্দ্বারা অভিজ্ঞাত হইলাম,- 'জন্ম

[১]। দুঃখসত্য এই পরিমাণ, ইহার অধিক নাই; দুঃখসত্যকে সরস লক্ষণ প্রতিবেদ বশে অভিজ্ঞতাই।

[২]। প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান উদয় হইল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ক্ষীণ হইয়াছে’[১] ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, কর্তব্য কৃত হইয়াছে। এখন এতদ্ভাবের জন্য অপর করণীয় নাই।’ রাজকুমার! রাত্রির পশ্চিম যামে ইহাই অপ্রমত্ত, আতাপী দেহ-প্রাণ সমর্পিত করিয়া অবস্থানকারী আমার তৃতীয় বিদ্যা অধিগত হইল; অবিদ্যা বিহত, বিদ্যা উৎপন্ন হইল; তমঃ বিহত, আলোক উৎপন্ন হইল।

৩৩৭। তখন (বুদ্ধত্ব লাভের অষ্টম সপ্তাহের কথা) রাজকুমার! আমার এই চিন্তা হইলl‘আমার গভীর, দুর্দর্শ , দুরানুবোধ্য, শান্ত, উত্তম, অতর্কাবচর (-গম্য), নিপুণ (সূক্ষ্ম), পণ্ডিত বেদনীয় এই ধর্ম (আর্যসত্য) অধিগত হইয়াছে। এই জনসাধারণ আলয়ারাম (কামতৃষ্ণায় রমিত), আলয়ে রত (পঞ্চ কামভোগে লিপ্ত), আলয়ে প্রমোদিত। আলয়ারাম, আলয়রত, আলয় প্রমোদিত জনসাধারণের এই তত্ব যেমন এই কার্য-কারণ ভাব সমন্বিত প্রতীত্যসমুৎপাদ দর্শন করা দুষ্কর, তাহাদের পক্ষে এই তত্বও তেমন সর্বসংস্কার শমথ, সর্ব উপাধি বর্জিত, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধরূপ নির্বাণ প্রত্যক্ষ করাও দুষ্কর। যদি আমি এই ধর্ম উপদেশ করি এবং অপরে ইহা বুঝিতে না পারে, তবে তাহা আমার পক্ষে ক্লান্তি, ও কষ্টের কারণ হইবে।’

রাজকুমার! তখন আমার এই অশ্রুতপূর্ব, অত্যাশ্চর্য গাথাবলী প্রতিভাত হইল,–

‘বহু কষ্টে অধিগত এধর্ম আমার,
এখন প্রকাশে কারো নাই উপকার।
রাগ-দ্বেষে অভিভূত ভ্রান্ত, জনগণ,
বুঝিবে না যথাযথ ধর্ম সনাতন।
প্রতি-স্রোতগামী ধর্ম নিবৃত্তি-প্রবণ,
গভীর দুর্দর্শ অণু, স্বচ্ছ সুমহান।
তমোস্কন্ধে আবরিত রাগাসক্ত জন,
প্রকৃত সদ্ধর্ম রূপ দেখেনা তখন।’

রাজকুমার! এই চিন্তার দরুণ অনুৎসুক্যের[২] দিকে আমার চিত্ত নমিত হইল,

---

[১]। কোন্ জন্ম ক্ষীণ হইল? পূর্বজন্ম অতীতে ক্ষীণ হেতু এখন তাহা ক্ষয় হয় নাই। উদ্যোগাভাব হেতু ভবিষ্যত জন্মের ক্ষয়ও এখন হয় নাই। এখনও বিদ্যমান হেতু বর্তমান জন্মও ক্ষয় হয় নাই। মার্গের অভাবনা হেতু এক, চারি, পঞ্চ বোকার ভবে এক, চারি, পঞ্চ স্কন্ধ বিশিষ্ট যে জন্ম সম্ভব হইতে পারে তাহা মার্গ ভাবনায় অনুৎপাদ স্তভাব হইয়া ক্ষীণ হইয়াছে। (টীকা)

[২]। প. সূ. ৩৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধর্ম দেশনার প্রতি নহে।

৩৩৮। অনন্তর রাজকুমার! আমার মনোভাব অবগত হইয়া সোহংপতি ব্রহ্মার এই চিন্তা হইলI‘আহা! জগৎ নষ্ট হইল, জগৎ বিনষ্ট হইল। যেহেতু তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের চিত্ত ধর্ম প্রচারের প্রতি নমিত না হইয়া অনুৎসুক্যের দিকে নমিত হইল।’ রাজকুমার! তখন বলবান পুরুষ যেমন (অনায়াসে) সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে, প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে তেমন ভাবেই সোহংপতি ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে অন্তর্হিত হইয়া আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তিনি একাংসে উত্তরাসঙ্গ (উত্তরীয়) স্থাপন করিয়া আমার প্রতি কমলাঞ্জলি প্রণত হইয়া আমাকে কহিলেন,‘প্রভো ভগবন! ধর্ম উপদেশ করুন, সুগত! আপনি ধর্ম প্রচার করুন। স্বল্প রজঃজাতীয় সত্বেরা আছে, যাহারা ধর্মের অশ্রবণতা হেতু পরিহীণ হইবে। ধর্মের যথার্থ জ্ঞাতা অবশ্যই হইবে।’ ইহা বলিয়া অতঃপর গাথায় স্তুতি করিয়া বলিলেন,–

‘মগধ প্রদেশে পূর্বে ছিল প্রতিষ্ঠিত,
অবিশুদ্ধ ধর্ম যাহা সমল-কল্পিত।
অমৃতের দ্বার এবে কর উদ্‌ঘাটন,
বিমল-প্রত্যক্ষ ধর্ম শুনুন সুজন। (১)
শৈলস্থিত কোন লোক পর্বত শিখরে,
নিম্নে যথা চারিদিকে দেখে জনতারে।
সেইরূপ হে সুমেধ! করি আরোহণ,
ধর্মময় প্রাসাদেতে সামন্ত, নয়ন!
বীতশোক! চেয়ে দেখ, শোকাকুল জনে,
জন্ম-জরা প্রপীড়িতে প্রজ্ঞার নয়নে। (২)
উঠ বীর! ঋণমুক্ত, বিজিত সমর,
সার্থবাহ সর্বলোকে বিচরণ কর।
সদ্ধর্ম প্রচার কর করুণা নিধান!
নিশ্চয় মিলিবে শ্রোতা বহু জ্ঞানবান।’ (৩)

৩৩৯। তখন আমি মহাব্রহ্মা সোহংপতির আরাধনা বিদিত হইয়া জীবগণের প্রতি করুণা বশতঃ বুদ্ধ চক্ষুদ্বারা জীব-জগৎ বিলোকন করি। বুদ্ধ-দৃষ্টিতে বিশ্ব বিলোকন করিয়া আমি স্বল্পরজঃ মহারজঃ তীক্ষ্ণিন্দ্রিয়,[১] মৃদু ইন্দ্রিয়, সু-আকারবান, সুবোধ এবং পরলোক ও দোষের প্রতি ভয়দর্শী হইয়া অবস্থানকারী কোন কোন সত্বগণকে দেখিতে পাইলাম। যেমন উৎপল (নীলকমল), পদ্ম (রক্তকমল) অথবা

---

[১]। শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুণ্ডরীক (শ্বেতকমল) সমূহের মধ্যে কোন কোন উৎপল, পদ্ম কিংবা পুণ্ডরীক জলে সঞ্জাত, জলে সংবর্ধিত, জলাভ্যন্তরগত, জলাভ্যন্তরে পোষিত হয়; অপর কোন কোন উৎপল, পদ্ম অথবা পুণ্ডরীক জলে উৎপন্ন, জলে সংবর্ধিত ও জলসম স্থিত থাকে; আবার কোন কোনটি উদকে জাত, উদকে সংবর্ধিত, জল হইতে উচ্চে উত্থিত হইয়া, জল দ্বারা উপলিপ্ত না হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে; তেমন ভাবেই হে রাজকুমার! আমি বুদ্ধ-চক্ষুতে বিশ্ব বিলোকন করিতে গিয়া অল্পরজঃ, মহারজঃ তীক্ষিন্দ্রিয়, মৃদু ইন্দ্রিয়, সু-আকার বিশিষ্ট, সুবোধ, আর পরলোক ও পাপের প্রতি ভয়দর্শী হইয়া অবস্থানকারী কোন কোন সত্বগণকে দেখিতে পাইলাম। অনন্তর রাজকুমার! আমি গাথাযোগে সোহংপতি মহাব্রহ্মাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করি–

'উন্মুক্ত তাদের তরে অমৃতের পুরদ্বার,[১]
স্রোতা যারা প্রসারিয়া শ্রদ্ধা হোক আগুসার।
পণ্ডশ্রম ভাবি মনে আমি করিনি প্রচার,
উত্তম সুজ্ঞাত ধর্ম ব্রহ্মে! মানব মাঝার।'

৩৪০। রাজকুমার! অনন্তর সোহংপতি ব্রহ্মা 'ভগবান ধর্মপ্রচারার্থ অবসর করিলেন' বুঝিয়া আমাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া তথায় অন্তর্হিত হইলেন।

অতঃপর আমার এই (ধর্মদেশনা সংক্রান্ত) চিন্তা উদয় হইলÍ'কাহাকে আমি প্রথম ধর্মোপদেশ করিব? কে এই ধর্ম সত্বর বুঝিতে পারিবে?' তখন আমার স্মরণ হইলÍআলাড়কালামই সুপণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী এবং দীর্ঘকাল (সমাপত্তি বিষ্কম্ভিত হেতু) অল্প রজঃজাতীয় পুরুষ। যদি আলাড়কালামকে প্রথম ধর্মোপদেশ করি, তবে তিনি এই ধর্ম শীঘ্রই উপলব্ধি করিবেন। তখন জনৈক দেবতা আমার নিকট আসিয়া জানাইলÍ'ভন্তে! সপ্তাহকাল পূর্বে আলাড়কালাম দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন।' আমরাও জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হইলÍ'সপ্তাহকাল পূর্বে আলাড়কালাম কালগত হইয়াছে।' তখন আমার চিন্তা হইলÍ'মহা ক্ষতিগ্রস্থ (জানিয়) আলাড়কালাম। যদি তিনি এই ধর্মোপদেশ শুনিতেন, তবে শীঘ্রই উপলব্ধি করিতেন।'

রাজকুমার! তখন আমার মনে প্রশ্ন জাগিলÍ'কাহাকে আমি প্রথম ধর্ম উপদেশ করি? কে এই ধর্ম সত্বর জানিতে পারিবে?' আমার মনে হইলÍএই উদ্দক-রামপুত্র পণ্ডিত, চতুর, মেধাবী চিরকাল অমলিন চিত্ত, যদি আমি তাঁহাকে প্রথম ধর্মোপদেশ করি তবে তিনি শীঘ্রই বুঝিতে পারিবেন।' তখন দেবতা আসিয়া বলিলÍ'ভন্তে! অভিদোষে (গত রাত্রির অর্ধ সময়ে) উদ্দক-রামপুত্র কালগত হইয়াছেন।' আমারও জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হইল...।

---

[১]। অষ্টাঙ্গিক মার্গ অমৃত নির্বাণের প্রবেশদ্বার, তাহা আমাকর্তৃক খোলা হইল। (পঃ সূ)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৪১। ... রাজকুমার! পুনশ্চ! আমার মনে হইল—‘পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু আমার বহু উপকারী, যাঁহারা দেহ-প্রাণ সমর্পণ করিয়া কঠোর সাধনা করিবার সময় আমাকে সেবা করিয়াছেন। অতএব আমি সেই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে[১] প্রথম ধর্মদেশনা করিব।’ তখন আমার চিন্তা হইল—‘পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ এখন কোথায় অবস্থান করেন?’ আমি বিশুদ্ধ অ-মানুষ দিব্য-চক্ষুদ্বারা দেখিলাম—পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ বারাণসীর সমীপে ঋষিপতনে মৃগদায়ে অবস্থান করিতেছেন। অনন্তর রাজকুমার! উরুবেলায় যথারুচি বাস করিয়া আমি বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করি।

রাজকুমার! উপক নামক আজীবক আমাকে দেখিতে পাইল যে আমি দীর্ঘ পথ-যাত্রী হইয়া বোধিদ্রুম ও গয়ার মধ্যবর্তী স্থানে উপনীত হইয়াছি। আমাকে দেখিয়া উপক কহিল—‘বন্ধু! আপনার ইন্দ্রিয়-গ্রাম প্রসন্ন, দেহকান্তি, (চর্মরঙ) পরিশুদ্ধ ও পরিশোভিত হইয়াছে। আপনি কাঁহার উদ্দেশে প্রব্রজিত হইয়াছেন? কেই বা আপনার শাস্তা (গুরু)? কাঁহার ধর্মে আপনার রুচি?’ তদুত্তরে আমি উপক আজীবককে গাথাযোগে বলিলাম,—

‘অভিভূত সর্বরিপু, পরিজ্ঞাত জ্ঞেয় সমুদয়,
নির্লিপ্ত লালসা পঙ্কে সর্বত্যাগী আমি মহাশয়।
তৃষ্ণাক্ষয়ে মুক্ত ভবে স্বীয় লোকুত্তর প্রতিভায়,
কাঁহাকে উদ্দেশি গুরু? শাস্তা কেবা আছে এ ধরায়?
আচার্য নাহিক মম সমকক্ষ নাহি বসুধায়,
সদেব-মানব মাঝে প্রতিপক্ষ না দেখি কোথায়।
অর্হৎ আমি যে বিশ্বে আমি হই শাস্তা অনুত্তর,
একাই সম্বুদ্ধ আমি শীতিভূত প্রশান্ত, অন্তর।
অন্ধভূত বিশ্বমাঝে বাজাইয়া অমৃতের ভেরী,
ধর্ম-চক্র প্রবর্তিতে চলিলাম কাশীদের পুরী।’

‘বন্ধু! আপনি যে ভাবে জ্ঞাপন করিতেছেন তাহাতে আপনি অনন্ত, জিন হইবার যোগ্য।’

(তখন পুনরায় উত্তরে কহিলাম),—

‘মাদৃশ জনেরা হয় জিন, যাঁরা প্রাপ্ত তৃষ্ণাক্ষয়,
জিন আমি হে উপক! রিপুজয়ী দিনু পরিচয়।’

এরূপ উক্ত হইলে রাজকুমার! আজীবক উপক—‘হইতেও পারে বন্ধু!’ বলিয়া শির সঞ্চালন করিয়া ভিন্ন পথে প্রস্থান করিল।

---

[১]। কৌণ্ডিণ্য, বপ্প, ভদ্রিয়, মহানাম ও অশ্বজিৎ এই পাঁচজন পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু। (বিনয় মহাবর্গ)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৪২। অতঃপর রাজকুমার! আমি ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিতে করিতে বারাণসী সমীপে মৃগদাবে যেখানে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ ছিল, তথায় উপনীত হই। পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ দূর হইতে আমাকে দেখিল, দেখিয়া তাহারা পরস্পরের মধ্যে স্থির করিল (সণ্ঠপেসুং)Í'এই যে দ্রব্য-বহুল, সাধনা-ভ্রষ্ট, বাহুল্যে-প্রবৃত্ত শ্রমণ গৌতম আসিতেছেন। তাঁহাকে অভিবাদন করা হইবে না, সম্মানার্থ গাত্রোত্থান করা হইবে না, আর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা পাত্র-চীবরও গ্রহণ করা হইবে না। কেবলমাত্র আসন সজ্জিত রাখা হইবে; যদি তিনি ইচ্ছা করেন, বসিতে পারেন।'

রাজকুমার! ক্রমে যতই আমি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের সমীপবর্তী হইলাম, ততই তাহারা নিজেদের প্রতিজ্ঞায় স্থির থাকিতে অসমর্থ হইল। একজন আমার দিকে অগ্রসর হইয়া আমার পাত্র-চীবর গ্রহণ করিল, কেহ আসন সজ্জিত করিল, একজন পাদ ধৌত করিবার জল উপস্থিত করিল। তাহারা আমাকে বন্ধু ও স্বনামে সম্বোধন করিতে লাগিল। এই ভাবে কথা বলিতে দেখিয়া আমি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে কহিলামÍ'ভিক্ষুগণ! তথাগতকে বন্ধু বলিয়া ও স্বনাম ধরিয়া সম্ভাষণ করিও না। ভিক্ষুগণ! তথাগত অর্হৎ সম্যক-সম্বুদ্ধ হইয়াছেন। তোমরা শ্রোতাবধান কর, অমৃত অধিগত হইয়াছে, আমি অনুশাসন করিতেছি, ধর্মোপদেশ দিতেছি। যেরূপ উপদিষ্ট হইবে তদনুরূপ আচরণ করিলে তোমরা অচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হইতে অনাগারিক রূপে প্রব্রজিত হয়, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যাবসান (অর্হৎ ফল) দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষ-জীবনেই) স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া অধিগত হইয়া তাহাতে বিহার করিতে পারিবে। ইহা বিবৃত হইলে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ আমাকে বলিলÍ'বন্ধু গৌতম! সেই দুষ্কর জীবন-যাপন, সেই কঠোর সাধনা, সেই দুষ্কর তপশ্চর্যারত আপনি মনুষ্য হইতে উত্তরিতর সর্বোত্তম আর্য-জ্ঞান-দর্শন-বিশেষ অধিগত করিতে সমর্থ হন নাই, আর এখন দ্রব্য-বহুল, সাধনা-ভ্রষ্ট এবং বাহুল্যে প্রবৃত্ত হইয়া মনুষ্যধর্মোত্তর, উত্তম আর্য-জ্ঞানদর্শন-বিশেষ অধিকার করিলেন?'

এই প্রকারে উক্ত হইলে, রাজকুমার! তখন আমি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে কহিলামÍ'ভিক্ষুগণ! তথাগত বাহুলিক নহে, সাধনাভ্রষ্ট নহে, বাহুল্যে প্রবৃত্তও নহে। ভিক্ষুগণ! তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ; ... অধিগত হইয়া বিহার করিতে পারিবে।'

দ্বিতীয়বার তৃতীয়বারও এইরূপ কথোপকথন হইল।

ইহা বিবৃত হইলে আমি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে বলিলামÍ'ভিক্ষুগণ! ইতিপূর্বে কি আমি কখনও তোমাদিগকে এই প্রকারে ইহা বলিয়াছি? স্মরণ হয় কি?'

'নিশ্চয় না, ভন্তে!'

'ভিক্ষুগণ! তথাগত অর্হৎ ... বিহার করিতে পারিবে।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রাজকুমার! এখন আমি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে বিষয়টি বুঝাইতে সমর্থ হইলাম।

তাহাদের দুইজনকে আমি ধর্মোপদেশ দিতে থাকিলে অপর তিনজন ভিক্ষু ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বাহির হয়। তিনজন বিচরণ করিয়া যাহা ভিক্ষান্ন আহরণ করে তদ্বারা ছয়জনেই দিন যাপন করি। যখন তিনজনকে উপদেশ দান করি তখন দুইজন ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণ করে, দুইজন ভিক্ষু ভিক্ষা করিয়া যাহা আহরণ করে তদ্বারা ছয়জনেই দিন যাপন করি।

৩৪৩। অনন্তর পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু আমাকর্তৃক এ প্রকারে উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হইয়া অচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ আগার হইতে অনাগারিক রূপে প্রব্রজিত হয়, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যাবসান (অর্হৎ ফল) ইহ-জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া, অধিগত হইয়া বিহার করিতে লাগিল।"

এইরূপ বিবৃত হইলে বোধি রাজকুমার ভগবানকে ইহা বলিলেন,"ভন্তে! তথাগতকে বিনায়ক লাভ করিয়া কত গৌণে ভিক্ষু, যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হইতে অনাগারিক রূপে প্রব্রজিত হন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের পর্যাবসান ইহ-জীবনেই সাক্ষাৎকার ও উপলব্ধি করিয়া বিহার করিতে পারেন?"

"তাহা হইলে, রাজকুমার! আপনাকেই এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিব, আপনার যাহা অভিমত তাহা যথাযথই প্রকাশ করিবেন।"

"রাজকুমার! হস্ত্যারোহণ অঙ্কুশধারণ শিল্পে আপনি দক্ষ কিনা?

"হাঁ, ভন্তে! আমি ... অঙ্কুশধারণে দক্ষ।"

"তবে রাজকুমার! যদি কোন ব্যক্তিÍ'বোধি রাজকুমার হস্ত্যারোহী অঙ্কুশগ্রাহী শিল্প জানেন, তাঁহার নিকট আমি হস্ত্যারোহ অঙ্কুশগ্রাহ শিল্প শিক্ষা করিব' মনে করিয়া আসে, আর সে শ্রদ্ধারহিত হয়, শ্রদ্ধাবানের দ্বারা যাহা লাভ করা সম্ভব, তাহা সে পাইবে না; সে হয় রোগ বহুল, যাহা নীরোগীর পক্ষে সম্ভব তাহা সে পাইবে না; সে হয় শঠ-মায়াবী ... অশঠ-অমায়াবীর প্রাপ্য ... সে পাইবে না; সে হয় অলস, ... আরব্ধ বীর্যবানের প্রাপ্য ... সে পাইবে না; সে হয় প্রজ্ঞাহীন, ... প্রজ্ঞাবান যাহা শিক্ষা করিবে সে তাহা পারিবে না। তাহা কি মনে হয়, রাজকুমার! সে ব্যক্তি আপনার নিকট হস্ত্যারোহ অঙ্কুশগ্রাহ শিল্প শিক্ষা করিবে কি?"

"ভন্তে! একদোষযুক্ত ব্যক্তি আমার নিকট হস্ত্যারোহ অঙ্কুশগ্রাহ শিল্প শিক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না, পাঁচ দোষযুক্তের কথাই বা কি?"

৩৪৪। "রাজকুমার! তাহা কি মনে করেন? যদি কোন ব্যক্তিÍ'বোধি রাজকুমার হস্ত্যারোহ শিল্প জানেন ... শিল্প শিক্ষা করিব,' এই মানসে আসে, সে হয় শ্রদ্ধাবান, নীরোগী, অশঠ-অমায়াবী, নিরলস, প্রতিভাবান ...। তবে সে ব্যক্তি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আপনার নিকট হস্ত্যারোহ ... শিল্প শিক্ষা করিতে সমর্থ হইবে কি?”

“ভন্তে! একগুণযুক্ত পুরুষও আমার নিকট ... শিল্প শিক্ষা করিতে সক্ষম হইবে।”

“এই প্রকারই রাজকুমার! নির্বাণ সাধনার পাঁচ অঙ্গ আছে। সে পাঁচ কি? (১) ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান হয়। তথাগতের বোধিকে (লোকোত্তর জ্ঞানকে) বিশ্বাস কর্োI‘সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্। অনুত্তর, পুরুষদম্য-সারথী। দেব-মনুষ্যদের শাস্তা, বুদ্ধ ও ভগবান হন।’ (২) নীরোগ, নিরাতঙ্ক হয়্াI‘নাতিশীত, নাতিউষ্ণ, সমপরিপাকী, সাধনাক্ষম, মধ্যস্থ গ্রহণী (প্রকৃতি-কর্মজ তেজধাতু) বিশিষ্ট হয়।’ (৩) অশঠ-অমায়াবী হয়্াI‘শাস্তা (গুরু) কিংবা বিজ্ঞ-সব্রহ্মচারীদের নিকট স্বীয় দোষগুণ যথাযথ প্রকাশ করে।’ (৪) অকুশল ধর্মের প্রহাণের নিমিত্ত্I‘কুশলধর্ম উৎপত্তির নিমিত্ত শক্তিমান দৃঢ় পরাক্রমী, কুশলধর্মে অনিক্ষিপ্ত ধুর (নিয়ত কুশলে তৎপর) ও আরব্ধবীর্য হইয়া বিহার করে।’ (৫) প্রজ্ঞাবান হয়্াI‘আর্য (নির্বেদিক) প্রতিবিদ্ধ করিতে সমর্থ, সম্যক প্রকারে দুঃখ-ক্ষয়গামিনী উদয়-ব্যয় পরিচ্ছেদক বিদর্শন প্রজ্ঞায় সংযুক্ত হয়।’ রাজকুমার! সাধনোদ্যমের এই পঞ্চবিধ অঙ্গ।

৩৪৫। রাজকুমার! এই পঞ্চাঙ্গ সাধনোদ্যমযুক্ত ভিক্ষু তথাগতকে বিনায়ক (পরিচালক) রূপে লাভ করিলে যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকরূপে আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত হয়, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য-পরিণাম (ফল) ইহ-জীবনেই সাত বৎসরের মধ্যে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার এবং উপলব্ধি করিয়া বিহার করিতে পারে।

রাজকুমার! থাক সাত বৎসর, এই পঞ্চ প্রধানীয় (সাধনীয়) অঙ্গযুক্ত ভিক্ষু ... ছয় বর্ষে, পাঁচ বর্ষে, তিন বর্ষে, দুই বর্ষে, এক বর্ষে, সাত মাসে, ছয় মাসে, পাঁচ মাসে, চার মাসে, তিন মাসে, দুই মাসে, এক মাসে, অর্ধ মাসে, সাত, ছয়, পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক রাত্রিদিনে।

থাক রাজকুমার! এক রাত্রিদিন, এই পঞ্চ প্রধানীয় অঙ্গযুক্ত ভিক্ষু তথাগতকে বিনায়ক লাভ করিয়া সন্ধ্যায় অনুশাসিত হইয়া প্রাতঃকালে বিশেষ অর্হত্ব অধিগত হইবে। প্রাতঃকালে উপদিষ্ট হইয়া সন্ধ্যায় বিশেষ[১] অধিগত হইবে।”

ইহা বিবৃত হইলে বোধি রাজকুমার ভগবানকে বলিলেন,“অহো বুদ্ধ! অহো ধর্ম! অহো ধর্মের স্বাখ্যাততা (উত্তম বর্ণনা)! আশ্চর্য যে যাহা সন্ধ্যায় অনুশাসিত হইয়া প্রাতে বিশেষ অধিগত হইবে, প্রাতে অনুশাসিত হইয়া সন্ধ্যায় বিশেষ

---

[১]। নেয়্যপুদ্গল সম্বন্ধে হইবে না। দন্ধ-(মৃদু) প্রাজ্ঞ সাত বৎসরে। তীক্ষ্ণ-প্রাজ্ঞ একদিনে, অবশিষ্ট মধ্যম-প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। (প সূ)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে।

৩৪৬। এইরূপে বলিলে সঞ্জিকাপুত্র মাণবক বোধি রাজকুমারকে বলিলেন,"হে ভগবান বোধি! ইহা এরূপইI‘অহো! বুদ্ধ! অহো ধর্ম! আর অহো ধর্মের উত্তম বর্ণনা!' বলিতেছেন, অথচ সেই মাননীয় গৌতমের, ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করেন না।"

"সৌম্য সঞ্জিকাপুত্র! এরূপ বলিবেন না। সৌম্য সঞ্জিকাপুত্র! এরূপ বলিবেন না। সৌম্য সঞ্জিকাপুত্র! আমি আর্যার (মাতার) স্বমুখ হইতে ইহা শুনিয়াছি, স্বমুখ হইতে গ্রহণ করিয়াছি। সৌম্য সঞ্জিকাপুত্র! এক সময় ভগবান কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে বিহার করিতেছেন। তখন আমার গর্ভবতী আর্যা যেখানে ভগবান ছিলেন তথায় উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপ্রান্তে, বসিলেন। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট আমার আর্যা ভগবানকে নিবেদন করিলেন,'ভন্তে! আমার কুক্ষিগত যে কুমার কিংবা কুমারী আছে, সে ভগবান, ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছে। আজ হইতে ভগবান জীবনের শেষদিন পর্যন্ত, তাহাকে শরণাগত উপাসক কিংবা উপাসিকারূপে ধারণা করুন'।"

সৌম্য সঞ্জিকাপুত্র! এক সময় ভগবান এই ভর্গপ্রদেশেই সুংসুমার গিরীর ভেষকলা বনে মৃগদাবে বিহার করিতেছিলেন। তখন আমার ধাত্রী আমাকে অঙ্কে লইয়া যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে গিয়াছিল, গিয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে, দাঁড়াইল। একপ্রান্তে, দাঁড়াইয়া আমার ধাত্রী ভগবানকে বলিলI‘ভন্তে! এই বোধি রাজকুমার ভগবানের, ধর্মের ও ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছেন, ...।'

সৌম্য সঞ্জিকাপুত্র! আমি এই তৃতীয়বারও[১] ভগবানের, ধর্মের ও ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। ভগবান আজ হইতে আমাকে আপ্রাণকোটী শরণাগত উপাসকরূপে স্বীকার করুন।"

বোধি রাজকুমার সমাপ্ত।

৮৬। অঙ্গুলিমাল সূত্র (২।৪।৬)

অঙ্গুলিমালের জীবন পরিবর্তন (পূর্বে প্রমত্তে, শেষে মার্গে)।

৩৪৭। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

---

[১]। গর্ভ অবস্থায় বা শৈশবে চেতনার অভাবে শরণ গৃহীত হয় না। বয়স্ক হইলে মাতাপিতা, স্বজনগণ স্মরণ করাইয়া দেয়I‘বৎস! গর্ভ অবস্থায় তোমাকে ত্রিশরণ গ্রহণ করাইয়াছি।' গ্রহীতা যদি মনে করে, ‘আমি শরণাগত উপাসক' তবে তাহার শরণ গৃহীত হয়। (প সূ)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের আরাম জেতবনে বিহার করিতেছেন।

সেই সময় রাজা পসেনদি কোশলের রাজ্যে নিষ্ঠুর, লোহিত-পাণি, হত্যা-প্রহত্যায় নিবিষ্ট, প্রাণী-ভূতদের প্রতি দয়াহীন অঙ্গুলিমাল নামক দস্যু ছিল। সে গ্রাম, নিগম, জনপদ ধ্বংস করিতে লাগিল। সে মানুষদিগকে বধ করিয়া অঙ্গুলির মালা ধারণ করিত। তখন ভগবান পূর্বাহ্ণ সময়ে নিবাসন পরিধান করিয়া পাত্র-চীবর ধারণ পূর্বক ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিলেন। ভগবান শ্রাবস্তীতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া, পিণ্ডাচরণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, ভোজনের পর শয্যাসন শামলাইয়া, পাত্র-চীবর গ্রহণ করিয়া যেখানে চোর অঙ্গুলিমাল ছিল, তদভিমুখে দীর্ঘপথের যাত্রী হইলেন। তখন গো-পাল, পশুপাল, কৃষক ও পথিকগণ যেদিকে ডাকাত অঙ্গুলিমাল আছে সেদিকে দীর্ঘপথের যাত্রীরূপে ভগবানকে দেখিতে পাইল। তাহারা ভগবানকে বলিলÍ“শ্রমণ! ওপথে যাইবেন না। শ্রমণ! ওপথে অঙ্গুলিমাল নামক দস্যু আছে। ... সে গ্রাম ... ধ্বংস করিতেছে। সে মানুষদিগকে বধ করিয়া অঙ্গুলির মালা ধারণ করে। শ্রমণ! ঐ পথে (যদি) বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশজন পর্যন্ত, দলবদ্ধ হইয়া গমন করে; তাহারাও চোর অঙ্গুলিমালের হস্তে, হত হয়।”

এইরূপ উক্ত হইলেও ভগবান তুষ্ণীভাবে চলিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার ও পূর্ববৎ বলা হইল।

৩৪৮। দস্যু অঙ্গুলিমাল ভগবানকে দূর হইতে আসিতে দেখিল, দেখিয়া তাহার এই মনে হইলÍ“ওহে! আশ্চর্যের বিষয়! অদ্ভুত ব্যাপার! এই পথে দশ পুরুষ ... পঞ্চাশ পুরুষও দলবদ্ধ হইয়া চলে, তাহারাও আমার হাতে হত হয়; অথচ এই শ্রমণ একাকীÍঅদ্বিতীয় সাহস পূর্বক যেন আসিতেছেন। যদি আমি এই শ্রমণের জীবননাশ করি, তবে ভাল হয়।” তৎপর দস্যু অঙ্গুলিমাল ঢাল-তলোয়ার (অসি-চর্ম) লইয়া, তীর-ধনু সংযোজিত করিয়া ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। তখন ভগবান এই প্রকার ঋদ্ধি অভিসংস্কার সংস্করণ (যোগ-বিভূতি) করিলেন যে, যাহাতে দস্যু অঙ্গুলিমাল সর্বশক্তিতে দৌঁড়াইয়াও স্বাভাবিক গতিতে গমনশীল ভগবানকে ধরিতে সমর্থ না হয়। তখন দস্যু অঙ্গুলিমালের এই মনে হইলÍ“ওহে! বড়ই আশ্চর্যের বিষয়! বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার! যে আমি পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ধাবমান হস্তীকে ধরিয়াছি, ... ধাবমান অশ্বকে, ... ধাবমান রথকে, ... ধাবমান মৃগকে ধরিয়াছি। অথচ এখন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে গতিশীল এই শ্রমণকে সর্বশক্তিতে দৌঁড়াইয়াও আমি ধরিতে সমর্থ হইলাম না।” সে স্থিত অবস্থায় ভগবানকে বলিলÍ“স্থির হও, শ্রমণ! স্থির হও।”

“অঙ্গুলিমাল! আমি স্থির আছি, তুমি স্থির হও।”

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তখন দস্যু অঙ্গুলিমালের এরূপ মনে হইলI"এই সকল শাক্যপুত্র শ্রমণগণ সত্যবাদী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ। অথচ এই শ্রমণ গতিশীল অবস্থায় বলিতেছেন, 'অঙ্গুলিমাল! আমি স্থির আছি, তুমি স্থির হও।' ইহার তাৎপর্য এই শ্রমণকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

৩৪৯। তখন অঙ্গুলিমাল গাথাদ্বারা ভগবানকে বলিলেন,–

"চলিছ শ্রমণ তবু বল আছি স্থির,
সুস্থির আমাকে কহ রহেছি অস্থির।
জিজ্ঞাসি তোমায় ইহা বল হে শ্রমণ!
তুমি স্থির, আমি হই অস্থির কেমন?" (১)
"নিখিল বিশ্বের প্রতি হে অঙ্গুলিমাল!
দণ্ড-ত্যজি স্থির আছি আমি সর্বকাল।
প্রাণীদের প্রতি হও তুমি অসংযত,
তাইত অস্থির তুমি আমি সুসংযত।" (২)
"বহুকাল গত মম মহর্ষি-পূজিত,
মহাবনে সত্যবাদী[১] আজি উপনীত।
ধর্মময় গাথা তব করিয়া শ্রবণ,
পাপপরিহরি আমি যাপিব জীবন[২]।" (৩)
এবে দস্যু অসি আর আয়ুধ যা ছিল,
প্রপাতে নালায় গর্তে নিক্ষেপ করিল।
সুগতের পাদপদ্মে করিয়া বন্দনা,
তাঁর কাছে প্রব্রজ্যার জানাল প্রার্থনা। (৪)
যিনি বুদ্ধ মহাঋষি করুণা নিধান,
দেব সহ এলোকের শাস্তা সুমহান।
তিনি তাকে 'এস ভিক্ষু' বলিল যখন,
ইহাতে হইল তাঁর ভিক্ষুত্ব অর্জন। (৫)

৩৫০। অতঃপর ভগবান অনুগামী শ্রমণরূপে আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমাল সহ যেদিকে শ্রাবস্তী তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি ক্রমশঃ চারিকায় (ধর্ম প্রচারার্থ) পরিক্রমা করিতে করিতে শ্রাবস্তীতে উপনীত হইলেন। তথায় শ্রাবস্তীতে ভগবান অনাথপিণ্ডিকের জেতবন বিহারে বাস করিতেছেন। সেই সময় রাজা পসেনদি

[১]। 'সে শ্রমণ', সিংহলী পাঠ।

[২]। গৌণে হোক পাপমতি করিব বর্জন। সিংহলী পাঠ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কোশলের অন্তঃপুর-দ্বারে[১] মহা জনমণ্ডলী সম্মিলিত হইয়া উচ্চশব্দ মহাশব্দ করিতেছিল।"দেব! আপনার রাজ্যে লোহিত-হস্ত, শিকারী, হত-প্রহতে নিবিষ্ট, প্রাণীদের প্রতি দয়াহীন অঙ্গুলিমাল নামক দস্যু আসিয়াছে; সে গ্রাম, নগর, জনপদ ধ্বংস করিতেছে। সে নরহত্যা করিয়া অঙ্গুলির মালা ধারণ করে। দেব! তাহাকে দমন করুন।"

তখন রাজা পসেনদি কোশল পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া দিবা-দ্বিপ্রহরে শ্রাবস্তী হইতে বাহির হইলেন এবং যেখানে জেতবন আরাম ছিল সেই দিকে যাত্রা করিলেন। যে পর্যন্ত, যানে যাইবার জায়গা ছিল, ততদূর যানে গিয়া যান হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজেই তিনি যেখানে ভগবান আছেন, সেখানে গেলেন। রাজা তথায় উপনীত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপ্রান্তে, বসিলেন। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট রাজা পসেনদি কোশলকে ভগবান বলিলেন,"কেমন মহারাজ! আপনার উপর রাজা মাগধ সেনিয় বিম্বিসার, বৈশালীবাসী লিচ্ছবী কিংবা অপর কোন বিরোধী রাজা কি কোপিত হইয়াছেন?"

"না, হে ভন্তে! আমার উপর রাজা মাগধ ... কোপিত হন নাই। ভন্তে! আমার রাজ্যে ... অঙ্গুলিমাল নামক ... দস্যু আসিয়াছে, ভন্তে! তাহাকে আমি দমন করিব।"

"যদি মহারাজ! আপনি অঙ্গুলিমালকে কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডিত, কাষায় বস্ত্র পরিহিত, আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত, প্রাণিহিংসা-বিরত, অদত্তাদান-বিরত, মৃষাবাদ-বিরত, একাহারী, ব্রহ্মচারী, শীলবান কল্যাণ-ধর্মা রূপে দেখিতে পান, তবে তাহাকে কি করিবেন?"

"ভন্তে! আমরা তাঁহাকে অভিবাদন করিব, প্রত্যুত্থান করিব, আসনদ্বারা সম্মান করিব; চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, গ্লান-প্রত্যয়, ভৈষজ্য পরিষ্কার (দ্রব্য) দ্বারা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিব; আর তাঁহার নিমিত্ত ধার্মিক রক্ষাবরণ-গুপ্তির সংবিধান করিব। কিন্তু ভন্তে! দুঃশীল পাপ-ধর্মীর পক্ষে এরূপ শীল-সংযম কোথায় হইবে?"

সেই সময় আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমাল ভগবানের অদূরে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন ভগবান তাঁহার দক্ষিণ বাহু ধরিয়া রাজা পসেনদি কোশলকে বলিলেন,"মহারাজ! এই যে অঙ্গুলিমাল।"

তখন রাজা পসেনদির ভয় হইল, স্তব্ধতা হইল, শরীরে রোমঞ্চ হইল। তখন ভগবান ... সন্ত্রস্থ রাজা পসেনদি কোশলকে বলিলেন,"ভয় করিবেন না,

---

[১]। নগরের ভিতরে রাজপ্রাসাদ থাকিত, উহাকে অন্তঃপুর বা রাজকুল বলা হইত। উহার সদর দরজায়। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মহারাজ! ইহা হইতে আপনার কোন ভয় নাই।” তখন রাজা পসেনদির যাহা ভয় ... ছিল তাহা উপশম হইল।

তৎপর রাজা পসেনদি কোশল যেখানে আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমাল আছেন তথায় গেলেন। সেখানে গিয়া রাজা আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমালকে বলিলেন,“আর্য! আমাদের ভন্তে, অঙ্গুলিমাল?”

“হাঁ, মহারাজ!”

“ভন্তে, আপনার পিতা কোন গোত্রের, আর মাতা কোন গোত্রের?”

“মহারাজ! আমার পিতা গার্গ, মাতা মৈত্রায়ণী।”

“ভন্তে! আর্য গার্গ-মৈত্রায়ণীপুত্র শাসনে অভিরমিত হউন, আমি আর্য গার্গ-মৈত্রায়ণীপুত্রের চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, গ্লান-প্রত্যয়, ভৈষজ্য পরিষ্কার ব্যবস্থার উদ্যেগ করিব।”

৩৫১। সেই সময় আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমাল আরণ্যক, পাংশুকূলিক, ত্রৈচীবরিক ধূতাঙ্গ-ব্রতধারী ছিলেন। সুতরাং আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমাল রাজা পসেনদি কোশলকে বলিলেন,“যথেষ্ট, মহারাজ! আমার ত্রিচীবর পরিপূর্ণ আছে।”

তখন রাজা পসেনদি কোশল যেখানে ভগবান আছেন, সেখানে গেলেন। আর ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপ্রান্তে, বসিলেন। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট ... রাজা ভগবানকে বলিলেন,“বড়ই আশ্চর্য, ভন্তে! বড়ই অদ্ভুত, ভন্তে! ভন্তে! ভগবান অদান্তের এমন দমনকারী, অশান্তের শমনকারী, অপরিনির্বৃত্তদের নির্বাপনকারী। যাহাকে ভন্তে! আমরা দণ্ডদ্বারা ও অস্ত্রদ্বারা দমন করিতে সমর্থ হই নাই; ভন্তে! আপনি তাহাকে বিনাদণ্ডে বিনাঅস্ত্রে দমন করিলেন। বেশ, ভন্তে! এখন আমরা যাই। আমাদের বহুকৃত্য বহু করণীয়।”

“মহারাজ! আপনি যাহা উচিত মনে করেন তাহা করিতে পারেন।”

তখন রাজা পসেনদি কোশল আসন হইতে উঠিয়া ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

তৎপর একদিন আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমাল পূর্বাহ্ন সময়ে নিবাসন পরিহিত হইয়া পাত্র-চীবর ধারণ করিয়া শ্রাবস্তীতে ভিক্ষার্থ প্রবেশ করিলেন। তিনি শ্রাবস্তীতে সপদান (ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে ক্রমান্তয়ে) ভিক্ষাচরণ করিবার সময় গর্ভ বিপর্যস্ত, গর্ভযন্ত্রণা কাতর এক স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইলেন; দেখিয়া তাঁহার এই চিন্তা হইলI“অহো! প্রাণিগণ দুঃখ পাইতেছে। অহো! প্রাণিগণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।”

অতঃপর আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমাল শ্রাবস্তীতে পিণ্ডাচরণ সমাপ্ত করিয়াIভিক্ষাচর্যা হইতে প্রত্যাবৃত হইয়া ভোজনের পরIযেখানে ভগবান ছিলেন, তথায় গেলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপ্রান্তে, বসিলেন। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমাল ভগবানকে নিবেদন করিলেন,"ভন্তে! আমি পূর্বাহ্ন সময়ে নিবাসন পরিহিত হইয়া পাত্র-চীবর ধারণ করিয়া এই শ্রাবস্তীতে ভিক্ষাচর্যার্থ প্রবেশ করিয়াছিলাম। তথায় আমি ... গর্ভ-বিপর্যস্ত, গর্ভযন্ত্রণা কাতর এক স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইলাম। ... 'অহো! প্রাণিগণ দুঃখ পাইতেছে, ... যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে'।"

"অঙ্গুলিমাল! তাহা হইলে তুমি সেই স্ত্রীলোকের নিকট পুনরায় যাও, তথায় গিয়া তাহাকে বলÍ'ভগিনি! যখন হইতে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন হইতে স্বেচ্ছায় কোন প্রাণিহিংসা করিয়াছি বলিয়া জানি না। সে সত্যদ্বারা তোমার স্বস্তি, হউক, তোমার গর্ভেরও মঙ্গল হউক'।"

"ভন্তে! উহা আমার সজ্ঞানে মিথ্যাভাষণ হইবে নহে কি? ভন্তে! আমাকর্তৃক সজ্ঞানে অনেক প্রাণীর জীবননাশ হইয়াছে।"

"তাহা হইলে, অঙ্গুলিমাল! যেখানে সেই স্ত্রীলোক আছে, সেখানে উপস্থিত হও, আর তাহাকে এরূপ বলÍ'যখন হইতে ভগিনি! আমি আর্য-গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তখন হইতে স্বেচ্ছায় কোন প্রাণিহিংসা করিয়াছি বলিয়া আমি জানি না। সে সত্যদ্বারা ... মঙ্গল হউক'।"

"হাঁ, ভন্তে!" (বলিয়া) আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমাল ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিয়া যেখানে সে স্ত্রীলোক আছে, সেখানে উপস্থিত হইলেন ... এবং তাহাকে বলিলেন,

"যে হ'তে ভগিনি! আমি আর্য-গোত্রে লভিনু জনম,
সে হ'তে স্বেচ্ছায় কোন প্রাণীবধ করিনি কখন;
এই সত্যে শুভ তব সুখী হোক গর্ভের নন্দন।"

তখন সেই স্ত্রীর ও তাহার গর্ভের স্বস্তি, হইয়াছিল[১]।

সেই সময় আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমাল একাকী, বিবেকযুক্ত, অপ্রমত্ত, উদ্যোগী ও সংযত জীবনযাপন করিয়া অচিরেইÍ'যার জন্য কুলপুত্রগণ ... প্রব্রজিত হয়, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের অবসান-ফল (অর্হত্ব) ইহ-জীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞাদ্বারা

---

[১]। অঙ্গুলিমাল থের সত্য-ক্রিয়া দ্বারা স্তস্তি, করিবার মানসে আসিয়াছেন জানিয়া গর্ভিনীর আত্মীয়-স্তজন তাহাকে পর্দা পরিক্ষিপ্ত করিয়া উহার বাহিরে থেরের আসন সাজাইল। তিনি তথায় বসিয়া সর্বজ্ঞ বুদ্ধের আর্য জাতিতে জন্মের দরুণ সকরুণ সত্য-ক্রিয়া করিবার সঙ্গেই সুপ্রসব ও মাতা-পুত্রের স্তস্তি, হইল। ইহা সর্ব অন্তরায় বিনাশক মহাপরিত্রাণ। এই অঙ্গুলিমাল পরিত্রাণ প্রভাবে ইতর প্রাণিদের ও সুপ্রসব হয়। যাহারা পাঠককে সমীপে আনিয়া পরিত্রাণ শুনিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে এই পরিত্রাণ পাঠকের আসন-ধৌত জল প্রথমতঃ মাথায় ছিটাইয়া দিয়া পান করিলে, সুপ্রসব হয়। অন্য রোগও উপশম হয়। (করুণাযুক্ত ইচ্ছাশক্তির প্রভাব অব্যাহত।) এই পরিত্রাণের প্রভাব কল্পের অবশিষ্টকাল অপ্রতিহত থাকিবে। (প-সূ)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সাক্ষাৎকার করিয়া, উপলব্ধি করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যবাস পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে। এখন এই জীবনের নিমিত্ত অপর কর্তব্য নাই, তিনি ইহা জ্ঞাত হইলেন। আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমাল অর্হতদের অন্যতর হইলেন।

৩৫২। তৎপর একদিন আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমাল পূর্বাহ্ন সময়ে নিবাসন পরিধান ও পাত্র-চীবর ধারণ পূর্বক ভিক্ষাচর্যার নিমিত্ত শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় অন্যকারণে নিক্ষিপ্ত ঢিল আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমালের দেহে নিপতিত হইল। অন্যকারণে নিক্ষিপ্ত দণ্ড কঙ্কর আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমালের দেহে নিপতিত হইল। তখন আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমাল বিদীর্ণ-শিরে বিগলিত শোণিত-ধারায় ভগ্ন-পাত্র ও ছিন্ন-সংঘাটি সহ যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে গেলেন। ভগবান দূর হইতেই আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমালকে আসিতে দেখিলেন, দেখিয়া আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমালকে বলিলেন,"ব্রাহ্মণ! তুমি ধৈর্য-ধারণ কর, ব্রাহ্মণ! তুমি সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর। যে কর্মফলে, ব্রাহ্মণ! তোমাকে বহুবর্ষ, বহুশতবর্ষ, বহু সহস্রবর্ষ নরকে পঁচিতে হইত, ব্রাহ্মণ! সেই কর্মফল তুমি ইহ-জীবনেই ভোগ করিলে।"

যখন আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমাল নিভৃতস্থানে ফলসমাপত্তি ধ্যান-লীন হইয়া বিমুক্তি-সুখ উপলব্ধি করিলেন, তখন এই উদান (আনন্দোচ্ছ্বাস) উচ্চারণ করিলেন,–

"প্রমাদে থাকিয়া পূর্বে পরে হন অপ্রমত্ত যিনি,
মেঘমুক্ত চন্দ্রতুল্য লোক করে আলোকিত তিনি। (১)
যারকৃত পাপকর্ম কুশলেতে হয় দূরীকৃত,
মেঘমুক্ত চন্দ্রতুল্য বিশ্ব তিনি করে আলোকিত। (২)
হলেও তরুণভিক্ষু বুদ্ধ-ধর্মে যিনি নিয়োজিত,
মেঘমুক্ত চন্দ্রতুল্য বিশ্ব তিনি করে প্রভাসিত। (৩)
"শত্রুরা শুনুক মম সদ্ধর্ম-ভাষণ,
শত্রুরা হউক মম ধর্মে নিমগন।
শত্রুরা হউক লিপ্ত তাঁদের সেবায়,
যারা শান্ত, সদ্ধর্মের প্রেরণা যোগায়। (৪)
ক্ষান্তি-বাদী মৈত্রী-প্রশংসীর ধর্ম সনাতন,
শুনুন শত্রুরা মম কালে করুক পালন। (৫)
মোরে কিংবা অন্যকারে কভু কেহ হিংসা না করুন,
লভিয়া পরম শান্তি, ভীতাভীতে নির্বঘ্নে রাখুন। (৬)
চালায় চালক যথা জল।ইষুকার শর সোজাকরে,
বর্ধকীরা ঋজুকরে কাঠ।তথা ধীর দমে আপনারে। (৭)
অঙ্কুশে কশায় দণ্ডে কেহ অদান্তকে করেন দমন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অস্ত্র-দণ্ডবিনা অদান্ত, আমায় দমিলেন ভগবন! (৮)
অহিংসক নাম মম হিংসুকের পূরব জীবনে,
সার্থক হইল আজি হিংসা আর নাহি কোন জনে। (৯)
অঙ্গুলিমাল নামেতে পূর্বে ছিনু দস্যু সুবিখ্যাত,
বুদ্ধের শরণ লই যবে মহাস্রোতে নিমজ্জিত। (১০)
রক্ত-পাণি পূর্বে আমি বিখ্যাত অঙ্গুলিমাল,
শরণাগমনে দেখ সমুচ্ছিন্ন ভবজাল। (১১)
তাদৃশ দুর্গতি-গামী বহুকর্ম করি সম্পাদন,
কর্ম-ক্ষয়ী মার্গ-স্পর্শে করিতেছি অঋণী-ভোজন। ১২)
প্রমাদে নিমগ্ন থাকে দুর্মেধ অজ্ঞানী জন,
অপ্রমাদ রক্ষে ধীর শ্রেষ্ঠ ধনের মতন। (১৩)
হওনা প্রমাদে রত করিওনা কাম-রতি ভোগ,
অপ্রমত্ত ধ্যানশীল লভে নির্বাণ বিপুল[১] সুখ। (১৪)
স্বাগত হয়েছে মম নহে দূরাগত,
মন্ত্রণা প্রব্রজ্যা লাভে অতীব সঙ্গত।
সুবিভক্ত বুদ্ধ-ধর্মে শ্রেষ্ঠ যে নির্বাণ,
লভিনু তাহাতে আমি অপরোক্ষ জ্ঞান। (১৫)
স্বাগত হয়েছে মম নহে দূরাগত,
মন্ত্রণা প্রব্রজ্যা লাভে অতীব সঙ্গত।
ত্রিবিদ্যা অর্জিত মম হইল এখন,
বুদ্ধের শাসনে কৃত্য হল সমাপন।" (১৬)

অঙ্গুলিমাল সূত্র সমাপ্ত।

৮৭। প্রিয়জাতিক সূত্র (২। ৪। ৭)

'প্রিয় হ'তে শোক-দুঃখের উদয়'

৩৫৩। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে বাস করিতেছেন। সেই সময় অন্যতর গৃহপতির (বৈশ্যের) প্রিয়, মনোহর একমাত্র পুত্র কালগত হইল। তাহার কালক্রিয়ার দরুণ (গৃহপতির) ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবৃত্তি হয় না, ভোজনে রুচি জন্মে না। সে শ্মশানে গিয়া কেবল ক্রন্দন করিতে থাকেI"কোথায় (আমার) একমাত্র পুত্র? কোথায় একমাত্র পুত্র?" তখন সে

[১]। 'পরম' কম্বোজ পাঠ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গৃহপতি যেখানে ভগবান ছিলেন গেল এবং ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপ্রান্তে, বসিল। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট সেই গৃহপতিকে ভগবান বলিলেন,"গৃহপতি! তোমার ইন্দ্রিয়-গ্রাম স্বীয় দীপ্তিতে স্থির নাই, তোমার ইন্দ্রিয়সমূহের অন্যথাভাব আছে কি?"

"ভন্তে! কেন আমার ইন্দ্রিয়-গ্রাম অন্যথাভাব না হইবে? ভন্তে! আমার প্রিয়, মনোরম একমাত্র পুত্র কালগত হইয়াছে। উহার মরণের দরুণ আমার কাজকর্মে প্রবৃত্তি হয় না, আহারে রুচি জন্মে না। সুতরাং আমি শ্মশানে গিয়া ক্রন্দন করিÍ'কোথায় আমার একমাত্র পুত্র, কোথায় একমাত্র পুত্র?'?"

"গৃহপতি! ইহা এইরূপ, ইহা এইরূপই; যাহা কিছু শোক, রোদন, দুঃখ, দৌর্মনস্য; সকলই প্রিয়জ, প্রিয় হইতে সম্ভূত হয়।"

"ভন্তে! ইহা কাহার প্রত্যয় হইবে যেÍ'যাহা কিছু শোক, রোদন, দুঃখ, দৌর্মনস্য সকলই প্রিয়জ, প্রিয়-সম্ভূত?' ভন্তে! যাহা কিছু আনন্দ, সৌমনস্য সকলই প্রিয়জ, প্রিয়-সম্ভূত।"

তখন সে গৃহপতি ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন না করিয়াÍনিন্দা করিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিল।

৩৫৪। সেই সময় কয়েক জন অক্ষধূর্ত (জুয়াড়ী) ভগবানের অদূরে পাশা-খেলা করিতেছিল। তখন সে গৃহপতি যেখানে ঐ অক্ষধূর্তেরা ছিল, সেস্থানে গেল। তথায় গিয়া সে সেই জুয়াড়িগণকে বলিলÍ"মহাশয়গণ! আমি যেখানে শ্রমণ গৌতম আছেন সেস্থানে গিয়াছিলাম, গিয়া শ্রমণ গৌতমকে অভিবাদন পূর্বক একপ্রান্তে, বসিলাম। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট আমাকে শ্রমণ গৌতম ইহা কহিলেন,'গৃহপতি! তোমার ইন্দ্রিয়-গ্রাম স্বীয় দীপ্তিতে স্থির নাই ... (উভয়ের কথোপকথন বিবৃত হইল) ...।' তখন আমি মাননীয় শ্রমণ গৌতমের ভাষণ অভিনন্দন না করিয়াÍনিন্দা করিয়া আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিলাম।"

"গৃহপতি! তাহা তদ্রূপই, তাহা তদ্রূপই। যাহা কিছু আনন্দ, সৌমনস্য তাহা প্রিয়জ, প্রিয়-সম্ভূত।" তখন সে গৃহপতি 'অক্ষধূর্তেরা আমার সহিত একমত' এই চিন্তা করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল।

তৎপর সেই কথা-প্রসঙ্গ ক্রমশঃ রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

৩৫৫। তখন রাজা পসেনদি কোশল মল্লিকাদেবীকে আহ্বান করিলেন,"মল্লিকে! শুনিয়াছ? তোমাদের শ্রমণ গৌতম এই ভাষণ দিয়াছেনÍ'যাহা কিছু শোক, রোদন, দুঃখ, দৌর্মনস্য সমস্তই প্রিয়জ, প্রিয় হইতে সম্ভূত'।"

"যদি মহারাজ! ভগবান এই ভাষণ দিয়া থাকেন, তবে তাহা তদ্রূপই।"

"ইহাই হইয়া থাকে, মল্লিকে! শ্রমণ গৌতম যাহাই ভাষণ করুন না কেন, সেই সমস্তই তুমি অনুমোদন কর 'যদি মহারাজ! তাহা ভগবানের ভাষিত, তাহা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেইরূপই হয়।’ যেমন নাকি আচার্য অন্তেবাসীকে যাহাই বলুক না কের্নI‘আচার্য! তাহা তথৈবচ’ বলিয়া অন্তেবাসী তাহাই অনুমোদন করে। সেইরূপই, মল্লিকে! শ্রমণ গৌতম যাহাই ভাষণ করেন, তুমি তৎসমস্তই অনুমোদন করিয়া থার্কI‘যদি মহারাজ! ... তদ্রূপই হয়। যাও বর্হিমুখে, মল্লিকে! (এখান থেকে) দূর হও।”

তখন মল্লিকাদেবী নালীজংঘ নামক ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিলেন,“আস তুমি, হে ব্রাহ্মণ! যেখানে ভগবান আছেন, সেস্থানে যাও, গিয়া আমার বাক্যে ভগবানের চরণে নতশিরে প্রণাম কর, ... (কুশল সমাচার) জিজ্ঞাসা কর, আর ইহাও বল যের্ৗI‘ভগবান একথা বলিয়াছেন কির্ৗIশোক ... উপায়াস প্রিয়জ, প্রিয়-সম্ভূত?’ ভগবান তোমাকে যেরূপ বিবৃত করেন তাহা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া আমাকে বলিবে। তথাগতেরা কখনও বিতথ-বাক্য বলেন না।”

“আজ্ঞে হাঁ, ভবতি।” ... নালীজংঘ ব্রাহ্মণ ... যেখানে ভগবান থাকেন, সেস্থানে ... গিয়া, ভগবানের সহিত সম্মোদন করিয়া একপ্রান্তে, বসিল। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট নালীজংঘ ব্রাহ্মণ ভগবানকে বলির্লI“ভো গৌতম! মল্লিকাদেবী ভবৎ গৌতমের চরণে নতশিরে বন্দনা করিয়াছেন, ...। আর ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছের্নIকেমন ভন্তে! ভগবান কি এই কথা বলিয়াছের্নI‘যাহা কিছু শোক, ... উপায়াস, সমস্তই প্রিয়জ, প্রিয়-সম্ভূত’?”

৩৫৬। ব্রাহ্মণ! তাহা সেইরূপই, তাহা সেইরূপই; ব্রাহ্মণ! যাহা কিছু শোক ... উপায়াস তাহা প্রিয়জ, প্রিয় সম্ভূত। ব্রাহ্মণ! ইহাকে এই পর্যায়েও জানা উচিত যে, কি প্রকারে শোক ... উপায়াস প্রিয়জ, প্রিয়-সম্ভূত? অতীতে এক সময়, ব্রাহ্মণ! এই শ্রাবস্তীর এক স্ত্রীলোকের মাতার মৃত্যু হয়, সে মাতার মৃত্যুতে উন্মত্তা ও বিক্ষিপ্তা-চিত্তা হইয়া রাস্তা হইতে রাস্তায়, শৃঙ্গাট (চৌরাস্তা) হইতে শৃঙ্গাটে উপনীত হইয়া এইরূপ বলে–‘ওহে! আপনারা আমার মাতাকে দেখিয়াছেন? ওহে! আপনারা আমার মাতাকে দেখিয়াছেন?’ এই পর্যায়েও, ব্রাহ্মণ! ইহা জানা উচিত যের্ৗIশোক ... প্রিয়জ, প্রিয়-সম্ভূত। পুরাকালে ব্রাহ্মণ! এই শ্রাবস্তীতে এক স্ত্রীলোকের পিতার মৃত্যু হয় ...। ... ভ্রাতার মৃত্যু হয় ...। ... ভগ্নির মৃত্যু হয় ...। ... পুত্রের মৃত্যু হয় ...। ... দুহিতার মৃত্যু হয় ...। ... পতির মৃত্যু হয় ...।”

পূর্বকালে ব্রাহ্মণ! ... এক পুরুষের ... মাতার, ... ভার্যার মৃত্যু হয় ...।”

“পুরাকালে, ব্রাহ্মণ! এই শ্রাবস্তীতে এক স্ত্রী তাহার জ্ঞাতিকুলে গিয়াছিল। আত্মীয়গণ উহাকে বর্তমান স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্যপাত্রে সমর্পণ করিতে অভিলাষী, কিন্তু সে তাহাতে রাজি নহে। তখন সে রমণী তাহার পতিকে এ বিষয় জানাইল–‘আর্যপুত্র! এই আত্মীয়গণ আমাকে আপনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্য পাত্রে সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু আমি তাহা পছন্দ করি না।’ তখন সে পুরুষ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'আমরা উভয়ে মৃত্যুর পর সম্মিলিত হইব' এই চিন্তা করিয়া সেই স্ত্রীকে দ্বিধা ছেদন করিল এবং আপন উদর ছেদন করিয়া উভয়ে মৃত্যু বরণ করিল। এই পর্যায়ে ব্রাহ্মণ! জানা উচিত'I'প্রিয় হইতে শোক ... দুঃখের উদয় হয়'।"

৩৫৭। তখন নালিজংঘ ব্রাহ্মণ ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিয়া, অনুমোদন করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া যেখানে মল্লিকাদেবী ছিলেন সেস্থানে গেল, গিয়া ভগবানের সহিত যাহা কথা সংলাপ (আলাপ আলোচনা) হইয়াছিল, সে সমস্তই মল্লিকাদেবীকে নিবেদন করিল। তখন মল্লিকাদেবী রাজা পসেনদি কোশল সমীপে গেলেন এবং রাজাকে বলিলেন,"তাহা কি মনে করেন, মহারাজ! বজিরী (বজ্রিনী) কুমারী আপনার প্রিয়া কিনা?"

"হাঁ, মল্লিকে! বজিরী কুমারী আমার প্রিয়া।"

"তখন কি মনে করেন , মহারাজ! আপনার বজিরী কুমারীর বিপরিণাম ও অন্যথাভাব হেতু[১] আপনার শোক, রোদন, দৌর্মনস্য উপায়াস উৎপন্ন হইবে কি?"

"মল্লিকে! বজিরী কুমারীর বিপরিণাম ও অন্যথাভাবে আমার জীবনেরও অন্যথাত্ব ঘটিতে পারে, শোক ... উপায়াস কেন উৎপন্ন না হইবে?"

"মহারাজ! সেই ভগবান সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ এই কারণেই বলিয়াছেন'I'প্রিয়জ শোক.....উপায়াস প্রিয়-সম্ভূত ... '।"

" ... মহারাজ! বাসবক্ষত্রিয়া আপনার প্রিয়া কিনা?"

"হাঁ, মল্লিকে! বাসবক্ষত্রিয়া আমার প্রিয়া।"

" ... মহারাজ! বাসবক্ষত্রিয়ার বিপরিণাম, অন্যথাভাব হেতু আপনার শোক ... উপায়াস উৎপন্ন হইবে কি?"

"মল্লিকে! আমার জীবনেরও অন্যথাভাব হইতে পারে ...।"

"মহারাজ! এই কারণেই সেই ভগবান ... বলিয়াছেন ...।"

"মহারাজ! বিড়ূঢ়ভ সেনাপতি আপনার প্রিয় কিনা? ...।"

"কেমন মনে করেন, মহারাজ! আমি আপনার প্রিয়া কিনা? ...।"

"হাঁ, মল্লিকে! তুমি আমার প্রিয়া।"

"যদি মহারাজ! আমার কোন বিপরিণাম, অন্যথাভাব ঘটে, তবে আপনার শোক ... উপায়াস উৎপন্ন হইবে?"

"মল্লিকে! ... আমার জীবনেরও অন্যথাভাব ঘটিতে পারে ...।"

"মহারাজ! ... ভগবান এই কারণেই বলিয়াছেন'I'প্রিয়জ শোক, ... উপায়াস প্রিয়-সম্ভূত'।"

---

[১]। এখানে মরণ বিপরিণাম, অন্যের সাথে পলায়ন অন্যথাভাব। (প-সূ)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ইহা কি মনে করেন, মহারাজ! কাশী ও কোশলবাসী (প্রজাপুঞ্জ) আপনার প্রিয় কিনা?"

"হাঁ, মল্লিকে! কাশী-কোশলবাসী আমার প্রিয়। কাশী-কোশলবাসীর অনুভাবেই (রাজস্বাদিতেই) ত আমরা কাশিকচন্দন পরিভোগ করি, মালা-গন্ধ-বিলেপন ধারণ করি।"

"তবে মহারাজ! কাশী-কোশলবাসীর বিপরিণাম (হস্তান্তর) অন্যথাভাবে (সঙ্কটে) আপনার শোক ... উৎপন্ন হইবে কি?"

" ... আমার জীবনেরও অন্যথা বিপর্যয় হইতে পারে...।"

"মহারাজ! ... সেই ভগবান ... এই কারণেই বলিয়াছেন‍ ‍প্রিয়জাতিক শোক ... প্রিয়-সম্ভূত।"

"বড়ই আশ্চর্য, মল্লিকে! বড়ই অদ্ভুত, মল্লিকে! এতদূর পর্যন্তও সেই ভগবান প্রজ্ঞায় প্রতিবিদ্ধ করিয়াই যেন দেখিয়া থাকেন। এস, মল্লিকে! চল আমরা আগমন করি[১] তৎপর রাজা পসেনদি কোশল আসন হইতে উঠিয়া উত্তরিয়-বস্ত্র একাংস করিয়া যেদিকে ভগবান আছেন তদভিমুখে যুক্তাঞ্জলি প্রণাম করিয়া তিনবার আন্দোচ্ছ্বাস করিলেন,–

"নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স"

(সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধকে নমস্কার)।

প্রিয়জাতিক সূত্র সমাপ্ত।

[১]। মুখ-হাত ধৌত করিয়া ভগবানকে অভিবাদন করিবার মানসে বলিতেছেন। (প-সূ)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮৮। বাহিতিক[১] সূত্র (২। ৪ ।৮)

৩৫৮। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর ... জেতবনে অবস্থান করিতেছেন। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ নিবাসন পরিধান করিয়া, পাত্র-চীবর ধারণ পূর্বক শ্রাবস্তীতে ... পিণ্ডাচরণ করিলেন, এবং ... দিবা বিহারের নিমিত্ত যেখানে মৃগার-মাতার প্রাসাদ পূর্বারাম ছিল, তথায় উপনীত হইলেন। সেই সময় রাজা পসেনদি কোশল ... এক পুণ্ডরিক নাগের (হস্তীর) উপর আরোহণ করিয়া মধ্যাহ্ন সময়ে শ্রাবস্তী হইতে বাহিরে যাইতেছিলেন। রাজা পসেনদি কোশল ... দূর হইতে আনন্দকে দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া তিনি সিরিবড্‌ঢ (শ্রীবর্ধ) মহামাত্যকে আহ্বান করিলেন,"সৌম্য সিরিবড্‌ঢ! ইনি আয়ুষ্মান আনন্দ নহেন কি?"

হাঁ, মহারাজ! আয়ুষ্মান আনন্দ।"

তখন রাজা এক ব্যক্তিকে ডাকিলেন,"আস, হে পুরুষ! যেখানে আয়ুষ্মান আনন্দ আছেন, তুমি তথায় যাও। তথায় গিয়া আমার বাক্যে আয়ুষ্মান আনন্দের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা কর, আর বল যেI'ভন্তে! যদি আয়ুষ্মান আনন্দের অত্যাবশ্যকীয় কোন কাজ না থাকে, তবে ভন্তে, আয়ুষ্মান আনন্দ! অনুগ্রহ পূর্বক মুহুর্তকাল অপেক্ষা করিতে পারেন'।" !

"হাঁ, দেব! ...।"

আয়ুষ্মান আনন্দ মৌনভাবে স্বীকার করিলেন।

তখন রাজা পসেনদি কোশল যতদূর হস্তী যাইবার যোগ্যভূমি ততদূর হস্তীতে যাইয়া, হস্তী হইতে অবতরণ পূর্বক পদব্রজেই ... গিয়া ... অভিবাদন পূর্বক একপ্রান্তে, দাঁড়াইলেন ... আর আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন,"ভন্তে! যদি আয়ুষ্মান আনন্দের কোন অত্যাবশ্যকীয় কাজ না থাকে, তবে ভন্তে! যেখানে অচিরবতী নদীর তীর, অনুগ্রহ পূর্বক সেখানে চলুন।"

আয়ুষ্মান আনন্দ মৌনভাবে স্বীকার করিলেন।

৩৫৯। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ ...অচিরবতী নদীর তীরে ..... গেলেন, গিয়া এক বৃক্ষের নীচে সজ্জিত আসনে বসিলেন। তখন রাজা পসেনদি কোশলও ... গিয়া ... অভিবাদন পূর্বক একপ্রান্তে, দাঁড়াইলেন। একপ্রান্তে, স্থিত রাজা ... বলিলেন,"ভন্তে, আয়ুষ্মান আনন্দ! এখানে হস্ত্যাস্তরণে বসুন।"

"না, মহারাজ! আপনি বসুন, আমি নিজের আসনে বসিয়াছি।"

রাজা পসেনদি ... সজ্জিত আসনে বসিলেন; বসিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন, "ভন্তে! সেই ভগবান এরূপ কায়িক সমাচার আচরণ করিতে সমর্থ কি

---

[১]। সিংহলী অক্ষরে 'বাহীতিক'।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যে কায়িক সমাচার শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও বিজ্ঞদের নিন্দনীয় (=উপারম্ভ্য)?"

"না, মহারাজ ! ... ।[১]

(বাক্ সমাচার, মনো সমাচার সম্বন্ধেও এইরূপ বর্ণনীয়।)

"আশ্চর্য, ভন্তে, ! অদ্ভুত, ভন্তে! যে তথ্য আমরা প্রশ্ন করিয়া (অন্য শ্রমণ হইতে) পুরিপূর্ণ করিতে পারি নাই, তাহা ভন্তে, আয়ুষ্মান আনন্দ! প্রশ্নোত্তর দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন। ভন্তে! যে সকল বাল =অব্যক্ত (মূর্খ) যথার্থ অবগত না হইয়া, গভীর অনুসন্ধান না করিয়া, পরের প্রশংসা কিংবা অপ্রশংসা ভাষণ করে উহাকে আমরা সত্য হিসাবে বিশ্বাস করি না। আর ভন্তে! যে সকল পণ্ডিত, ব্যক্ত, মেধাবী যথার্থ অবগত হইয়া, গভীর সন্ধান করিয়া অপরের প্রশংসা বা অপ্রশংসা বর্ণনা করেন, উহা আমরা সত্য হিসাবে স্বীকার করি।"

৩৬০। "ভন্তে, আনন্দ! কোন কায়িক সমাচার শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও বিজ্ঞদের নিন্দনীয়?"

" মহারাজ ! যে কায়িক সমাচার অকুশল (মন্দ)।"

" ভন্তে, ! অকুশল কায়িক সমাচার কি?"

" মহারাজ ! যে কায়িক আচনণ সাবদ্য (সদোষ)।"

" ... সাবদ্য কি?" " ... যাহা ... সব্যাপাদ্য (হিংসাযুক্ত)।"

" ... সব্যাপাদ্য কি?" " ... যাহা ... দুঃখ-বিপাক (যাহার পরিনাম দুঃখপ্রদ)।"

" ... দুঃখ-বিপাক কি?"

" মহারাজ! যাহা আত্ম-পীড়ার কারণ হয়, পর-পীড়ার কারণ হয়, উভয়ের পীড়ার কারণ হয়। যাহা হইতে অকুশল পাপধর্ম বৃদ্ধি পায়, কুশলধর্ম হ্রাস হয়। মহারাজ! এই প্রকার কায়িক সমাচার ... নিন্দনীয়।

(বাচনিক ও মানসিক সমাচার সম্বন্ধেও সে কথা।)

" ভন্তে, আনন্দ ! সেই ভগবান কি সর্ববিধ অকুশলধর্মেরই প্রহাণ বর্ণনা করেন?"

" মহারাজ! তথাগতের সর্ববিধ অকুশলধর্ম পরিত্যাক্ত ও কুশলধর্ম সংযুক্ত হইয়াছে।"

৩৬১। "ভন্তে, আনন্দ! কোন কায়িক আচার (কায়-সমাচার) শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও বিজ্ঞদের অনিন্দনীয় ?"

" মহারাজ ! যে কায়িক আচার কুশল। ... অনবদ্য, অব্যাপাদ্য ... , সুখ-বিপাক ...। ... যাহা আত্ম-পীড়ার কারণ হয় না; পর-পীড়ার কারণ হয় না,

[১]। সুন্দরীর দুর্নাম রটনার তথ্যানুসন্ধান এই সূত্রের নিদান (প-সূ)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উভয়ের পীড়ার কারণ হয় না; যাহা হইতে অকুশলধর্ম হ্রাস হয়, কুশলধর্ম বৃদ্ধি পায়।”

“ ভন্তে, আনন্দ! সেই ভগবান সর্ববিধ কুশলধর্মেরই উপার্জন প্রশংসা করেন কি?”

“মহারাজ! তথাগতের সর্ববিধ অকুশলধর্ম প্রহীণ ও কুশলধর্ম উপার্জন হইয়াছে।”

৩৬২। “ আশ্চর্য, ভন্তে, ! অদ্ভুত ভন্তে! আয়ুষ্মান আনন্দ কর্তৃক ইহা এতই সুভাষিত হইল। ভন্তে! আয়ুষ্মান আনন্দের সুভাষণ দ্বারা আমরা সন্তুষ্ট ও পরম প্রসন্ন হইলাম। ভন্তে, ! আয়ুষ্মান আনন্দের সুভাষণ দ্বারা আমরা এইরূপ সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন হইয়াছি যে যদি আয়ুষ্মান আনন্দের গ্রহণযোগ্য হয়, তবে আমরা আয়ুষ্মান আনন্দকে হস্তিরত্নও উপহার দিতে পারি; অশ্বরত্ন (শ্রেষ্ঠ ঘোড়া) ... , বর গ্রামও ... দিতে পারি। কিন্তু ভন্তে, আনন্দ! আমরাও উহা জানিIইহা আয়ুষ্মান আনন্দের গ্রহণযোগ্য নহে। ভন্তে! আমার নিকট রাজা মাগধ অজাতশত্রু বৈদেহীপুত্রের প্রেরিত সাধারণ বস্ত্র মাপে দীর্ঘ সম-ষোলহাত, প্রস্থ সম-আটহাত বিশিষ্ট এই বাহিতিয় (বস্ত্র)[১] আছে, অনুগ্রহ পূর্বক আয়ুষ্মান আনন্দ! তাহাই গ্রহণ করুন।”

“যথেষ্ট (অলং), মহারাজ! আমার ত্রিচীবর পরিপূর্ণ আছে।”

“ভন্তে! এই অীচরবতী নদীকে আয়ুষ্মান আনন্দও দেখিয়াছেন, আমরাও দেখিয়াছিIযখন পর্বতোপরে মহামেঘের প্রবল বর্ষণ হয়, তখন এই অচিরবতী নদী দুইকুল প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হয়; সেইরূপ ভন্তে, আয়ুষ্মান আনন্দ! এই বাহিতিক বস্ত্রদ্বারা নিজের চীবর করিবেন। আয়ুষ্মান আনন্দের যে পুরাতন চীবর আছে, তাহা সব্রহ্মচারীরা ভাগ করিয়া লইবেন। এই প্রকারে আমাদের শ্রদ্ধাদান (দক্‌খিণা) মহাপ্লাবনের ন্যায় সংবিস্যন্দন্তী মঞ্‌ঞে) চলিয়া যাইবে। ভন্তে, আয়ুষ্মান আনন্দ! বাহিতিয় বস্ত্র গ্রহণ করুন।”

আয়ুষ্মান আনন্দ বাহিতিক গ্রহণ করিলেন।

তখন রাজা পসেনদি কোশল আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন,“উত্তম, ভন্তে! এখন আমরা যাই, আমাদের বহুকৃত্য, বহু করণীয় আছে।”

“মহারাজ! এখন আপনি যাহা সময় মনে করেন।”

তখন রাজা পসেনদি ... আয়ুষ্মান আনন্দের ভাষণ অভিনন্দন করিয়া, অনুমোদন করিয়া, আসন হইতে উঠিলেন এবং ... অভিবাদন পূর্বক প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

---

[১]। “বাহীত রাষ্ট্রে প্রস্তুত বস্ত্রের এই নাম।” (প-সূ) সতলজ ও ব্যাসের মধ্যস্থ প্রদেশ বাহীত দেশ। পাণিনীয় (□ঃ ২ঃ ১৮। ৩ঃ ১১৪) ইহাকেই বাহীক লিখিয়াছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৬৩। রাজা পসেনদি চলিযা যাইবার অচিরকাল পরে আয়ুষ্মান আনন্দ যেস্থানে ভগবান আছেন, সেখানে গেলেন, তথায় একপ্রান্তে, বসিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ রাজা পসেনদির সহিত যাহা কিছু কথোপকথন হইয়াছিল, সেই সমস্, ভগবানকে শুনাইলেন, আর সেই বাহিতিক (বস্ত্র)ও ভগবানকে সমর্পণ করিলেন।

তখন ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন,"ভিক্ষুগণ! রাজা পসেনদির লাভ হইল, মহালাভ হইল। যেহেতু রাজা পসেনদি কোশল আনন্দের দর্শন ও সেবার সুযোগ পাইলেন।"

ভগবান ইহা বলিলেন। সন্তুষ্ট চিত্তে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

বাহিতিক সূত্র সমাপ্ত।

৮৯। ধর্মচেতিয় সূত্র (২।৪।৯)

ভোগের দুষ্পরিণাম, বুদ্ধের প্রজ্ঞা।

৩৬৪। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,−

এক সময় ভগবান শাক্যদেশে মেদালুপ[১] নামক শাক্যদের নিগমে বাস করিতেছিলেন। সেই সময় রাজা পসেনদি কোশল কোন কার্যোপলক্ষে[২] নগরে উপনীত হইয়াছিলেন। তখন রাজা পসেনদি কোশল দীর্ঘকারায়ণকে আহ্বান করিলেন,"সৌম্য কারায়ণ! উত্তম যান সমূহ সাজাও, সুভূমি দর্শনার্থ আমি উদ্যান ভ্রমণে যাইব।"

"হাঁ, দেব! ... ।" দেব! সুন্দর সুন্দর যান সজ্জিত হইয়াছে, এখন যাহা সময় মনে করেন।"

তখন রাজা পসেনদি কোশল ... উত্তম যানে আরোহণ করিয়া ভদ্র ভদ্র যান সহ মহা রাজমহিমায় নগর হইতে বাহির হইলেন এবং যেদিকে আরাম ছিল, সেদিকে যাত্রা করিলেন। যতদূর যানের ভূমি ছিল, ততদূর যানে গিয়া, যান হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজেই আরামে প্রবেশ করিলেন। রাজা পসেনদি চংক্রমণ ও বিচরণ করিতে করিতে আরামে শব্দ-রহিত, ঘোষ-রহিত, জন-বাত-বিরল, মানুষের গুপ্ত-মন্ত্রণার যোগ্য, সাধনানুকূল, প্রসাদজনক, মনোহর বৃক্ষমূল সমূহ দেখিতে পাইলেন। রাজার ইহা দর্শনে ভগবানেরই স্মৃতি জাগ্রত হইল,−

---

[১]। মেদ+উলুপ্যI মেদবর্ণ ও উলুপ, (চন্দ্রবর্ণ) পাষাণের তথায় আধিক্য ছিল। (টীকা)

[২]। রাজা সন্দেহ বশতঃ বত্রিশ পুত্রের সহিত বন্ধুল সেনাপতিকে হত্যা করাইয়াছিলেন, নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় তিনি অনুতপ্ত হন এবং চিত্ত-বিক্ষেপ নিবারণার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন। ইহাই এই ভ্রমণের কারণ। (প-সূ)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"এই সমস্, এমন ... মনোহর বৃক্ষমূল, যাহাতে আমরা ভগবান ... সম্যকসম্বুদ্ধের সেবার উপনীত হইয়াছি।"

৩৬৫। তখন রাজা দীর্ঘকারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"সৌম্য কারায়ণ! এখানে ... মনোহর বৃক্ষমূল আছে, যাহাতে আমরা ... উপনীত হইয়াছি। সৌম্য কারায়ণ! এই সময় সেই ভগবান ... কোথায় অবস্থান করেন?"

"মহারাজ! শাক্যগণের মেদালুপ নামক নিগম আছে, সেই ভগবান ... তথায় বিহার করিতেছেন।"

"সৌম্য কারায়ণ! নগর হইতে কতদূরে শাক্যদের সেই-মেদালুপ নিগম?"

"মহারাজ! বেশীদূরে নহে, মাত্র তিন যোজন; দিনের অবশিষ্ট সময়ে তথায় পৌঁছা সম্ভব।"

"তাহা হইলে, সৌম্য কারায়ণ! ভদ্র যানগুলি সজ্জিত কর, ভগবানের দর্শনার্থ আমরা তথায় যাইব।"

"হাঁ, মহারাজ! ...।"

" ... তখন রাজা পসেনদি উত্তম যানে আরোহণ করিয়া, নগর হইতে বাহির হইলেন এবং ... সেই দিনের অবশিষ্ট সময়ে শাক্যদের নিগম মেদালুপে পৌঁছিলেন। যেখানে আরাম, সেখানে গেলেন। যতদূর যানের ভূমি ততদূর যানে গিয়ে, যান হইতে অবতরণ পূর্বক (নিগমের বাহিরে স্কন্ধাবার সন্নিবেশ করিয়া কারায়ণ সহ) পদব্রজেই আরামে প্রবেশ করিলেন।"

৩৬৬। সেই সময় কতিপয় ভিক্ষু উন্মুক্ত স্থানে চংক্রমণ করিতেছিলেন ...। রাজা পসেনদি কোশল সেই ভিক্ষুদিগকে বলিলেন,"ভন্তে! এখন ভগবান ... কোথায় অবস্থান করেন? আমরা তাঁহাকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক।"

"মহারাজ! এই রুদ্ধদ্বার (গন্ধকূটি) বিহার। নিঃশব্দে তথায় উপনীত হইয়া, ধীরে সম্মুখে অলিন্দে (বারাণ্ডায়) প্রবেশ পূর্বক কাশিয়া (নখাগ্রে) কবাটে মৃদু আঘাত করুন। ভগবান আপনার জন্য দ্বার খুলিবেন।"

তখন রাজা পসেনদি কোশল অসি ও উষ্ণীষ[১] সেই স্থানেই দীর্ঘকারায়ণকে প্রদান করিলেন। তখন দীর্ঘকারায়ণ চিন্তা করিলI"রাজা এখন গুপ্তপরামর্শ করিতেছেন, সুতরাং আমাকে এখানেই থাকিতে হইবে[২]।"

১। "বালবীজনিমুণ্হহীসং খগ্গং ছত্তঞ্চুপাহনং,
ওরুয্হ রাজা যানম্হা ঠপযিত্বা পটিচ্ছদং।"

বুদ্ধের প্রতি গৌরব বশতঃ এই পঞ্চ ককুধ-ভাণ্ড (রাজচিহ্ন) প্রদান করিলেন। (প-সূ)

২। দীর্ঘকারায়ণের সংশয় হইল যে রাজা পূর্বে গুপ্তমন্ত্রণা করিয়া সবংশে মাতুল বন্ধুল সেনাপতিকে নিধন করিয়াছেন। এবার আমার প্রতিও সে আদেশ হইতে পারে। এই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তখন রাজা ... যেখানে রুদ্ধদ্বার বিহার ছিল, সেখানে ... নিঃশব্দে উপনীত হইয়া ... কবাটে ... আঘাত করিলেন। ভগবান দ্বার খুলিয়া দিলেন। রাজা বিহারে প্রবেশ করিলেন, ভগবানের পাদপদ্মে মাথা রাখিয়া, ভগবানের পদযুগল মুখে চুম্বন ও হস্তদ্বয়ে সংবাহন করিতে করিতে স্বীয় নাম প্রকাশ করিলেন,"ভন্তে! আমি রাজা পসেনদি কোশল। ভন্তে! আমি রাজা পসেনদি কোশল।"

৩৬৭। "মহারাজ! কোন উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া আপনি এই (জীর্ণ) শরীরে এমন পরম গৌরব করিতেছেন, মিত্র-উপহার (সম্মান) প্রদর্শন করিতেছেন।"

"ভন্তে! ভগবানের প্রতি আমার ধর্মান্বয় (প্রত্যক্ষ জ্ঞান) আছেĺ'ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ হন, ভগবান কর্তৃক ধর্ম সুব্যাখ্যাত, ভগবানের শ্রাবক-সংঘ সত্যমার্গে প্রতিপন্ন।' ভন্তে! এখানে আমি কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে দশ, বিশ, ত্রিশ ও চল্লিশ বর্ষ পর্যন্ত, গত (কাল-সীমা নির্দিষ্ট) ব্রহ্মচর্য পালন করিতে দেখিয়া থাকি। অন্য সময়ে তাঁহারা স্নাত, সু-বিলেপিত, কর্তিত-কেশদাম, মুণ্ডিত-শ্মশ্রু পঞ্চ কামগুণ দ্বারা সমর্পিত অধিকৃত (সমঙ্গীভূত) হইয়া পরিচর্যা করেন। কিন্তু ভন্তে! এখানে আমি ভিক্ষুদিগকে যাবজ্জীবন, আপ্রাণকোটিক, পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য পালন করিতে দেখিতে পাই। ইহার বাহিরে অন্যত্র কোথাও এমন পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য আর আমি দেখি নাই। ভন্তে! ভগবানের প্রতি ইহাও আমার ধর্মান্বয় হয়ĺ'ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ হন, ভগবান কর্তৃক ধর্ম সুব্যাখ্যাত, ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপ্রতিপন্ন'।"

৩৬৮। পুনরায়, ভন্তে! রাজারাও রাজাদের সাথে বিবাদ করেন, ক্ষত্রিয়েরাও ক্ষত্রিয়দের সাথে বিবাদ করেন, ব্রাহ্মণেরাও ব্রাহ্মণদের সাথে বিবাদ করেন, গৃহপতিরাও গৃহপতিদের সাথে বিবাদ করে, মাতাও পুত্রের সাথে ... , পুত্র মাতার সাথে ... , পিতা পুত্রের সাথে ... , পুত্র পিতার সাথে ... ; ভাইও ভাইয়ের সাথে ..... , ভগ্নীও ভাইয়ের সাথে ... , মিত্রও মিত্রের সাথে বিবাদ করে। কিন্তু ভন্তে! এখানে আমি ভিক্ষুদিগকে দেখিতে পাইĺ'সমগ্র, সংমোদমান (পরস্পরে মোদিত), বিবাদ-রহিত ক্ষীরোদকীভূত হইয়া একে অন্যকে প্রিয়চক্ষে দর্শন করিয়া বিহার করিতেছেন।' ভন্তে! আমি এই ধর্ম হইতে অন্যত্র (কোথাও)

ভয়ে রাজা বিহারে প্রবেশ করা মাত্রই সেনাপতি রাজার জন্য এক অসি, এক অশ্ব, এক পরিচারিকা রাখিয়া বলিয়া গেল যে জীবনের মমতা থাকিলে তিনি যেন আর প্রাসাদে ফিরিয়া না যান। তখন দীর্ঘকারায়ণ রাজচিহ্ন ও স্কন্ধাভার লইয়া রাজধানীতে গিয়া বিড়ূঢ়ভকে সিংহাসনে বসাইবার প্রস্তাব করিলেন। অন্যথা স্বয়ং সিংহাসন অধিকারের ভয় দেখাইলেন। অগত্যা বিড়ূঢ়ভ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। (প-সূ)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এই প্রকার সমগ্র, সংহত-পরিষদ আর দেখি নাই। ইহাও ভন্তে! ভগবানের প্রতি আমার ধর্মান্তর্য়াI‘ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ হন, ভগবান কর্তৃক ধর্ম সুব্যাখ্যাত, ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপ্রতিপন্ন’।”

৩৬৯। পুনশ্চ, ভন্তে! আমি আরাম হইতে আরামে, উদ্যান হইতে উদ্যানে পায়চারী করি, পরিভ্রমণ করি; তথায় আমি দেখিতে পাইর্Iকোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কৃশ, রুক্ষ, দুবর্ণ উপরে পাণ্ডু-পাণ্ডু বর্ণজাত, ধমনী-সন্তৃত গাত্র। বোধ হয় জন-দর্শনার্থ তাঁহারা আর চক্ষু বন্ধ করেন না। তখন ভন্তে! আমার এই মনে হর্য়াI‘নিশ্চয় এই আয়ুষ্মানগণ অনভিরত হইয়া ব্রহ্মচর্য পালন করিতেছেন, কিংবা তাঁহারা গোপনে কোন পাপকর্ম করিয়াছেন; যাহার দরুণ এই আয়ুষ্মানগণ কৃশ ... ধমনী-সন্তৃত গাত্র হইয়াছেন।’ আমি তাঁহাদের নিকট গিয়া এপ্রকার জিজ্ঞাসা করির্I‘আয়ুষ্মানগণ! কেন আপনারা কৃশ ... ?’ তাহারা আমাকে বলেন,‘আমাদের বন্ধুক (বংশগত) রোগ আছে, মহারাজ!’ কিন্তু ভন্তে! আমি এখানে ভিক্ষুদিগকে দেখিতে পাইর্Iহৃষ্ট-প্রহৃষ্ট, উদগ্র-উদগ্র, অভিরত-রূপ, প্রসন্নেন্দ্রিয়, ঔৎসুক্য-রহিত, রোমাঞ্চ-রহিত, পরদ-বৃত্তি, মৃগ-ভূত চিত্ত হইয়া বিহার করিতেছেন। ইহাও ভন্তে! ...।”

৩৭০। “পুনশ্চ, ভন্তে! আমি মূর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা হই, প্রাণদণ্ডের যোগ্যকে প্রাণদণ্ড বিধান করিতে পারি, অর্থদণ্ডের যোগ্যকে জরিমানা করিতে পারি, নির্বাসন যোগ্যকে নির্বাসন বিধান করতে পারি। এতদ্‌সত্ত্বেও, ভন্তে! আমার বিচারালয়ে উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় (লোকে) মধ্যে মধ্যে কথা বলে। ‘বিচারালয়ে উপবিষ্ট মহাশয়গণ! আমার মধ্যে মধ্যে কথা বলিবেন না,’ কিন্তু (তাহাদিগকে) আমি নিরস্, করিতে পারি না। ‘আমার কথা সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত, আপনারা অপেক্ষা করুন।’ তথাপি তাহারা আমার কথায় মাঝে মাঝে কথা বলিয়া থাকে। কিন্তু, ভন্তে! এখানে আমি ভিক্ষুদিগকে লক্ষ্য করিলার্মIযেই সময় ভগবান অনেক শত পরিষদে ধর্মোপদেশ করেন; সেই সময় ভগবানের শ্রাবকদের মধ্যে হাঁচির শব্দ কিংবা কাশির শব্দ পর্যন্ত, হয় না। ভন্তে! এক সময় ভগবান অনেক শত পরিষদে ধর্মোপদেশ করিতেছিলেন; সেই সময় ভগবানের এক শ্রাবক (শিষ্য) কাশিলেন, অন্যতর সব্রহ্মচারী জানুদ্বারা তাঁহাকে নাড়া (ঘট্টন) দিলেন,‘আয়ুষ্মান! নিঃশব্দ হউন, আয়ুষ্মান! শব্দ করিবেন না; শাস্তা আমাদিগকে ধর্মোপদেশ করিতেছেন।’ তখন ভন্তে! আমার এই চিন্তা হইর্লI‘ওহে! একান্তই আশ্চর্য! ওহে একান্তই অদ্ভুত! ওহে! নিতান্তই বিনাদণ্ডে, বিনা অস্ত্রে পরিষদ এই প্রকারে সুবিনীত হইল!’ ইহার বাহিরে, ভন্তে! এই রূপ সুবিনীত পরিষদ আর আমি দেখি নাই, ইহাও ভন্তে! ...।”

৩৭১। “পুনশ্চ, ভন্তে! দক্ষ-পরপ্রবাদ (প্রৌঢ় শ্রাস্ত্রার্থীর) বাল-বেধী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(চুলছেড়া) রূপে নিপুণ কোন কোন ক্ষত্রিয় পণ্ডিতকে আমি দেখিতে পাই, তাঁহারা স্বীয় প্রজ্ঞাদ্বারা (যুক্তিবলে) পরের ভ্রান্ত, মতবাদকে ছেদন-বেধন করিয়া বিচরণ করেন। তাঁহারা শুনেন যে মাননীয় শ্রমণ গৌতম অমুক গ্রামে বা নিগমে আসিবেন। তাঁহারা প্রশ্ন সংকলন করিতে থাকের্I‘আমরা শ্রমণ গৌতম সমীপে উপনীত হইয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, এইরূপে জিজ্ঞাসিত আমাদের প্রশ্নের যদি এরূপ উত্তর দেন তবে আমরা তাঁহাকে এরূপ বাদারোপ (দোষারোপ) করিব।’ তাঁহারা শুনিয়া থাকের্I‘শ্রমণ ভগবৎ গৌতম অমুক গ্রামে বা নিগমে আসিয়াছেন, তাঁহারা ভগবানের সমীপে উপস্থিত হন। ভগবান তাঁহাদিগকে ধর্ম-সম্বন্ধীয় কথাদ্বারা সংদর্শিত করেন, অনুপ্রাণিত করেন, সমুত্তেজিত করেন, সংপ্রহর্ষিত করেন। তাঁহারা ভগবানের ধর্মোপদেশ সংদর্শিত, অনুপ্রাণিত, সমুত্তেজিত ও সংপ্রহর্ষিত হইয়া ভগবানকে আর প্রশ্ন করিতে পারেন না, কোথায় বাদারোপ করিবেন? অধিকন্তু তাঁহারা ভগবানের শিষ্যত্বই স্বীকার করেন। ইহাও ভন্তে!... ।”

(ব্রাহ্মণপণ্ডিত, গৃহপতিপণ্ডিত সম্বন্ধেও এইরূপ।)

৩৭২। “... শ্রমণপণ্ডিত ...। ... ভগবানকে প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করেন না, কিরূপে বাদারোপ করিবেন? অধিকন্তু ভগবৎ সমীপেই অবসর প্রার্থনা করের্Iআগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যার জন্য। ভগবান তাঁহাদিগকে প্রব্রজিত করেন, তাঁহারা এই প্রকারে প্রব্রজিত হইয়া্Iএকাকী, বিবেক-যুক্ত, অপ্রমত্ত, বীর্যবান, সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়া্Iঅচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকরূপেই আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন, সেই অনুত্তর, ব্রহ্মচর্যের চরম-লক্ষ্য (অর্হত্ব) ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞাদ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া, উপলব্ধি করিয়া বিহার করেন। তখন তাঁহারা বলেন,‘ওহে! আমরা নিশ্চয় নষ্ট হইতেছিলাম, নিশ্চয় আমরা প্রনষ্ট হইতেছিলাম। আমরাই পূর্বে অশ্রমণ অবস্থায় শ্রমণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছি, অব্রাহ্মণ অবস্থায় ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিয়াছি, অর্হৎ না হইয়াই অর্হত্বের অঙ্গীকার করিয়াছি। এখনই আমরা প্রকৃত শ্রমণ, এখনই আমরা ব্রাহ্মণ আর এখনই আমরা অর্হৎ হইয়াছি।’ ইহাও, ভন্তে! ... ।”

৩৭৩। “পুনশ্চ, ভন্তে! এই যে ঋষিদত্ত ও পুরাণ স্থপতিদ্বয় আমার ভাতে ভাতী, আমার যানে যানী[১]। আমিই তাহাদের জীবিকার প্রদাতা, সৌভাগ্যের অনুষ্ঠাতা; অথচ (তাহারা) আমার প্রতি তেমন সম্মান করে না, যেমন করে ভগবানের প্রতি। পূর্বে একবার ভন্তে! অভিযানে সেনা পরিচালনার সময় এই ঋষিদত্ত ও পুরাণ স্থপতিদেরই অন্বেষিত এক অপ্রশস্থ আবাসথে (ধর্মশালায়)

[১]। আমার প্রদত্ত ভাতই তাদের ভাত, আমার প্রদত্ত যানই তাদের যান।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রাত্রিবাস করিয়াছিলাম। তখন ভন্তে! এই ঋষিদত্ত ও পুরাণ স্থপতিদ্বয় বহুরাত্রি পর্যন্ত, ধর্মালোচনায় অতিবাহিত করিয়া যে দিকে ভগবান আছেন (শুনিল), সেই দিকে শির স্থাপন করিয়া আমাকে পায়ের দিকে রাখিয়া তাহারা শয়ন করিল[১]। তখন ভন্তে! আমার এই মনে হইল‍I'অহো, বড়ই আশ্চর্য! অহো, বড়ই অদ্ভুত! এই ঋষিদত্ত ও পুরাণ স্থপতিগণ আমার ভাতে, আমার যানে মানুষ, আমি তাহাদের জীবিকার দাতা, যশের অনুষ্ঠাতা। অথচ আমার প্রতি তেমন সম্মান প্রদর্শন করে না, যেমন করে ভগবানের প্রতি। এই সকল আয়ুষ্মানেরা সেই ভগবানের সাসনে পূর্বাপর কোন মহিমান্বিত বিশেষত্ব (লোকোত্তর ফল) অবশ্যই জানিয়া থাকিবেন।' ইহাও ভন্তে! ...।"

৩৭৪। "পুনশ্চ, ভন্তে! ভগবানও ক্ষত্রিয় হন, আমিও ক্ষত্রিয় হই, ভগবানও কোশলবাসী, আমিও কোশলবাসী, ভগবান অশীতি বর্ষীয়, আমিও অশীতি বর্ষীয়, এই কারণেও ভন্তে! আমি ভগবানের পরম সম্মান ও মিত্র-উপহার প্রদর্শন করিবার যোগ্য পাত্র হই। বেশ, ভন্তে! এখন আমরা যাই, আমাদের বহুকৃত্য, বহু করণীয়।"

"মহারাজ! আপনি যাহা সময় মনে করেন, (তাহা করিতে পারেন)।" তখন রাজা পসেনদি কোশল আসন হইতে উঠিয়া ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন[২]।

রাজা চলিয়া যাইবার অচিরকাল পরে ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "ভিক্ষুগণ! এই রাজা পসেনদি কোশল ধর্ম-ছিত্রকর বাণী (ধর্ম প্রশংসক বাক্যাবলী) ভাষণ করিয়া আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। ভিক্ষুগণ! তোমরা

---

[১]। রাজা নিদ্রার ভাণ করিয়াছিলেন। তখন ভগবান কোন্দিকে আছেন, তাহারা জানিয়া পরামর্শ করিল যে বুদ্ধের দিকে শির স্থাপন করিলে রাজার দিকে পা দিতে হয়; রাজার দিকে শির রাখিলে বুদ্ধের দিকে পা দিতে হয়। কি করা যায়? তাহাদের সিদ্ধান্ত, হইলIরাজা কোপিত হইয়া আমাদের বৃত্তি বন্ধ করিতে পারেন, তথাপি আমরা সজ্ঞানে ভগবানের দিকে পা দিতে পারিবনা। সুতরাং তাহারা রাজাকে পায়ের দিকে রাখিয়া শয়ন করিল। (প-সূ)

[২]। রাজা গন্ধকূটী হইতে বাহির হইয়া যথাস্থানে সেনাপতি দীর্ঘকারায়ণকে ও স্কন্ধবার দেখিতে পাইলেন না। দাসীর নিকট সমস্ত, ঘটনা শুনিয়া ভাগিনেয় অজাত শত্রুর সাহায্যে স্বীয় রাজ্য পুনরুদ্ধার মানসে রাজগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যে সময় তিনি রাজগৃহে পৌঁছেন, তখন রাজপ্রাসাদের সদর দরজা বন্ধ হইয়াছে। তিনি এক পান্থশালায় রাত্রি-যাপন করিলেন। দীর্ঘ পথশ্রম ও খাদ্য অপরিপাক হওয়ায় রাত্রে তাঁহার ভেদ-বমী আরম্ভ হয়। রাজা কয়েকবার বাহিরে গেলেন। শেষে বিড়ূঢ়ভের বিরুদ্ধে সমরায়োজন করিলেন। অমাত্যের অনুরোধে নিরস্ত, হইলেন। (প-সূ)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধর্ম-চিত্রকর বাণী শিক্ষা কর, ধর্ম-চিত্রকর বাণী অধ্যয়ন কর, ধর্ম-চিত্রকর বাণী ধারণ কর। ভিক্ষুগণ! ধর্ম-চিত্রকর বাণী অর্থসংযুক্ত ও আদি (মার্গ) ব্রহ্মচর্যের সহায়ক।”

ভগবান ইহা বলিলেন, সেই ভিক্ষুগণ সন্তুষ্ট চিত্তে ভগবানের ভাষণ অভিবাদন করিলেন।

ধর্মচেতিয় সূত্র সমাপ্ত।

৯০। কণ্নকত্থল সূত্র (২। ৪। ১০)

(সদা-সর্বদা সর্বজ্ঞতা অসম্ভব। বর্ণব্যবস্থা খণ্ডণ। দেব-ব্রহ্মা)

৩৭৫। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান উজুকা[১] নগর সমীপে কণ্নকত্থলে (কর্ণকস্থানে) মৃগদায়ে অবস্থান করিতেছেন। সেই সময় রাজা পসেনদি কোশল কোন কার্যোপলক্ষে[২] উজুকায় আসিয়াছিলেন। তিনি কোন এক ব্যক্তিকে আহ্বান করিলেন,“হে পুরুষ! আস, যেখানে ভগবান আছেন, তুমি সেখানে যাও। তথায় গিয়া আমার বাক্যে ভগবানের পাদযুগলে নতশিরে বন্দনা কর, অল্পাবাধ (নীরোগ), অল্পাতঙ্ক, লঘুত্থান (=স্ফুর্তী), বল, স্বচ্ছন্দ-বিহার সম্বন্ধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, (বল)Í‘ভন্তে! রাজা পসেনদি কোশল ভগবানের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা করিয়াছেন ...।’ আর ইহাও বলিওÍ‘ভন্তে! আজ প্রাতরাশ ভোজনের পর রাজা পসেনদি কোশল ভগবানকে দর্শনার্থ আসিবেন’।”

“হাঁ, দেব! ...।” (সে আদেশ পালন করিল)।

“দুই ভগ্নি সোমা ও সকুলা (উভয়ে) শুনিলেন যেÍ‘আজ রাজা ... ভগবানকে দর্শনার্থ যাইবেন।’ তখন সোমা ও সকুলা উভয় মহেষী ভোজনস্থানে রাজা পসেনদি কোশল সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,‘মহারাজ! আমাদের বাক্যে ভগবানের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা করিবেন। অল্পাবাধ, অল্পাতঙ্ক ... জিজ্ঞাসা করিবেন’।”

৩৭৬। তখন রাজা পসেনদি কোশল প্রাতরাশ ভোজনের পর যেখানে ভগবান আছেন সেস্থানে উপনীত হইলেন। তথায় গিয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া রাজা এক প্রান্তে, বসিলেন, এবং ভগবানকে বলিলেন,“ভন্তে! সোমা ও সকুলা

---

[১]। উজুঞায়, উদঞায়, উরুঞায় পাঠান্তরও দেখা যায়।

[২]। অনন্তর পূর্ব সূত্রোক্ত কারণে প্রাসাদে কিংবা নাট্যশালায় রাজা কোথাও মানসিক শান্তি, না পাওয়ায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ আরম্ভ করিলেন। নিরপরাধীর শাস্তি, বিধান করিলে স্বভাবতঃ এইরূপ হইয়া থাকে। (টীকা)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উভয় ভগ্নি ভগবানের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা করিয়াছে, ... ।”

“কেমন, মহারাজ! সোমা ও সকুলা ভগ্নিদ্বয়ের অপর কোন দূত মিলিল না?”

“ভন্তে! সোমা আর সকুলা দুই ভগ্নি যখন শুনিল যে রাজা ... ভগবানকে দর্শনার্থ যাইবেন ...। তখন আসিয়া তাহারা আমাকে ইহা বলিল ...।”

“সুখী হউক, মহারাজ! সোমা ও সকুলা দুই সহোদরা ...।”

৩৭৭। তখন রাজা পসেনদি কোশল ভগবানকে বলিলেন,“ভন্তে! আমি এইরূপ শুনিয়াছি যে শ্রমণ গৌতম এই প্রকার বলেন,‘এমন কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ নাই যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, নিরবশেষ জ্ঞান-দর্শন জানিবেন, ইহা সম্ভব নহে।’ যাঁহারা এরূপ বলেন, ... ভন্তে! তাঁহারা কি ভগবান সম্বন্ধে সত্যকথা বলেন? অসত্যদ্বারা ভগবানের অপবাদ করিতেছেন কি? ধর্মানুকূল বলিতেছেন ত? এবং ধর্মানুসারে কোন বাদানুবাদ নিন্দার কারণ হইতেছে না ত?”

“মহারাজ! যাহারা এরূপ বলোI‘শ্রমণ গৌতম বলিয়াছেনIএমন কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ নাই যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, অপরিশেষ জ্ঞান-দর্শন জানিবেন, ইহা সম্ভব নহে।’ তাহারা আমার সম্বন্ধে সত্যবাদী নহে; অভূত ও অসত্যদ্বারা তাহারা আমার অপবাদ প্রচার করিতেছে মাত্র।”

৩৭৮। তখন রাজা পসেনদি কোশল বিড়ূঢ়ভ সেনাপতিকে আহ্বান করিলেন,“সেনাপতি! আজ রাজান্তঃপুরে এই কথা-প্রসঙ্গকে উত্থাপন করিয়াছিল?”

“মহারাজ! আকাশগোত্র সঞ্জয়ব্রাহ্মণ।”

তখন রাজা পসেনদি কোশল ... এক ব্যক্তিকে ডাকিলেন,“হে পুরুষ! যাও, আমার বাক্যে সঞ্জয়ব্রাহ্মণকে বলI‘মহাশয়! আপনাকে রাজা পসেনদি কোশল আহ্বান করিয়াছেন’।”

“হাঁ, দেব!” (আদেশ কার্যে পরিণত হইল।)

তখন রাজা পসেনদি ভগবানকে বলিলেন,“সম্ভবত, ভন্তে! ভগবান অন্য উপলক্ষে কিছু বাক্য ভাষণ করিয়াছেন, তাহা জনসাধারণ অন্যথা বুঝিয়া থাকিবে। ভন্তে! ভগবান যে বাক্য বলিয়াছেন, তাহা কি প্রকার জানেন?”

“মহারাজ! যে বাক্য আমি বলিয়াছি, তাহা আমি জানি। মহারাজ! আমি যে বাণী ঘোষণা করিয়াছি, তাহা এইরূপI‘এমন কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ নাইIযিনি একই বারে (=সকিদেব) সমস্, জানিবেন, সমস্, দেখিবেন, ইহা সম্ভব নহে’।”[১]

[১]। একই বারেIকেহ এক চিন্তায়, এক জবনবীথিতে, এক চিত্তক্ষণে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান জানিতে ও দেখিতে পারে, ইহা সম্ভব নহে। এক চিত্ত দ্বারা অতীতের সমস্ত, জানিবার সঙ্কল্প করিয়াও অংশ বিশেষ জানা যায়। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও সে কথা। (প-সূ)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! ভগবান যুক্তি-সঙ্গত (হেতুরূপ) বলিয়াছেন, ভন্তে! ভগবান সুযুক্তি-সঙ্গত বলিয়াছেনI'তেমন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ নাই, যিনি একই বারে যুগপৎ সমস্, জানিবেন, সমস্, দেখিবেন, ইহা সম্ভব নহে।' ভন্তে! এই চতুর্বিধ বর্ণIক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র। ভন্তে! এই চারিবর্ণের মধ্যে কোন বিশেষত্ব আছে কিIকোন নানাকরণ আছে কি?"

"মহারাজ! চারিবর্ণের মধ্যে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম ও সমীচীন-কর্মে দুইবর্ণ অগ্র (শ্রেষ্ঠ) বলা হইয়া থাকেIক্ষত্রিয় আর ব্রাহ্মণ।"

"ভন্তে! আমি ভগবানকে ইহলোক (দৃষ্টধর্ম) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি নাই, আমি ... পরলোক (সাংপরায়িক) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি ...। ভন্তে! এই চারিবর্ণের মধ্যে পারলৌকিক কোন বিশেষত্ব কিংবা নানাকরণ আছে কি?"

৩৭৯। "মহারাজ! এই পঞ্চ প্রধানীয় অঙ্গ, কোন পঞ্চ? (১) মহারাজ! ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান হয়, তথাগতের বোধির প্রতি শ্রদ্ধা করেIএই প্রকারে সেই ভগবান অর্হৎ ...। (২) অল্পাবাধ, নিরাতঙ্ক, অতিশীত-অতিউষ্ণ রহিত মধ্যম সাধনাক্ষম সমপরিপাচক শক্তিযুক্ত হয়। (৩) শঠ ও মায়াবী না হইয়া শাস্তা কিংবা সব্রহ্মচারীদের কাছে যথাভূতভাবে আপনাকে প্রকাশ করে। (৪) আরব্ধ-বীর্য হয়Iঅকুশলধর্মের প্রহাণ ও কুশলধর্মের উৎপাদনের জন্য শক্তিমান, দৃঢ়পরাক্রমশালী, কুশলধর্মে ধূরনিক্ষেপ না করিয়া (লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইয়া) বিহার করেন। (৫) প্রজ্ঞাবান হয়Iউদয়াস্তগামিনী আর্য, নির্বেধিক সম্যক দুঃখ-ক্ষয়গামিনী, প্রজ্ঞাযুক্ত হয়। মহারাজ! এই পঞ্চ প্রধানীয় (ধ্যানোদ্যোগের) অঙ্গ। যদি মহারাজ! ... চারিবর্ণ এই পঞ্চ প্রধানীয় অঙ্গ সংযুক্ত হয়, তবে উহা তাহাদের দীর্ঘকালের হিত-সুখের নিদান হইবে।

"ভন্তে! চারিবর্ণ যদি এই পঞ্চ প্রধানীয় অঙ্গযুক্ত হয়, তবে ভন্তে! উহাদের মধ্যে কোন ভেদ, কোন নানাকরণ হইবে কি?"

"মহারাজ! এক্ষেত্রেও আমি তাহাদের প্রধান (=উদ্যোগ) নানাত্বই[1] বলিতেছি, যেমন মহারাজ! দুই দম্যহস্তী দম্যঅশ্ব বা দম্যগরু সুদান্ত, ও সুবিনীত (সুশিক্ষিত) হয়; আর দুই দম্যহস্তী দম্যঅশ্ব বা দম্যগরু অদান্ত, ও অবিনীত হয়। তবে মহারাজ! তাহা কি মনে করেন, ... যাহারা সুদান্ত, ও সুবিনীত হয়, তাহারা

---

[1]। ভাবনানুযোগের তারতম্যIপ্রাকৃত জনের প্রধান অপেক্ষা স্রোতাপন্নের প্রধান সূক্ষ্মতর ও প্রসন্নতর, এইভাবে সকৃদাগামী, অনাগামী, অর্হতের, অশীতি মহাশ্রাবকের, অগ্রশ্রাবকদের, প্রত্যেকবুদ্ধ ও সম্যক্‌সম্বুদ্ধের প্রধান সূক্ষ্মতম ও প্রসন্নতম। এই বিশেষত্ব জ্ঞেয়-জ্ঞানভেদে, অধিগম্য বিশেষে ও অধিগমপ্রতিপদায় স্বচ্ছ-সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ-বিশদতা প্রমাণিত হয়, জাতি-বর্ণ ভেদে নহে। (প-সূ ও টীকা)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দান্ত, হইয়াই দান্ত, অধিকার প্রাপ্ত হইবে, দান্ত, হইয়াই দান্ত-প্রাপ্যভূমি প্রাপ্ত হইবে?”

“হাঁ, ভন্তে!”

“মহারাজ! ... যাহারা অদান্ত, অবিনীত হয়, কেমন, তাহারা অদান্ত, হইয়া দান্ত-অধিকার পাইতে পারে, অদান্ত, হইয়া দান্ত-প্রাপ্যভূতি লাভ করিতে পারে?”

“নিশ্চয় না, ভন্তে!”

“সেই প্রকারই, মহারাজ! শ্রদ্ধাবান নীরোগ (সুস্থ), অশঠ, অমায়াবী, আরব্ধ-বীর্য ও প্রজ্ঞাবানের যাহা প্রাপ্য; তাহা নিতান্ত, অশ্রদ্ধ, বহুরোগী, শঠ, মায়াবী, অলস ও প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তি লাভ করিবে, ইহা সম্ভব নহে।”

৩৮০। “ভন্তে! ভগবান যুক্তি-সঙ্গতই বলিয়াছেন, সুযুক্তি-সঙ্গতই বলিয়াছেন। ভন্তে! ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারিবর্ণ; যদি তাহারা এই পঞ্চ প্রধানীয় অঙ্গ সংযুক্ত হয়, সম্যক প্রধানশীল হয়, তবে ভন্তে! এক্ষেত্রে তাহাদের কিছু তারতম্য ও নানাকরণ হইবে না?”

“মহারাজ! এক্ষেত্রে উহাদের[১] একের বিমুক্তির সহিত অপরের বিমুক্তির কিছুমাত্র নানাকরণ বলি না। যেমন মহারাজ! কোন পুরুষ শুষ্ক শাক-তরু-কাষ্ঠ লইয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করে, তেজ প্রাদুর্ভূত করে; অপর পুরুষ শুষ্ক শালকাষ্ঠ ... আম্রকাষ্ঠ ... ; আর ... উদম্বর (ডুমুর) কাষ্ঠ লইয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করে, ...। মহারাজ! তাহা কি মনে করেন, নানা কাষ্ঠ (ইন্ধন) হইতে উৎপন্ন অগ্নি সমূহের কোন নানাকরণÍশিখা হইতে শিখায়, রং হইতে রংএ, আভা হইতে আভায়Íকোন পার্থক্য হইবে?” “নিশ্চয় না, ভন্তে!”

“এইরূপই মহারাজ! যেই তেজ (অগ্নি, মুক্তি) বীর্য-নির্মথিত, প্রধান; (তাহা উদ্যোগের পরে উৎপন্ন)। সুতরাং তাহাতেÍযেমন একের বিমুক্তির সহিত অপরের বিমুক্তিতেÍআমি কিছু নানাকরণ বা প্রভেদ বলি না।”

“ভন্তে! ভগবান যুক্তি-সঙ্গত বলিয়াছেন, সুযুক্তি-সঙ্গত বলিয়াছেন। কেমন, ভন্তে! দেবতা আছেন কি?”

“মহারাজ! আপনি (কি জানেন না?) কেন এরূপ বলিতেছেনÍ‘ভন্তে! দেবতা আছেন কি’?”

“যদিও ভন্তে! দেবতা আছেন, তাঁহারা ইহলোকে (মানবজন্মে) আগমন করেন কি? অথবা মানবজন্মে তাঁহারা আগমন করেন না?”

“মহারাজ! যে সকল দেবতা সব্যাপাদ বা সহিংস তাহারা এই মানবজন্মে

---

[১]। শুষ্কবিদর্শক, ত্রয়িবিদ্য ও ষড়াভিজ্ঞ অর্হতদের। (টীকা)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আগমনকারী; আর যে সকল দেবতা হিংসামুক্ত তাহারা ইহলোকে অনাগমনকারী।"

৩৮১। এইরূপ উক্ত হইলে বিড়ূঢ়ভ সেনাপতি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"ভন্তে! যে সকল দেবতা হিংসা পরায়ণ ও ইহলোকে আগমনকারী আর যে সকল দেবতা অহিংসা পরায়ণ ও ইহলোকে অনাগমনকারী তাঁহাদিগকে তদবস্থা হইতে চ্যুত কিংবা অপসারণ করিতে পারেন কি?"

তখন আয়ুষ্মান আনন্দের এই চিন্তা হইলÍ'এই সেনাপতি বিড়ূঢ়ভ রাজা পসেনদি কোশলের পুত্র, আমিও ভগবানের পুত্র; সুতরাং পুত্র পুত্রের সহিত মন্ত্রণা করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়।' তখন আয়ুষ্মান আনন্দ বিড়ূঢ়ভ সেনাপতিকে আহ্বান করিলেন,"সেনাপতি! তাহা হইলে আমি আপনাকেই এস্থলে জিজ্ঞাসা করিব, আপনার যাহা অভিপ্রেত তাহাই বিবৃত করিবেন। সেনাপতি! তাহা কি মনে করেন, রাজা পসেনদি কোশলের রাজ্য (বিজিত) যতদূর আছে, যাহার উপর রাজা পসেনদি কোশল প্রভুত্ব, আধিপত্য ও রাজত্ব করেন; তথায় রাজা ... শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ, পুণ্যবান বা অপুণ্যবান, ব্রহ্মচারী বা অব্রহ্মচারীকে তদবস্থা হইতে পদচ্যুত করিতে কিংবা নির্বাসন করিতে সমর্থ হন কি?"

"হাঁ, ভন্তে! সমর্থ হন।"

"তবে কি মনে করেন, সেনাপতি! যতদূর রাজা পসেনদি কোশল রাজ্যের বাহিরে, যাহার উপর তাঁহার প্রভুত্ব, আধিপত্য ও রাজত্ব নাই ... সেস্থান হইতে কাহাকেও পদচ্যুত কিংবা নির্বাসন করিতে সমর্থ হন কি?"

"হাঁ, ভন্তে! সমর্থ হন না।"

"সেনাপতি! তাহা কি মনে হয়, আপনি ত্রয়ত্রিংশবাসী দেবতাদের সম্বন্ধে শুনিয়াছেন কি?"

"হাঁ, ভন্তে! ত্রয়ত্রিংশবাসী দেবতাদের সম্বন্ধে আমি শুনিয়াছি, এখানে মহামান্য রাজা প্রসেনদি কোশলও শুনিয়াছেন।"

"সেনাপতি! আপনার কেমন মনে হয়, রাজা পসেনদি কোশল সেই দেবতাদিগকে তথা হইতে অপসারণ কিংবা নির্বাসন করিতে পারিবেন কি?"

"মহামান্য রাজা পসেনদি কোশল ... ত্রয়ত্রিংশবাসী দেবতাদিগকে দর্শন করিতেও সমর্থ হইবেন না, কি প্রকারে উঁহাদিগকে স্থানচ্যুত কিংবা নির্বাসিত করিবেন?"

"সেনাপতি! তদ্রূপই যে সকল দেবতা সব্যাপাদ (কাম-রাগ, হিংসাধীন) ও মানবজন্মে আসিতে বাধ্য সেই সকল দেবতা, আর যাহারা অব্যাপাদ ও মানবজন্মে আগমন করিতে বাধ্য নহে, তাহাদিগকে দর্শন করিতেও অক্ষম, কি প্রকারে সেস্থান হইতে তাহাদিগকে অপসারণ কিংবা নির্বসান করিবেন?"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৮২। তখন রাজা পসেনদি ভগবানকে কহিলেন,"ভন্তে! এই ভিক্ষুর নাম কি?"

"আনন্দ! মহারাজ! ইহাই নাম।"

"অহো! একান্তই আনন্দ হন!! অহো! একান্তই আনন্দ স্বরূপ হন!! ভন্তে! আয়ুষ্মান আনন্দ যুক্তি-সঙ্গত উত্তর দিয়াছেন। .... সংযুক্তি-সঙ্গত উত্তর করিয়াছেন। কেমন ভন্তে! ব্রহ্মা আছেন কি?"

"কেন, মহারাজ! আপনি এরূপ কহিতেছেনÍ'কেমন ভন্তে! ব্রহ্মা আছেন কি'?"

"ভন্তে! কেমন সে ব্রহ্মা মনুষ্যজন্মে আগমন করেন কিংবা মনুষ্যলোকে আগমন করেন না?"

"মহারাজ! যে ব্রহ্মা সব্যাপাদ হন, ... , তিনি আগমন করেন; আর যিনি ব্যাপাদমুক্ত তিনি আগমন করেন না।"

তখন একব্যক্তি রাজা পসেনদি কোশলকে বলিলেন,"মহারাজ! আকাশ-গোত্র সঞ্জয়ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন।"

তখন রাজা ... সঞ্জয়ব্রাহ্মণকে কহিলেন,"ব্রাহ্মণ! রাজান্তঃপুরে কে এই কথা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছে ... ?"

"মহারাজ! সেনাপতি বিড়ূঢ়ভ।"

সেনাপতি বিঢ়ূঢ়ভ কহিলেন,"মহারাজ! আকাশগোত্র সঞ্জয়ব্রাহ্মণ।"

তখন এক ব্যক্তি রাজা পসেনদি কোশলকে নিবেদন করিলÍ"যাবার সময় হইয়াছে, মহারাজ!"

তখন রাজা পসেনদি কোশল ভগবানকে ইহা বলিলেন,"ভন্তে! আমরা ভগবানকে সর্বজ্ঞতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, ভগবান সর্বজ্ঞতা সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন, উহা আমাদের রুচিকর ও মনোপূত হইয়াছে; তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট। চাতুর্বর্ণ্য শুদ্ধি ... অধিদেব ... , অধিব্রহ্মা ... । যে যে প্রশ্নই আমরা ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহাই ভগবান সদুত্তর করিয়াছেন; উহা আমাদের রুচিকর, মনোমুগ্ধকর হইয়াছে; আর উহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। তবে ভন্তে! এখন আমরা যাই, আমাদের বহু কৃত্য, বহু করণীয় আছে।"

"মহারাজ! আপনি যাহা উচিত মনে করেন।"

তখন রাজা পসেনদি কোশল ... ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

কণ্ণকত্থল সূত্র সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫—ব্রাহ্মণবর্গ

৯১-ব্রহ্মায়ু সূত্র (২।৫।১)

৩৮৩। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত মহাভিক্ষুসংঘ সহ বিদেহ প্রদেশে ধর্ম প্রচারার্থ বিচরণ করিতেছিলেন। সেই সময় (এক) জীর্ণ, বৃদ্ধ, মহল্লক (বয়স্ক) সময়গত, বয়ঃপ্রাপ্ত, জন্মেতে বিংশত্যধিক শত (১২০) বর্ষীয় ব্রহ্মায়ু নামক ব্রাহ্মণ মিথিলা সমীপে বাস করিতেন। (তিনি) পঞ্চম ইতিহাস, নিঘণ্টু (অভিধান), কেটুভা (কল্প), অক্ষর-প্রভেদ (শিক্ষা-নিরুক্ত) সহিত তিন বেদের পরাগূ[১], পদজ্ঞ (কবি), বৈয়াকরণ, লোকায়ত (শাস্ত্র) আর মহাপুরুষ-লক্ষণে (সামুদ্রিকে) পূর্ণ অধিকারী ছিলেন। ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ শুনিলেন,"শাক্যকুল প্রব্রজিত শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত মহাভিক্ষুসংঘ সহ বিদেহদেশে ধর্ম প্রচারার্থ বিচরণ করিতেছেন। সেই মাননীয় গৌতমের এই প্রকার কল্যাণজনক কীর্তি-শব্দ বিস্তার হইয়াছে।সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ-সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদূ, অনুত্তর পুরুষদম্য-সারথী, দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ ও ভগবান। তিনি দেব, মার, ব্রহ্মাসহ এই লোক; শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যসহ জনতাকে স্বয়ং অভিজ্ঞাদ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া প্রচার করিতেছেন। তিনি আদি-কল্যাণ, মধ্য-কল্যাণ, অন্তকল্যাণজনক ধর্ম উপদেশ করিতেছেন। তিনি অর্থ-ব্যঞ্জনযুক্ত সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করিতেছেন, তথাবিধ অর্হতের দর্শন মঙ্গলজনক।"

৩৮৪। সেই সময় ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণের উত্তর নামক মাণব (বিদ্যার্থী) অন্তেবাসী ছিল। (সেও) পঞ্চম ইতিহাস, নিঘণ্টু, কেটুভ, অক্ষর-প্রভেদ সহ ত্রিবেদের পারগূ, পদজ্ঞ, বৈয়াকরণ লোকায়ত আর মহাপুরুষ-লক্ষণে পূর্ণ অধিকারী ছিল। তখন ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ উত্তর-মাণবকে আহ্বান করিলেন,"তাত উত্তর! এই শাক্যকুল প্রব্রজিত শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম ... বিদেহে বিচরণ করিতেছেন। সেই মাননীয় গৌতমের এরূপ কল্যাণ কীর্তি-শব্দ বিস্তার হইয়াছে'... ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করিতেছেন। তথাবিধ অর্হতের দর্শন মঙ্গলজনক।' এস, বৎস উত্তর! শ্রমণ গৌতম যেখানে আছেন সে স্থানে যাও। তথায় গিয়া শ্রমণ গৌতমকে অনুসন্ধান কর যে।ভগবান গৌতমের যথার্থ কীর্তি-শব্দ বিস্তার হইয়াছে কিংবা অযথার্থ? সেই গৌতম কি তাদৃশ কিংবা তাদৃশ নহে? তোমার দ্বারা আমরা সেই মাননীয় গৌতমকে জানিতে পারিব।"

---

[১]। সেই সময় (খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত) অথর্বকে বেদের অন্তর্গত করা হয় নাই। (প-সূ)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"কি প্রকারে ভো! আমি সেই গৌতমকে জানিব যে মাননীয় গৌতমের কীর্তি-শব্দ যথার্থ বিস্তার হইয়াছে কিংবা অযথার্থ? সে গৌতম তাদৃশ কিংবা নহে?"

"বৎস উত্তর! আমাদের বেদ-মন্ত্রে বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণ আসিয়াছে যদ্বারা যুক্ত মহাপুরুষের দ্বিবিধ গতির অন্যতর গতি হইবেÍযদি তিনি আগারে বাস করেন, তবে জনপদে স্থিরতা প্রাপ্ত, চতুরান্ত, (পর্যন্ত, পৃথিবী) বিজয়ী, সপ্তরত্নের অধিকারী, ধার্মিক ধর্মরাজ চক্রবর্তী রাজা হন। তাঁহার এই সপ্তরত্ন থাকেÍ(১) চক্ররত্ন, (২) হস্তীরত্ন, (৩) অশ্বরত্ন, (৪) মণিরত্ন, (৫) স্ত্রীরত্ন, (৬) গৃহপতিরত্ন আর (৭) সপ্তম পরিণায়ক রত্ন। তাঁহার পরসৈন্য-প্রমর্দক শূর, বীর সহস্রাধিক পুত্র জন্মিয়া থাকেন। তিনি সসাগরা এই পৃথিবীকে বিনাদণ্ডে বিনাঅস্ত্রে ন্যায়-ধর্মে বিজয় করিয়া অধিকার করেন। যদি তিনি আগার হইতে বাহির হইয়া অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন, তবে আচ্ছাদন উন্মুক্ত[১] অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ হন। বৎস উত্তর! আমি তোমার মন্ত্রের দাতা, আর তুমি মন্ত্রের প্রতিগ্রাহক।"

৩৮৫। "আজ্ঞে হাঁ, প্রভো! (বলিয়া) উত্তর মাণব ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণকে প্রতিশ্রুতি দিল এবং আসন হইতে উঠিয়া ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া বিদেহ প্রদেশে যেখানে ভগবান আছেন তদভিমুখে যাত্রা করিল। সে ক্রমশঃ বিচরণ করিতে করিতে যেখানে ভগবান ছিলেন সেস্থানে গেল। তথায় গিয়া ভগবানের সাথে ... সম্মোদন করিয়া একপ্রান্তে, বসিল। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট উত্তর মাণব ভগবানের শরীরে বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণ অন্বেষণ করিতে লাগিল। উত্তর মাণব ভগবানের শরীরে দুই চিহ্ন ব্যতীত বত্রিশ লক্ষণের অধিকাংশ দেখিতে পাইল। কোষাচ্ছাদিত বস্ত্রগুহ্য (চর্মাবৃত উপস্থ) ও প্রভূতজিহ্বত্ব এই দ্বিবিধ মহাপুরুষ-লক্ষণ সম্বন্ধে সে অনিশ্চিত ও সংশয়মুক্ত-নহে, সুপ্রসন্ন নহে। তখন ভগবানের চিন্তা হইলÍ'এই উত্তর মাণব আমার শরীরে দুইটি ব্যতীত বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণের অধিকাংশ দেখিতে পাইল, ... সুপ্রসন্ন নহে।'

তখন ভগবান এতাদৃশ ঋদ্ধি-প্রভাব (যোগবিভূতি) প্রকট করিলেন যাহাতে কেবল উত্তর মাণব কোষ-রক্ষিত উপস্থ দেখিতে পায়। তখন ভগবান জিহ্বা বাহির করিয়া তদ্বারা উভয় কর্ণ-ছিদ্র স্পর্শ করিলেন, পরিস্পর্শ করিলেন; উভয় নাসারন্ধ্র স্পর্শ ... পরিস্পর্শ করিলেন; জিহ্বাদ্বারা ললাট মণ্ডলের সর্বত্র আচ্ছাদন করিলেন।

তখন উত্তর মাণবের চিন্তা হইলÍ'শ্রমণ গৌতম বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণযুক্ত হন। যদি আমি শ্রমণ গৌতমের অনুগমন করি, তবে তাঁহার ঈর্যাপথ[২]ও দেখিতে

---

[১]। রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, অবিদ্যা ও দুশ্চরিত মুক্ত। (প-সূ)

[২]। শয়ন, উপবেশন, দাঁড়ান, চলন প্রভৃতি দৈহিক ক্রিয়া।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পাইব।' তখন উত্তর মাণব সাতমাস পর্যন্ত, অপরিত্যাগিনী ছায়ার ন্যায় ভগবানের পিছে পিছে ভ্রমণ করিল।

৩৮৬। সাতমাসের পর উত্তর মাণব বিদেহ প্রদেশে যেস্থানে মিথিলা, সেই দিকে যাত্রা করিল। ক্রমশঃ ভ্রমণ করিতে করিতে যেখানে ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ ছিলেন, তথায় উপনীত হইল। তথায় উপনীত হইয়া ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে, বসিল। ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ একপ্রান্তে, উপবিষ্ট মাণবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"কেমন, বৎস উত্তর! ভগবান গৌতমের কীর্তি-শব্দ সত্যানুসারে বিস্তৃত হইয়াছে, অন্যথা ত নহে? কেমন সে গৌতম তাদৃশ কি, অন্যথা ত নহে?"

"যথার্থই, ভো গুরুদেব! ভগবান গৌতমের কীর্তি-শব্দ সত্যানুসারে বিস্তৃত হইয়াছে, অন্যথা নহে। সেই মাননীয় গৌতম তদ্রূপই, অন্যপ্রকার নহেন। সেই মাননীয় গৌতম বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণ মণ্ডিত হনা(১) সেই মাননীয় গৌতম সুপ্রতিষ্ঠিত পাদ (একসঙ্গে সর্ব পদতল ভূমিতে পড়ে ও উঠে), ইহাও মহাপুরুষ গৌতমের মহাপুরুষ-লক্ষণ। (২) মাননীয় গৌতমের নিু পদতলে সর্বাকারে পরিপূর্ণ নাভি-নেমি সহ সহস্র অর বিশিষ্ট চক্রচিহ্ন বিদ্যমান। (৩) ... গৌতম আয়ত পার্ষ্ণি (বিস্তৃত পরিপূর্ণ গোড়ালির নিুভাগ) যুক্ত হন। (৪) ... (ক্রমে সরু) দীর্ঘ অঙ্গুল ...। (৫) ... (সদ্যজাত শিশুর ন্যায়) মৃদু ও সদা তরুণ হস্ত-পাদ ...। (৬) ... জাল-হস্ত-পাদ (সমপ্রমাণ অঙ্গুলির রেখাসমূহ জাল সদৃশ) .....। (৭) ... উৎসঙ্খ পাদ (পায়ের গুল্ফ নরম ও উপরে প্রতিষ্ঠিত) ...। (৮) এণী জঙ্ঘ (মৃগের ন্যায় সমবর্তুলাকার মাংসল জঙ্ঘা) ...। (৯) সোজা দাঁড়াইয়া অবনত না হইয়া সেই মান্য গৌতম উভয় হস্ততল দ্বারা জানুদ্বয় স্পর্শ করেন, মর্দন করেন (আজানুলম্বিত বাহু) ...। (১০) কোষাচ্ছাদিত বস্ত্র-গুহ্য (উপস্থ).....। (১১) সুবর্ণ বর্ণ কাঞ্চনসন্নিভ চর্ম ...। (১২) সূক্ষ্ম ছবি (চর্ম) চর্মের মসৃণতা হেতু দেহে ধূলি-ময়লা লিপ্ত হয় না ...। (১৩) একৈক লোম, প্রতি লোমকূপে এক এক লোম জন্মিয়াছে ...। (১৪) ঊর্ধাগ্র লোমা, (তাঁহার অঞ্জন সদৃশ নীল, দক্ষিণাবর্তে কুণ্ডলিত লোম সমূহের অগ্রভাগ উপরদিকে উঠিয়াছে) ...। (১৫) ব্রহ্মঋজু-গাত্র (দীর্ঘ অকুটিল শরীর) ...। (১৬) সপ্ত উৎসদ[১] (স্ফীত ...। (১৭) সিংহ পূর্বার্ধ কায় (বক্ষ আদি শরীরের উপরিভাগ সিংহের ন্যায়) ...। (১৮) চিতান্তরাংস (উভয় কাঁধের পশ্চাতের মধ্যাংশ চিত বা মাংসপূর্ণ) ...। (১৯) ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল হন,...যত দীর্ঘ শরীর তদনুসারে ব্যাম (প্রস্থ), যত ব্যাম তত দীর্ঘ (চারিহাত) শরীর) ...। (২০) সমাবর্ত স্কন্ধ সমপরিমাণ স্কন্ধ ...।

[১]। দুই হস্ত-পৃষ্ঠ, দুই পাদ-পৃষ্ঠ, দুই অংস-কূট, স্কন্ধ এই সপ্তস্থান পরিপূর্ণ মাংসল। (অঃ কঃ)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(২১) রসগ্রাসাগ্রী (রসগ্রাহী) শিরা অগ্রণী)। ... (২২) সিংহ হনু (সিংহের ন্যায় পূর্ণ হনুবিশিষ্ট) ...। (২৩) চল্লিশ দন্ত, ...। (২৪) সমদন্ত, ...। (২৫) অবিবর দন্ত.....। (২৬) সুশুভ্র দন্ত, ...। (২৭) প্রভূত (বিস্তৃত) জিহ্বা....। (২৮) ব্রহ্মস্বর, করবীক (পক্ষীর ন্যায় মধুর) ভাষী ...। (২৯) অভিনীল নেত্র (অতসী পুষ্পের ন্যায় গাঢ়-নীলাভ চক্ষু বিশিষ্ট) ...। (৩০) গো-পক্ষ্ম (গরুর নেত্রলোমের ন্যায় চক্ষু লোম) যুক্ত ...। (৩১) মাননীয় গৌতমের ভ্রূ-যুগলের মধ্যে কোমল শ্বেত কার্পাস-সন্নিভ ঊর্ণা (রোমাবর্ত) জন্মিয়াছে ...। (৩২) উষ্ণীষ শীর্ষ (বদ্ধ উষ্ণীষের ন্যায় গোলাকার[১] শীর্ষ) বিশিষ্ট মাননীয় গৌতম ইহাও মহাপুরুষ গৌতমের মহাপুরুষ-লক্ষণ। সেই মাননীয় গৌতম এই বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ-লক্ষণ মণ্ডিত হন।

৩৮৭। সেই প্রভূ গৌতম গমনের সময় প্রথমে দক্ষিণ পদেই অগ্রসর হন। তিনি অতি দূরের জন্য পাদ উত্তোলন করেন না, অতি সমীপে পাদ-নিক্ষেপ করেন না। তিনি অতি দ্রুত গমন করেন না, অতিধীরে গমন করেন না। জানুদ্বারা জানু ঘর্ষণ করিয়া চলেন না, গুল্ফদ্বারা গুল্ফ ঘর্ষণ করিয়া গমন করেন না। গমনের সময় তিনি উরু উন্নত করেন না, উরু অবনত করেন না, উরু সন্নামন বা নীচেরদিকে শক্ত করেন না, উক্ত বিনামন বা ইতস্ততঃ সঞ্চালন করেন না। গমনের সময় প্রভু গৌতমের শুধু অধঃঅঙ্গ সঞ্চালিত হয়। তিনি কায়বলে বা বাহু সঞ্চালনাদি ঘর্মাক্ত কলেবরে গমন করেন না। অবলোকনের সময় প্রভু গৌতম গজেন্দ্র সদৃশ সর্বশরীর ঘুরাইয়া অবলোকন করেন। তিনি নক্ষত্র দেখার ন্যায় উপরদিকে উল্লোকন করেন না, পতিত দ্রব্য অন্বেষণের ন্যায় নিম্নদিকে অবলোকন করেন না। নানাদিক দেখিতে দেখিতে গমন করেন না। যুগমাত্র (৪॥ হাত) সম্মুখে দেখিয়া থাকেন, তৎপরেও তাঁহার জ্ঞানদর্শন অনাবৃত থাকে।

তিনি গৃহে প্রবেশ করিবার সময় দেহ উন্নত করেন না, দেহ অবনত করেন না, দেহ সন্নমিত ও বিনমিত করেন না। তিনি আসনের অতিদূরে অত্যাসন্নে (দেহ) পরিবর্তন করেন না, হাতে ভারদিয়া আসনে বসেন না, আসনে দেহ নিক্ষেপ করেন না। তিনি গৃহাভ্যন্তরে উপবিষ্ট অবস্থায় হস্তের অসংযমতা প্রদর্শন করেন না, জানুর উপর জানু রাখিয়া বসেন না, গুল্ফের উপর গুল্ফ রাখিয়া বসেন না, হনু বা চোয়াল জড়াইয়া ধরিয়া বসেন না। তিনি গৃহ মধ্যে উপবিষ্ট অবস্থায় ভীত হন না, কম্পিত হন না, বিচলিত হন না, সন্ত্রস্, হন না। তিনি নির্ভীক, নিষ্কম্প, অচঞ্চল, সন্ত্রাসহীন, রোমাঞ্চরহিত ও বিবেকব্রতী হইয়াই গৃহ-মধ্যে উপবেশন করেন।

---

[১]। জলবুদ্‌বুদ্ সদৃশ। (অঃ কঃ)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তিনি পাত্রে জল গ্রহণের সময় পাত্র উপরে তোলেন না, নীচে নামান না; পাত্র সন্নামন করেন না, বিনামন করেন না। তিনি পাত্রে অত্যধিক কিংবা অত্যল্প জল গ্রহণ করেন না। তিনি 'কুলু কুলু' শব্দ করিয়া পাত্র-ধৌত করেন না, পরিবর্তন করিয়া প্রথমে পাত্রের বহির্ভাগ ধৌত করেন না, পাত্র মাটিতে রাখিয়া হাতে ধৌত করেন না; হাত ধৌত করার সঙ্গে সঙ্গে পাত্র ধৌত হয়, পাত্র ধৌত করার সঙ্গে সঙ্গে হস্তদ্বয় বিধৌত হয়। তিনি অতিদূরে কিংবা অতি সমীপে ইতস্ততঃ বিকীরণ করিয়া পাত্রের জল নিক্ষেপ করেন না।

তিনি অন্নগ্রহণের সময় পাত্র উন্নত করেন না, অবনত করেন না, সন্নমিত করেন না, বিনমিত করেন না। তিনি অতিবেশী কিংবা অত্যল্প ভাত গ্রহণ করেন না। সেই মাননীয় গৌতম ব্যঞ্জনও ব্যঞ্জন-মাত্রায় (ভাতের ¼ অংশ) আহার করেন। ব্যঞ্জনদ্বারা গ্রাসের (পরিমাণ) অতিক্রম করেন না। ... মুখে গ্রাস চর্বণ করিতে করিতে দুই তিনবার পরিবর্তন করিয়া গলাধঃকরণ করেন। কোন অন্ন-মজ্জা অভিন্ন অবস্থায় তাঁহার দেহে (উদরে) প্রবেশ করেন না। যখন কোন অন্ন-মজ্জা তাঁহার মুখে অবশিষ্ট থাকে না তখন অপর গ্রাস মুখে আনয়ন করেন। প্রভু গৌতম রসানুভব করিতে করিতে খাদ্য আহার করেন, কিন্তু রস-তৃষ্ণাসক্ত হন না।

অষ্টাঙ্গযুক্ত আহারই প্রভু গৌতম আহরণ করিয়া থাকেনÍ'তাহা ক্রীড়ার জন্য নহে, মত্ততার জন্য নহে, মণ্ডন বা দেহ সৌ'বের জন্য নহে, বিভূষণের জন্য নহে; কেবলমাত্র এই ভৌতিক দেহের স্থিতির নিমিত্ত, জীবন যাপনের নিমিত্ত, ক্ষুধা-যন্ত্রণা উপশমের নিমিত্ত, ব্রহ্মচর্যের সহায়তার নিমিত্ত; এই উপায়ে পুরাতন (ক্ষুধাজনিত) বেদনা নিবারণ করিব, (অমিত ভোজন জনিত) নূতন বেদনা উৎপন্ন হইতে দিব না; আমার নিরবদ্য জীবন-যাত্রা ও সুখ-বিহার হইবে।'

তিনি ভোজন শেষে পাত্রে জল গ্রহণের সময় পাত্র উন্নত করেন না, অবনত করেন না, সন্নমিত করেন না, বিনমিত করেন না। তিনি পাত্রে অত্যধিক বা অত্যল্প জল গ্রহণ করেন না। তিনি 'কুলু কুলু' শব্দে পাত্র ধৌত করেন না, পরিবর্তন করিয়া (উল্টাইয়া) পাত্র ধৌত করেন না, পাত্র মাটিতে রাখিয়া হস্, ধৌত করেন না, হস্, ধৌতের সময় পাত্র ধৌত হয়, পাত্র ধুইবার সময় হস্, ধৌত হয়। তিনি পাত্রের জল ইতস্ততঃ বিক্ষেপ না করিয়া অনতিদূরে, অনতি সমীপে ত্যাগ করেন। তিনি ভোজন শেষে পাত্র অনতিদূরে, অনতি আসন্নে ভূমিতে নিক্ষেপ করেন না, পাত্রের প্রতি নিরপেক্ষ হন না, আর দীর্ঘকাল উহার রক্ষায় তৎপর থাকেন না।

ভোজন শেষে তিনি কিছুক্ষণ (মুহুত্তং) মৌনভাবে বসিয়া থাকেন, আর অনুমোদনের সময় অতিক্রম করেন না, ভোজনের পর তিনি ভুক্তানুমোদন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(উপদেশ) করেন। সেই ভোজনের নিন্দা করেন না, অন্য ভোজনের প্রত্যাশা রাখেন না, অধিকন্তু ধর্মীয় উপদেশ দ্বারা সেই পরিষদকে সন্দর্শন, সমাদাপন, সমুত্তেজন, সংপ্রহর্ষণ করেন। তিনি সেই পরিষদকে ধর্মোপদেশ দ্বারা ... সংপ্রহৃষ্ট করিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করেন।

তিনি অতিদ্রুত গমন করেন না, অতি ধীরে গমন করেন না এবং মুক্তি ইচ্ছায় (অর্থাৎ সম্মুখস্থকে পশ্চাতে রাখিবার ইচ্ছায়) গমন করেন না। প্রভু গৌতমের দেহে চীবর অতি উপরে উঠে না, অত্যন্ত, নীচে ঝুলেনা, শরীরে স্বেদ-সংলগ্ন থাকেনা, দেহ হইতে অধিক অসংলগ্নও থাকে না। মাননীয় গৌতমের শরীর হইতে চীবর বায়ুতে অপসারিত করে না আর প্রভু গৌতমের শরীরে ধুলি-ময়লাও সংলগ্ন হয় না।

তিনি আশ্রমে উপনীত হইয়া সজ্জিত আসনে বসেন, বসিয়া পাদ ধৌত করেন। কিন্তু মাননীয় গৌতম (প্রস্তরাদিতে ঘর্ষণ দ্বারা) পাদ--শোভন ব্রতে তৎপর থাকেন না। তিনি পাদ প্রক্ষালন করিয়া দেহ সোজা বিন্যস্, করেন এবং স্মৃতি সম্মুখে স্থাপন পূর্বক পদ্মাসনাবদ্ধ হইয়া উপবেশন করেন। তদবস্থায় তিনি আত্ম-পীড়নার্থ চিন্তা করেন না, পর-পীড়নার্থ চিন্তা করেন না, উভয়-পীড়নার্থ চিন্তা করেন না। মাননীয় গৌতম আত্ম-হিত, পর-হিত, উভয়-হিত, নিখিল বিশ্ব-হিতই চিন্তা করিয়া অবস্থান করেন।

আশ্রমে অবস্থান কালে তিনি পরিষদে ধর্মোপদেশ করেন, সেই পরিষদকে উৎসাদন করেন (উপরে তোলেন) না, অপসাদন করেন (নীচে ফেলেন) না; অধিকন্তু ধর্মীয় উপদেশ দ্বারা সেই পরিষদকে সন্দর্শিত, সমাদাপিত, সমুত্তেজিত, সংপ্রহর্ষিত করেন।

প্রভু গৌতমের কণ্ঠ হইতে অষ্টাঙ্গ সমন্বিত ঘোষ উচ্চারিত হয়। (১) বিশ্লিষ্ট (বিমুক্ত), (২) বিজ্ঞেয়, (৩) মঞ্জু (মধুর), (৪) শ্রবণীয়, (৫) বিন্দু (সারযুক্ত), (৬) অবিসারী (অবিকীর্ণ), (৭) গম্ভীর এবং (৮) নিনাদী। মাননীয় গৌতম পরিষদের পরিমাণানুরূপ স্বরে উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহার ধ্বনি পরিষদের বাহিরে যায় না। প্রভু গৌতম কর্তৃক ধর্মকথায় সন্দর্শিত ... সেই শ্রোতাগণ ভগবানকে অবলোকন করিতে করিতে শ্রুত ধর্ম-ভাব ত্যাগ না করিয়াই প্রস্থান করেন[১]।

ওহে আচার্য! আমরা মাননীয় ভগবানকে গমন করিতে দেখিয়াছি, দাঁড়াইতে দেখিয়াছি, গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছি, গৃহের মধ্যে মৌনভাবে উপবিষ্ট

---

[১]। শিরে অঞ্জলি স্থাপন করিয়া ভগবানকে অবলোকন করিতে করিতেই দর্শনসীমা অতিক্রম স্থানে বন্দনা করিয়া, ফিরিয়া গমন করেন। (প-সূ)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অবস্থায় দেখিয়াছি, ভোজন শেষে ভুক্তানুমোদন করিতে দেখিয়াছি, আরামে (আশ্রমে) যাইতে দেখিয়াছি, আরামের ভিতর তুষ্ণীভাবে উপবিষ্ট দেখিয়াছি, আরামের মধ্যে পরিষদে ধর্মোপদেশ করিতে দেখিয়াছি। সেই ভগবান এতাদৃশ গুণসম্পন্ন, এতদপেক্ষা অধিকতর গুণী হন।

৩৮৮। এই প্রকারে উক্ত হইলে ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ আসন হইতে উঠিয়া উত্তরীয় বস্ত্র একাংসে করিয়া যেদিকে ভগবান আছেন, সেদিকে যুক্তাঞ্জলি প্রণত হইয়া তিনবার উদান উচ্চারণ করিলেন,–

"নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স।" (৩ বার)

"(সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার)।"

"যদি কখন, কোথাও সেই মহাপ্রভু গৌতমের সহিত সঙ্গ করিতে পারি, যদি কোন কথা সংলাপ হয়, তবেই আমার জীবন ধন্য।"

৩৮৯। সেই সময় ভগবান বিদেহে ক্রমশঃ বিচরণ করিতে করিতে মিথিলায় পৌঁছিলেন, তথায় মিথিলাতে ভগবান মঘদেব আম্রবনে বিহার করিতেছেন। মৈথিলী ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ শুনিলেন,"শাক্যকুল প্রব্রজিত শাক্য-পুত্র শ্রমণ গৌতম বিদেহ প্রদেশে বিচরণ করিতে করিতে পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত মহান্ সংঘ সহ মিথিলায় উপনীত হইয়াছেন এবং মিথিলায় মঘদেব আম্রবনে বিহার করিতেছেন। সেই সময় ভগবান গৌতমের এইরূপ কল্যাণ-কীর্তিশব্দ উৎপন্ন হইয়াছেÍ"সেই ভগবান অর্হৎ ... তদ্রূপ অর্হতের দর্শন মঙ্গলজনক!"

তখন মৈথিলী ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ যে স্থানে ভগবান আছেন, সে স্থানে গেলেন; গিয়া কেহ কেহ ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে, বসিলেন ... কেহ কেহ তুষ্ণীভূত হইয়া একপ্রান্তে, উপবেশন করিলেন।

৩৯০। ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ শুনিলেন,"শাক্যকুল প্রব্রজিত শাক্য-পুত্র শ্রমণ গৌতম ... মিথিলায় উপনীত হইয়াছেন, এবং মঘদেব আম্রবনে অবস্থান করিতেছেন।" তখন ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ বহু যুবক সঙ্গে লইয়া যেখানে মঘদেব আম্রবন সেখানে উপস্থিত হইলেন। তখন আম্রবনের অদূরে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মায়ুর মনে হইলÍ"পূর্বে সংবাদ না দিয়া শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ উপস্থিত হওয়া আমার পক্ষে সমীচীন নহে।" তখন ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ এক যুবককে ডাকিলেন,"এস, যুবক! যেখানে শ্রমণ গৌতম আছেন সেখানে যাও, গিয়া আমার বাক্যে শ্রমণ গৌতমকে নিরাময়, নিরাতঙ্ক, লঘুভাব (স্ফুর্তি) বল ও সুখ-বিহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করÍ'ভো গৌতম! ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ প্রভু গৌতমের নিরাময় ... জিজ্ঞাসা করিতেছেন।' আর ইহাও বলিওÍ'ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ জীর্ণ, বৃদ্ধ, মহল্লক, অর্ধগত বয়স্ক, জন্মেতে একশবিশ বর্ষীয় হন, তিনি মাননীয় গৌতমের দর্শনেচ্ছা পোষণ করেন'।"

"হাঁ, ভো!" (বলিয়া) সেই যুবক ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণকে উত্তর দিয়া যেখানে ভগবান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আছেন সেখানে গেল, গিয়া ভগবানের সহিত সম্মোদন করিয়া ... একপ্রান্তে, দাঁড়াইয়া ভগবানকে বলিলÍ"ভো গৌতম! ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ মহাপ্রভু গৌতমের নিরাময় ... জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ... ভো গৌতম! ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ ... একশবিশ বৎসরের বৃদ্ধ। তিনি ... ত্রিবেদের পারগূ ... মহাপুরুষ-লক্ষণ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞানী হন। মিথিলায় যত ব্রাহ্মণ-গৃহপতি বাস করেন তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ ভোগ, মন্ত্র (বেদ), আয়ু আর যশ ... সকলদিকে অগ্রণী হন, তিনি প্রভু গৌতমকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক।"

"মাণবক! ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ আপাততঃ যাহা উচিত মনে করেন তাহা করিতে পারেন।"

তখন সে মাণবক যেখানে ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ ছিলেন, সেখানে গেল, গিয়া ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণকে বলিল, "ভো! শ্রমণ গৌতম অবকাশ দিয়াছেন, এখন আপনি যাহা উচিত করিতে পারেন।"

৩৯১। তখন ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ যেস্থানে ভগবান আছেন, সেস্থানে গেলেন। তথাকার (ব্রাহ্মণ-গৃহপতি) পরিষদ দূর হইতে ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণকে আসিতে দেখিলেন। দেখিয়াই তাঁহার গমনের জন্য বিখ্যাত ও যশস্বীর উপযুক্ত অবকাশ করিলেন। তখন ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ সেই পরিষদকে বলিলেন,"যথেষ্ট, মহাশয়গণ! আপনারা স্বীয় আসনে বসুন। আমি এখানে শ্রমণ গৌতমের সমীপে বসিব। তখন ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ যেস্থানে ভগবান আছেন সেস্থানে উপনীত হইলেন, গিয়া ভগবানের সার্থেÍসম্মোদন করিয়া একপ্রান্তে, বসিলেন। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ ভগবানের দেহে বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন[১]। ... দুইটি লক্ষণ সম্বন্ধে তিনি সংশয়াপন্ন হইলেন। তখন ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ ভগবানকে গাথায় বলিলেন,–

"শুনেছি শাস্ত্রের বাণী, যে মহা বত্রিশ আছে পুরুষ-লক্ষণ,
হে গৌতম! তবদেহে, উহাদের দুই চিহ্ন করিনি দর্শন। ১
নরোত্তম! তব জিহ্বা নহে হ্রস্ব? যাতে হয় প্রকটিত,
নারী সহ নর নাম, বস্ত্র-গুহ্য (উপস্থ) হয় তব কোষে আচ্ছাদিত?২
হয় কি প্রশস্, জিহ্বা তব? যাতে মোরা করি জ্ঞানার্জন,
কিছু তা বাহির করে, ঋষিবর! কর কঙ্খা বিনোদন। ৩
ইহলোকে হিত আর পরলোকে সুখের দরুণ,
যা কিছু প্রার্থিত এবে জিজ্ঞাসিব আদেশ করুন।" ৪

৩৯২। তখন ভগবানের এই চিন্তা হইল, Í"এই ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ আমার দেহে

---

[১]। পূর্বে ৩৮৬ অনুচ্ছেদে বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণ উক্ত হইয়াছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণ অন্বেষণ করিতেছেন,[১] ... জিহ্বাদ্বারা ললাট-মণ্ডল আচ্ছাদন করিলেন।" তৎপর ভগবান গাথাযোগে ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণকে প্রত্যুত্তর দিলেন,–

"যে বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণ করিছ শ্রবণ,
আছে সব মমদেহে সংশয় না কর, হে ব্রাহ্মণ! ১।
অভিজ্ঞেয় অভিজ্ঞাত ভাবিতব্য করেছি ভাবন,
ত্যাজ্য মম ত্যক্ত এবে বুদ্ধ আমি তাইত ব্রাহ্মণ! ২।
ঐহিক হিতের তরে পারত্রিক সুখের দরুণ,
অবকাশ দিনু আমি প্রার্থিত যা' জিজ্ঞাসা করুন।" ৩।

৩৯৩। সেই সময় ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণের এই চিন্তা হইলÍ"শ্রমণ গৌতম অবকাশ দিয়াছেন। ঐহিক কিংবা পারত্রিক হিত সম্বন্ধে আমি তাঁহাকে কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি?" তখন ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণের এই ধারণা জন্মিলÍ"ঐহিক হিত সম্বন্ধে আমি অভিজ্ঞ, অপরেও ঔহিক হিত সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করে। সুতরাং শ্রমণ গৌতমকে আমি পারত্রিক হিত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেই ভাল হয়।" তখন ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ ভগবানকে গাথায় বলিলেন,–

"ওহে! (১) কিরূপে ব্রাহ্মণ হয়? (২) বেদগূ কাহাকে কয়?
ওহে! (৩) ত্রৈবিদ্য কিরূপে হয়? (৪) শ্রোত্রিয় কাহাকে কয়? ১
ওহে! (৫) কিরূপে অর্হৎ হয়? (৬) কাহাকে কেবলী কয়?
ওহে! (৭) মুনিত্ব কিসেতে লভে? (৮) বুদ্ধ কাকে বলা হয়?" ২

৩৯৪। তখন ভগবান ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণকে গাথাদ্বারা (সেই আট প্রশ্নের) উত্তর দিলেন,–

"পূর্বজন্ম পরিজ্ঞাত[২] যিনি স্বর্গাপায় করেন দর্শন,
জন্মক্ষয়ে[৩] অরহত্ব লাভ মুনি হন অভিজ্ঞা-পূরণ। ১
সর্ব রাগাদি[৪] মুক্ত শুদ্ধচিত্ত[৫] ব্রাহ্মণের সুবিদিত,
জন্ম-মৃত্যু পরিত্যক্ত পূর্ণ-ব্রহ্মচারী কেবলী[৬] কথিত,
সর্বধর্ম পারগামী[৭] তাদিগুণী[১] বুদ্ধনামে[২] অভিহিত।" ২

---

[১]। পূর্বে ৩৮৬ অনুচ্ছেদে বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণ উক্ত হইয়াছে।
[২]। তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তর।
[৩]। পাঁচ নম্বর প্রশ্নের উত্তর।
[৪]। চারি নম্বর প্রশ্নের উত্তর।
[৫]। এক নম্বর প্রশ্নের উত্তর।
[৬]। ছয় নম্বর প্রশ্নের উত্তর।
[৭]। দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তর।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এইরূপ উক্ত হইলে ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ উত্তরীয় বস্ত্র একাংসে করিয়া ভগবানের পদে নতশিরে পতিত হইয়া, ভগবানের পাদপদ্ম মুখে চুম্বন করিতে লাগিলেন, হস্তদ্বারা সম্বাহন করিতে লাগিলেন আর নাম শুনাইলেন,–

"ভো গৌতম! আমি ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ, ভো গৌতম! আমি ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ।"

তখন সেই পরিষদ বিস্মিত ও আশ্চর্যান্বিত হইলÍ"ওহে! শ্রমণের মহর্ধিকতা (দিব্য-শক্তি), মহানুভবতা অত্যন্ত, আশ্চর্য! অত্যন্ত, অদ্ভুত! যাহাতে এমন বিখ্যাত যশস্বী ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ এই প্রকারে পরম সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন।"

তখন ভগবান ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণকে বলিলেন,"যথেষ্ট ব্রাহ্মণ! উঠুন, আপন আসনে বসুন, হাঁ, আমার প্রতি আপনার চিত্ত সুপ্রসন্ন।"

তখন ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ উঠিয়া স্বীয় আসনে বসিলেন।

৩৯৫। তখন ভগবান ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণকে আনুপূর্বিককথা (উপদেশ) কহিলেন,যেমন দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা, কাম-বাসনার দুষ্পরিণাম, অপকার, কলুষতা; নিষ্কামভাবের প্রশংসা প্রকাশ করিলেন। ভগবান যখন ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণকে ভব্যচিত্ত, মৃদুচিত্ত, অনাবৃতচিত্ত, আহ্লাদিত চিত্ত ও প্রসন্নচিত্ত দেখিলেন, তখন যাহা বুদ্ধগণের সমুৎকৃষ্ট ধর্মদেশনা সেই দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ আর মার্গসত্য প্রকাশ করিলেন। ময়লারহিত শ্বেত-বস্ত্র যেমন উত্তমরূপে রং গ্রহণ করে, সেই প্রকারেই সেই আসনে ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণের বিরজ, বীতমল ধর্ম-চক্ষুÍযাহা কিছু সমুদয়ধর্মী (উৎপন্ন পদার্থ) আছে, সেই সমস্, নিরোধধর্মী (বিনাশশীল)Íউৎপন্ন হইল।

তখন ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ দৃষ্ট-ধর্ম, প্রাপ্ত-ধর্ম, বিদিত ধর্ম, পর্যাবগাঢ় (অনুশীলিত) ধর্ম, তীর্ণ বিচিকিৎস (সংশয়মুক্ত), ইহা কি প্রকার? এরূপ প্রশ্নরহিত, বৈশারদ্য-প্রাপ্ত (দক্ষ), শাস্তার শাসনে পর-প্রত্যয়মুক্ত (প্রত্যক্ষদর্শী) হইয়া ভগবানকে ইহা বলিলেন,"আশ্চর্য, ভো গৌতম! আশ্চর্য, ভো গৌতম! যেমন অধোমুখকে উর্ধমুখী করিলেন ... আজ হইতে আজীবন আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুন। প্রভু গৌতম! ভিক্ষুসংঘের সহিত আগামীকল্যের ভোজন আমার বাড়ীতে গ্রহণ করুন।"

ভগবান মৌনভাবে স্বীকার করিলেন।

তখন ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ ভগবানের স্বীকৃতি অবগত হইয়া আসন হইতে উঠিলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

তৎপর ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ নিজের গৃহে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া সেই রাত্রি

---

[১]। সাত নম্বর প্রশ্নের উত্তর।

[২]। আট নম্বর প্রশ্নের উত্তর।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অতিবাহিত হইলে ভগবানকে কাল নিবেদন করিলেন,"সময় হইয়াছে, ভো গৌতম! ভোজন প্রস্তুত।"

তখন ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে নিবাসন পরিধান করিয়া পাত্র-চীবর ধারণ করিয়া যেস্থানে ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণের গৃহ আছে, সেস্থানে গেলেন। তথায় গিয়া ভিক্ষু-সংঘের সহিত সজ্জিত আসনে উপবেশন করিলেন। তখন ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ স্বহস্তে, উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দ্বারা সপ্তাহকাল বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে সন্তর্পিত (সন্তৃপ্ত) করিলেন, সংপ্রবারিত করিলেন।

ভগবান সেই সপ্তাহ গত হইলে বিদেহ প্রদেশে বিচরণার্থ প্রস্থান করিলেন। ভগবান চলিয়া যাইবার অচিরকাল পরে ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ কালক্রিয়া করিলেন।

তখন কয়েকজন ভিক্ষু যেখানে ভগবান আছেন সেখানে গেলেন, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে, বসিলেন। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে কহিলেন,"ভন্তে! ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ কালগত হইয়াছেন, তাঁহার কি গতি, কোন অভিসম্পরায় (পরলোক লাভ) হইল?"

"ভিক্ষুগণ! ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, ধর্মানুকূল আচরণকারী ছিলেন, ধর্মাধিগমে তিনি আমাকে পীড়িত করেন নাই। ভিক্ষুগণ! ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ পঞ্চ অধঃভাগীয় সংযোজনের ক্ষয় হেতু ঔপপাতিক (ব্রহ্মা) হইয়াছেন, তথায় (শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে) পরিনির্বাণ লাভ করিবেন। সেই লোক হইতে আর ইহলোকে প্রত্যাবর্তন করিবেন না।"

ভগবান ইহা বলিলেন। সেই ভিক্ষুগণ সন্তুষ্টচিত্তে ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

ব্রহ্মায়ু সূত্র সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯২। সেল সূত্র (২।৫।২)

(বুদ্ধ ও ধর্মের গুণ। সেল ব্রাহ্মণের প্রব্রজ্যা)

৩৯৬। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান সাড়েবারশত ভিক্ষু সমন্বিত মহাভিক্ষুসংঘ সহ অঙ্গুত্তরাপ জনপদে ধর্ম প্রচারার্থ বিচরণ করিতে করিতে যেখানে আপণ নামক নিগম ছিল, সেস্থানে পৌঁছিলেন।

কেণিয় জটিল (তপস্বী) শুনিলেন,"শাক্যকুল প্রব্রজিত শাক্য-পুত্র গৌতম সাড়েবারশত ভিক্ষুর মহাভিক্ষুসংঘ সহ অঙ্গুত্তরাপে চারিকায় বিচরণ করিতে করিতে আপণে আসিয়াছেন। সেই ভগবান গৌতমের এই প্রকার কল্যাণ-কীর্তিশব্দ বিঘোষিত হইয়াছে।সেই ভগবান অর্হৎ ...। তথাবধি অর্হতের দর্শন মঙ্গলজনক।"

তখন কেণিয় জটিল যেখানে ভগবান আছেন, সেখানে উপনীত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানের সাথে সম্মোদনের (কুশলাদি জিজ্ঞাসার) পর একপ্রান্তে, বসিলেন। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট কেণিয় জটিলকে ভগবান ধর্মোপদেশ দ্বারা সংদর্শন, সমাদাপন, সমুত্তেজন, সংপ্রহর্ষণ করিলেন। ভগবানের ধর্মোপদেশ দ্বারা সন্দর্শিত ... হইয়া কেণিয় জটিল ভগবানকে কহিলেন,"মহামান্য গৌতম! ভিক্ষুসংঘ সহ আগামীকল্য আমার বাড়ীতে ভোজন স্বীকার করুন।"

এইরূপ উক্ত হইলে ভগবান কেণিয় জটিলকে বলিলেন,"কেণিয়! ভিক্ষুসংঘ বৃহৎ, সংঘে সাড়েবারশত ভিক্ষু আছে। তুমিও ব্রাহ্মণদের প্রতি প্রসন্ন।"

দ্বিতীবার, তৃতীয়বার কেণিয় জটিল ভগবানকে কহিলেন, ...।

"ভগবান মৌনভাব সম্মত হইলেন। তখন ভগবানের সম্মতি জ্ঞাত হইয়া কেণিয় জটিল আসন হইতে উঠিয়া যেস্থানে তাঁহার আশ্রম ছিল, সেস্থানে উপনীত হইলেন এবং মিত্র-অমাত্য, জ্ঞাতি-সলোহিতগণকে আহ্বান করিলেন,"ওহে! মিত্র-অমাত্য, জ্ঞাতি-সলোহিতগণ! আমার বাক্য শুনুন, আমি ভিক্ষুসংঘ সহ শ্রমণ গৌতমকে আগামীকল্য ভোজন নিমন্ত্রণ করিয়াছি। অতএব আপনারা আমার সাহায্য করিতে পারেন।"

"হাঁ, মহাশয়! (বলিয়া) কেণিয় জটিলকে প্রতিশ্রুতি দিয়া তাঁহার মিত্র-অমাত্য, জ্ঞাতি-সলোহিতদের কেহ কেহ উদ্ধ্মাদ (উনান) খনন করিতে লাগিল, কেহ কেহ জ্বালানি কাষ্ঠ চিড়িতে আরম্ভ করিল, কেহ কেহ ভাজন ধৌত করিতে লাগিল, কেহ কেহ উদকমণি (জল-পাত্র) প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিল, কেহ কেহ আসন বিছাইতে লাগিল। কেণিয় জটিল স্বয়ং মণ্ডলমাল (বস্ত্রমণ্ডপ) সজ্জিত করিলেন।

৩৯৭। সেই সময় নিঘণ্ডু, কল্প (কেটুভ), অক্ষর-প্রভেদ সহিত ত্রিবেদ তথা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পঞ্চম ইতিহাসে পারগূ, পদক (পদকর্তা), বৈয়াকরণ, লোকায়ত এবং মহাপুরুষ-লক্ষণ (সামুদ্রিক) শাস্ত্রে নিপুণ (অনবয়), শৈল নামক ব্রাহ্মণ আপণে বাস করিতেন আর তিনশত বিদ্যার্থীকে মন্ত্র (বেদ) শিক্ষা দিতেন। শৈলব্রাহ্মণ কেণিয় জটিলের প্রতি অতিশয় প্রসন্ন (শ্রদ্ধাবান) ছিলেন। তখন শৈলব্রাহ্মণ তিনশত শিক্ষার্থী পরিবৃত হইয়া জঙ্ঘা-বিহার বা পদব্রজে ভ্রমণ করিতে করিতে কেণিয় জটিলের আশ্রমে উপনীত হইলেন। শৈলব্রাহ্মণ দেখিলেন যে কেণিয় জটিলের জটিল শিষ্যদের (জটাধারী বানপ্রস্থ শিষ্য) মধ্যে কেহ উদ্ধ্মান খনন করিতেছে, ... এবং কেণিয় জটিল নিজেই মণ্ডলমাল প্রস্তুত করিতেছেন।

ইহা দেখিয়া তিনি কেণিয় জটিলকে কহিলেন,"কেমন, মাননীয় কেণিয়ের এখানে কি আবাহ কিংবা বিবাহ হইবে, অথবা মহাযজ্ঞ উপস্থিত হইয়াছে, কিংবা বলকায় (সেনা) সহ মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার আগামীকল্য ভোজনের নিমিত্ত নিমন্ত্রিত হইয়াছেন?"

"না, হে শৈল! আমার এখানে আবাহ হইবে না, বিবাহও হইবে না, আর বলকায় সহ মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারও আগামীকল্য ভোজনের নিমিত্ত নিমন্ত্রিত নহেন, অপিচ আমার এখানে মহাযজ্ঞ উপস্থিত আছে। শাক্যকুল প্রব্রজিত শাক্য-পুত্র শ্রমণ গৌতম সাড়ে বারশত ভিক্ষুসংঘ সমন্বিত মহাভিক্ষুসংঘ সহ অঙ্গুত্তরাপে ধর্ম প্রচারার্থ বিচরণ করিতে করিতে আপণে আসিয়াছেন। সেই ভগবান গৌতমের এইরূপ মঙ্গল-কীর্তিশব্দ বিস্তৃত হইয়াছেĮসেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদূ, অনুত্তর পুরুষদম্য সারথী, দেবমানবের শাস্তা, বুদ্ধ ও ভগবান হন। তিনি ভিক্ষুসংঘের সহিত আগামীকল্য ভোজনের নিমিত্ত আমার এখানে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।"

"হে কেণিয়! বুদ্ধ বলিতেছেন?"

"হে শৈল! হাঁ, বুদ্ধ কহিতেছি।"

" ... বুদ্ধ বলিতেছেন?"

" ... বুদ্ধ কহিতেছি।"

" ... বুদ্ধ বলিতেছেন?"

" ... বুদ্ধ কহিতেছি।"

৩৯৮। তখন শৈলব্রাহ্মণের এই চিন্তা হইলĮ'বুদ্ধ' এই ঘোষও জগতে অত্যন্ত, দুর্লভ। আমাদের মন্ত্রে বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণ বর্ণিত আছে, যাহাতে যুক্ত মহাপুরুষের দ্বিবিধ গতির অন্যতর গতি হয়। যদি তিনি গার্হস্থ্য জীবন যাপন করেন তবে চতুর্দিক বিজয়ী জনপদে স্থায়ি আধিপত্য প্রাপ্ত এবং ধার্মিক ধর্মরাজ চক্রবর্তী রাজা হন ...। তিনি সসাগরা এই পৃথিবী বিনাদণ্ডে, বিনাঅস্ত্রে ধর্মতঃ বিজয় করিয়া শাসন করেন। আর যদি আগার ছাড়িয়া অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হন তবে জগতে আবরণ বিহীন অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হন।

"হে কেণিয়! সেই মহামান্য গৌতম অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ সম্প্রতি কোথায় বাস করেন?"

এইরূপ উক্ত হইলে কেণিয় জটিল দক্ষিণবাহু জড়াইয়া ধরিয়া শৈল-ব্রাহ্মণকে কহিলেন,"হে শৈল! যেখানে ঐ নীল বৃক্ষরাজি বিরাজমান।"

তখন শৈলব্রাহ্মণ তিনশত বিদ্যার্থী সহ যেখানে ভগবান আছেন, সেখানে গেলেন। শৈলব্রাহ্মণ সেই তরুণদিগকে বলিলেন,তোমরা নিঃশব্দে পাদ পরিমাণে পদক্ষেপ করিয়া আস। একাচারী সিংহের ন্যায় সেই ভগবানদের সঙ্গলাভ অতীব দুর্লভ। আমি যখন শ্রমণ গৌতমের সাথে আলোচনা করিব, তখন তোমরা আমার কথার মাঝখানে কথা উত্থাপন করিও না, আমার আলোচনা সমাপ্তি পর্যন্ত, তোমরা অপেক্ষা করিবে।"

তখন শৈলব্রাহ্মণ যেখানে ভগবান আছেন, সেখানে উপনীত হইলেন এবং ভগবানের সাথে সম্মোদন করিয়া ... একপ্রান্তে, বসিলেন। একপ্রান্তে, বসিয়া শৈলব্রাহ্মণ ভগবানের দেহে বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণ অনুসন্ধান করিলেন। শৈলব্রাহ্মাণ বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণের মধ্যে দুইটি ব্যতীত অধিকাংশ লক্ষণ ভগবানের দেহে দেখিতে পাইলেন। কোষাচ্ছাদিত গুহ্যেন্দ্রিয় ও প্রশস্তজিহ্বা এই দুই মহাপুরুষ-লক্ষণ সম্বন্ধে সন্দেহ ও বিচিকিৎসা রহিল, স্থির প্রত্যয় ও প্রসাদ জন্মিল না। তখন ভগবান এমন ঋদ্ধি (যোগ-বিভূতি) প্রদর্শন করিলেন, যাহাতে শৈলব্রাহ্মণ তাঁহার কোষাচ্ছাদিত বস্তী-গুহ্য দেখিতে পান; ভগবান জিহ্বা বাহির করিয়া তদ্বারা উভয় কর্ণ স্পর্শ করিলেন ... , ললাট মণ্ডলের সর্বত্র জিহ্বাদ্বারা আচ্ছাদন করিলেন। তখন শৈলব্রাহ্মণের এই বিচার হইলI"শ্রমণ গৌতম অপূর্ণ নহেন, পরিপূর্ণ বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণ সমন্বিত। কিন্তু জানিতে পারিলাম নাIতিনি বুদ্ধ হন কিনা? বয়োবৃদ্ধ, মহল্লক ব্রাহ্মণ আচার্য-প্রাচার্যদের মুখে শুনিয়াছিI'যাঁহারা অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হন তাঁহারা স্বীয়গুণ বর্ণিত হইলে আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং আমি শ্রমণ গৌতমের সম্মুখে উপযুক্ত গাথাদ্বারা স্তুতি করি'।"

৩৯৯। অতঃপর শৈলব্রাহ্মণ ভগবানের সম্মুখে উপযুক্ত গাথাদ্বারা স্তুতি আরম্ভ করিলেন,–

"সুজাত, সুরুচি তুমি, পূর্ণদেহী, সুচারু-দর্শন,
স্বর্ণ-কান্তি, শুক্ল-দন্ত, বীর্যবান হও ভগবন! ১
সুজাত নরের যাহা হয় মহত্বের নিদর্শন,
তব দেহে সে সকল আছে মহাপুরুষ-লক্ষণ। ২
উজ্জ্বল বদন, নির্মল নয়ন, ঋজুদেহ, অতি তেজবান,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শ্রমণ সংঘের মাঝে বিরোচন, হও তুমি আদিত্য-সমান। ৩
কাঞ্চন-সন্নিভ চর্ম, ওহে ভিক্ষু! কল্যাণ-দর্শন,
এমন উত্তম দেহে, শ্রমণত্বে কীবা প্রয়োজন? ৪
রথী-শ্রেষ্ঠ চক্রবর্তী রাজা হওয়ার যোগ্যতর;
দিগ্বিজয়ী বীর হও তুমি জম্বুদ্বীপ-অধীশ্বর। ৫
ক্ষত্রিয় রাজারা তব অনুরক্ত হবে আজ্ঞাধীন,
সার্বভৌম মানবেন্দ্ররূপ রাজ্য শাসহে স্বাধীন!" ৬
"(শৈল!) রাজা আমি অনুত্তর, নিখিল বিশ্বের অধীশ্বর,
'ধর্মতঃ চালাই চক্র', প্রতিদ্বন্দ্বী নাই অন্যতর।" ৭
"অনুত্তর ধর্মরাজ বুদ্ধ বলে করিছ জ্ঞাপন,
'ধর্মতঃ চালাই চক্র', কহিতেছ ইহা, ভগবন? ৮
শাস্তার শ্রাবকে প্রভু! কোন সেনাপতি দান্তজন,
তব প্রবর্তিত ধর্মচক্র করিবেন প্রবর্তন?" ৯
"মম প্রবর্তিত চক্র, ওহে শৈল! ধর্মচক্র অনুত্তর,
তথাগত অনুজাত সারীপুত্র প্রবর্তিবে অনন্তর। ১০
অববোধ্য দুঃখ-সত্য, বিদ্যা আর বিমুক্তি উত্তম,
প্রহাতব্য সমুদয়, তাহা আমি করেছি বর্জন।
নিরোধ প্রত্যক্ষযোগ্য, করিয়াছি প্রত্যক্ষ এখন,
ভাবনীয় মার্গ-সত্য, মম চিত্তে করেছি ভাবন;
বুঝি আর্য-সত্য আমি, তাই বুদ্ধ জানিবে ব্রাহ্মণ। ১১
ছাড় কঙ্খা, রাখ শ্রদ্ধা, আমার বিষয়ে, হে ব্রাহ্মণ!
অতীব দুর্লভ লোকে নিরন্তর বুদ্ধ-দরশন। ১২
প্রাদুর্ভাব যাঁহাদের জগতে দুর্লভ নিরন্তর,
হে ব্রাহ্মণ! সে সম্বুদ্ধ আমি শল্য-কর্তা অনুত্তর। ১৩
ব্রহ্মভূত অনুপম মার-সৈন্য করেছি মর্দন,
সর্বরিপু পরিহরি ভয়শুন্য মোদিত জীবন।" ১৪
"শোন, ওহে শিষ্যগণ! চক্ষুষ্মান করেন ভাষণ,
শল্য-কর্তা মহাবীর বলে যথা কেশরী-গর্জন। ১৫
ব্রহ্মভূত নিরুপম মারসৈন্য করেছেন জয়,
নীচকুলে জাত সে, যে দেখে তাঁকে প্রসন্ন না হয়। ১৬
যার ইচ্ছা অনুসর, অনিচ্ছুক করহ প্রস্থান,
লভিব প্রব্রজ্যা আমি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ-সন্নিধান। ১৭
ত্রিশত ব্রাহ্মণ এরা, যুক্তাঞ্জলি করিছে যাচন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্রহ্মচর্য আচরিব তব কাছে, ওহে ভগবন!” ১৮
“সুব্যাখ্যাত ব্রহ্মচর্য, এস, শৈল! কর আচরণ,
স্ব-জ্ঞানে প্রত্যক্ষ-যোগ্য, কালাপেক্ষা নহে কদাচন;
সংযম সাধনা জ্ঞানে, শিক্ষাব্রতী প্রমাদ নিধন,
প্রব্রজ্যা অব্যর্থ হয়, ব্রহ্মচর্যে সার্থক জীবন।” ১৯

পরিষদ সহ শৈলব্রাহ্মণ ভগবৎ–সমীপে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন।

৪০০। তখন কেণিয় জটিল সেই রাত্রি অতিবাহিত হইলে স্বীয় আশ্রমে উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া ভগবানকে কাল নিবেদন করিলেন,“ভো গৌতম সময় হইয়াছে, ভোজন প্রস্তুত।” তখন ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে নিবাসন পরিধান করিয়া পাত্র-চীবর ধারণপূর্বক কেণিয় জটিলের আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং ভিক্ষুসংঘ সহ সজ্জিত আসনে উপবেশন করিলেন। কেণিয় জটিল স্বহস্তে, বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য দ্বারা সন্তর্পিত (পরিতৃপ্ত) করিলেন; সংপ্রবারিত করিলেন। ভগবান ভোজন শেষ করিয়া পাত্র হইতে হস্ত, অপসারণ করিলে কেণিয় জটিল এক নীচ আসন লইয়া একপ্রান্তে, বসিলেন, একপ্রান্তে, উপবিষ্ট কেণিয় জটিলকে ভগবান এই গাথাদ্বারা অনুমোদন করিলেন,–

“অগ্নি-হোত্র, যজ্ঞে মুখ্য, সাবিত্রী-ছন্দের প্রধান,
মানবের শ্রেষ্ঠরাজা, নদীমাঝে সমুদ্র মহান।
নক্ষত্রের মুখ্য-চন্দ্র, তাপীদের আদিত্য প্রধান,
পুণ্যকামী দাতৃদের, দক্ষিণার্হ সঙ্ঘই মহান।”

ভগবান কেণিয় জটিলকে এই গাথাদ্বারা অনুমোদন করিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

তখন আয়ুষ্মান শৈল পরিষদ সহ নির্জনে প্রমাদ রহিত, উদ্যোগযুক্ত সমর্পিত (তন্ময়) চিত্তে অবস্থান করিয়া অচিরে যার জন্য কুলপুত্রগণ আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হয়, সেই অত্যুত্তম ব্রহ্মচর্যের অবসান (নির্বাণ) ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞাদ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া, উপলব্ধি করিয়া বিহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার জন্ম ক্ষয় হইল, ব্রহ্মচর্যবাস পূর্ণ হইল, করণীয় কৃত হইল, আর এই জীবনের জন্য কিছু করিবার নাই।ইহা তিনি অবগত হইলেন। সপরিষদ আয়ুষ্মান শৈল অর্হতদের অন্যতম হইলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান শৈল শাস্তার সমীপে গিয়া চীবর একাংসে (বামস্কন্ধে) রাখিয়া যেদিকে ভগবান আছেন সেদিকে যুক্তাঞ্জলি হইয়া ভগবানকে গাথাদ্বারা কহিলেন,–

আটদিন গত মাত্র, চক্ষুষ্মান! আসিনু তব শরণে,
সপ্তরাতে ভগবন! আমা সবে দমিলে তব শাসনে। ১

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বুদ্ধ তুমি, শাস্তা তুমি, তুমি মুনি মার পরাভবকারী,
ছেদিয়া অনুশয়ে তীর্ণ তুমি, জীবের হও ত্রাণকারী। ২
উপধি তব অতিক্রান্ত, সর্ব আসব তব প্রদলিত,
সিংহসম, প্রনষ্ট ভয়-ভৈরব, উপাদান বিরহিত। ৩
এই ত্রিশত ভিক্ষু হেথায় রহিয়াছে অঞ্জলি করণে,
প্রসার পাদদ্বয় বীর! নাগেরা বন্দে শাস্তার চরণে।" ৪

শৈল সূত্র সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯৩। অস্‌সলায়ণ সূত্র (২। ৫। ৩)

(বর্ণব্যবস্থার খণ্ডন)

৪০১। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে বাস করিতেছেন। সেই সময় বিভিন্ন রাজ্যবাসী ব্রাহ্মণদের মধ্যে পঞ্চশত পরিমাণ ব্রাহ্মণ কোন কার্যোপলক্ষে[১] শ্রাবস্তীতে বাস করিতেন। তখন সেই ব্রাহ্মণদের এই চিন্তা উদয় হইলÍ"এই শ্রমণ গৌতম চারি বর্ণের শুদ্ধি (চাতুর্বর্ণ্য শুদ্ধি) সম্বন্ধে প্রচার করেন। এ বিষয়ে শ্রমণ গৌতমের সহিত কে প্রতিবাদ (তর্ক) করিতে সমর্থ হইবে?"

সেই সময় শ্রাবস্তীতে অশ্বলায়ন[২] নামক মুণ্ডিত শির তরুণ মাণব (বিদ্যার্থী) বাস করিতেন। তিনি নিঘণ্টু-কেটুভ (কল্প) ও অক্ষর-প্রভেদ (শিক্ষা) সহিত ত্রিবেদ তথা পঞ্চম ইতিহাসে পারগূ, আর পদক (কবি), বৈয়াকরণ, লোকায়ত, মহাপুরুষ-লক্ষণে নিপুণ ছিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণের মনে হইলÍ"এই শ্রাবস্তীতে অশ্বলায়ন ... মাণব বাস করেন, তিনি শ্রমণ গৌতমের সাথে এই বিষয়ে প্রতিবাদ করিতে সমর্থ হইবেন।"

তখন সেই ব্রাহ্মণগণ যেখানে অশ্বলায়ন মাণব থাকেন সেস্থানে গেলেন এবং অশ্বলায়ন মাণবকে বলিলেন, "অশ্বলায়ন! এই শ্রমণ গৌতম চাতুর্বর্ণ্য শুদ্ধি[৩] প্রচার করেন। মাননীয় অশ্বলায়ন! আপনি আসুন, শ্রমণ গৌতমের সহিত এ বিষয়ে প্রতিবাদ করুন।"

এই প্রকার উক্ত হইলে অশ্বলায়ন মাণব সেই ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন, "ওহে মহাশয়গণ! শ্রমণ গৌতম ধর্ম (যথাভূত) বাদী, ধর্মবাদীরা দুস্প্রতিমন্ত্যÍআমাদের মত লোকের প্রতিবাদের আযোগ্য হন। আমি শ্রমণ গৌতমের সহিত এ বিষয়ে প্রতিবাদ করিতে সমর্থ হইব না।"

দ্বিতীয়বারও সেই ব্রাহ্মণেরা তরুণ অশ্বলায়নকে বলিলেন, "...। মাননীয় অশ্বলায়নের পরিব্রাজক বিধান[৪] উত্তমরূপে অভিজ্ঞাত ও আচরিত হইয়াছে।"

[দ্বিতীয়বারও অশ্বলায়ন ঐ ভাবে প্রত্যাখ্যান করিলেন।]

---

[১]। যজ্ঞানুষ্ঠান, মন্ত্রাধ্যয়ন, দক্ষিণান্বেষণাদি অনির্দিষ্ট কারণে। (টীকা)

[২]। বেদ-স্মৃতি প্রণেতা, শ্রৌত-সূত্র, গৃহ্য-সূত্র এবং ঐতরেয় আরণাকের চতুর্থ আরণ্যক প্রণেতা অশ্বলায়ন?

[৩]। কেবল ব্রাহ্মণের নহে, শুদ্ধি চারিবর্ণের সাধারণ; ধ্যানাদি দ্বারা সকলেই শুদ্ধ হয়। মধুর সূত্র দ্রষ্টব্য।

[৪]। ত্রিবেদের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া পরিব্রাজকের দীক্ষামন্ত্র ও আচার অনুষ্ঠান। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তৃতীয়বারও ... বলিলেন,"আসুন ... শ্রমণ গৌতমের সাথে এ বিষয়ে প্রতিবাদ করুন। মাননীয় অশ্বলায়ন পরিব্রাজকের বিধান আচরণ করিতেছেন। মাননীয় অশ্বলায়ন বাক্‌যুদ্ধে পরাজিত না হইয়াই পরাজয় স্বীকার করিবেন না।"

এইরূপ উক্ত হইলে যুবক অশ্বলায়ন সেই ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন,"মহাশয়গণ! নিশ্চয় আমি জয়লাভ করিব না, শ্রমণ গৌতম ধর্মবাদী। ধর্মবাদীরা প্রতিবাদের অযোগ্য হন। আমি শ্রমণ গৌতমের সহিত এই আলোচনায় প্রতিবাদ করিতে সমর্থ হইব না। তথাপি আপনাদের অনুরোধে আমি যাইব।"

৪০২। তখন অশ্বলায়ন মাণব বৃহৎ ব্রাহ্মণসংঘের সহিত যেখানে ভগবান আছেন সেখানে উপনীত হইলেন এবং ভগবানের সাথে সম্মোদন করিয়া একপ্রান্তে, উপবেশন করিলেন। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট অশ্বলায়ন মাণব ভগবানকে ইহা বলিলেন,"ভো গৌতম! ব্রাহ্মণেরা এরূপ বলেন,'ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ, অন্যবর্ণ হীন। ব্রাহ্মণই শুক্লবর্ণ, অপরবর্ণ কৃষ্ণ। ব্রাহ্মণেরাই শুদ্ধ হন, অব্রাহ্মণেরা নহে। ব্রাহ্মণেরাই ব্রহ্মার ঔরস-পুত্র, মুখ হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্মজ, ব্রহ্ম-নির্মিত ব্রহ্মের দায়াদ।' এ বিষয়ে প্রভু গৌতম কি বলেন?"

"বস্তুতঃ অশ্বলায়ন! ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণীদিগকে ঋতুমতী হইতে, গর্ভধারণ করিতে, প্রসব করিতে ও স্তন্যপান করাইতে দেখা যায়, তাহারা ব্রাহ্মণীযোনিজ হইয়াই এইরূপ বলেĪ'ব্রাহ্মণেরাই শ্রেষ্ঠবর্ণ ... ব্রহ্ম-দায়াদ'[১]।"

"যদিও প্রভু গৌতম ইহা বলিতেছেনĪতথাপি ব্রাহ্মণেরা এ ধারণা পোষণ করেনĪ'ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ ... ব্রহ্ম-দায়াদ'।"

৪০৩। "তাহা কি মনে কর, অশ্বলায়ন! তুমি শুনিয়াছ কি? যবন[২] কম্বোজ[৩] আর অপর প্রত্যন্ত, জনপদ সমূহে আর্য (প্রভু) আর দাস দুইবর্ণই আছে; তথায় আর্য হইয়া দাস হয়, দাস হইয়াও আর্য হইয়া থাকে[৪]।"

"হাঁ, ভো! আমি শুনিয়াছি ...।"

---

[১]। যদি তাহা হয় তবে ব্রাহ্মণীদের গর্ভাশয় ব্রহ্মার উরু এবং প্রসব-মার্গ ব্রহ্মার মুখে পর্যবসিত হয়। ৯প. সূ.)

[২]। রুশীয় তুর্কিস্থান (?) যাহাতে সেকেন্দারের পর যবন (গ্রীক) জাতি বাস করিত অথবা যনান।

[৩]। ইরাণ, আফ্‌গানিস্থান। বর্তমান কম্বোডিয়াও ঐ নামে অভিহিত।

[৪]। আর্য-কন্যা দাস-পুত্র ও দাস-কন্যা আর্য-পুত্রের সম্মিলনে বর্ণ শঙ্কর হয়। তাহাই বর্ণান্তরে রূপায়িত করে। (প. সূ.) ঐ সকল দেশে জনসাধারণের সমর্থনে একজন প্রভু হয়, অন্যেরা হয় দাস, প্রভু অন্যায় করিলে তাহাকে পদচ্যুত করিয়া অপর একজনকে প্রভু করা হয়, এ প্রকারে আর্য দাস ও দাস আর্য হয়। (টীকা)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"অশ্বলায়ন! এ বিষয়ে ব্রাহ্মণদের কি বল, কি অধিকার যে তাহারা এরূপ বলির্বোI'ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ, অপরবর্ণ হীন ...'?"

"যদিও প্রভু গৌতম এরূপ বলিতেছেন, তথাপি ব্রাহ্মণেরা এ বিষয়ে এই ধারণাই পোষণ করেনI'ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ ... ব্রহ্ম-দায়াদ'।"

৪০৪। "তাহা কি মনে কর, অশ্বলায়ন! ক্ষত্রিয়ও যদি প্রাণিহিংসাকারী, চোর, ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী, পিশুনভাষী, কর্কশভাষী, সম্প্রলাপী, অত্যন্ত, লোভী, বিদ্বেষ চিত্ত ও মিথ্যাদৃষ্টি (ভ্রান্তধারণা) সম্পন্ন হয়; (তবে) দেহ-ত্যাগে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত-নরকে উৎপন্ন হইবে কিংবা হইবে না? ব্রাহ্মণ .... , বৈশ্য ... , শূদ্র ... ?"

"ভো গৌতম! ক্ষত্রিয় ... , ব্রাহ্মণ ... , বৈশ্য ... , শূদ্রও ... চারিবর্ণের সকলেই যদি প্রাণিহিংসাকারী ... মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন হয় তবে ... নরকে উৎপন্ন হইবে।"

"তবে পুনশ্চ অশ্বলায়ন! ব্রাহ্মণদের কি বল, কোন আশ্বাস যে তাহারা এইরূপ বলির্বোI'ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ ... ব্রহ্ম-দায়াদ?"

" ... তথাপি ব্রাহ্মণেরা এইরূপই ত বলিয়া থাকেন ...।"

৪০৫। "তাহা কি মনে কর, অশ্বলায়ন! যদি ব্রাহ্মণ প্রাণিহিংসা বিরত হয়, চৌর্য ও ব্যভিচার বিতর হয়, মিথ্যাবাক্য, পিশুনবাক্য, কর্কশবাক্য ও সম্প্রলাপ বিরত হয়, অলোভী, অদ্বেষী ও সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হয়, তবে সে দেহ-ত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়; কিন্তু ক্ষত্রিয় নহে, বৈশ্য নহে, শূদ্র নহে?"

"না, হে গৌতম! ক্ষত্রিয়ও প্রাণীহিংসা বিরত ... সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন ... সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়, ব্রাহ্মণও ... , বৈশ্যও ... , শূদ্রও ... ; চারিবর্ণের সকলেই ... স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।"

"এ বিষয়ে অশ্বলায়ন! ব্রাহ্মণদের কি বল, কোন আশ্বাস ... ?"

৪০৬। "তাহা কি মনে কর, অশ্বলায়ন! কেবল ব্রাহ্মণই কি এই প্রদেশে বৈর-রহিত, বিদ্বেষ-রহিত মৈত্রী-চিত্ত ভাবনা করিতে সমর্থ হয়? কিন্তু তথা ক্ষত্রিয় নহে, বৈশ্য নহে, শূদ্র নহে?"

"না, হে গৌতম! ক্ষত্রিয়ও এই প্রদেশে ... মৈত্রী-চিত্ত ভাবনা করিতে সমর্থ হয়, ...। চারিবর্ণের সকলেই ... মৈত্রী-চিত্ত ভাবনা করিতে সমর্থ হয়।"

"এখানে, অশ্বলায়ন! ব্রাহ্মণদের কি বল, কোন অধিকার ... ?"

৪০৭। "তাহা কি মনে কর, অশ্বলায়ন! কেমন, কেবল ব্রাহ্মণই সাবান (সোত্তি)ল্লানোপকরণ লইয়া নদীতে ধূলি-কর্দ্দম ধৌত করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু ক্ষত্রিয় নহে ... ?"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"না, হে গৌতম! ক্ষত্রিয়ও সমর্থ হয়....। চারিবর্ণের সকলেই সমর্থ হয়।"

"এখানে, অশ্বলায়ন! ব্রাহ্মণদের কি বল ... ?"

৪০৮। "অশ্বলায়ন! তাহা কি মনে কর, (যদি) এখানে মূর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা নানা জাতির শত পুরুষকে সম্মিলিত করেন, (আর উহাদিগকে বলেন)Í'আসুন, মহাশয়েরা! যাহারা ক্ষত্রিয়কুলে, ব্রাহ্মণকুলে ও রাজন্যকুলে উৎপন্ন হইয়াছেন, শাল, সরল, চন্দন কিংবা পদ্মকাষ্ঠের উত্তরারণী লইয়া অগ্নি উৎপাদিত করুন, তেজ প্রাদুর্ভূত করুন। আর যাহারা চণ্ডালকুলে, নিষাদকুলে, বেণ (ডোম) কুলে, রথকারকুলে, পুক্কুশকুলে উৎপন্ন হইয়াছ, তোমরাও আস; কুকুরের পানদ্রোণী, শূকর-দ্রোণী, রজক-দ্রোণী কিংবা এরণ্ড কাষ্ঠের উত্তরারণী লইয়া অগ্নি উৎপাদন কর, তেজ প্রাদুর্ভূত কর।' তাহা কি মনে হয়, অশ্বলায়ন! ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্রকুলে উৎপন্নদের দ্বারা শাল, সরল, চন্দনকাষ্ঠের উত্তরারণী লইয়া যে অগ্নি উৎপাদিত ও যে তেজ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে; কেমন, উহাই কি অর্চিমান, বর্ণবান ও প্রভাস্বর অগ্নি হইবে? সেই অগ্নিদ্বারা অগ্নিকৃত্য[১] সম্পাদন সম্ভব হইবে; আর সেই চণ্ডাল-নিষাদ-বেণ-রথকার-পুক্কুশ কুলোদ্ভবদের দ্বারা শ্বা-পার্নদ্রোণী, শূকর-দ্রোণী এরণ্ডকাষ্ঠের উত্তরারণী লইয়া প্রজ্বলিত অগ্নি প্রাদুর্ভূত যে তেজ উহা অর্চিমান, বর্ণবান ও প্রভাস্বর হইবে না? সেই অগ্নিদ্বারা অগ্নি-কৃত্য কি সম্ভব হইবে না?"

"নিশ্চয় না, ভো গৌতম! ক্ষত্রিয় ... কুলোদ্ভবদের দ্বারা উৎপাদিত ... যে অগ্নি আছে, ... উহাও ... অর্চিমান ... অগ্নি হইবে; সে অগ্নিতেও অগ্নি-কৃত্য সম্পাদন সম্ভব; আর সেই চণ্ডাল ... কুলোৎপন্নদের দ্বারা উৎপাদিত যে অগ্নি আছে, ... উহাও অর্চিমান ... অগ্নি হইবে। সেই অগ্নিতেও অগ্নি-কৃত্য করা সম্ভব।"

"এখানে অশ্বলায়ন! ব্রাহ্মণদের কি বল ... ?"

৪০৯। "তাহা কি মনে কর, অশ্বলায়ন! যদি ক্ষত্রিয়কুমার ব্রাহ্মণকন্যার সহিত সংবাস করে এবং তাহাদের সহবাস হেতু পুত্র উৎপন্ন হয়; তবে সেই ক্ষত্রিয়কুমার দ্বারা ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভজাত যে পুত্র হইয়াছে সে মাতারও সমান পিতারও সমান অধিকারী। সুতরাং সে ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হওয়া উচিত নহে কি?"

"ভো গৌতম! ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হওয়া উচিত।"

"অশ্বলায়ন! যদি ব্রাহ্মণকুমার ক্ষত্রিয়কন্যার সহিত সংবাস করে, ... ব্রাহ্মণ বলা উচিত কি?"

---

[১]। শীত বিনোদন, অন্ধকার বিদূরণ, ভাত রন্ধনাদি অগ্নিকৃত্য। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"হাঁ, ব্রাহ্মণ বলা উচিত।"

" ... অশ্বলায়ন! যদি ঘোড়াকে গাধাদ্বারা সম্প্রযোগ করা যায়, উহাদের সংযোগ হেতু কিশোর (বাচ্চা) উৎপন্ন হয়। সেই ঘোড়া-গাধার সংযোগে যে কিশোর উৎপন্ন হইল, উহাকে মাতা-পিতার সমানহেতু ঘোড়া-গাধা বলা উচিত কি?

"হে গৌতম! বৈশাদৃশ্যহেতুই (বেকুরঞ্জাযহি সো)[১] উহা অশ্বতর হয়। ভো গৌতম! এই মাত্র ইহার নানা কারণ বা প্রভেদ দেখিতে পাই। সেই পূর্বনিয়মানুসারে কিন্তু এই সকল মাণবের মধ্যে কোন নানা কারণ বা প্রভেদ দেখি না।"

" ... অশ্বলায়ন! এখানে দুই ব্রাহ্মণকুমার (যমজ) সহোদর ভ্রাতা হয়। তাহাদের একজন অধ্যয়নশীল ও উপনীত (উপনয়ন দ্বারা গুরু সমীপে আগত) অপর অনধ্যয়নশীল ও অনুপনীত। শ্রাদ্ধে, মঙ্গল-কর্মে, যজ্ঞে অথবা আগন্তুক হিসাবে এখানে ব্রাহ্মণেরা কাহাকে প্রথম ভোজন করাইবে?"

"ভো গৌতম! যে মাণব অধ্যয়নশীল ও উপনীত, তাহাকেই প্রথম ভোজন করাইবে। অনধ্যয়নশীল ও অনুপনীতকে দান দিলে কি মহৎ ফল হইবে?"

"তাহা কি মনেকর, অশ্বলায়ন! এখানে দুই মাণব সহোদর ভাই। একজন অধ্যয়নশীল ও উপনীত, কিন্তু দুঃশীল (দুরাচারী), পাপধর্মা; অপর অনধ্যয়নরত ও অনুপনীত কিন্তু শীলবান কল্যাণধর্মা। ব্রাহ্মণের ইহাদের মধ্যে শ্রাদ্ধে, উপহারে, যজ্ঞে কিংবা আগন্তুক হিসাবে কাহাকে ভোজন করাইবে?"

"ভো গৌতম! যে মাণব অনধ্যয়নরত, অনুপনীত কিন্তু শীলবান কল্যাণধর্মা হয়, তাহাকেই ব্রাহ্মণগণ প্রথম ভোজন করাইবেন। দুঃশীল পাপধর্মাকে দান দিলে কি মহাফল হইবে?"

"অশ্বলায়ন! প্রথমে তুমি জাতিবাদে গিয়াছিলে, জাতিতে গিয়া মন্ত্রে পৌঁছিলেন, তৎপর তপস্যায় উপনীত হইলে; অধুনা আমি যাহার উপদেশ করিতেছিÍতুমি সেই চাতুর্বণ্যশুদ্ধিতে প্রত্যাবর্তন করিলে।"

এইরূপ কথিত হইলে অশ্বলায়ন মাণব তুষ্ণীভূত, মঙ্কুভূত, পতিতস্কন্ধ, অধোমুখ, চিন্তাযুক্ত ও অপ্রতিভ হইয়া উপবিষ্ট রহিলেন।

৪১০। তখন ভগবান অশ্বলায়ন মাণবকে ... অপ্রতিভ দেখিয়া কহিলেন,"পূর্বকালে, অশ্বলায়ন! অরণ্যে পর্ণকুটিরবাসী সাতজন ব্রাহ্মণঋষির এই প্রকার পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইলÍ'ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ অপরবর্ণ হীন ...।' অশ্বলায়ন!

[১]। কুণ্ডং হি সো (ষষ্ঠ-সং), সো কুমারণ্ডুপি সো (শ্যা, ব্রঃ), বেকুলজো হি সো (?) বিভিন্ন পাঠ দৃষ্ট হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তখন অসিত (কাল) দেবলঋষি শুনিলেন, ... সপ্ত, ব্রাহ্মণ-ঋষির এই প্রকার পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে ...। তখন অসিতদেবল ঋষি কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া মঞ্জিষ্ঠা বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়া কাষ্ঠপাদুকায় (অটনিযো উপহানা) আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্ণ-রজতের দণ্ড ধারণ করিয়া সপ্ত ব্রাহ্মণ-ঋষির কুটিরাঙ্গণে প্রাদুর্ভূত হইলেন।

অশ্বলায়ন! তখন অসিতদেবল ঋষি সপ্ত ব্রাহ্মণঋষির কুটিরাঙ্গণে পায়চারী করিতে করিতে কহিলেন,'আহা! এই মাননীয় ব্রাহ্মণঋষিরা কোথায় গেলেন?' অশ্বলায়ন! তখন সেই সপ্ত ব্রাহ্মণঋষির মনে হইলর্I'এ আবার কে? গ্রাম্য বালকের ন্যায় সপ্ত ব্রাহ্মণঋষির কুটিরাঙ্গণে চংক্রমণ করিতে করিতে কহিতেছের্Iআহা! ... বেশ, ইহাকে অভিশাপ দিব।' অশ্বলায়ন! তখন সপ্ত ব্রাহ্মণঋষি অসিতদেবলকে অভিশাপ দিলেন,'বৃষল (শূদ্র)! তুমি ভস্মীভূত হও।' অশ্বলায়ন! সপ্ত ব্রাহ্মণঋষি অসিতদেবল ঋষিকে যেমন যেমন অভিশাপ দিতেছিল, তেমন তেমনই ... দেবলঋষি অধিকতর সুন্দর, অধিকতর দর্শনীয়, অধিকতর প্রাসাদিক হইতে লাগিলেন। তখন সপ্ত ব্রাহ্মণ-ঋষির চিন্তা হইলর্I'আমাদের তপস্যা ব্যর্থ, ব্রহ্মচর্য নিষ্ফল। আমরা পূর্বের্Iবৃষল তুমি ভস্মীভূত হও বলিয়া যাহাকে অভিশাপ দিতাম,সে একরকম ভস্মীভূতই হইত। ইহাকে আমরা যেমন শাপ দিতেছি তেমন তেমনই সে অধিকতর রূপবান, দর্শনীয় ও প্রাসাদিক হইতেছে।' (দেবল কহিলেন) 'ওহে! আপনাদের তপস্যা ব্যর্থ নহে, ব্রহ্মচর্য নিষ্ফল নহে; আপনারা যে আমার প্রতি মন-প্রদূষিত করিয়াছেন, উহা পরিত্যাগ করুন।'

'আমাদের যে মন-বিদ্বেষ আছে, তাহা আমরা ত্যাগ করিলাম। আপনি কে?'

'আপনারা অসিতদেবল ঋষির নাম শুনিয়াছেন?'

'হাঁ, ভো!'

'আমি সে-ই হই।'

তখন অশ্বলায়ন! সপ্ত ব্রাহ্মণঋষি অভিবাদন করিবার মানসে অসিতদেবল ঋষির সমীপে গেলেন।

৪১১। তখন অসিতদেবল ঋষি সপ্ত ব্রাহ্মণঋষিকে কহিলেন,'আমি শুনিয়াছি যে ... অরণ্যের মধ্যে পর্ণকুটিরবাসী সপ্ত ব্রাহ্মণঋষির এই প্রকার পাপ-দৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছের্Iব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ ...।'

'হাঁ, ভো!'

'জানেন কি আপনাদের জননী মাতা ব্রাহ্মণদেরই সমীপে গিয়াছিলেন, অব্রাহ্মণের নিকট নহে?'

'না, মহাশয়!'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'জানেন কি আপনাদের জননী-মাতার মাতা যাবৎ সপ্তম মাতামহী যুগ (পরম্পরা) ব্রাহ্মণেরই নিকট গিয়াছেন, অব্রাহ্মণের নিকট নহে?'

'না, মহাশয়!'

'জানেন কি আপনাদের জনক পিতা, ... পিতামহ যুগ সপ্তম পুরুষ পরম্পরা পর্যন্ত, ব্রাহ্মণীর কাছে গিয়াছিলেন, অব্রাহ্মণীর কাছে নহে?'

'না, মহাশয়!'

'কি প্রকারে গর্ভাবক্রান্তি, হয়, আপনারা জানেন কি?'

'হাঁ, মহাশয়! আমরা জানিÍযেরূপে গর্ভের অবক্রান্তি, হয়Íযখন মাতা ঋতুমতী হয়, মাতা-পিতা সম্মিলিত হয়, আর গন্ধর্বও (উৎপদ্যমান সত্ব) উপস্থিত হয়; এইরূপে তিনের (প্রবাহের) সংযোগ হেতু তখন গর্ভের অবক্রান্তি, (প্রাদুর্ভাব) হয়।'

'মহাশয়গণ! আপনারা জানেন কি সেই গন্ধর্ব ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কিংবা শূদ্র?'

'না, মহাশয়! আমরা জানি না।'

'তাহা হইলে মহাশয়েরা জানেন কি আপনারা কে হন?'

'হাঁ, মহাশয়! তাহা হইলে আমরা কে হই তাহা জানি না।'

"হে অশ্বলায়ন! অসিতদেবল (পঞ্চাভিজ্ঞ) ঋষিদ্বারা স্বীয় জাতিবাদে (গন্ধর্ব প্রশ্ন) অনুসন্ধিত হইয়া, সমনুভাষিত (পর্যালোচিত) হইয়া ও জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই সপ্ত ব্রাহ্মণ ঋষিগণ উত্তর দিতে সমর্থ হন নাই। এখন আমা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ... স্বীয় জাতিবাদ সম্বন্ধে তুমি কি উত্তর দিবে? যেহেতু তোমার পাণ্ডিত্যসহ তুমি তাহাদের দর্বী-গ্রাহী পূর্ণের সমানও নও।"

এইরূপ উক্ত হইলে অশ্বলায়ন মাণব ভগবানকে বলিলেন,"আশ্চর্য, হে গৌতম! আশ্চর্য, হে গৌতম! ... গৌতম! আজ হইতে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত, আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুন।"

অশ্বলায়ন সূত্র সমাপ্ত।

৯৪। ঘোটমুখ সূত্র (২।৫।৪)

(চার প্রকার পুরুষ)

৪১২। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,−

এক সময় আয়ুষ্মান উদয়ন বারাণসীতে ক্ষেমীয়[১] আম্রবনে অবস্থান করিতেছেন। সেই সময় ঘোটমুখ ব্রাহ্মণ কোন কার্যোপলক্ষে বারাণসীতে উপস্থিত

[১]। ক্ষেমা নামক রাজমহেষীর রোপিত আম্রবন। (টীকা)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ছিলেন। তখন ঘোটমুখ ব্রাহ্মণ জঙ্ঘাবিহারার্থ চংক্রমণ ও বিচরণ করিতে করিতে যেখানে ক্ষেমীয় আম্রবন সেখানে পৌঁছিলেন। তখন আয়ুষ্মান উদয়ন খোলাস্থানে চংক্রমণ করিতেছেন।

তখন ঘোটমুখ ব্রাহ্মণ যেখানে আয়ুষ্মান উদয়ন আছেন, সেখানে গেলেন। তথায় গিয়া আয়ুষ্মান উদয়নের সাথে ... সম্মোদন করিয়া তাঁহার পিছে পিছে চংক্রমণ করিতে করিতে কহিলেন,"ওহে শ্রমণ! আমার মনে হয় প্রকৃত ধার্মিক প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) নাই। ভবাদৃশ (মহৎ) গণের কিংবা এখানে যে ধর্মস্বভাব আছে, তাহার অদর্শন হেতু এ সম্বন্ধে আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে।"

এই কথা উক্ত হইলে আয়ুষ্মান উদয়ন চংক্রমণ হইতে অবতরণ করিয়া বিহারে (পর্ণকুটিরে) প্রবেশ করিয়া প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করিলেন। ঘোটমুখ ব্রাহ্মণও বিহারে প্রবিষ্ট হইয়া একপ্রান্তে, দাঁড়াইলেন। একপ্রান্তে, দণ্ডায়মান ঘোটমুখ ব্রাহ্মণকে আয়ুষ্মান উদয়ন বলিলেন,"ব্রাহ্মণ! আসন বিদ্যমান, যদি ইচ্ছা হয় বসিতে পারেন।"

"প্রভু উদয়নের (আদেশের) অপেক্ষায়ই আমরা বসি নাই। আমার মত লোক পূর্বে নিমন্ত্রিত না হইয়া (স্বয়ং) কি প্রকারে আসনে বসা উচিত মনে করিতে পারেন?"

তখন ঘোটমুখ ব্রাহ্মণ নীচ এক আসন লইয়া একপ্রান্তে, বসিলেন। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট ঘোটমুখ ব্রাহ্মণ আয়ুষ্মান উদয়নকে কহিলেন,"অহো শ্রমণ! প্রকৃত ধার্মিক প্রব্রজ্যা নাই, আমার এ ধারণা; তাহাও ভবাদৃশদের কিংবা এখানে যে ধর্মস্বভাব আছে উহার অদর্শন হেতু হইয়াছে।"

"ব্রাহ্মণ! আমার বাক্য যদি সমর্থনীয় হয় তবে আপনি সমর্থন করিবেন। আর যদি খণ্ডনীয় হয় তবে খণ্ডন করিবেন। আমার ভাষণের যে অর্থ না বুঝেন, তৎপরে আমাকে সে সম্বন্ধে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিবের্নÍ'ভো উদয়ন! ইহা কি প্রকার, ইহার অর্থ কি?' এইরূপ করিয়াই এই বিষয়ে আমাদের কথা-সংলাপ হইতে পারে।"

"মাননীয় উদয়নের সমর্থন যোগ্যকে আমি সমর্থন করিব, খণ্ডনীয়কে খণ্ডন করিব। মাননীয় উদয়নের যে কথা আমি বুঝিব না, তাহা আপনাকে পুনঃ জিজ্ঞাসা করির্বÍ'হে উদয়ন! ইহা কি প্রকার, ইহার অর্থ কি?' এই প্রকারে আমাদের এ সম্বন্ধে কথা-সংলাপ হউক।"

৪১৩। "ব্রাহ্মণ! লোকে চারি প্রকার পুদ্গল (পুরুষ) বিদ্যামান আছে। কোন চারি? ব্রাহ্মণ! (১) এখানে পুদ্গল আত্মন্তপ, আপনার সন্তাপজনক কর্মে লিপ্ত হয় (২) পরন্তপ..... , (৩) আত্মন্তপ-পরন্তপ ... , (৪) অনাত্মন্তপ-অপরন্তপ ...

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সুখানুভবী ব্রহ্মভূত (বিশুদ্ধ) আত্মায় বিহার করেন[১]। ব্রাহ্মণ! এই চারি পুদ্গালের মধ্যে কোন প্রকার পুদ্গাল আপনার চিত্ত আরাধনা করে?"

"ভো উদয়ন! ... এই যে অনাত্মন্তপ-অপরন্তপ ... পুদ্গাল তাঁহাকেই ... আমার পছন্দ হয়।"

"ব্রাহ্মণ! সেই তিন প্রকার পুদ্গাল আপনার কেন পছন্দ হয় না?"

"ভো উদয়ন! যিনি ... ব্রহ্মভূত আত্মায় বিহার করেন, তিনি আমার চিত্ত আরাধনা করেন।"

৪১৪। "ব্রাহ্মণ! এখানে দ্বিবিধ পরিষদ আছে। কোন দ্বিবিধ? ব্রাহ্মণ! (১) এখানে কোন পরিষদ মণিকুণ্ডলের প্রতি সারক্ত-রক্ত (অত্যন্ত, আসক্ত) হইয়া স্ত্রী-পুত্র অন্বেষণ করে, দাস-দাসী ... , ক্ষেত্র-বাস্তু, স্বর্ণ-রৌপ্য অনুসন্ধান করে,। আর (২) ব্রাহ্মণ! কোন পরিষদ মণিকুণ্ডলাদি বিষয়ের প্রতি সারক্ত-রক্ত না হইয়া স্ত্রী-পুত্র, দাস-দাসী, ক্ষেত্র-বাস্তু, স্বর্ণ-রৌপ্য ত্যাগ করিয়া আগার হইতে অনাগারিক রূপে প্রব্রজিত হয়। ব্রাহ্মণ! এখানে যে পুদ্গাল অনাত্মন্তপ-অপরন্তপ হয়, সেই ... পুদ্গাল ইহজীবনেই তৃষ্ণামুক্ত, নির্বাণ-প্রাপ্ত, শীতল-স্বভাব, সুখানুভবী, স্বয়ং ব্রহ্মভূত হইয়া বিহার করেন। ব্রাহ্মণ! এই দু'য়ের কোন পুদ্গালকে আপনি কোন পরিষদে অধিক দেখিতে পাইতেছেন?Ïযে পরিষদ মণিকুণ্ডলের প্রতি অনুরাগরঞ্জিত হইয়া দারা-পুত্র, দাস-দাসী, ক্ষেত্র-বাস্তু, স্বর্ণ-রৌপ্য অন্বেষণ করে? অথবা যে পরিষদ মণিকুণ্ডলের প্রতি অনুরাগরঞ্জিত না হইয়া দারা-পুত্র ... স্বর্ণ-রৌপ্য পরিত্যাগ করিয়া আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত হয়?"

"ভো উদয়ন! এখানে যে পুদ্গাল.....অনাত্মন্তপ-অপরন্তপ হন, ... তাঁহাকে এই পরিষদে অধিক দেখিতে পাই যে পরিষদ ... অনুরাগরক্ত না হইয়া ... অনাগারিক প্রব্রজিত হইয়াছে।"

"ব্রাহ্মণ! এখনই আপনি ভাষণ করিলেন নহে কি? 'আমার এরূপ মনে হয়Ïওহে শ্রমণ! প্রকৃত ধার্মিক প্রব্রজ্যা নাই। এই সম্বন্ধে আমার এ ধারণা হইয়াছে, তাহাও ভবাদৃশগণেরও এখানে যে ধর্মস্বভাব আছে, তাহার অদর্শন হেতু হইয়াছে'?"

"ভো উদয়ন! নিশ্চয় আমার জন্য ইহা অনুগ্রহণযুক্ত বাক্য বলা হইয়াছে। ধার্মিক প্রব্রজ্যা আছে, এ সম্বন্ধে আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে। প্রভু উদয়ন! আমাকে এইরূপই ধারণা করুন। প্রভু উদয়ন কর্তৃক এই যে চারি পুদ্গাল বিস্তৃতভাবে বিভক্ত না হইয়া সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে; সাধু, প্রভু উদয়ন! আমার

---

[১]। বিস্তৃত বর্ণনা 'কন্দরক সূত্র দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া এই চারি পুদ্গলকে বিস্তৃতভাবে বিভাগ করুন।"

"তাহা হইলে ব্রাহ্মণ! শুনুন, সুন্দররূপে মনোযোগ দিন, বলিতেছি।"

"হা, ভো!" (বলিয়া) ঘোটমুখ ব্রাহ্মণ আয়ুষ্মান উদয়নকে উত্তর দিলেন।

৪১৫। আয়ুষ্মান উদয়ন ইহা কহিলেন,"ব্রাহ্মণ! কোন পুদ্গল আত্মন্তপIআপনার সন্তাপকর কর্মে নিযুক্ত হয়? ব্রাহ্মণ! এখানে কোন পুদ্গল অচেলক[১]Iআচার বিহীন ... হয়; এইরূপে অনেক প্রকার কায়িক আতাপন-পরিতাপন ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিয়া অবস্থান করে। ব্রাহ্মণ! এই পুদ্গলকে আত্মন্তপ ... বলা হয়।

৪১৬। ব্রাহ্মণ! কি প্রকার পুদ্গল পরন্তপ ... হয়?Iএখানে কোন পুদ্গল ঔরম্ভিক (ভেড়াঘাতক) ... হয়, অথবা অপর যত সব নির্দয়-নিষ্ঠুর কর্ম হইতে পারে উহাদের আচরণকারী হয়। ...।

৪১৭। ব্রাহ্মণ! কোন প্রকার পুদ্গল আত্মন্তপ-পরন্তপ হয়? এখানে কোন পুরুষ মূর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা হন ... , তাঁহার দাস-কর্মচারী অশ্রু মুখে রোদন করিতে করিতে কর্ম সম্পাদন করে.....।

৪১৮, ৪১৯, ৪২০। ব্রাহ্মণ! কোন প্রকার পুদ্গল অনাত্মন্তপ-অপরন্তপ ... হয়? ব্রাহ্মণ! এখানে লোকে তথাগত ... চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন। তিনি এই প্রকার চিত্তের একাগ্র ও পরিশুদ্ধ অবস্থায় ... ইঁহার নিমিত্ত অপর কোন কর্তব্য অবশেষ নাইIইহা জানিতে পারেন। ব্রাহ্মণ! তাঁহাকেই বলা হয় অনাত্মন্তপ-অপরন্তপ পুদ্গল[২]।"

৪২১। এইরূপ উক্ত হইলে ঘোটমুখ ব্রাহ্মণ আয়ুষ্মান উদয়নকে বলিলেন,"আশ্চর্য, ভো উদয়ন! আশ্চর্য ভো উদয়ন! যেমন অধঃমুখকে ঊর্ধমুখ করে ... সেইরূপেই প্রভু উদয়ন অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে আমি প্রভু উদয়নের ধর্মের ও সংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। আজ হইতে প্রভু উদয়ন! যাবজ্জীবন আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুন।"

"ব্রাহ্মণ! আপনি আমার শরণ গ্রহণ করিবেন না, আপনি সেই ভগবানের শরণ গ্রহণ করুন, যাঁহার শরণ আমিও গ্রহণ করিয়াছি।"

"ভো উদয়ন! সেই অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ গৌতম এখন কোথায় অবস্থান করেন? ... তবে নির্বৃত (নির্বাণপ্রাপ্ত) সেই মহামান্য গৌতমের, ধর্মের ও ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। আজ হইতে প্রভু উদয়ন! যাবজ্জীবন আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুন।"

---

[১]। কন্দরক সূত্র দেখুন।

[২]। ৪১৮ হইতে ৪২০ অনুচ্ছেদের অনুবাদ কন্দরক সূত্রের ১০ অনুচ্ছেদ হইতে দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভো উদয়ন! আমাকে অঙ্গরাজা দৈনিক নিত্য ভিক্ষা দিয়া থাকেন, তাহা হইতে আমি প্রভু উদয়নকে এক অংশ নিত্য-ভিক্ষা দান করিতেছি।"

"ব্রাহ্মণ! অঙ্গরাজা আপনাকে দৈনিক কত ভিক্ষা দেন?"

"ভো উদয়ন! পঞ্চশত কার্ষাপণ।"

"ব্রাহ্মণ! আমাদের স্বর্ণ-রৌপ্য গ্রহণ করা উচিত নহে।"

"যদি তাহা প্রভু উদয়নের গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে উদয়নের নিমিত্ত বিহার নির্মাণ করাইব।"

"যদি ব্রাহ্মণ! আমার নিমিত্ত বিহার নির্মাণ করাইতে ইচ্ছা করেন, তবে পাটলিপুত্রে সংঘের উদ্দেশ্যে উপস্থানশালা (সভাগৃহ) প্রস্তুত করিয়া দেন।"

"প্রভু উদয়নের এই কথায় আমি আরো অধিকমাত্রায় সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন হইলাম যে প্রভু উদয়ন আমাকে সংঘে দান দিতে বলিতেছেন। সুতরাং প্রভু উদয়ন! এই নিত্য-ভিক্ষায় আর অপর নিত্য-ভিক্ষায় পাটলিপুত্রে সংঘের নিমিত্ত উপস্থানশালা নির্মাণ করাইব।"

তখন ঘোটমুখ ব্রাহ্মণ এই নিত্য-ভিক্ষা ও অপর নিত্য-ভিক্ষা দ্বারা পাটলিপুত্রে সংঘের উদ্দেশ্যে উপস্থানশালা নির্মাণ করাইলেন। তাহা এখনও ঘোটমুখী নামে কথিত হইয়া থাকে।

ঘোটমুখ সূত্র সমাপ্ত।

৯৫। চঙ্কী সূত্র (২।৫।৫)

(বুদ্ধের গুণ, ব্রাহ্মণদের বেদ আর উহার কর্তা,
সত্যের রক্ষা ও প্রাপ্তির উপায়)

৪২২। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান মহাভিক্ষুসংঘ সহ কোশলে বিচরণ করিতে করিতে যেখানে ওপসাদ নামক কোশলবাসীদের ব্রাহ্মণ গ্রাম, তথায় উপনীত হইলেন। সেখানে ভগবান ওপসাদের উত্তরে দেববন নামক শালবনে অবস্থান করিতেছেন।

সেই সময় চঙ্কী ব্রাহ্মণ বহু জন-সমাকীর্ণ, সতৃণ-কাষ্ঠ-উদক সম্পন্ন, বহু ধান্য সন্নিচয়, রাজ-ভোগ্য রাজা পসেনদি কোশলের প্রদত্ত ব্রহ্মদেয় (ব্রহ্মোত্তর) ওপসাদে রাজ-দায়াদরূপে আধিপত্য করিয়া (স্ব-মর্যাদায়) বাস করিতেন।

ওপসাদবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহপতি শুনিলেন,'শাক্য-কুল প্রব্রজিত, শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম কোশলে বিচরণ করিয়া মহাভিক্ষুসংঘ সহ ওপসাদে উপনীত হইয়াছেন, আর ওপসাদের উত্তরে দেববন শালবনে বিহার করিতেছেন। সেই ভগবান গৌতমের এরূপ কল্যাণ-কীর্তিশব্দ উদ্গাত হইয়াছে।সেই ভগবান অর্হৎ ...। পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করিতেছেন; তথাবিধ অর্হতদের দর্শন মঙ্গলজনক।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪২৩। তখন ওপসাদবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ গ্রাম হইতে বাহির হইয়া দলে দলে শ্রেণীবদ্ধভাবে উত্তরাভিমুখেIযেখানে দেববন শালবন আছে, সেখানে যাইতে লাগিলেন। সেই সময় চঙ্কী ব্রাহ্মণ দিবা-বিশ্রামের নিমিত্ত প্রাসাদের উপরতলে উঠিয়াছিলেন। চঙ্কী ব্রাহ্মণ ওপসাদবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণকে ওপসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত, হইয়া দলে দলে শ্রেণীবদ্ধভাবে উত্তরাভিমুখেIযেখানে দেববন শালবন, সেখানে যাইতে দেখিলেন। ইহা দেখিয়া তিনি খত্তাকে (প্রতিহারীকে) ডাকিলেন,"ওরে খত্তা! ওপসাদবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ ... দেববন শালবন অভিমুখে কেন যাইতেছে?"

"হে চঙ্কী! শাক্য-কুল প্রব্রজিত শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম কোশলে বিচরণ করিতে করিতে মহাভিক্ষুসংঘ সহ ... দেববন শালবনে অবস্থান করিতেছেন। সেই ভগবান গৌতমের এরূপ কল্যাণ-কীর্তিশব্দ উদ্গত হইয়াছে ... ইহারা সেই গৌতমকে দর্শনার্থ যাইতেছেন।"

"তাহা হইলে খত্তা! যেখানে ওপসাদক ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ আছে, সেখানে যাও এবং ... ব্রাহ্মণ-গৃহপতিদিগকে এইরূপ বলI'চঙ্কী ইহা বলিতেছেনIমহাশয়গণ! আপনারা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। চঙ্কী ব্রাহ্মণও শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ যাইবেন'।"

"হাঁ, ভো!" বলিয়া সেই খত্তা চঙ্কী ব্রাহ্মণকে প্রতিশ্রুতি দিয়া যেস্থানে ওপসাদক ব্রাহ্মণ-গৃহপতিরা ছিলেন তথায় গেল এবং বলিলI"মহাশয়গণ! চঙ্কী ব্রাহ্মণ বলিতেছেনI'আপনারা সকলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। চঙ্কী ব্রাহ্মণও শ্রমণ গৌতমকে দর্শনের নিমিত্ত যাত্রা করিবেন'।"

৪২৪। সেই সময় নানা বিদেশী পঞ্চশত ব্রাহ্মণ কোন কার্যোপলক্ষে ওপসাদে বাস করিতেন। তাঁহারা শুনিলেন যে চঙ্কী ব্রাহ্মণ শ্রমণ গৌতমকে দর্শনার্থ গমন করিবেন। তখন সেই ব্রাহ্মণগণ চঙ্কী ব্রাহ্মণের নিকট উপনীত হইলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইয়া চঙ্কী ব্রাহ্মণকে কহিলেন,"সত্যই কি মাননীয় চঙ্কী! আপনি শ্রমণ গৌতমকে দর্শনের নিমিত্ত যাত্রা করিবেন?"

"হাঁ, ভো! আমার সে অভিলাষ হইয়াছে, আমি শ্রমণ গৌতমকে দর্শনের নিমিত্ত গমন করিব।"

"মাননীয় চঙ্কী! আপনি শ্রমণ গৌতমকে দেখিবার জন্য যাইবেন না। শ্রমণ গৌতমকে দেখিবার জন্য আপনার যাওয়া উচিত অনুচিত। মাননীয় চঙ্কীকে দর্শনার্থ শ্রমণ গৌতমেরই আগমন যুক্তিসঙ্গত। মাননীয় চঙ্কী! আপনি মাতা-পিতা উভয়পক্ষ হইতে সুজাত (কুলীন) যাবৎ সপ্তম পিতামহ যুগ পরম্পরা বিশুদ্ধ বংশজ (সংসুদ্ধ গহণিক) জাতিবাদ দ্বারা অক্ষিপ্ত (অত্যক্ত), অন্-উপক্লিষ্ট (অ-নিন্দিত); যেহেতু চঙ্কী উভয় পক্ষ হইতে সুজাত হন ... , সেই কারণেও মাননীয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চঙ্কী শ্রমণ গৌতমকে দর্শনের নিমিত্ত যাইবার যোগ্য নহেন। আপনার দর্শনার্থ শ্রমণ গৌতমেরই আসা উচিত। মাননীয় চঙ্কী আঢ্য, মহাধনী, মহাবিত্তশালী হন, এই কারণেও ...। মাননীয় চঙ্কী ত্রিবেদের পারদর্শী ...। মাননীয় চঙ্কী অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক, উত্তম পরিশুদ্ধ বর্ণ-সৌন্দর্য সমন্বিত, ব্রহ্মবর্ণবান, ব্রহ্ম-বর্চস্বী। অতএব আপনার দর্শনের সুযোগ লাভ সকলের পক্ষে সহজ নহে। মাননীয় চঙ্কী শীলবান বৃদ্ধ-শীলী, উন্নত চরিত্রবান হন ...। ... কল্যাণবাচী, কল্যাণজনক বাক্য-ভাষী, সুমধুর-ভাষী, বিশ্লেষিত, আড়ষ্ট-বিহীন, অর্থ-বিজ্ঞাপক, নাগরিক ভাষায় যুক্ত ...। ... চঙ্কী বহুজনের আচার্য-প্রাচার্য হন, তিনশত বিদ্যার্থীকে মন্ত্র (বেদ) শিক্ষা দান করেন ...। মাননীয় চঙ্কী রাজা পসেনদি কোশলের দ্বারা সৎকৃত, গৌরবকৃত, সম্মানিত, পূজিত ও সম্পূজিত হন ....। মাননীয় চঙ্কী ব্রাহ্মণ পোক্খরসাতির সৎকৃত ... সম্পূজিত হন ...। পূজনীয় চঙ্কীই ... কোশল প্রদত্ত ওপসাদে প্রভুত্ব করিয়া বাস করিতেছেন। এই কারণেও মাননীয় চঙ্কী শ্রমণ গৌতমকে দর্শনের নিমিত্ত গমনের অযোগ্য হন, আর শ্রমণ গৌতমই প্রভু চঙ্কীকে দর্শনের নিমিত্ত আগমনের যোগ্য।"

৪২৫। এইরূপ কথিত হইলে চঙ্কী ব্রাহ্মণ সেই ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন,"তাহা হইলে মহাশয়গণ! আমার বক্তব্যও একটু শুনুনIযে কারণে আমরাই সেই মহামান্য গৌতমের দর্শনার্থ যাইবার যোগ্য হই, আর সেই প্রভু গৌতম আমাদের দর্শনার্থ আগমনের অযোগ্য হন। ভো মহাশয়গণ! শ্রমণ গৌতম মাতা-পিতা উভয়পক্ষ হইতে সুজাত হন ... ; এই কারণেও আমরা শ্রমণ গৌতমকে দেখিবার জন্য যাইবার যোগ্য হই, শ্রমণ গৌতম আমাদিগকে দেখিবার জন্য আসিবার অযোগ্য হন। শ্রমণ গৌতম ভূমিস্থ ও আকাশস্থ প্রভূত হিরণ্য-সুবর্ণ পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছেন ...। শ্রমণ গৌতম তরুণ গাঢ়-কৃ"কেশ ভদ্রযৌবন সম্পন্ন, প্রথম বয়সেই আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছেন ...। শ্রমণ গৌতম অশ্রুমুখে রোদন পরায়ণ মাতা-পিতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া, কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া, সংসার ছাড়িয়া প্রব্রজিত হইয়াছেন ...। শ্রমণ গৌতম অভিরূপ, দর্শনীয় ... ব্রহ্ম-বর্চস্বী; তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত অবকাশ অনন্য সাধারণ ...। শ্রমণ গৌতম শীলবান, আর্যশীল সম্পন্ন নিস্কলঙ্ক-চরিত্র ... , কল্যাণ-ভাষী ... , ... বহু বিদ্যার্থীর আচার্য-প্রচার্য ... , ... ক্ষীণ-কাম-রাগ, চাপল্য-রহিত ...। শ্রমণ গৌতম কর্মবাদী ক্রিয়াবাদী ব্রহ্মজ্ঞ প্রজার অপাপ (লোকোত্তর ধর্মে) পূর্বঙ্গম হন ...। শ্রমণ গৌতম উচ্চকুল—অবিভক্ত ক্ষত্রিয়কুল হইতে প্রব্রজিত হইয়াছেন ...। শ্রমণ গৌতম মহাধন, মহা বিত্তবান কুল হইতে প্রব্রজিত হইয়াছেন ...। দেশের ও রাষ্ট্রের বাহির হইতে জিজ্ঞাসু হইয়া লোক শ্রমণ গৌতম সমীপে আগমন করেন ...। অনেক সহস্র দেবতা আপ্রাণকোটি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শ্রমণ গৌতমের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন ...। শ্রমণ গৌতমের এরূপ কল্যাণ-কীর্তিশব্দ উদগত হইয়াছে–সেই ভগবান এই কারণে অর্হৎ ...। শ্রমণ গৌতম বত্রিশ মহাপুরুষলক্ষণ সংযুক্ত হন ...। রাজা মাগধ সেনিয় বিম্বিসার, পসেনদি কোশল ও বিখ্যাত ব্রহ্মণ পোক্খরসাতি শ্রমণ গৌতমের সপুত্র-দার আপ্রাণ শরণাগত ...। ভো মহাশয়গণ! শ্রমণ গৌতম ওপসাদে উপনীত হইয়াছেন, ওপসাদে ... দেববন শালবনে বিহার করিতেছেন। বিশেষতঃ যে কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ আমাদের গ্রাম-ক্ষেত্রে আগমন করেন, তাঁহারাই আমাদের অতিথি; অতিথিগণ আমাদের অভ্যর্থনীয়, গৌরবার্হ, মাননীয় ও পূজারযোগ্য হন। ভো! শ্রমণ গৌতম ওপসাদে উপনীত হইয়াছেন, ওপসাদের উত্তরদিকে দেববন শালবনে অবস্থান করিতেছেন; সুতরাং শ্রমণ গৌতম আমাদেরই অতিথি; অতিথি আমাদের অভ্যর্থনার যোগ্য ... পূজার্হ হন। এই কারণেও ...। ওহে মহাশয়গণ! আমি সেই প্রভু গৌতমের গুণাবলী এই পরিমাণ জানি, কিন্তু সেই প্রভু গৌতম কেবল এই পরিমাণ গুণের অধিকারী নহেন, সেই প্রভু গৌতম অপরিসীম গুণবান[১]। এই সকলের একাঙ্গযুক্ত হইলেও প্রভু গৌতম আমাদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আসার অযোগ্য হন, কিন্তু প্রভু গৌতমকে দর্শনের নিমিত্ত আমাদের তথায় যাওয়া উচিত। সুতরাং চলুন, আমরা সকলে শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিবার নিমিত্ত যাত্রা করি।”

৪২৬। তখন চঙ্কী ব্রাহ্মণ বৃহৎ ব্রাহ্মণ পরিষদের সহিত যেখানে ভগবান আছেন, সেস্থানে উপনীত হইলেন। তথায় গিয়া ভগবানের সহিত সম্মোদন করিয়া ... একপ্রান্তে, বসিলেন। ... সেই সময় ভগবান বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণদের সাথে কিছু স্মরণীয় কথা সমাপ্ত করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন।

সেই সময় মুণ্ডিত-শির জন্মে ষোলবর্ষ বয়স্ক ... ত্রিবেদে পারদর্শী কাপতিক নামক তরুণ ব্রাহ্মণকুমার ... পরিষদে উপবিষ্ট ছিল। ভগবানের সহিত বয়স্ক বয়স্ক ব্রাহ্মণদের আলোচনার সময় সে মাঝে মাঝে কথা উত্থাপন করে। তখন ভগবান কাপতিক মাণবকে নিবারণ করিলেন,“আয়ুষ্মান ভারদ্বাজ! বৃদ্ধ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদের সাথে আলোচনার সময় কথা বলিও না। আয়ুষ্মান ভারদ্বাজ! কথা সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত, অপেক্ষা কর।”

এইরূপ কথিত হইলে চঙ্কী ব্রাহ্মণ ভগবানকে বলিলেন,প্রভু গৌতম! কাপতিক মাণবকে নিবারণ করিবেন না। কাপতিক মাণব কুলপুত্র (কুলীন), বহুশ্রুত, পণ্ডিত, সুবক্তা; কাপতিক মাণব প্রভু গৌতমের সহিত এ সম্বন্ধে বাদানুবাদ

---

[১]। বুদ্ধোপি বুদ্ধস্‌স ভণেয্য বণ্ণং কপ্পম্পি চে মঞ্‌ঞমভাসমানো,
খীযেথ কপ্পো চিরদীঘমন্তরে বণ্ণো ন খীযেথ তথাগতস্‌স। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিতে সমর্থ।"

তখন ভগবানের এই চিন্তা হইল—"অবশ্যই কাপতিক মাণবের কথা—ত্রিবেদ প্রবচন সম্বন্ধে হইবে। তজ্জন্যই ব্রাহ্মণেরা তাহাকে সসম্মানে সম্মুখে রাখিয়াছেন।"

তখন কাপতিক মাণবের এই চিন্তা হইল—"যখন শ্রমণ গৌতম আমার চক্ষুর দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, তখন আমি তাঁহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব।"

ভগবান স্বীয় চিত্তদ্বারা কাপতিক মাণবের চিত্ত-বিতর্ক অবগত হইয়া যেদিকে কাপতিক মাণব ছিল সেদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

৪২৭। তখন কাপতিক মাণব চিন্তা করিল—"শ্রমণ গৌতম আমাকে দেখিতেছেন। অতএব আমি তাঁহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি।" কাপতিক মাণব ভগবানকে কহিল—"ভো গৌতম! পিটক (আপ্তবাণী) সম্পত্তিযোগে[১] এই এইরূপে শ্রুতি-পরম্পরা আগত, পুরাতন এই যে মন্ত্রপদ[২] আছে, উহার প্রতি ব্রাহ্মণেরা পূর্ণরূপে নিষ্ঠা (শ্রদ্ধা) রাখেন—'ইহাই সত্য, অন্যসব মিথ্যা।' এ সম্বন্ধে প্রভু গৌতম কি বলেন?"

"ভারদ্বাজ! কেমন, ব্রাহ্মণদের মধ্যে একজনও কি আছেন? যিনি এরূপ বলেন,'আমি ইহা অবগত আছি, আমি ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি—ইহাই সত্য, অন্য মিথ্যা'?" "না, ভো গৌতম!"

"কেমন, ভারদ্বাজ! ব্রাহ্মণদের এক আচার্যও ... , এক আচার্য-প্রাচার্যও, পরম্পরাচার্যদের সপ্তম পুরুষ যুগ পর্যন্ত, ... ?"

"না, ভো গৌতম!"

"কেমন, ভারদ্বাজ! ব্রাহ্মণদের যে সকল পূর্বজ ঋষিগণ মন্ত্রের কর্তা, মন্ত্রের প্রবক্তা; এই পুরাতন মন্ত্রপদ যাঁহাদের দ্বারা গীত (কণ্ঠস্থ) অধ্যাপিত সংগৃহীত[৩] হইয়াছে; আধুনিক ব্রাহ্মণেরা তাহাই অনুগান করে, তদনুভাষণ করে, ভাষণের পুনর্ভাষণ করে, অধ্যয়নের পুনঃ অধ্যাপন করে যথা—অষ্টক, বামক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, অঙ্গীরস (অঙ্গিরা?), ভারদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কশ্যপ ও ভৃগু[৪];

---

[১]। উদাত্ত আদি স্বর সম্পত্তি যোগে, (টীকা); সাবিত্রী-গায়ত্রী আদি ছন্দ ও বর্গবন্ধ ভাবে সম্পাদিত হইয়া আগত। (প. সূ.)

[২]। শূদ্রদিগকে দূরে রাখিয়া গুপ্তভাবে বলার মন্ত্রই, সেই অর্থ প্রতিপত্তির হেতুভূত বলিয়া। পদ=মন্ত্রপদ—বেদ (টীকা)

[৩]। ঋকবেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ হিসাবে প্রত্যেকটি মন্ত্রও ব্রাহ্মণবশে, অধ্যায় ও অনুবাকবশে সংগৃহীত। (টীকা)

[৪]। এ সকল ঋষিরা দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে পূর্ববর্তী কশ্যপ বুদ্ধের লৌকিক ধর্মের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া হিংসাবিহীন মন্ত্রপদ রচনা করেন। পরবর্তী ব্রাহ্মণেরা 'ব্রাহ্মণ ধার্মিক'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাঁহারাও এরূপ বলিয়াছেন‌‌—‘আমরা ইহা জানি, আমরা ইহা দেখি, ইহাই সত্য, অন্য মিথ্যা’?”

“ভো গৌতম! তাহা নহে।”

“এই প্রকারে ভারদ্বাজ! ব্রাহ্মণদের মধ্যে কোন এক ব্রাহ্মণও বিদ্যমান নাই—যিনি প্রত্যক্ষজ্ঞানী ও প্রত্যক্ষদর্শীরূপে বলেন,‘ইহা সত্য, অন্য মিথ্যা’।”

৪২৮। “ভারদ্বাজ! যেমন পরম্পরা সংসক্ত অন্ধ-প্রবেণি[১], অগ্রবর্তীও দেখিতে পায় না, মধ্যবর্তীও দেখিতে পায় না, পশ্চাদ্বর্তীও দেখিতে পায় না। সেইরূপই ভারদ্বাজ! ব্রাহ্মণদের ভাষণ পরম্পরা সংসক্ত অন্ধ-প্রবেণি সদৃশ ...। তাহা কি মনেকর, ভারদ্বাজ! এরূপ হইলে ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধা অমূলক প্রতিপন্ন হয় না কি?”

“ভো গৌতম! ব্রাহ্মণেরা কেবল শ্রদ্ধায় উপাসনা করেন না, অনুশ্রব (শ্রুতি) হেতুও তাঁহারা এখানে উপাসনা করেন।”

“ভারদ্বাজ! তুমি পূর্বে শ্রদ্ধায় (নিষ্ঠায়) প্রতিষ্ঠিত ছিলে, এখন অনুশ্রব কহিতেছ। ভারদ্বাজ! এই পঞ্চবিধ ধর্ম ইহজীবনে দুই প্রকার বিপাক[২] (ফল) দিয়া থাকে। সেই পঞ্চ কি?—(১) শ্রদ্ধা, (২) রুচি, (৩) অনুশ্রব, (৪) আকার পরিবিতর্ক, (৫) দৃষ্টি-নিধ্যান-ক্ষান্তি[৩]। ভারদ্বাজ! এই পঞ্চধর্ম ইহজীবনে দুই

সূত্রানুসারে উহাতে প্রাণিহিংসাদি প্রক্ষেপ করিয়া ত্রিবেদে বিভক্ত করেন। তারই ফলে বেদের কোন অংশ বুদ্ধ-ধর্মের বিরুদ্ধ হয়। (প. সূ.) ইহাদের কৃতি ও গোত্রধর ভারতে এখনও বিদ্যমান।

[১]। অন্ধ-প্রবেণির ন্যায়—কোন ধূর্তের প্রলোভনে মুগ্ধ বহু সংখ্যক অন্ধ একে অপরের কোমরে ধরিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে অগ্রবর্তী অন্ধ ধূর্তের যষ্টি ধরিয়া খাদ্যান্বেষণে যাইতেছিল। এক বৃক্ষের চতুর্দিকে তাহাদিগকে চক্রাকারে চালাইয়া ধূর্ত অগ্রবর্তীর হাত হইতে যষ্টি ছিনাইয়া লইয়া পশ্চাদ্বর্তীর কোমরে ধরাইয়া দিল। তাহাদের আর পথ শেষ হয় না, অবশেষে তথায় তাহারা বিনষ্ট হইল। প. সূ.)

[২]। ভূত-বিপাক, অভূত-বিপাক। (প. সূ.)। অভিপ্রেতার্থ সাধক, অনভিপ্রেতার্থ সাধক (টীকা)

[৩]। (১) কেহ পরকে বিশ্বাস করিয়া ‘ইনি যাহা বলেন তাহা সত্য’ এই ভাবে গ্রহণ করে।

(২) বসিয়া চিন্তা করিতে করিতে কাহারো যে বিষয় রুচিকর হয়, সে তাহা আছে বলিয়া রুচিদ্বারা গ্রহণ করে।

(৩) চিরকাল হইতে ইহা অনুশ্রুত আছে, সুতরাং ‘ইহা সত্য’ বলে শ্রুতিদ্বারা গ্রহণ করে।

(৪) কাহারো তর্ক-বিতর্ক করিতে করিতে কোন বিষয় প্রতিভাত হয়, সে ইহা আছে বলিয়া আকার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রকার ফল প্রদান করে। অপিচ ভারদ্বাজ! যাহা উত্তমরূপে শ্রদ্ধা করা হয়, তাহাও রিক্ত, তুচ্ছ, মিথ্যা প্রতিপন্ন হইতে পারে। যদি যদি উপযুক্ত শ্রদ্ধা পোষিত নাও হয়, তথাপি তাহা ভূত, যথার্থ, তথ্য, অনন্যথা প্রতিপন্ন হইতে পারে। অথচ ভারদ্বাজ! সুরুচিত, সু-অনুশ্রুত, সুপরিকল্পিত ও সুনিধ্যায়িত হইয়াও তাহা যথার্থ, তথ্য অনন্যথা হইতে পারে। সুতরাং ভারদ্বাজ! সত্যানুরক্ষক বিজ্ঞ পুরুষের পক্ষে ইহাতে একান্তই (ষোল আনা) নিষ্ঠাশীল হওয়া অনুচিত যে ইহাই সত্য, আর সব মিথ্যা।"

৪২৯। "হে গৌতম! কি পরিমাণ সত্যানুরক্ষণ হয়, আর কি পরিমাণ সত্যানুরক্ষা হয়? ভবৎ গৌতমকে আমরা সত্যানুরক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

"ভারদ্বাজ! যদি কোন পুরুষের শ্রদ্ধা হয়, আমার শ্রদ্ধা এতাদৃশ; এ প্রকার বাদীর সত্য অনুরক্ষা হয়, কিন্তু ইহার প্রতি একান্তভাবে নিষ্ঠাশীল হয় নাÍ'ইহাই সত্য, অন্য (সব) মিথ্যা।' ভারদ্বাজ! যদি পুরুষের রুচি হয় ... , অনুশ্রব হয়, আকার পরিকল্পনা হয়, দৃষ্টি-নিধ্যান-ক্ষান্তি, হয়; আমার দৃষ্টি-নিধ্যান-ক্ষান্তি, এতাদৃশ, এ প্রকার বাদীর সত্যানুরক্ষা হয়; এখনও একান্তভাবে নিষ্ঠা পোষণ করে নাÍ'ইহাই সত্য–অন্য মিথ্যা।' ভারদ্বাজ! এই পরিমাণ সত্যানুরক্ষণ হয়, এই পরিমাণ সত্যানুরক্ষা হয়। আমরা এ পরিমাণ সত্যের অনুরক্ষণ প্রজ্ঞাপিত করিয়া থাকি, কিন্তু সম্প্রতি সত্যানুবোধ জন্মে না।"

৪৩০। "ভো গৌতম! এই পরিমাণ সত্যের অনুরক্ষণ হয়, এই পরিমাণে সত্য অনুরক্ষা হয়, আমরা এই পরিমাণ সত্যানুরক্ষণ প্রত্যক্ষ করি। হে গৌতম! সত্যানুবোধ কি প্রকারে হয়? কি প্রকারে মানুষ সত্যোপলব্ধি করে? ভো গৌতম! সত্যোপলব্ধি সম্বন্ধে আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

"এখানে ভারদ্বাজ! ভিক্ষু অন্যতর গ্রাম কিংবা নিগম আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, কোন গৃহপতি অথবা গৃহপতি-পুত্রÍতাহার সমীপে উপস্থিত হইয়া লোভ, দ্বেষ, মোহ এই তিন ধর্ম সম্বন্ধে তাহার পরীক্ষা করেÍকেমন, এই আয়ুষ্মানের তথাবিধ লোভনীয় ধর্ম আছে কি যেরূপ লোভনীয় ধর্মদ্বারা পরিগৃহীত (অধিকৃত) চিত্ত হইয়া না জানিয়াই বলে 'জানিতেছি', না দেখিয়াই কহে 'দেখিতেছি', অথবা তজ্জন্য পরকে নিয়োজিত করে যাহাতে পরের দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখের নিদান হয়? তাহাকে পরীক্ষা করিয়া সে এরূপ জানে যে এই আয়ুষ্মানের তথাবিধ

---

(৫) কাহারো চিন্তা করিতে এক ভ্রান্ত, ধারণা জন্মে, সেই বিষয় বার বার চিন্তা করিয়া যাহা তাহার পছন্দ হয় 'তাহা আছে' বলিয়া সে দৃষ্টি-নিধ্যান-ক্ষান্তিদ্বারা গ্রহণ করে।Í(সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

লোভনীয় ধর্ম নাই যে লোভনীয় ধর্মে পরিগৃহীত চিত্ত হইয়া না জানিয়াই 'জানিতেছি' বলে, না দেখিয়াই 'দেখিতেছি' কহে; অথবা অপরকেও তজ্জন্য নিয়োজিত করে যাহাতে অপরের দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখের নিদান হয়। এই আয়ুষ্মানের কায়-সমাচার আর বাক্-সমাচার তদ্রূপ যাহা অলোভীর পক্ষে সম্ভব। এই আয়ুষ্মান যে ধর্মোপদেশ করেন তাহা গভীর, দুর্দর্শ, দুর্বোধ্য, শান্ত, প্রণীত (উত্তম), অতর্কাবচর (তর্কদ্বারা অপ্রাপ্য), নিপুণ, পণ্ডিতবেদনীয়। সে ধর্ম লোভীকর্তৃক উপদিষ্ট হওয়া সহজ নহে।

৪৩১। যখন তাহাকে পরীক্ষা করিয়া লোভনীয় ধর্ম হইতে বিশুদ্ধ দেখা যায়, তখন তদুত্তর দ্বেষ সম্বন্ধীয় ধর্মে তাহাকে পরীক্ষা করেIকেমন, এই আয়ুষ্মানের দ্বেষ সম্বন্ধীয় ধর্ম আছে কি ... ? ... সেই ধর্ম বিদ্বেষীকর্তৃক উপদিষ্ট হওয়া সহজ-সাধ্য নহে।

৪৩২। যখন পরীক্ষা করিয়া দ্বেষ সম্বন্ধীয় ধর্ম হইতে তাহাকে পরিশুদ্ধ দেখা যায়, তখন তদুত্তর মোহনীয় ধর্ম সম্বন্ধে তাহাকে পরীক্ষা করেIকেমন, এই আয়ুষ্মানের তথাবিধ মোহনীয় ধর্ম বিদ্যমান আছে কি ... ? ... সে ধর্ম মূঢ়কর্তৃক উপদিষ্ট হওয়া সহজ সাধ্য নহে।

অনুসন্ধান করিয়া যখন তাহাকে (লোভ-দ্বেষ) মোহনীয় ধর্ম হইতে বিশুদ্ধ দেখা যায়, তখন তাহার প্রতি (লোকে), শ্রদ্ধা সন্নিবেশ করে, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সমীপে গমন করে, সমীপে গিয়া উপবেশন করে, উপবেশন করিয়া শ্রোত্রাবধান করে, অবহিত শ্রোত্রে ধর্ম দেশনা শ্রবণ করে, ধর্ম শুনিয়া ধারণ করে, ধৃত ধর্মের অর্থ ও কারণ উপপরীক্ষা করে, অর্থের পরীক্ষা করিয়া ধর্ম অবলোকনে সক্ষম হয়,[১] ধর্মদর্শনে ক্ষমতা থাকিলে ছন্দ (করিবার প্রবৃত্তি) উৎপন্ন হয়, ছন্দবলে প্রযত্নশীল হয়, উৎসাহিত হইয়া (অনিত্যাদি হিসাবে) তুলনা বা পরীক্ষা করে, তুলনা[২] করিয়া (মার্গাবহ) উদ্যেগ করে, প্রোষিতাত্ম অবস্থায় সহজাত নাম-কায়ে পরম সত্য (নির্বাণ) সাক্ষাৎকার করে আর প্রজ্ঞাদ্বারা ক্লেশ প্রতিবদ্ধ করিয়া (তাহাই বিভূতভাবে) প্রত্যক্ষ করে। ভারদ্বাজ! এই পরিমাণ সত্যানুবোধ হয়, এই পরিমাণেই সত্যোপলব্ধি জন্মে। এ পর্যন্তই আমরা সত্যানুবোধ (মার্গ-বোধ) ঘোষণা করি, কিন্তু এখনও সত্যানুপ্রাপ্তি (ফল-সাক্ষাৎকার) ঘটে নাই।"

৪৩৩। "হে গৌতম! এই পর্যন্ত, সত্যাববোধ হয়, এই পর্যন্ত, সত্যানুবোধ জন্মে। আমরাও এ পর্যন্ত, সত্যানুবোধ পর্যবেক্ষণ করি। পরন্তু হে গৌতম! কি পরিমাণে সত্যানুপ্রাপ্তি ঘটে, কি পরিমাণে সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়? আমরা ভবৎ

১। কোথায় শীল,. কোথায় সমাধি কথিত হইয়াছে বুঝিতে পারে। (প. সূ.)

২। বিদর্শনা, উহাই উত্থানগামিনী বিদর্শনারূপে মার্গ-প্রধানের বহু উপকারী। (টীকা)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গৌতম সমীপে সত্যানুপ্রাপ্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

"ভারদ্বাজ! সেই সকল (পূর্বোক্ত মার্গযুক্ত দ্বাদশ) ধর্মেরই আসেবন (পুনঃ পুনঃ অভ্যাস) ভাবনা, বহুলী কর্ম প্রভাবে সত্যানুপ্রাপ্তি ঘটে। ভারদ্বাজ! এযাবৎ সত্যানুপ্রাপ্তি হয়, আমরা এযাবৎ সত্যানুপ্রাপ্তি ঘোষণা করি।"

৪৩৪। "এ পর্যন্তই হে গৌতম! সত্যপ্রাপ্তি হয়, ... আমরাও এ পর্যন্ত, সত্যানুপ্রাপ্তি পরিদর্শন করি। হে গৌতম! সত্যানুপ্রাপ্তির পক্ষে কোন ধর্ম অধিক উপকারী (বহুকার) হয়? সত্যানুপ্রাপ্তির নিমিত্ত অধিক উপকারী ধর্ম সম্বন্ধে আমরা গৌতমকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

"ভারদ্বাজ! সত্যানুপ্রাপ্তির পক্ষে বহু উপকারী ধর্ম প্রধান (মার্গাবহ উদ্যোগ), যদি কেহ প্রধান না করে, তবে তাহার সত্যলাভ ঘটেনা। যেহেতু প্রধান করে, তাই সত্যানুপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, সুতরাং সত্যপ্রাপ্তির পক্ষে প্রধান বহু উপকারী।"

"হে গৌতম! প্রধানের পক্ষে কোন ধর্ম বহু উপকারী? প্রধানের বহু উপকারী ধর্ম সম্বন্ধে আমরা প্রভু গৌতমকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

"ভারদ্বাজ! প্রধানের বহু উপকারী উত্থান, যদি উত্থান না থাকে তবে প্রধান করা যায় না। যেহেতু উত্থান করে সেই হেতু প্রধান হইয়া থাকে। সুতরাং উত্থান প্রধানের বহু উপকারী। ...। ... উত্থানের নিমিত্ত তুলনা (অনিত্যাদি বশে বিদর্শন) বহু উপকারী ...। তুলনার উপকারী উৎসাহ, উৎসাহের উপকারী ছন্দ, ছন্দের উপকারী ধর্ম-নিধ্যান-ক্ষান্তি, (ধর্মাবলোকনের ক্ষমতা), ধর্ম-নিধ্যান-ক্ষান্তির উপকারী অর্থ-উপপরীক্ষা, অর্থোপপরীক্ষার উপকারী ধর্ম-ধারণ, ... ধর্ম-শ্রবণ ... , শ্রোত্রাবধান, পর্যুপাসনা, সমীপে গমন ...। শ্রদ্ধা ...।"

৪৩৫। "সত্যানুরক্ষণ সম্বন্ধে আমরা প্রভু গৌতমকে জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রভু গৌতম সত্যানুরক্ষণ সম্বন্ধে আমাদিগকে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা আমাদের রুচি হয়, সহ্যও হয়; উহাতে আমরা সন্তুষ্ট। সত্যানুবোধ সম্বন্ধে আমরা প্রভু গৌতমকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। ... সত্যপ্রাপ্তি ...। সত্যপ্রাপ্তির বহু উপকারী ধর্ম সম্বন্ধে আমরা প্রভু গৌতমকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। প্রভু গৌতম তাহা আমাদিগকে বর্ণনা করিয়াছেন। উহা আমাদের রুচিকর ও সহ্য হয়, আমরা উহাতে সন্তুষ্ট। যে যে বিষয়ে আমরা প্রভু গৌতমকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। সে সে বিষয়ে প্রভু গৌতম বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে আমাদের রুচি ও সমর্থন আছে। আমরা উহাতে সন্তুষ্ট। হে গৌতম! আমরাও পূর্বে এরূপ জানিতামI মুণ্ডক, শ্রমণক, নীচ (ইভ্যা), কৃষ্ণ, ব্রহ্মার পদপ্রান্তজ কাহারা? আর কাহারাই বা ধর্মের প্রকৃত জ্ঞাতা? প্রভু গৌতম শ্রমণদের প্রতি আমার শ্রমণ-প্রেম, শ্রমণ-প্রসাদ উৎপাদন করিয়াছেন। আশ্চর্য, হে গৌতম! ... আজ হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুন।"

চঙ্কী সূত্র সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯৬। এসুকারী সূত্র (২। ৫। ৬)

(জাতিভেদ খণ্ডন)

৪৩৬। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করিতেছেন। সেই সময় এসুকারী ব্রাহ্মণ ভগবৎ সমীপে উপনীত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানের সাথে ... সম্মোদন করিয়া একপ্রান্তে, বসিলেন। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট এসুকারী ব্রাহ্মণ ভগবানকে বলিলেন,"ভো গৌতম! ব্রাহ্মণেরা চারি প্রকার পরিচর্যা (সেবা-ব্যবস্থা) বলিয়া থাকেন, ব্রাহ্মণের পরিচর্যা, ক্ষত্রিয়ের পরিচর্যা, বৈশ্যের পরিচর্যা আর শূদ্রের পরিচর্যা বলেন। ইহাতে ভো গৌতম! ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণের পরিচর্যা এ প্রকার বলেন,ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের পরিচর্যা করিবে, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের পরিচর্যা করিবে, বৈশ্য ব্রাহ্মণের পরিচর্যা করিবে, শূদ্র ব্রাহ্মণের পরিচর্যা করিবে ...। ... ক্ষত্রিয়ের পরিচর্যা এ প্রকার বলেন,ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়দের পরিচর্যা করিবে, বৈশ্য ... , শূদ্র ক্ষত্রিয়ের পরিচর্যা করিবে। ... বৈশ্যের পরিচর্যা এই প্রকার বলেন,বৈশ্য বৈশ্যের পরিচর্যা করিবে, আর শূদ্র বৈশ্যের পরিচর্যা করিবে। ... শূদ্রের পরিচর্যা এই প্রকার বলেন,শূদ্রই শূদ্রের পরিচর্যা করিবে; অপর কেই বা শূদ্রের পরিচর্যা করিবে? ভো গৌতম! ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের পরিচর্যা এই প্রকারই জ্ঞাপন করেন। এ বিষয়ে প্রভু গৌতম কি বলেন?"

৪৩৭। "কেমন, ব্রাহ্মণ! সারা বিশ্ববাসী কি ব্রাহ্মণদিগকে ইহা অনুমতি দান করিয়াছে যে ব্রাহ্মণেরা এই চারি প্রকার পরিচর্যা ব্যবস্থা প্রজ্ঞাপিত করিবেন?"

"না, ভো গৌতম!"

"ব্রাহ্মণ! যেমন কোন নিঃস্ব, অনাঢ্য, দরিদ্র-পুরুষ অনিচ্ছুক সত্বেও তাহার জন্য মাংস-ভোগ (বিল) ঝুলাইয়া দেওয়া হয়‌‌‌‌‌—'ওরে পুরুষ! এখানে তোমার খাইবার নিমিত্ত মাংস রহিল, ইহার মূল্য দিতেই হইবে'[১]। সেইরূপ হে ব্রাহ্মণ! অপর শ্রমণ-ব্রাহ্মণের সম্মতি না লইয়া তাহাদের জন্য ব্রাহ্মণেরা স্বেচ্ছাচার বশতঃ চারি প্রকার পরিচর্যা ব্যবস্থা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ! আমি সকলকে পরিচর্যার যোগ্য বলি না, আর পরিচর্যার অযোগ্যও বলি না। ব্রাহ্মণ! যাহার পরিচর্যা হেতু পরিচারকের অহিত হইবে, হিত হইবে না; তাহাকে আমি পরিচর্যার যোগ্য বলি না। অপর পক্ষে ... যাহার পরিচর্যা হেতু পরিচারকের উপকার হইবে, অপকার

---

[১]। সার্থবাহের ন্যায়—মরুভূমির মধ্যে সহগামী কোন বণিকের গরুর মৃত্যু হইলে উহার মাংস দলের সকলকে ভাগ করিয়া দিয়া খরিদ মূল্য আদায় করা হইত। কাহারো মাংস ভোজনের ইচ্ছা কিংবা মূল্য দিবার সমর্থ্য না থাকিলেও তজ্জন্য তাহাকে বাধ্য করার প্রথা ছিল। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইবে না; তাহাকে আমি পরিচর্যার যোগ্য বলি।

ব্রাহ্মণ! ক্ষত্রিয়কেও যদি এরূপ জিজ্ঞাসা করিÍযাহার পরিচর্যার দরুণ পরিচারক হিসাবে তোমার অনিষ্ট হইবে, ইষ্ট নহে; অথবা যাহার পরিচর্যা হেতু পরিচারকরূপে তোমার ইষ্ট হইবে, অনিষ্ট নহে; এখানে (উভয়ের মধ্যে) তুমি কাহাকে পরিচর্যা করিবে? তবে ব্রাহ্মণ! ক্ষত্রিয়ও সত্যকথা প্রকাশ করিবার কালে এরূপ প্রকাশ করিবেÍ'যাহার পরিচর্যা হেতু পরিচারক আমার অহিত হইবে, হিত নহে; আমি তাহাকে পরিচর্যা করিব না। যাহাকে পরিচর্যা করিলে পরিচর্যার দরুণ আমার হিত হইবে, অহিত নহে; তাহাকে আমি পরিচর্যা করিব।' ব্রাহ্মণ! যদি ব্রাহ্মণকেও জিজ্ঞাসা করি ... , বৈশ্যকেও জিজ্ঞাসা করি ... , শূদ্রকেও জিজ্ঞাসা করি ...।

(১) ব্রাহ্মণ! আমি উচ্চ কুলীনত্বের দরুণ শ্রেয়ঃ বলি না, কিন্তু ব্রাহ্মণ! আমি উচ্চ কুলীনত্বের দরুণ অশ্রেয়ঃও বলি না; (২) ব্রাহ্মণ! আমি উদার বর্ণত্ব হেতু শ্রেয়ঃও বলি না, ... উদার বর্ণত্ব হেতু হীনও বলি না; (৩) ব্রাহ্মণ! আমি উদার ভোগত্ব হেতু শ্রেয়ঃও বলি না, ... উদার ভোগত্ব হেতু হীনও বলি না।

৪৩৮। ব্রাহ্মণ! উচ্চ কুলীনেরা এখানে কেহ কেহ প্রাণাতিপাতী হয়, অদত্তগ্রাহী হয়, কামে ব্যভিচারী হয়, মিথ্যাবাদী হয়, পিশুন-ভাষী হয়, কর্কশ-ভাষী হয়, সংপ্রলাপী হয়, অভিধ্যালু (লোলুপ) হয়, হিংসুক হয় ও মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন হয়। সে কারণে উচ্চ কুলীনত্ব হেতু আমি শ্রেয়ঃ বলি না। ব্রাহ্মণ! উচ্চ কুলীনদেরও এখানে কেহ কেহ প্রাণিহিংসা-বিরত হয়, অদত্তাদান-বিরত হয়, কামে মিথ্যাচার-বিরত হয়, মৃষাবাদ-বিরত হয়, পিশুনবাক্য-বিরত হয়, পরুষবাক্য-বিরত হয়, সংপ্রলাপ-বিরত হয়, অলোলুপ হয়, অহিংসা-পরায়ণ হয় আর সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হয়; সুতরাং উচ্চ কুলীনত্ব হেতু আমি পাপিষ্ঠ বলি না।

৪৩৯। ব্রাহ্মণ! উদার বর্ণবান ... , উদার ভোগবানও[১] কেহ কেহ প্রাণিহিংসাকারী হয়, ...। কেহ কেহ প্রাণিহিংসা-বিরত ... , সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হয়। সে কারণে ব্রাহ্মণ! আমি উদার বর্ণত্ব হেতু ... উদার ভোগত্ব হেতু শ্রেয়ঃ বা পাপিষ্ঠ বলি না।

ব্রাহ্মণ! আমি সকলকে পরিচর্যার যোগ্য বলি না, আর সকলকে আমি পরিচর্যার অযোগ্যও বলি না। ব্রাহ্মণ! যাহার পরিচর্যা হেতু পরিচারকের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়, শীল (সদাচার) বৃদ্ধি পায়, শ্রুত (শিল্পজ্ঞান) বৃদ্ধি পায়, ত্যাগ বৃদ্ধি পায় এবং প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পায়; তাহাকে আমি পরিচর্যার যোগ্য বলি।"

৪৪০। এরূপ কথিত হইলে এসুকারী ব্রাহ্মণ ভগবানকে ইহা বলিলেন,"(১)

---

[১]। চারিবর্ণের দুই বর্ণ উচ্চকুলীন, তিন বর্ণ উদার বর্ণ সকলেই উদার ভোগী। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভো গৌতম! ব্রাহ্মণেরা চারি প্রকার ধনের নিধান করেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের স্ব-ধন[১] বিধান করেন। ভো গৌতম! ব্রাহ্মণেরা ভিক্ষাচর্যাকে ব্রাহ্মণের স্ব-ধন বিধান করেন, ব্রাহ্মণ স্ব-ধন ভিক্ষচর্যাকে অবহেলা করিয়া অদত্তাপহারী গোপালের (রক্ষকের) ন্যায়[২] অকৃত্যকারী হয়। (২) ভো গৌতম! ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেনÍধনু-কলাপ (অস্ত্র-বিদ্যা) ক্ষত্রিয়ের স্ব-ধন। ধনু-কলাপরূপ স্ব-ধন অবজ্ঞা করিয়া ক্ষত্রিয় ... অকৃত্যকারী হয়। (৩) ... কৃষি-গোরক্ষা (গোপালন) বৈশ্যের স্ব-ধন ...। অসিত-ব্যভঙ্গি[৩] (কাস্তে-বাঁক) শূদ্রের স্ব-ধন বলিয়া থাকেন। অসিত-ব্যভঙ্গিরূপ স্ব-ধন অতিক্রমকারী শূদ্র অদত্তগ্রাহী গোপকের ন্যায় অকৃত্যকারী (পাপাচারী) হইয়া থাকেন। ভো গৌতম! ব্রাহ্মণেরা এই চতুর্বিধ ধনের ব্যবস্থা করেন, এ সম্বন্ধে মহানুভব গৌতম কি বলেন?"

৪৪১। "কেমন ব্রাহ্মণ! সমস্, জগতবাসী ব্রাহ্মণদের প্রতি ইহা অনুজ্ঞা করেন কিÍ(তাঁহারা) এই চতুর্বিধ ধনের ব্যবস্থা করিবেন?"

"না, ভো গৌতম!"

"যেমন, ব্রাহ্মণ! কোন ... অনিচ্ছুক দরিদ্র ব্যক্তির জন্য ... মাংসভাগ ঝুলান হয়, ... ব্রাহ্মণদের এই ধনের ব্যবস্থা সেইরূপ হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ! আমি লোকোত্তর আর্য-ধর্মকেই পুরুষের স্ব-ধন বলিয়া ঘোষণা করি[৪]। প্রাচীন মাতা-পিতার কুল-বংশ অনুসরণ হেতু যেখানে যেখানে আত্ম-ভাবের (আপন-সত্বার) অভিব্যক্তি (পুনর্জন্ম) হয়, তদনুসারেই তাহার সংজ্ঞা হইয়া থাকে। যদি ক্ষত্রিয়কুলে আত্মভাবের অভিব্যক্তি ঘটে তবে 'ক্ষত্রিয়' এই সংজ্ঞাই লাভ হয়। যদি ব্রাহ্মণ ... বৈশ্য, ... শূদ্র-কুলে আত্ম-ভাবের অভিব্যক্তি হয় তবে ইহার ... শূদ্র-সংজ্ঞা হইয়া থাকে।

যেমন ব্রাহ্মণ! যেই যেই প্রত্যয় (ইন্ধন) অবলম্বন করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, তদনুসারেই উহার নাম লাভ হয়; যদি কা'কে আশ্রয় করিয়া অগ্নি জ্বলে তবে 'কাষ্ঠাগ্নি' এই নাম লাভ করে। যদি শকলিক (শল্ক, ছাল) ..... , গোময় আশ্রয় করিয়া অগ্নি জ্বলে, তবে ইহার ... গোময়াগ্নি সংজ্ঞা হইয়া থাকে। সেইরূপ, ব্রাহ্মণ আমি লোকোত্তর আর্য-ধর্মকেই পুরুষের স্ব-ধন বলিয়া ঘোষণা করি। ...।

---

[১]। স্ব-ধর্ম, জীবিকা। (টীকা)

[২]। আরক্ষা অধিকারে নিযুক্ত ব্যক্তি। (টীকা)

[৩]। তৃণাদি ছেদনাস্ত্র ও দ্রব্য বাহন দণ্ড, বাঁক। (টীকা)

[৪]। ব্রাহ্মণেরা উচ্চ-নীচ কুলব্যবস্থা করিয়া ক্ষত্রিয়াদি কুল-কর্মানুসারে চতুর্বর্ণের জীবিকাকে স্ব-ধন বলিয়া বিধান করেন। তথাগত লোকোত্তর ধর্মকেই পুরুষের স্ব-ধন বলিয়া ঘোষণা করেন, কারণ তদ্বারা সত্বের লোকাগ্রভাব সিদ্ধ হয়। (টীকা)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্রাহ্মণ! ক্ষত্রিয় কুল হইতেও যদি কেহ গার্হস্থ্য-আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হয়, আর সে তথাগত আবিষ্কৃত ধর্ম-বিনয় অনুসারে প্রাণিহিংসা-বিরত হয় ... সম্যকদৃষ্টি-পরায়ণ হয়, তবে সে ন্যায় ধর্ম ও কুশলের আরাধনা করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ-কুল ... , বৈশ্য-কুল ... , শূদ্র-কুল হইতেও ... । তবে সে ন্যায়, ধর্ম ও কুশলের আরাধক হয়।

৪৪২। তাহা কি মনে কর, ব্রাহ্মণ! কেবল ব্রাহ্মণই কি এই প্রদেশে বৈর-রহিত, বিদ্বেষ-রহিত মৈত্রী-চিত্ত ভাবনা করিতে সমর্থ হয়, ক্ষত্রিয় নহে, বৈশ্য নহে, শূদ্র নহে?"

"না, হে গৌতম! ক্ষত্রিয়ও এই প্রদেশে বৈর-রহিত, বিদ্বেষ-রহিত, বিশ্ব-মৈত্রী ভাবনা করিতে সমর্থ। ব্রাহ্মণও ... বৈশ্যও ... শূদ্রও ... ; চারিবর্ণের সকলেই এই প্রদেশে ... বিশ্বমৈত্রী-চিত্ত ভাবনা করিতে সমর্থ।"

"এই প্রকার ব্রাহ্মণ! ক্ষত্রিয়-কুল হইতেও যদি গৃহ-ত্যাগ করিয়া অনাগারিক প্রব্রজিত হয়, ... সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হয়; তবে সে ন্যায়, ধর্ম ও কুশলের আরাধনা করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ-কুল ... , বৈশ্য-কুল ... , শূদ্রকুল হইতে ... ; তবে সে ন্যায়-ধর্ম-কুশলের আরাধক হয়।"

৪৪৩। "তাহা কি মনে কর, ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণই কি কেবল্‌ানীয়সোত্তি (ানীয়-চূর্ণপিণ্ড, সাবান বিশেষ) লইয়া নদীতে গিয়া ধূলি-ময়লা ধৌত করিতে সমর্থ হয়, ক্ষত্রিয় নহে, বৈশ্য নহে, শূদ্র নহে?"

"না, হে গৌতম! ক্ষত্রিয় ... , বৈশ্য ... , শূদ্রও্‌ানীয়-সোত্তি লইয়া নদীতে গিয়া ধূলি-ময়লা ধৌত করিতে সমর্থ। চারিবর্ণের সকলেই ... সমর্থ হয়।"

"সেইরূপ ব্রাহ্মণ! ক্ষত্রিয়-কুল হইতেও যদি কেহ গৃহ-ত্যাগ করিয়া অনাগারিক প্রব্রজিত হয়, ... সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হয়; তবে সে ন্যায়-ধর্ম-কুশলের আরাধক হয়। যদি ব্রাহ্মণ-কুল ... , বৈশ্য-কুল ... , শূদ্র-কুল হইতে ... , তবে সে ন্যায়-ধর্ম-কুশলের আরাধনা করে।"

৪৪৪। "তাহা কি মনে কর, ব্রাহ্মণ! (যদি) এখানে মূর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়-রাজা নানা জাতির শত পুরুষকে সম্মিলিত করেন, (আর বলেন)Í'আসুন, মহাশয়গণ! ... [১];' তবে সেই অগ্নিদ্বারা অগ্নিকরণীয় সাধন করিতে সমর্থ হইবে না?"

"হে গৌতম! তাহা নহে, ক্ষত্রিয় ... কুলোৎপন্ন দ্বারা ... যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, ... উহাও অর্চিমান ... অগ্নি হইবে, সে অগ্নিদ্বারাও অগ্নিকার্য সম্পাদন করা চলিবে, আর চণ্ডাল....কুলোৎপন্ন দ্বারা ... যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়,...উহাও অর্চিমান অগ্নি হইবে। সকল অগ্নিদ্বারা অগ্নি-কার্য সমাধা করা সম্ভব।"

---

[১]। অস্‌সালায়ন সূত্রে ৪০৮ অনুচ্ছেদ দেখুন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"এইরূপই ব্রাহ্মণ! ক্ষত্রিয়-কুল হইতে যদি গৃহ-ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হয়, ... সম্যকদৃষ্টি পরায়ণ হয়; তবে সে ন্যায়, ধর্ম ও কুশলের আরাধনাকারী হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ-কুল, বৈশ্য-কুল, শূদ্র-কুল হইতেও; তবে সে ন্যায়, ধর্ম ও কুশলের আরাধক হয়।"

ইহা উক্ত হইলে এসুকারী ব্রাহ্মণ ভগবানকে কহিলেন,আশ্চর্য, ভো গৌতম! আশ্চর্য, ভো গৌতম! ... মহানুভব গৌতম আজ হইতে আমাকে আপ্রাণ শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুন।

এসুকারী সূত্র সমাপ্ত।

৯৭। ধনঞ্জানি[১] সূত্র (২। ৫। ৭)

৪৪৫। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান রাজগৃহে বেণুবন কলন্দক-নিবাপে অবস্থান করিতেছেন। সেই সময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র মহাভিক্ষুসংঘের সহিত দক্ষিণাগিরিতে (জনপদে) পরিক্রমা করিতেছেন। তখন কোন ভিক্ষু রাজগৃহে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া দক্ষিণাগিরিতে যেখানে আয়ুষ্মান সারিপুত্র আছেন, সেখানে উপস্থিত হইলেন। তথায় আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সঙ্গে ... সম্মোদন করিয়া একপ্রান্তে, উপবেশন করিলেন। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুকে আয়ুষ্মান সারিপুত্র কহিলেন," কেমন বন্ধু! ভগবান নীরোগে ও সুস্থ আছেন?"

"হাঁ, বন্ধু! ভগবান নীরোগ ও সুস্থ আছেন।"

"কেমন, বন্ধু! ভিক্ষুসংঘ নীরোগ ও সুস্থ আছেন।"

"হাঁ, বন্ধু! ভিক্ষুসংঘ নীরোগ ও সুস্থ আছেন।"

"বন্ধু! তথায় তণ্ডুল পানদ্বার সমীপে ধনঞ্জানি নামক ব্রাহ্মণ থাকেন। আবুস! ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ নীরোগ ও সুস্থ আছেন?

"বন্ধু! ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণও নীরোগ এবং সুস্থ আছেন।"

"কেমন, বন্ধু! ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ অপ্রমত্ত আছেন?"

"কোথায় বন্ধু! আমাদের ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণের অপ্রমাদ? বন্ধু! ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ রাজাকে আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মণ-গৃহপতিদিগকে লুণ্ঠন করিতেছেন (বিলুম্পতি)। ব্রাহ্মণ-গৃহপতিদিগকে আশ্রয় করিয়া রাাজকে লুণ্ঠন করিতেছেন। শ্রদ্ধাসম্পন্ন কুল হইতে আনীত তাঁহার যেই শ্রদ্ধাবতী ভার্যা ছিল, সেও কালগত হইয়াছে; শ্রদ্ধাহীন কুল হইতে অপর ভার্যা আনা হইয়াছে।"

"বন্ধো! আমরা দুঃশ্রুত (দুঃসংবাদ) শুনিলাম। আমরা নিতান্ত, দুঃশ্রুত

[১]। [ধানঞ্জানি- (অঃ কঃ), ধনঞ্জানী](টীকা)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শুনিলাম! যেহেতু আমরা ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণের প্রমত্ততার সংবাদ শুনিলাম। যদি ক্বচিৎ কদাচিৎ ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি তবে মঙ্গল, কোন বাক্যালাপ হইলেই ভাল হয়।"

৪৪৬। তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র দক্ষিণাগিরি যথারুচি অবস্থান করিয়া পরিক্রমার্থ রাজ-গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ক্রমশঃ ধর্মপ্রচারে বিচরণ করিতে করিতে যেখানে রাজগৃহ সেখানে পৌঁছিলেন। তথায় আয়ুষ্মান সারিপুত্র রাজগৃহে বেণুবন কলন্দক-নিবাপে বিহার করিতেছেন।

একদিন আয়ুষ্মান সারিপুত্র পূর্বাহ্ন সময়ে নিবাসন পরিধান করিয়া পাত্র-চীবর ধারণ করিয়া ভিক্ষাচর্যার্থ রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ নগরের বাহিরে গোষ্ঠে গাভী দোহন করাইতেছিলেন। তখন সারিপুত্র রাজগৃহে পিণ্ডাচরণ করিয়া ভোজনরে পর পিণ্ডাচরণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যেখানে ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ আছেন, সেস্থানে উপনীত হইলেন। ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ দূর হইতে আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে আসিতে দেখিলেন। দেখিয়া আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সমীপে আসিলেন, সমীপে আসিয়া আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে কহিলেন,"ভো সারিপুত্র! এখানে ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান করুন, ততক্ষণে ভোজনের সময় হইবে। (অর্থাৎ এখানেই ভোজন করিবেন।)"

"অলম্[১] ব্রাহ্মণ! আজকের মত আমার ভোজন-কৃত্য সমাপ্ত হইয়াছে। অমুক বৃক্ষের নীচে আমার দিবা-বিশ্রাম হইবে, তথায় আগমন করুন।"

"হাঁ, ভো!" (বলিয়া) ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে প্রত্যুত্তর দিলেন।

তখন ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ প্রাতরাশ শেষ করিয়া ভোজনের পর আয়ুষ্মান সারিপুত্র সমীপে গেলেন; তথায় গিয়া আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সাথে ... সম্মোদন করিয়া একপ্রান্তে, বসিলেন। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণকে আয়ুষ্মান সারিপুত্র ইহা বলিলেন,"ধনঞ্জানি! কেমন, অপ্রমত্ত আছেন ত?"

"ভো সারিপুত্র! কোথায় আমাদের ন্যায় গৃহী-লোকের অপ্রমাদ? যেহেতু আমাদের মাতা-পিতার ভরণ-পোষণ করিতে হয়, পুত্র-দারকে লালন-পালন করিতে হয়। দাস-কর্মচারী পুরুষকে পোষণ করিতে হয়, মিত্র অমাত্যদের প্রতি কর্তব্য পালন করিতে হয়, জ্ঞাতি-সলোহিতগণের প্রতি জ্ঞাতি-সলোহিতোচিত কর্তব্য করিতে হয়, অতিথিদের আতিথেয়তা আছে, পূর্ব প্রেতদের নিমিত্ত প্রেত-কৃত্য সম্পাদন করিতে হয়, দেবগণকে দেবকরণীয় করিতে হয়, রাজার প্রতি রাজোচিত কর্তব্য করিতে হয়, আর এই (নিজের) শরীরও পুষ্ট এবং বর্ধিত করিতে হয়।"

১। নিষ্প্রয়োজন, যথেষ্টাদি অর্থে নিপাত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৪৭। "তাহা কি মনে করেন, ধনাঞ্জনি! জগতে কোন লোক মাতা-পিতার নিমিত্ত অধর্মচারী, বিষমচারী হয়, সেই অধর্মচর্যা হেতু তাহাকে নিরয়পালেরা নরকের দিকে আকর্ষণ করে, তখন সে (বলিতে) সুযোগ পাইবে কি?Íআমি মাতা-পিতার নিমিত্ত অধর্মচারী, বিষমচারী হইয়াছি। অতএব নিরয়পাল! আমাকে নরকেরদিকে নিও না'। অথবা তাহার মাতা-পিতা বলিতে সমর্থ হইবে কি?Í'এই ছেলে আমাদের জন্য অধর্মচারী, বিষমচারী হইয়াছে। অতএব নরকপাল! ইহাকে নরকে নিও না'।"

"নিশ্চয় না, সারিপুত্র! বরং উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিলেও নিরয়পালেরা তাহাকে নরকে নিক্ষেপ করিবে।"

"তাহা কি মনে করেন, ধনঞ্জানি! এখানে কেহ পুত্র-দ্বার হেতু অধর্মচারী, বিষমচারী হয়, ...। দাস-কর্মচারী পুরুষের নিমিত্ত ...। মিত্র-অমাত্যের জন্য ...। জ্ঞাতি-সলোহিতের জন্য ...। অতিথিদের নিমিত্ত ...। পূর্ব-প্রেতের জন্য ...। রাজার জন্য ...। স্বীয় দেহের পুষ্টি ও বর্ধনের নিমিত্ত আমি অধর্মচারী, বিষমচারী হইয়াছি। অতএব নরকপাল! আমাকে নিরয়ে আকর্ষণ করিও না; কিংবা অপর কেহ বলিতে সমর্থ হইবে, স্ব-দেহের, পুষ্টি ও বর্ধনের নিমিত্ত সে অধর্মচারী, বিষমচারী হইয়াছে। অতএব নিরয়পাল! তাহাকে নরকে নিক্ষেপ করিও না?"

"নিশ্চয় না, ভো সারিপুত্র! বরং উচ্চৈস্বঃরে ক্রন্দন করিলেও নিরয়পালেরা তাহাকে নরকে নিক্ষেপ করিবে।"

৪৪৮। "তাহা কি মনে করেন, ধনঞ্জানি! যে ব্যক্তি মাতা-পিতার নিমিত্ত অধর্মচারী বিষমচারী হয়, আর যে ব্যক্তি মাতা-পিতার নিমিত্ত ধর্মচারী সমচারী হয়, এই উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতর?"

"ভো সারিপুত্র! যে ব্যক্তি মাতা-পিতার নিমিত্ত অধর্মচারী বিষমচারী হয়, সে শ্রেষ্ঠ নহে, আর যে ব্যক্তি মাতা-পিতার নিমিত্ত ধর্মচারী সমচারী হয়, সে-ই এখানে শ্রেষ্ঠ। অধর্মচর্যা, বিষমচর্যা হইতে ধর্মচর্যা, সমচর্যাই শ্রেয়ঃ।"

"ধনঞ্জানি! আরো অনেক সহেতুক (ফলপ্রদ) ধার্মিক কর্মান্ত, (বৃত্তি) আছে, যদ্বারা মাতা-পিতার ভরণ-পোষণ, পাপকর্ম না করা ও পুণ্য-মার্গ অবলম্বন করা সম্ভব।"

তাহা কি মনে করেন, ধনঞ্জানি! যে ব্যক্তি পুত্র-দারের নিমিত্ত ..... , দাস-কর্মচারী পুরুষের নিমিত্ত....., মিত্র-অমাত্যের নিমিত্ত ... , জ্ঞাতি-সলোহিতের নিমিত্ত ... , অতিথিদের নিমিত্ত ... , পূর্ব প্রেতের নিমিত্ত ... , দেবতাদের নিমিত্ত ... , রাজার নিমিত্ত স্ব-দেহের পরিপুষ্টি ও পরিবর্ধন হেতু অধর্মচারী বিষমচারী হয়, কিংবা যে ব্যক্তি স্ব-দেহের পুষ্টি ও বর্ধন হেতু ধর্মচারী সমচারী হয়, তাহাদের কে শ্রেষ্ঠ?"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভো সারিপুত্র! যিনি স্ব-দেহের পুষ্টি ও বর্ধন হেতু অধর্মচারী বিষমচারী হয়, তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিনা! কিন্তু ভো সারিপুত্র! যিনি স্ব-দেহের পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধিকল্পে ধর্মচারী, সমচারী হয়, তিনিই এখানে শ্রেষ্ঠ। ভো সারিপুত্র! অধর্মচর্যা ও বিষমচর্যা অপেক্ষা ধর্মচর্যা, সমচর্যাই শ্রেষ্ঠ।"

"ধনঞ্জানি! যুক্তিসঙ্গত বহু কর্মান্ত, বিদ্যমান, যদ্বারা স্ব-দেহের পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন, পাপকর্ম পরিবর্জন ও পুণ্য-মার্গ অনুসরণ করা সম্ভব।"

৪৪৯। তখন ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করিয়া আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্বক প্রস্থান করিলেন। তৎপর ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ একসময় ব্যাধিগ্রস্ত, দুঃখিত ও সাংঘাতিক পীড়িত হইলেন। তখন ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ কোন ব্যক্তিকে কহিলেন,"আস, হে পুরুষ! তুমি ভগবানের নিকট যাও, তথায় গিয়া আমার বাক্যে ভগবানের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা কর, আর বর্লI'ভন্তে! ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ ... সাংঘাতিক পীড়িত, তিনি ভগবানের পাদপদ্মে নতশিরে প্রণাম করিয়াছেন। পুনরায় যেখানে আয়ুষ্মান সারিপুত্র আছেন তথায় যাও, আমার বাক্যে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের পদযুগল বন্দনা কর, আর বর্লI'ভন্তে! ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ ... সাংঘাতিক পীড়িত, তিনি আয়ুষ্মান সারিপুত্রের পাদযুগল নতশিরে বন্দনা করিতেছেন।' আর ইহাও বর্লI'ভন্তে! যদি আয়ুষ্মান সারিপুত্র অনুকম্পা পূর্বক ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণের গৃহে উপনীত হন, তবে ভাল হয়।"

"হাঁ, প্রভু!" (বলিয়া সেই ব্যক্তি ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণকে প্রতিশ্রুতি দিয়া ভগবানের নিকট গেল, এবং ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে, বসিল। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট সে ব্যক্তি ভগবানকে কহির্লI"ভন্তে! ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ, ... সাংঘাতিক পীড়িত হন, তিনি ভগবানের পাদপদ্মে নতশিরে প্রণাম করিয়াছেন।" পুনশ্চ যেখানে আয়ুষ্মান সারিপুত্র আছেন, সেস্থানে গেল; আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে, বসিয়া ... সারিপুত্রকে কহির্লI"ভন্তে! ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ ... সাংঘাতিক পীড়িত হন। যদি ভন্তে, আয়ুষ্মান সারিপুত্র! অনুকম্পা পূর্বক ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণের গৃহে উপনীত হন, তবে ভাল হয়।" আয়ুষ্মান সারিপুত্র মৌনভাবে সম্মত হইলেন।

৪৫০। তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র নিবাসন পরিহিত হইয়া পাত্র-চীবর ধারণ করিয়া যেখানে ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণের গৃহ সেস্থানে উপনীত হইয়া সজ্জিত আসনে বসিলেন। তথায় বসিয়া আয়ুষ্মান সারিপুত্র ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণকে কহিলেন,"ধনঞ্জানি! আপনার রোগ সহনীয় (খমনীয়) কি? কাল যাপনীয় কি কেমন দুঃখ-বেদনা হ্রাস পাইতেছে (পটিক্কমন্তি), বৃদ্ধি পাইতেছে নহে ত? রোগের প্রত্যাগমন দেখা যায়, অভিগমন নহে ত?"

"ভো সারিপুত্র! আমার রোগ-যন্ত্রণা অসহনীয় হইয়াছে, কালযাপন দুষ্কর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইয়াছে, সাংঘাতিক দুঃখ-বেদনা বাড়িতেছে, কমিতেছেনা, রোগের আগমন দেখা যায়, নির্গমন নহে। যেমন হে সারিপুত্র! কোন বলবান পুরুষ তীক্ষ্ণ শিখর (ক্ষুরাগ্র) দ্বারা মস্তকে ছেদন করে তদ্রূপই, ভো সারিপুত্র! অত্যধিক বায়ু আমার মস্তকে আঘাত করিতেছে। ওহে সারিপুত্র! আমার সহ্য হইতেছে না, কালক্ষেপ দুষ্কর হইয়াছে; আমার প্রবল দুঃখ-বেদনা বাড়িতেছে, কিন্তু কমিতেছে না। রোগের বাড়তি দেখা যায়, কমতি নহে। যেমন ভো সারিপুত্র! কোন বলবান পুরুষ বরত্রা-বন্ধনীদ্বারা শির বেষ্টন করিয়া দৃঢ় বন্ধন করে, তদ্রূপই সারিপুত্র! অত্যধিক শির-বেদনা হইয়াছে ... আমার অসহ্য ...। যেমন সারিপুত্র! দক্ষ গো-ঘাতক বা গো-ঘাতকের অন্তেবাসী ধারাল গো-বিকর্তন অস্ত্রদ্বারা উদর কর্তন করে, সেইরূপই ভো সারিপুত্র! অত্যধিক বায়ু আমার কুক্ষি কর্তন করিতেছে। ... অসহ্য ...। যেমন ভো সারিপুত্র! দুই জন সবল পুরুষ কোন দুর্বলতর পুরুষকে উভয় বাহুতে ধরিয়া জ্বলন্ত, অঙ্গারগর্তে সন্তপ্ত করে, পরিতপ্ত করে; সেইরূপ হে সারিপুত্র! আমার শরীরে অত্যধিক দাহ জন্মিয়াছে। যন্ত্রণা আমার অসহ্য হইয়াছে ...।"

৪৫১। "তাহা কি মনে করেন, ধনঞ্জানি! নরক ও তির্যক যোনির মধ্যে কোনটা শ্রেয়ঃ?"

"ভো সারিপুত্র! নরক অপেক্ষা তির্যকযোনি শ্রেষ্ঠ।"

"তির্যক ও প্রেতলোকের মধ্যে কোনটা শ্রেষ্ঠ?"

" ... প্রেতলোক ...।"

"প্রেতলোক ও মনুষ্যলোকের মধ্যে কোনটা শ্রেষ্ঠ?"

" ... মনুষ্যলোক ...।"

"মনুষ্য ও চাতুর্মহারাজিক দেবগণের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ?"

"চাতুর্মহারাজিক দেবগণ ...।"

"চাতুর্মহারাজিকদেব ও ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ?"

"ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ ...।"

"ত্রয়স্ত্রিংশ ও যাম দেবগণের মধ্যে ... ?"

"যামদেবগণ ...।"

"যামদেব ও তুষিত দেবগণের মধ্যে ... ?"

"তুষিত দেবগণ ...।"

"তুষিত দেবগণ ও নির্মাণরতি দেবগণের মধ্যে ... ?"

"নির্মাণরতি দেবগণ ...।"

"নির্মাণরতি ও পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণের মধ্যে ... ?"

"পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণ ...।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

“তাহা কি মনে করেন, ধনঞ্জানি! পরনির্মিত বশবর্তী দেবলোক কিংবা ব্রহ্মালোক উভয়ের কোনটা শ্রেয়ঃ ?”

“মাননীয় সারিপুত্র! ব্রহ্মলোক বলিতেছেন? মাননীয় সারিপুত্র! ব্রহ্মলোক বলিতেছেন?”

তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্রের এই চিন্তা হইলÍ“সাধারণতঃ এই সকল ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মালোকাধিমুক্তিক (মুক্তি বিশ্বাসী) হন; যদি ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণকে আমি ব্রহ্মাদের সহব্যতার (সারূপ্যের) উপায় উপদেশ করি, তবে ভাল হয়। ধনঞ্জানি! আপনাকে ব্রহ্ম-সহব্যতার উপায় উপদেশ করিব, তাহা শুনুন, উত্তমরূপে মনোযোগ রাখুন, বলিতেছি–”

“হাঁ, ভো!” (বলিয়া) ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে প্রত্যুত্তর দিলেন।

আয়ুষ্মান সারিপুত্র বলিলেন,“ধনঞ্জানি! ব্রহ্ম-সহব্যতার মার্গ কি?Íধনঞ্জানি! এখানে ভিক্ষু মৈত্রীযুক্ত চিত্তে একদিক পরিপূর্ণ করিয়া বিহার করেন। তথা দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ দিক ...। এই প্রকারে উর্ধে অধেঃ পার্শ্বদিকে; সর্বত্র সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া নিখিল বিশ্ব-প্রাণির প্রতি বৈরীহীন, বিদ্বেষ-রহিত, বিপুল, মহদ্গত, অপরিমাণ মৈত্রীচিত্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া বিহার করেন। ধনঞ্জানি! ইহাই ব্রহ্ম-সহব্যতার মার্গ।

৪৫২। পুনশ্চ ধনঞ্জানি! করুণা সহগত চিত্তদ্বারা, মুদিতা সহগত চিত্তদ্বারা, উপেক্ষা (সমদর্শন) সহগত চিত্তদ্বারা একদিক ...। ধনঞ্জানি! ইহাই ব্রহ্ম-সহব্যতার মার্গ।”

“তাহা হইলে, ভো সারিপুত্র! আমার বাক্যে ভগবানের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা করিবেন, (এবং কহিবেন)Í‘ভন্তে! ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ ... সাংঘাতিক পীড়িত, তিনি ভগবানের পাদপদ্মে নতশিরে প্রনাম করিয়াছেন’।”

তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র উত্তরিতর করণীয়[1] বিদ্যমান সত্বেও ধনঞ্জানিকে হীন ব্রহ্মালোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্বক প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্রের যাত্রার অচিরকাল পরে ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ দেহত্যাগ করিলেন এবং ব্রহ্মালোকে উৎপন্ন হইলেন।

৪৫৩। সেই সময় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন,“ভিক্ষুগণ! এই সারিপুত্র উত্তরিতর করণীয় বিদ্যমান সত্বেও ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণকে হীন ব্রহ্মালোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিল।”

তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র যেস্থানে ভগবান আছেন সেস্থানে উপনীত হইলেন

---

[1]। তদপেক্ষা উত্তরিতর নির্বাণ-মার্গ থাকা সত্বেও নিকৃষ্টতর ব্রহ্ম-সারূপ্যের উপায় উপদেশ করিলেন। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এবং ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে, বসিলেন। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে নিবেদন করিলেন,"ভন্তে! ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ ... সাংঘাতিক পীড়িত, তিনি ভগবানের চরণ যুগল নতশিরে বন্দনা করিয়াছেন।"

"কেন, সারিপুত্র! তুমি উত্তরিতর করণীয় বিদ্যমান সত্বে ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণকে হীন ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিলে?"

"ভন্তে! আমার এ ধারণা হয়েছিল—সাধারণতঃ এ সকল ব্রাহ্মণ ব্রহ্মলোকের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন। সুতরাং আমি ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণকে ব্রহ্ম-সহব্যতার মার্গ উপদেশ করিলে ভাল হয়।"

"সারিপুত্র! ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ কালগত হইয়াছে, আর ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়াছে।"

ধনঞ্জানি সূত্র সমাপ্ত।

৯৮। বাসিট্‌ঠ সূত্র[১] (২।৫।৮)

(জাতিভেদ প্রথার খণ্ডন)

৪৫৪। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান ইচ্ছানঙ্গলে অবস্থান করিতেছেন, ইচ্ছানঙ্গলের বনষণ্ডে (গভীর বনে)। সেই সময় কয়েকজন প্রসিদ্ধ, সম্ভ্রান্ত, ব্রাহ্মণ মহাশাল (মহাধনী) যেমন—চংকী ব্রাহ্মণ, তারুক্ষ্য-ব্রাহ্মণ, জানুশ্রোণি-ব্রাহ্মণ, তোদেয়্য-ব্রাহ্মণ এবং অপর অভিজ্ঞাত অভিজ্ঞাত ব্রাহ্মণ মহাশাল ইচ্ছানঙ্গলে বসবাস করিতেন।

তখন জঙ্ঘা বিহারার্থ চংক্রমণ ও বিচরণ করিবার সময় বাশিষ্ঠ ও ভারদ্বাজ মাণব (বিদ্যার্থী) দ্বয়ের মধ্যে এই কথা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল—ওহে! কি প্রকারে ব্রাহ্মণ হয়?"

ভারদ্বাজ মাণব কহিল—"ওহে! মাতা আর পিতা উভয় পক্ষ হইতে সুজাত (কুলীন), (মাতা-পিতা) উভয় পক্ষে পিতামহ পরম্পরা সাত পুরুষযুগ পর্যন্ত, বিশুদ্ধ বংশাবলী[২] জাতিবাদের দ্বারা অক্ষিপ্ত, অনিন্দিত হয়, ইহাতেই ভো! ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে।"

বাশিষ্ঠ মাণব কহিল–"যখন মানুষ শীলবান ও ব্রত সম্পন্ন হয়, তখন তাহাতেই সে ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে।"

ভারদ্বাজ মাণব বাশিষ্ঠ মাণবকে বুঝাইতে অসমর্থ হইল, বাশিষ্ঠ মাণবও ভারদ্বাজ মাণবকে বুঝাইতে সমর্থ হইল না। তখন বাশিষ্ঠ মাণব ভারদ্বাজ

---

[১]। এই সূত্র সুত্তনিপাতে ও দেখা যায়।

[২]। বিশুদ্ধ গর্ভজাত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মাণবকে আহ্বান করিলেন,"হে ভারদ্বাজ মাণব! শাক্য-কুল প্রব্রজিত এই শ্রমণ শাক্যপুত্র গৌতম ইচ্ছানঙ্গলের বনষণ্ডে বিহার করিতেছেন। সেই মাননীয় গৌতমের এইরূপ কল্যাণ-কীর্তিশব্দ বিঘোষিত হইয়াছে 'সেই ভগবান এই কারণে অর্হৎ, ...। ... হে ভারদ্বাজ! গৌতম আছেন, আমরা সে স্থানে উপনীত হই। আমরা তথায় গিয়া শ্রমণ গৌতমকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করি। শ্রমণ গৌতম আমাদিগকে যেরূপ বর্ণনা করেন, আমরা সেরূপই ধারণ করিব।"

"হাঁ, ভো!" (বলিয়া) ভারদ্বাজ মাণব বাশিষ্ঠ মাণবকে উত্তর দিলেন।

৪৫৫। তখন বাশিষ্ঠ ও ভারদ্বাজ মাণবদ্বয় যেস্থানে ভগবান আছেন, সেস্থানে উপনীত হইলেন, তথায় উপনীত হইয়া ভগবানের সহিত সম্মোদন করিয়া একপ্রান্তে, বসিলেন। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট মাণবদ্বয় ভগবানকে গাথাদ্বারা নিবেদন করিলেন,–

"অনুজ্ঞাত, প্রতিজ্ঞাত[১] হই ওহে! আমরা দু'জন,
পোক্খরসাতির আমি, তারুক্খের ইনি শিষ্য হন। (১)
ত্রিবেদীর যাহা খ্যাত[২] তাতে হই কেবলী,[৩] বিদ্বান,
পদ[৪] হতে ব্যাকরণ, জল্পে[৫] মোরা আচার্য সমান। (২)
জাতিবাদে বাক্-বিতর্ক হল মোদের হে গৌতম!
জন্মেতে ব্রাহ্মণ হয় ভারদ্বাজ করেন ভাষণ;
কর্মেতে ব্রাহ্মণ বলি, জান ইহা ওহে ভগবন! (৩)
বুঝাইতে অসমর্থ একে অন্যে আমরা দু'জন,
বিশ্রুতসম্বুদ্ধে আসি এ'প্রশ্ন করিতে জিজ্ঞাসন। (৪)
যুক্তাঞ্জলি কাছে গিয়া পূর্ণচন্দ্রে যথা বন্দমান,
জগতে গৌতমে তথা জনগণ করেন প্রণাম। (৫)
লোকে চক্ষুসমুৎপন্ন গৌতমকে করি জিজ্ঞাসন,
জন্মে হয় কিংবা কর্মে, কিসে হয় যথার্থ ব্রাহ্মণ?
অজ্ঞ মোরা বল নাথ! জানি যেন প্রকৃত ব্রাহ্মণ।" (৬)

৪৫৬। (ভগবান কহিলেন,বাশিষ্ঠ!)

ক্রমান্তয়ে তোমাদিগে যথাযথ করিব বর্ণন,

---

[১]। প্রসিদ্ধ সম্মত।

[২]। পাঠ্য বিষয়।

[৩]। অদ্বিতীয়।

[৪]। বেদের পদ বিভাজক গ্রন্থ।

[৫]। তর্কশাস্ত্রে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রাণীদের জাতি ভাগ পরস্পর বিভিন্ন ধরণ। (৭)
দেখ তৃণ-বৃক্ষ-লতা কভু কারে করেনা জ্ঞাপন,
জন্মগত লিঙ্গ (চিহ্ন) তার পরস্পরে জাতি নিদর্শন[১]। (৮)
পতঙ্গাদি ক্ষুদ্র কীট-পিপীলিকা আর জীবগণ,
জন্মগত আকৃতিই ইহাদের নানাত্ব কারণ। (৯)
ছোট বড় চতুষ্পদী আরো দেখ যত জন্তুগণ,
জন্মগত আকৃতিই তাতে জাতিভেদ নিদর্শন। (১০)
দীর্ঘ পৃষ্ঠ পাদোদর দেখ এই উরগ-নিচয়,
জন্মগত আকৃতিতে পরস্পরে ভিন্নজাতি হয়। (১১)
জলে দেখ জলচর মৎস্যাদি আর প্রাণীচয়,
জন্মগত আকৃতিতে পরস্পরে ভিন্নজাতি হয়। (১২)
পক্ষ-যান বিহঙ্গম পক্ষিগণে কর নিরীক্ষণ,
পরস্পর ভিন্নজাতি জন্মগত লিঙ্গের কারণ। (১৩)
এ সব জাতিতে যথা জন্মগত বিভিন্ন গঠন,
মানবের জন্মগত লিঙ্গ তথা নাহি কদাচন। (১৪)
কেশে নহে, শিরে নহে, চক্ষু-কর্ণ ইন্দ্রিয় সকলে,
মুখে নহে, নাকে নহে, নহে ওষ্ঠে কিংবা ভ্রূযুগলে। (১৫)
গ্রীবায় অংসেতে নহে পৃষ্ঠ কিংবা উদর প্রদেশে,
শ্রোণীতে[২] বক্ষেতে নহে, মৈথুনে বা নহে গুহ্যদেশে। (১৬)
হস্তে, নহে, পদে নহে, নহে নখে অঙ্গুলি-আকারে,
জংঘায় উরেতে নহে, নহে বর্ণে, নহে কণ্ঠস্বরে;
অন্য-প্রাণি সম জন্মতঃ ভিন্নতা নাহি দেখি নরে। (১৭)
৪৫৭। তথাপি–
মানব শরীরে নিজস্ব বৈষম্য নাহি বিদ্যমান,
ব্যবহার মাত্র মানুষের মাঝে নানাত্ব বিধান। (১৮)
মানুষের কেহ করে গো-রক্ষায় জীবন যাপন,
কৃষক জানিবে তাকে, হে বাশিষ্ঠ! নহে সে ব্রাহ্মণ! (১৯)
যে কেহ মানব মাঝে ভিন্ন শিল্পে করে উপার্জন,
এরূপে জানিবে শিল্পী, হে বাশিষ্ঠ! নহে সে ব্রাহ্মণ। (২০)

১। বীজের নানাত্ব হেতু উদ্ভিদ জগতের ভিন্নত্ব উহাদের আকারেই প্রমাণিত হয়। ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের মধ্যে সেইরূপ আকৃতি-গত কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। (প. সূ.)
২। মাংসল স্থান।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যে করে মাণব মাঝে বাণিজ্যেতে জীবন যাপন,
এরূপে বণিক জান, হে বাশিষ্ঠ! নহে সে ব্রাহ্মণ। (২১)
যে কেহ মানব মাঝে প্রেষ্যবৃত্তি[১] করেন গ্রহণ,
হে বাশিষ্ঠ! প্রেষ্যবলে জান তাকে, নহে সে ব্রাহ্মণ। (২২)
যে কেহ মানব মাঝে চৌর্য-বৃত্তি করে আচরণ,
এরূপে জানিবে চোর, হে বাশিষ্ঠ! নহে সে ব্রাহ্মণ। (২৩)
যে কেহ মনুষ্য মধ্যে অস্ত্র-বিদ্যা করেন গ্রহণ,
যোদ্ধাজীব জান তাকে, হে বাশিষ্ঠ! নহে সে ব্রাহ্মণ। (২৪)
যে করে মানব মাঝে পৌরহিত্যে জীবন যাপন,
পুরোহিত জান তাকে, হে বাশিষ্ঠ! নহে সে ব্রাহ্মণ। (২৫)
মানবের যদি কেহ গ্রাম-রাজ্যে অধীশ্বর হন,
এরূপে বাশিষ্ঠ! জান রাজা তিনি, নহেন ব্রাহ্মণ। (২৬)
বলি না ব্রাহ্মণ আমি যোনিজাতে মাতার নন্দন,
'ভো' বাদী[২] নামেতে খ্যাত যদ্যপি সে হয় সকিঞ্চন[৩]।
অকিঞ্চন অনাদান, তাকে বলি প্রকৃত ব্রাহ্মণ। (২৭)[৪]
৪৫৮। অধিকন্তু
সর্ব সংযোজন পরিহরি যিনি সন্ত্রাস নাশন,
তৃষ্ণামুক্ত বিসংযুক্ত, তাকে বলি যথার্থ ব্রাহ্মণ। (২৮)
বরত্রা[৫] সন্ধাম[৬] নন্ধি[৭] সানুক্রম[৮] করিয়া ছেদন,
উৎক্ষিপ্ত-পরিঘ[৯] প্রাজ্ঞ, তাকে বলি প্রকৃত ব্রাহ্মণ। (২৯)
আক্রোশ বন্ধন বধ সহ্য করে যিনি অনুক্ষণ,
ক্ষান্তি-বল অস্ত্র-শক্তি যা'র, তাকে বলি হে ব্রাহ্মণ। (৩০)

১। পিত্তলের জীবিকা।
২। 'ভো!' সম্বোধনকারী, তখন ব্রাহ্মণেরা ঐরূপে আত্মপরিচয় দিত। (প. সূ.)
৩। রাাগাদি অন্তরায়যুক্ত। (প. সূ.)
৪। অতঃপর ২৭ গাথা ধর্মপদে ব্রাহ্মণ বর্গে দৃষ্ট হয়।
৫। তৃষ্ণারূপী বন্ধন রজ্জু। (প. সূ.)
৬। ৬২ বাষট্টি প্রকার মিথ্যা মতবাদ। ব্রহ্মজাল সূত্র দ্রষ্টব্য।
৭। প্রতিশোধ স্পৃহা, ক্রোধ। (প. সূ.)
৮। পাশে প্রবেশের গ্রন্থি স্বরূপ অনুশয় ক্লেশ।
৯। অর্গল, রূপকার্থে অবিদ্যা। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ক্রোধহীন ব্রতবান[১] সচ্চরিত্র[২] রাগাদি[৩] বারণ,
যে দান্ত, অন্তিম দেহী, তাকে আমি বলিব ব্রাহ্মণ। (৩১)
পদ্মপত্রে বারিবিন্দু, সূচী-অগ্রে সর্ষপ যেমন,
কামেতে নির্লিপ্ত যিনি, তাকে বলি প্রকৃত ব্রাহ্মণ। (৩২)
আত্ম-দুঃখ-ক্ষয়[৪] যিনি এ জীবনে অভিজ্ঞাত হন,
ভার-মুক্ত,[৫] বিসংযুক্ত, তাকে আমি বলিব ব্রাহ্মণ। (৩৩)
মেধাবী, গভীর প্রাজ্ঞ, মার্গামার্গে যিনি বিচক্ষণ,
উত্তমার্থ[৬] অনুপ্রাপ্ত, তাকে বলি প্রকৃত ব্রাহ্মণ। (৩৪)
গৃহী বা সন্ন্যাসী সনে উভয়েতে নির্লিপ্ত যেজন,
গ্রহ-ত্যাগী অনাগারী তৃষ্ণামুক্তে বলিব ব্রাহ্মণ। (৩৫)
সভয়-নির্ভয় ভূতে যিনি দণ্ড করিয়া বর্জন
হত্যাঘাত নাহি করে, তাকে আমি বলিব ব্রাহ্মণ। (৩৬)
শত্রু-মাঝে মিত্র যিনি, দণ্ডযোগ্য শান্ত, যেই জন,
পরিগ্রহে অনাদান, তাকে বলি প্রকৃত ব্রাহ্মণ। (৩৭)
রাগ-দ্বেষ-মান আর ম্রক্ষ যার হয়েছে পতিত,
শরাগ্র-সর্ষপ সম, তাকে বলি ব্রাহ্মণ নিশ্চিত। (৩৮)
৪৫৯। অকর্কশ বিজ্ঞাপক সত্যবাক্য যে করে ভাষণ,
যাতে ক্রোধান্বিত নহে কেহ, তাকে বলিগো ব্রাহ্মণ। (৩৯)
দীর্ঘ-হ্রস্ব, অণু-স্থূল, ভাল-মন্দ দ্রব্য যেই জন,
অদত্ত না লয় লোকে, তাকে আমি বলিগো ব্রাহ্মণ। (৪০)
ইহলোকে পরলোকে আশা যার নাহি বিদ্যমান,
বাসনা-বন্ধন মুক্ত, তাকে আমি বলিগো ব্রাহ্মণ। (৪১)
তৃষ্ণা যার নাহি বিদ্যমান জ্ঞানোদয়ে নিঃসংশয়,
প্রবিষ্ট অমৃত মাঝে, তাকে বলি ব্রাহ্মণ নিশ্চয়। (৪২)
লোকে যিনি অতিক্রমি পাপ-পুণ্য উভয় বন্ধন,
অশোক-নির্মল-শুদ্ধ, তাকে আমি বলিগো ব্রাহ্মণ। (৪৩)

---

[১]। ধুতাঙ্গ ব্রত পরায়ণ। (প. সূ.)
[২]। চরিত্র ও গুণবান। (প. সূ.)
[৩]। আসক্তিহীন। (প. সূ.)
[৪]। অর্হত্ব মার্গ। (প. সূ.)
[৫]। ক্লেশ, কর্ম, কামগুণ ও স্কন্ধভার। (প. সূ.)
[৬]। লোকোত্তর সত্য। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নির্মল চন্দ্রমা সম শুদ্ধ স্বচ্ছ অনাবিল জন,
নন্দী-ভব পরিক্ষীণ, তাকে আমি বলিগো ব্রাহ্মণ। (৪৪)
যিনি দুর্গম সংসার পরিপন্থ মোহাতীত হন,
তীর্ণ, পারগত, ধ্যানী, তৃষ্ণামুক্ত, সংশয় বর্জন;
নির্বাপিত উপাদান ক্ষয়ে, তাকে বলিগো ব্রাহ্মণ। (৪৫)
যিনি কামে পরিহরি গৃহত্যাগী প্রব্রজিত হন,
কাম-ভব পরিক্ষীণ, তাকে আমি বলিগো ব্রাহ্মণ। (৪৬)
যিনি লোকে তৃষ্ণাছাড়ি অনাগারে প্রব্রজিত হন,
তৃষ্ণা-ভব পরিক্ষীণ, তাকে আমি বলিগো ব্রাহ্মণ। (৪৭)
মানবীয়-যোগ ছাড়ি[১] দিব্য-যোগ করি অতিক্রম,
সর্বযোগ বিসংযুক্ত, তাকে বলি প্রকৃত ব্রাহ্মণ। (৪৮)
ছাড়ি রতি অরতিরে শীতিভূত, উপধি-বিহত,
সর্বলোক জয়ী বীর, তাকে বলি ব্রাহ্মণ প্রকৃত । (৪৯)
সত্বদের জন্ম-মৃত্যু সর্বভাবে যিনি জ্ঞাত হন,
নির্লিপ্ত সুগত বুদ্ধ, তাকে বলি প্রকৃত ব্রাহ্মণ। (৫০)
যার গতি নাহি জানে গন্ধর্ব বা নরামরগণ,
ক্ষীণাস্রব, অরহত, তাকে বলি প্রকৃত ব্রাহ্মণ। (৫১)
যার পূর্বাপর মধ্যে[২] কিছুমাত্র নাহিক কিঞ্চন,
অকিঞ্চন, অনাদান, তাকে বলি প্রকৃত ব্রাহ্মণ। (৫২)
ঋষভ, প্রবর বীর, মহাঋষি, বিজেতা প্রধান,
অকলুষ ধৌতপাপ বুদ্ধে বলি প্রকৃত ব্রাহ্মণ। (৫৩)
পূর্বজন্ম যিনি ..... করেন দর্শন।
পূর্বজন্ম ক্ষয় প্রাপ্ত যিনি, তাকে বলি প্রকৃত ব্রাহ্মণ। (৫৪)
৪৬০। সংজ্ঞামাত্র ইহলোকে নাম-গোত্র মানব-কল্পিত,
জন্মকালে ব্যবহৃত লোকমুখে হয় সমাগত। (৫৫)
বস্তুত ঃ–
জন্মেতে ব্রাহ্মণ নহে, নাহি হয় জন্মে অব্রাহ্মণ,
কর্মেতে ব্রাহ্মণ হয়, কর্মবশে হয় অব্রাহ্মণ। (৫৬)
কৃষক কর্মেতে হয়, শিল্পী হয় কর্মের কারণ,
বণিক কর্মেতে হয়, প্রেষ্য হয় কর্ম-নিবন্ধন। (৫৭)

---

[১]। পঞ্চকাম বস্তুর প্রতি আসক্তি। (প. সূ.)
[২]। ত্রিকালে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চোর হয় কর্মহেতু, যোদ্ধা জীব কর্মের কারণ
যাচক কর্মেতে হয়, রাজা হয় কর্ম-নিবন্ধন। (৫৮)
কর্ম আর ফলজ্ঞানী প্রতীত্য-সমুৎপাদ দর্শিগণ,[১]
পণ্ডিতেরা এই কর্ম যথাভূত করে নিরীক্ষণ। (৫৯)
কর্মেতে চলেছে বিশ্ব, কর্মেহেতু ভ্রমে প্রাণিগণ,
আণিবদ্ধ রথচক্র সম ঘুরে কর্মে জীবগণ। (৬০)
তপস্যায়, ব্রহ্মচর্যে, সংযমে ও ইন্দ্রিয়-দমনে,
ইহাতে ব্রাহ্মণ হয়, ব্রাহ্মণ্য উত্তম শুধু গুণে। (৬১)
ত্রিবিদ্যায় সুসমৃদ্ধ পুনর্ভব মুক্ত শান্তজন,
জানিবে বাশিষ্ঠ এরা, বিজ্ঞদের ইন্দ্র-ব্রহ্মা হন।" (৬২)

৪৬১। এইরূপ কথিত হইলে বাশিষ্ঠ ও ভারদ্বাজ বিদ্যার্থীদ্বয় ভগবানকে ইহা বলিলেন, "আশ্চর্য, ভো গৌতম! চমৎকার, ভো গৌতম! যেমন অধঃমুখ ভাজনকে উর্ধমুখ করা হয়,...। এই আমরা প্রভু গৌতমের শরণ গ্রহণ করিতেছি, ধর্মের ও ভিক্ষুসংঘের শরণও গ্রহণ করিতেছি। মহামান্য গৌতম আজ হইতে আজীবন আমাদিগকে শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুন।"

বাশিষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত।

৯৯। শুভ সূত্র (২।৫।৯)

(গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস জীবনের তুলনা, ব্রহ্মলোকের মার্গ)

৪৬২। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করিতেছেন, সেই সময় তোদেয়পুত্র শুভমাণব কোন কার্যোপলক্ষে শ্রাবস্তীতে (আসিয়া) এক গৃহপতির ঘরে বাস করিতেছেন। তখন তোদেয়পুত্র শুভ যেই গৃহপতির গৃহে বাস করেন, সেই গৃহপতিকে বলিলেন, "গৃহপতি! আমি ইহা শুনিয়াছি যে শ্রাবস্তী অর্হতদের দ্বারা বিবিক্ত (নির্জন) নহে। আজ কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণের পর্যুপাসনা (সাহচর্য) করিতে পারি?"

"প্রভু! এই ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডের জেতবন আরামে অবস্থান করিতেছেন। প্রভু! সেই ভগবানের পর্যুপাসনা করুন।"

তখন শুভমাণব সেই গৃহপতির কথা শুনিয়া যেখানে ভগবান আছেন, সেস্থানে উপনীত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত সম্মোদন করিয়া একপ্রান্তে,

---

[১]। জড়াজড় সকল পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হইতেছে। কার্য-কারণনীতি অনুসারে এই সিদ্ধান্তকে প্রতীত্য-সমুৎপাদনীতি বলে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বসিলেন। একপ্রান্তে, উপবিষ্ট ... শুভমাণব ভগবানকে কহিলেন,"ভো গৌতম! ব্রাহ্মণেরা ইহা বলিয়া থাকেন।গৃহস্থই অনবদ্য ন্যায়-ধর্মের (আর্য-মার্গের) আরাধক হয়, প্রব্রজিত ন্যায়-ধর্ম ও কুশলের আরাধক হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে মাননীয় গৌতম কি বলেন?"

৪৬৩। "মাণব! এ সম্বন্ধে আমি বিভাজ্যবাদী,[১] ইহাতে আমি একান্তবাদী নহি। মাণব! আমি গৃহীর কিংবা প্রব্রজিতের মিথ্যা প্রতিপত্তি (ভ্রান্ত, আচরণ) প্রশংসা করি না। মিথ্যা প্রতিপন্ন ব্যক্তি গৃহী হউক অথবা প্রব্রজিতই হউক মিথ্যা প্রতিপত্তির দরুণ ন্যায়-ধর্ম ও কুশলের আরাধনা করিতে পারে না। মাণব! গৃহীর কিংবা প্রব্রজিতের সম্যক প্রতিপত্তিকে আমি প্রশংসা করি। সম্যক প্রতিপন্ন গৃহী কিংবা প্রব্রজিত সম্যক প্রতিপত্তির দরুণ ন্যায়-ধর্ম ও কুশলের পরিপূরণকারী হয়।"

"ভো গৌতম! ব্রাহ্মণেরা এরূপ বলেন,'এই গৃহবাসের (গৃহস্থীর) কর্মস্থান (আদর্শ, ক্ষেত্র) মহার্থ (বহু প্রয়োজন), বহু কর্তব্য, বহু অধিকরণ, বিপুল আড়ম্বরপূর্ণ; সুতরাং ইহা মহা ফলপ্রদ হয়। আর এই প্রব্রজ্যা-কর্মস্থান স্বল্পার্থ, স্বল্প-কৃত্য, স্বল্প-অধিকরণ, সামান্য আড়ম্বরপূর্ণ; সুতরাং ইহা হয় স্বল্প ফলপ্রদ'।"

"মাণব! এ বিষয়েও আমি বিভাজ্যবাদী; ইহাতে আমি একান্তবাদী নহি। (১) মাণব! এমন মহার্থ, মহাকৃত্য, মহাধিকরণ, মহা সমারম্ভযুক্ত কর্মস্থান আছে, যাহা বিপন্ন[২] হইলে স্বল্প ফলপ্রদ হয়। (২) মাণব! মহার্থ, মহাকৃত্য, মহাধিকরণ, মহা সমারম্ভযুক্ত কর্মস্থানও আছে, যাহা সম্পন্ন হইলে মহা ফলপ্রদ হয়। (৩) মাণব! এমন স্বল্পার্থ, অল্প-কৃত্য, অল্প-অধিকরণ ও অল্প সমারম্ভযুক্ত কর্মস্থান আছে; যাহা বিপন্ন হইলে স্বল্প-ফল হয়। মাণব! এমনও অল্পার্থ ... কর্মস্থান আছে; যাহা সুসম্পন্ন হইলে মহাফল হয়।

মাণব! কোন প্রকার কর্মস্থান, (১) মহার্থ, মহাকৃত্য, মহাধিকরণ, মহা সমারম্ভযুক্ত; কিন্তু বিপন্ন হইলে অফল হইয়া থাকে? মাণব! কৃষি এমন কর্মস্থান, যাহা মহার্থ.....মহা সমারম্ভযুক্ত, কিন্তু বিপন্ন হইলে অফল হয়। (২) ... কোন প্রকার কর্মস্থান ... মহা সমারম্ভযুক্ত ... কিন্তু সম্পন্ন হইলে মহাফল হয়? মানব! কৃষিই ...। (৩) কোন প্রকার কর্মস্থান ... অল্প সমারম্ভযুক্ত (এবং) বিপন্ন হইলে অফল হয়? মাণব! বাণিজ্য ...। (৪) কোন প্রকার কর্মস্থান ... অল্প

---

[১]। বিভাগ-বিশ্লেষণ করিয়া ভাল-মন্দ বাদী। (প. সূ.)

[২]। অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টিতে কৃষি এবং মণি-স্বর্ণাদি সম্বন্ধে অদক্ষতার দরুণ বাণিজ্য বিপন্ন হয়, বিপরীত অবস্থায় সম্পন্ন হয়। গার্হস্থ্য কর্মস্থান ও কল্যাণ মুখী না হইলে অধঃপতন ঘটে। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমারম্ভযুক্ত, কিন্তু সম্পন্ন হইলে মহাফল হয়? মাণব! বাণিজ্যই ...।

৪৬৪। যেমন মাণব! কৃষি কর্মস্থান ... মহা সমারম্ভযুক্ত, বিপন্ন হইলে অফল হয়; তদ্রূপই মাণব! গৃহবাস কর্মস্থান ... মহা সমারম্ভযুক্ত, কিন্তু বিপন্ন হইলে অফল হয়। যেমন মাণব! কৃষি কর্মস্থানই ... মহা সমারম্ভযুক্ত, কিন্তু সম্পন্ন হইলে মহা ফলপ্রদ হয। সেইরূপই ... গৃহবাস ... কর্মস্থান ...। যেমন ... বাণিজ্য কর্মস্থান ... অল্প সমারম্ভযুক্ত; আর বিপন্ন হইলে অফল হয়; সেইরূপই মাণব! প্রব্রজ্যা কর্মস্থান ...। যেমন ... বাণিজ্য কর্মস্থান ... অল্প সমারম্ভ হয়, কিন্তু সসম্পন্ন হইলে মহাফল হয়; তদ্রূপই মাণব! প্রব্রজ্যা কর্মস্থান ...।"

"ভো গৌতম! পুণ্য সম্পাদনের তথা কুশলের আরাধনার নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ পঞ্চধর্ম প্রজ্ঞাপন করেন।"

"মাণব! ব্রাহ্মণেরা পুণ্যের সম্পাদনার্থ ... যে পঞ্চবিধ ধর্ম প্রজ্ঞাপন করে, যদি বলিতে তোমার গুরুভার (অসুবিধা) না হয়; সাধু, তবে সেই পঞ্চধর্ম এই পরিষদে ভাষণ করিতে পার।"

"ভো গৌতম! আমার কোন গুরুভার নহে; বিশেষতঃ যেখানে আপনি কিংবা আপনার ন্যায় (মহাপুরুষ) উপবিষ্ট আছেন।"

"মাণব! তবে বল।"

"ভো গৌতম! পুণ্য সম্পাদনার্থ তথা কুশলের আরাধনার নিমিত্ত (১) সত্যবাক্য প্রথম ধর্ম, (২) ... তপশ্চর্যা ... দ্বিতীয় ধর্ম, (৩) ... ব্রহ্মচর্য তৃতীয় ধর্ম, (৪) ... মন্ত্র-অধ্যয়ন ... চতুর্থ ধর্ম। (৫) দ্রব্য-ত্যাগ (অপরিগ্রহ) পঞ্চম ধর্ম; যাহা ব্রাহ্মণেরা প্রজ্ঞাপন করেন। আর ভো গৌতম! ব্রাহ্মণেরা পুণ্য সম্পাদনার্থ এবং কুশলের আরাধনার নিমিত্ত এই পঞ্চধর্ম প্রজ্ঞাপন করেন। এ সম্বন্ধে মাননীয় গৌতম কি বলেন?"

৪৬৫। "কেমন, মাণব! ব্রাহ্মণদের একজনও কি আছেন; যিনি বলিতে পারেনÍআমি এই পঞ্চধর্মকে স্বয়ং অভিজ্ঞাদ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহার বিপাক প্রকাশ করিতেছি?"

"না, ভো গৌতম।"

"মাণব! কেমন ব্রাহ্মণদের এক আচার্যও, এক আচার্য-প্রাচার্যও, সপ্তম আচার্যমহ যুগ পর্যন্তও কেহ আছেন কি যিনি এরূপ বলিতে পারেনÍ'আমি এই পঞ্চধর্ম ... প্রকাশ করিতেছি'?"

"না, ভো গৌতম!"

"মাণব! যাহারা মন্ত্র (বেদ) সমূহের কর্তা, মন্ত্রের প্রবক্তা (অধ্যাপক) ব্রাহ্মণদের পূর্বজ ঋষিরা ছিলেন, যাহাদের গীত (গায়িত), সঙ্গীত, প্রোক্ত রাশিকৃত পুরাতন মন্ত্রপদ (বেদ-বাক্য) আজও ব্রাহ্মণগণ তদনুসারে গান করেন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তদনুসারে ভাষণ করেন, (ঋষিদের) ভাষণের অনুভাষণ করেন, বাচনের অনুবাচন করেন; (সেই পূর্বজ ঋষি) যথাIঅষ্টক, বামক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, অঙ্গিরা, ভারদ্বাজ, বাশিষ্ঠ, কশ্যপ ও ভৃগু। কেমন, উহারা এরূপ বলিয়াছেনI'আমরা এই পঞ্চধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞাদ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া ইহাদের বিপাক প্রকাশ করিতেছি'?"

"না, ভো গৌতম!"

"এই প্রকারে, মাণব! ব্রাহ্মণদের কোন একজনও নাই যিনি ইহা কহিতে পারেনIআমি ... প্রত্যক্ষ করিয়া ইহাদের বিপাক প্রকাশ করিতেছি। ব্রাহ্মণদের ... সাতপুরুষ আচার্যমহ যুগ পর্যন্তও নাই ...। ব্রাহ্মণদের পূর্বজ ঋষিরা ... ও বলেন নাইIআমরা ... প্রত্যক্ষ করিয়া ইহাদের বিপাক প্রকাশ করিতেছি?

"না, ভো গৌতম!"

"যেমন মাণব! পরম্পরা সংসক্ত অন্ধপ্রবেণি, পূর্বজনও দেখে না, মধ্য জনও দেখে না; পরের জনও দেখে না; এইরূপেই মাণব! ব্রাহ্মণ-দেব ভাষণ অন্ধ প্রবেণিতে পরিণত হইল, মনে হয়।Iপূর্ববর্তীও দেখে না, মধ্যবর্তীও দেখে না, পরনবর্তীও দেখিতে পায় না।"

৪৬৬। এইরূপ উক্ত হইলে তোদেয়পুত্র শুভমাণব ভগবান কর্তৃক পরম্পরা সংসক্ত অন্ধপ্রবেণি উপমা কথিত হওয়ায় কোপিত ও অসন্তুষ্ট-চিত্ত হইয়া ভগবানকেই তিরস্কারেচ্ছায়, ভগবানকেই অপ্রতিভ করিবার অভিলাষে, ভগবানকেই বলিতে গিয়া 'শ্রমণ গৌতম অজ্ঞভাব[১] প্রাপ্ত হইবেন' ভাবিয়া ভগবানকে কহিলেন,ভো গৌতম! সুভগ বণিক (সুভগবন নিবাসী) উপমণ্য গোত্রীয় পোক্খরসাতি[২] ব্রাহ্মণ এরূপ বলেন,'যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মনুষ্যধর্ম হইতে উত্তরিতর (লোকোত্তর) উত্তম, অলম্ (বিশুদ্ধ) আর্য-জ্ঞানদর্শন বিশেষকে এভাবে অঙ্গীকার করেন, তাহাদের সেই ভাষণ হাস্যকর প্রমাণিত হয়, নামমাত্রে[৩] পর্যবসিত হয়, রিক্ত ও তুচ্ছ প্রতিপন্ন হয়। কি প্রকারে সম্ভব মনুষ্যভূত অবস্থায় মনুষ্যোত্তর ধর্ম অলম্ আর্য-জ্ঞানদর্শন বিশেষ জানিবে, দেখিবে কিংবা প্রত্যক্ষ করিবে? ইহা কখনও সম্ভব নহে।"

"কেমন, মাণব! ... পোক্খরসাতি ব্রাহ্মণ স্বীয় চিত্তদ্বারা সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরই চিত্ত পরিজ্ঞাত হইয়া জানেন কি?"

---

[১]। অসর্বজ্ঞ ভাব। (টীকা)

[২]। শরীর শ্বেত-পুষ্কর সদৃশ বলিয়া পুষ্করসাদি অথবা পুষ্করে শায়িত বলিয়া পুষ্করশাতি নামে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। (প. সূ.) উক্কট্ঠের সুভগবনের তিনি অবীশ্বর। (টীকা)

[৩]। বাক্যমাত্রে নানা শব্দহীন পর্যায় ভুক্ত। (টীকা)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভো গৌতম! নিজের দাসী পূর্ণিকার অন্তঃকরণও সুভগবণিক উপমণ্যব পোক্‌খরসাতি ব্রাহ্মণ স্বচিত্তদ্বারা জানিতে পারেন না; কোথায় সমগ্র ব্রাহ্মণদের অন্তঃকরণ চিত্তদ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়া জানিতে পারিবেন?"

"যেমন মাণব! কোন জন্মান্ধ পুরুষ কৃষ্ণ-শুক্ল রূপ (বর্ণ) দেখে না, নীল .... , পীত .... , লোহিত ও মঞ্জিষ্ঠরূপ দেখে না, সম-বিষমরূপ (ভূমিভাগ) নক্ষত্র-রূপ দেখে না, চন্দ্র-সূর্যকে দেখিতে পায় না; অথচ সে এ প্রকার বলেIকৃষ্ণ-শুক্লরূপ নাই, 'কৃষ্ণ-শুক্লরূপের দর্শক নাই ... চন্দ্র-সূর্য নাই, চন্দ্র-সূর্যের দ্রষ্টাও নাই। আমি উহাদিগকে জানিনা, আমি উহাদিগকে দেখিনা। সুতরাং উহারা নাই।' মাণব! এইরূপ বলিলে সে কি যথার্থ বলিবে?"

"ইহা নিশ্চয় না, ভো গৌতম! কৃষ্ণ-শুক্লরূপ আছে, ... , চন্দ্র-সূর্য আছে, চন্দ্র-সূর্যের দ্রষ্টাও আছেন। 'আমি ইহাদিগকে জানিনা, দেখিনা! সুতরাং (ইহারা) নাই।' এ প্রকার বলিলে সে যুক্তি-সঙ্গত বলিবে না।"

"এইরূপই মাণব! ... পোক্‌খরসাতি ব্রাহ্মণ অন্ধ, জ্ঞানচক্ষুহীন, সে যথার্থ উত্তরি-মনুষ্যধর্ম অলম্ আর্য-জ্ঞানদর্শন জানিবে, দেখিবে কিংবা প্রত্যক্ষ করিবে; ইহা কখনও সম্ভব নহে।"

৪৬৭। "তাহা কি মনে কর, মাণব! যে সকল কোশলবাসী ব্রাহ্মণ-মহাশাল আছে, যথাIচঙ্কী ব্রাহ্মণ, তারুক্ষ ব্রাহ্মণ, পোক্‌খরসাতি ব্রাহ্মণ, জানুশ্রোণি ব্রাহ্মণ আর তোমার পিতা তোদেয়। তাহাদের কোন বাক্য শ্রেয়ঃ? তাহারা সংবৃতি (লোকব্যবহার) অনুসারে যাহা বলেন কিংবা যাহা সংবৃতিIবিরুদ্ধ বলেন?"

"হে গৌতম! সংবৃতি অনুসারে যাহা বলেন।"

"তাহাদের কোন বাক্য শ্রেয়ঃIতাহারা মন্ত্রণা (তুলনা) করিয়া যে বাক্য বলেন কিংবা মন্ত্রণা না করিয়া যাহা বলেন?"

"মন্ত্রণা অনুসারে ... ভো গৌতম!"

" ... তাহারা জানিয়া (প্রতিসংখ্যায়) যে বাক্য বলেন কিংবা না জানিয়া যে বাক্য বলেন?"

"জানিয়া, ভো গৌতম!"

" ... তাহারা যুক্তি-সঙ্গত যে বাক্য বলেন অথবা যুক্তিহীন যে বাক্য বলেন?"

"যুক্তি-সঙ্গত, ভো গৌতম!"

"তাহা কি মনেকর, মাণব! যদি এরূপ[১] হয় তবে ... পোক্‌খরসাতি ব্রাহ্মণ সংবৃতি অনুসারে বাক্য বলিয়াছেন কিংবা সংবৃতি বিরুদ্ধ?"

[১]। যদি লোক-ব্যবহার ত্যাগ না করিয়া, মন্ত্রণা করিয়া, জানিয়া; যুক্তি-সঙ্গত বাক্য বলা শ্রেয়ঃ হয়। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"সংবৃতি বিরুদ্ধ, ভো গৌতম!"

" ... মন্ত্রণা অনুসারে কিংবা মন্ত্রণা বিরুদ্ধ?"

"মন্ত্রণা বিরুদ্ধ, ... !"

" ... জানিয়া কিংবা না জানিয়া?"

"না জানিয়া, ... !"

"যুক্তি-সঙ্গত কিংবা যুক্তিহীন?"

"যুক্তিহীন, ... !"

"মাণব! এই পঞ্চ নীবরণ (আবরণ)। কোন পঞ্চ? (১) কামচ্ছন্দ (বিষয়ানুরাগ) নীবরণ, (২) ব্যাপাদ (বিদ্বেষ) নীবরণ, (৩) থিনমিদ্ধ (তন্দ্রালস্য) নীবরণ, (৪) ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (উদ্ধতভাব ও কুকর্মানুশোচনা) নীবরণ ও (৫) বিচিকিৎসা (সংশয়) নীবরণ। মাণব! এই পঞ্চ নীবরণ আছে মাণব! পোক্‌খরসাতি ব্রাহ্মণ এই নীবরণে আবরিত, আচ্ছন্ন, অবরুদ্ধ, পরিবেষ্টিত (চতুর্দিকে আবরিত)। সুতরাং সে উত্তরি-মনুষ্যধর্ম অলম্‌ আর্য-জ্ঞানদর্শন বিশেষ জানিবে, দেখিবে কিংবা প্রত্যক্ষ করিবে; ইহা কখনও সম্ভব নহে।

৪৬৮। মাণব! এই পঞ্চ কামগুণ (কাম-বন্ধন), কোন পঞ্চ? (১) ইষ্ট-কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়-রূপ, কাম-সংযুক্ত, রঞ্জনীয় চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ, (২) ... শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, (৩) ... ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ। (৪) ... জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, (৫) ... কায়-বিজ্ঞেয় স্পৃষ্টব্য। মাণব! এই পঞ্চ-কামগুণ। ... পোক্‌খরসাতি ব্রাহ্মণ এই পঞ্চ কামগুণ দ্বারা গ্রথিত; মূর্চ্ছিত, অধ্যাপন্ন (বিপন্ন) অদোষদর্শী;Íনিঃসারণবুদ্ধি না রাখিয়াÏপরিভোগ করিতেছে; সুতরাং সে উত্তরি-মনুষ্য-ধর্ম অলম্‌ আর্য-জ্ঞানদর্শন বিশেষ জানিবে, দেখিবে কিংবা প্রত্যক্ষ করিবে; ইহা কখনও সম্ভব নহে।

তাহা কি মনে কর, মাণব! তৃণ-কাষ্ঠ অবলম্বন করিয়া যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, আর তৃণ-কাষ্ঠ উপাদান বিনা যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়; উভয়ের কোন অগ্নি অধিক অর্চিমান, বর্ণবান ও প্রভাস্বর হইবে?"

"যদি ভো গৌতম! তৃণ-কাষ্ঠ উপাদান বিনা অগ্নি প্রজ্জ্বালন সম্ভব হয়, তবে সেই অগ্নিই হইবে অধিকতর অর্চিমান, বর্ণবান ও প্রভাস্বর।"

"মাণব! ইহা অসম্ভব, ইহার অবকাশ নাই যে ঋদ্ধিমান ব্যতীত তৃণ-কাষ্ঠ উপাদানাহীন অগ্নি অন্য কেহ জ্বালিতে পারে। যেমন মাণব! তৃণ-কাষ্ঠ ইন্ধন আশ্রয় করিয়া অগ্নি জ্বলে; যেই প্রীতি পঞ্চ কামগুণকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয়, সেই প্রীতিকে আমি তাদৃশ বলি। যেমন মাণব! তৃণ-কাষ্ঠ উপাদান আশ্রয় ব্যতীত অগ্নি প্রজ্জ্বলন হয়; মাণব! আমি সেই প্রীতিকে তৎসদৃশ বলি, যেই প্রীতি কাম্য-বস্তুর অবলম্বন বিনা, অকুশল ধর্মের সহায়তা বিনা উৎপন্ন হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মাণব! কোন প্রকার প্রীতি কাম্য-বস্তুর আশ্রয় ব্যতীত, অকুশল ধর্মের সহায়তা ভিন্ন উৎপন্ন হয়?।এক্ষেত্রে মাণব! কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া ... প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। মাণব! এই ধ্যানজ প্রীতিও কাম্য-বস্তুর সংশ্রব ব্যতীত, অকুশল ধর্মের সহায়তা ভিন্ন উৎপন্ন হয়। পুনশ্চ মাণব! ভিক্ষু বিতর্ক-বিচারের উপশম হেতু ... দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। মাণব! এই প্রীতিও কাম ও অকুশল ধর্মের সহায়তা ব্যতীত উৎপন্ন হয়[১]।

৪৬৯। মাণব! পুণ্য-সম্পাদনের ও কুশল আরাধনার নিমিত্ত ব্রাহ্মণেরা যেই পঞ্চধর্ম প্রজ্ঞাপন করেন; উহাদের কোন ধর্মকে তাহারা পুণ্য-ক্রিয়ার তথা কুশল আরাধনার নিমিত্ত সর্বাপেক্ষা মহাফলপ্রদ বলিয়া থাকেন?"

"ভো গৌতম! ... যে পঞ্চধর্ম ব্রাহ্মণেরা প্রজ্ঞাপন করেন, তন্মধ্যে ত্যাগধর্মকেই তাঁহারা ... সর্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ বলেন।"

"তাহা কি মনে কর, মাণব! এখানে কোন ব্রাহ্মণের গৃহে মহাযজ্ঞ উপস্থিত হইল। 'অমুক ব্রাহ্মণের মহাযজ্ঞ উপভোগ করিব' এই ভাবিয়া তখন দুইজন ব্রাহ্মণ আসিলেন, তন্মধ্যে একজনের এরূপ চিন্তা হইল।'ভোজন-শালায় (ভত্তগ্গে) প্রথম আসন প্রথম জল তথা প্রথম পিণ্ড আমি পাইতে চাই, অন্য ব্রাহ্মণেরা ভোজন-শালায় অগ্র আসন, জল ও পিণ্ড পাইবে না।' দৈবাৎ এমন কারণ ঘটিল, মাণব! অপর ব্রাহ্মণই ... প্রথম পিণ্ড পাইল, আর সে-ই ব্রাহ্মণ পাইল না ...। তখন 'আমার প্রথম পিণ্ড লাভ হইল না' (এই ধারণায়) সে কোপিত হইল, অসন্তুষ্ট হইল। মাণব! ব্রাহ্মণেরা ইহার কি ফল প্রকাশ করেন?"

"ভো গৌতম! এতদ্বারা কেহ কোপিত, অসন্তুষ্ট হউক, এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণেরা এরূপ দান কখনও করেন না। কিন্তু এ অবস্থায় অনুকম্পাবশতঃই (অনুকম্পা জাতিক) দান দিয়া থাকেন।"

তাহা হইলে মাণব! ব্রাহ্মণদের জন্য এই অনুকম্পা স্বভাব (অনুগ্রহ বুদ্ধি) ষষ্ঠ পুণ্যক্রিয়া বস্তু হয়।"

"এইরূপ হইলে, ভো গৌতম! ... এই অনুকম্পা স্বভাব ষষ্ঠ পুণ্য-ক্রিয়া বস্তু হয়।" (সুতরাং পঞ্চবিধ পুণ্যক্রিয়া বস্তু ইহা একান্ত, ঠিক নহে।)

"মাণব! পুণ্য-সম্পাদন ও কুশল আরাধনার্থ ব্রাহ্মণেরা পঞ্চধর্ম প্রকাশ করেন, এই পঞ্চধর্ম কাহাদের মধ্যে অধিক দেখা যায়।গৃহস্থদের কিংবা প্রব্রজিতদের

---

[১]। যেমন তৃণ-কাষ্ঠ ইন্ধন সহায়ে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, ধুম, ভস্ম, অঙ্গার থাকায় নিকৃষ্ট, সেইরূপ পঞ্চ কামগুণ সংস্রবে উৎপন্ন প্রীতি জাতি, জরা, ব্যাধি, মরণাদি থাকায় সদোষ। ইন্ধন ও ভস্মাদি যুক্ত বিদ্যুৎ বা ঋদ্ধিজাত অগ্নির ন্যায় লোকোত্তর ধ্যানজ প্রীতি জন্মাদির অভাব বশতঃ অধিক পরিশুদ্ধ ও প্রভাস্তর। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মধ্যে?”

“ ... ভো গৌতম! ... যে পঞ্চধর্ম ব্রাহ্মণেরা প্রজ্ঞাপন করেন, সেই পঞ্চধর্ম প্রব্রজিতদের মধ্যে অধিক দেখিতে পাই, গৃহস্থদের মধ্যে স্বল্পতর। ভো গৌতম! ... গৃহস্থ মহার্থ, মহাকৃত্য, মহাধিকরণ, মহা সমারম্ভযুক্ত। সুতরাং সদাসর্বদা সত্যবাদী হইতে[১] পারে না। ...প্রব্রজিত জীবন অল্পার্থ, অল্পকৃত্য, অল্পাধিকরণ, অল্প সমারম্ভযুক্ত। সুতরাং সদাসর্বদা সত্যবাদী হইতে সমর্থ। গৃহস্থ ... মহা সমারম্ভযুক্ত। সুতরাং সতত নিরন্তর তপস্বী হইতে সমর্থ হয় না ... , ব্রহ্মচারী হইতে সমর্থ হয় না ... , স্বাধ্যায়-বহুল হইতে পারে না। অপর পক্ষে ... প্রব্রজিত জীবন ... অল্প সমারম্ভযুক্ত হয়; সুতরাং সদাসর্বদা স্বাধ্যায়-বহুল হইতে পারেন। পুণ্য-ক্রিয়া ও কুশল আরাধনার নিমিত্ত ব্রাহ্মণেরা যেই পঞ্চধর্ম প্রজ্ঞাপন করেন, আমি সেই পঞ্চধর্ম প্রব্রজিতদের মধ্যে অধিক দেখিতে পাই, গৃহস্থদের মধ্যে স্বল্পতর।”

“মাণব! পুণ্যের সম্পাদন ও কুশলের আরাধনার নিমিত্ত ব্রাহ্মণেরা যে পঞ্চধর্ম প্রজ্ঞাপন করেন, উহাদিগকে আমি বৈর-রহিত, হিংসা-রহিত মৈত্রী-চিত্ত সম্প্রসারণের নিমিত্ত পরিবার বা সহায়ক বলি।

এক্ষেত্রে মাণব! কোন ভিক্ষু সত্যবাদী হয়, ‘আমি সত্যবাদী হইয়াছি,’ সে এই ধর্ম-বেদ (জ্ঞান) লাভ করে, অর্থ-বেদ লাভ করে, আর ধর্ম-সংযুক্ত প্রামোদ্য লাভ করে। যাহা কুশল সম্পর্কিত প্রামোদ্য, উহাকে আমি বৈর-রহিত, ব্যাপাদ-রহিত সেই মৈত্রী-চিত্তের সম্প্রসারণে পরিবার বলি, ...।” [তপশ্চর্যা, ব্রহ্মচর্য, স্বাধ্যায়-বহুল, ত্যাগ-বহুল; এই ধর্ম সমূহের সমন্বয় এরূপে বর্ণনীয়।]

৪৭০। এরূপ কথিত হইলে শুভমাণব ভগবানকে কহিলেন,“ভো গৌতম! ইহা শুনা যায় যে শ্রমণ গৌতম ব্রহ্মাগণের সহব্যতার (সারূপ্যের) মার্গ উপদেশ করেন?”

“তাহা কি মনে কর, মাণব! নলকার গ্রাম এস্থান হইতে সমীপে, এস্থান হইতে দূরে নহে?”

“হাঁ, ভো গৌতম! নলকার গ্রাম হইতে সমীপে, দূরে নহে।”

“তবে কি মনে কর, মাণব! এস্থানে]এই নলকার গ্রামে কোন পুরুষ যদি জাত ও বর্ধিত হয়; নলকার গ্রাম হইতে সদ্য-নিষ্ক্রান্ত, সেই পুরুষকে (কেহ) নলকার গ্রামের মার্গ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তবে মাণব! সেই গ্রামে জাত ও বর্ধিত

---

[১]। গৃহস্থেরা অর্থসাধক, কর্মপত পর্যায়ভুক্ত মিথ্যা না বলিলেও নিজের সম্পত্তি পরকে না দেবার ইচ্ছায় ব্যবহার মাত্র মিথ্যা বলিয়াই থাকে। (প. সূ.) [এক্ষেত্রে দিবার মত নাই বলিলে চলে।]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুরুষের দ্বিধা কিংবা স্তব্ধ-ভাব হইকে কি?"

"নিশ্চয় না, ভো গৌতম!"

"তার কারণ কি?"

"ভো গৌতম! সে পুরুষ নলকার গ্রামে জাত ও বর্ধিত। সুতরাং নলকার গ্রামের সমস্, মার্গই তাহার সুবিদিত।"

"ব্রাহ্মণ! নলকার গ্রামে জাত ও বর্ধিত পুরুষেরIঐ গ্রামের মার্গ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলেIক্বচিৎ দ্বিধা ও স্তব্ধ-ভাব হইতে পারে; কিন্তু ব্রহ্ম-লোক বা ব্রহ্মলোকগামী প্রতিপদা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলেIতথাগতের কখনও দ্বিধাভাব কিংবা স্তব্ধতা হইবে না। মাণব! আমি ব্রহ্মাদিগকে জানি, ব্রহ্মলোক জানি, আর ব্রহ্মলোকগামী প্রতিপদা জানি, যেরূপে প্রতিপন্ন হইয়া ব্রহ্মারা ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাও আমি প্রকৃষ্টরূপে অবগত আছি।"

"ভো গৌতম! আমি শুনিয়াছিIশ্রমণ গৌতম ব্রহ্মাগণের সহব্যতার মার্গ দেশনা করেন; সাধু, ভবৎ গৌতম আমাকে ব্রহ্মাগণের সহব্যতার মার্গ উপদেশ করুন।"

"তাহা হইলে, মাণব! শুন, উত্তমরূপে মনোযোগ রাখ, কহিতেছি।"

"হাঁ, ভো! (বলিয়া) শুভমাণব ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন।

৪৭১। ভগবান ইহা কহিলেন,"মাণব! ব্রহ্ম সহব্যতার মার্গ কি?Iএক্ষেত্রে মাণব! ভিক্ষু মৈত্রীপূর্ণ চিত্তে একদিক প্রসারিত করিয়া বিহার করে তথা দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, এই প্রকারে ঊর্ধ, অধঃ, পার্শ্ব বা অনুদিক, সর্বত্র, সমগ্র আত্মবৎ চিন্তায় সর্ব প্রাণীময় বিশ্বে বৈর-রহিত, বিদ্বেষ-রহিত, বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমাণ মৈত্রী সমন্বিত চিত্ত প্রসারিত করিয়া বিহার করে। মাণব! এই প্রকারে ভাবিত মৈত্রী চিত্তবিমুক্তি দ্বারা প্রমাণকৃত যে ভাবনাময় কর্ম হয়, সে (কামাবচর) কর্ম রূপাবচর কর্মে স্বীয় অবকাশ করিতে পারে না, সে কর্ম তথায় প্রতিষ্ঠিত থাকে না[১]। যেমন মাণব! শঙ্খধম (শঙ্খবাদক) অল্পায়াসেই চতুর্দিকে বিঘোষিত করে, সেইরূপ মাণব! এই প্রকারে ভাবিত মৈত্রী চিত্তবিমুক্তি দ্বারা যে প্রমাণকৃত কর্ম

১। ব্রহ্ম-সহব্যতার মার্গ-সাধনার উপচার ও অর্পণা সমাধি নামে দুই স্তর। প্রথম স্তরে নীবরণ ধর্ম বিষ্কম্ভিত না হওয়ায় মৈত্রী সাধনা কামলোকীয় প্রমাণকৃত কর্ম হয়। দ্বিতীয় স্তরে সাধনার সিদ্ধি বা সমর্পণ জনিত অর্পণা সমাধি হয়, উহা রূপাবচর মহদ্গত অপ্রমাণ কর্ম। প্রথম স্তরের কাজ দ্বিতীয় স্তরে উপনীত করা। দ্বিতীয় স্তরে উহা সংলগ্ন থাকিতে কিংবা প্রতিসন্ধি বিপাক দানের অবসর করিতে পারে না। সসীম কূপের জল যেমন প্লাবনে প্রভাবান্বিত হয়, সেইরূপ রূপাবচর অপ্রমাণ কুশল কামলোকীয় কুশলকে পরাভূত করিয়া মরণাসন্ন সময়ে গুরুজনকে কর্মরূপে যোগীকে ব্রহ্ম-সহব্যতায় উপনীত করে। (প. সূ., টীকা)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্পাদিত হয়, তাহা তথায় (ফলদানের) অবসর পায় না, তাহা তথায় প্রতিষ্ঠিত থাকে না, মাণব! এই মৈত্রীও ব্রহ্ম-সহব্যতার মার্গ।

পুনরায় মাণব! ভিক্ষু করুণা (পরের দুঃখ মোচন-প্রেরণা) সহগত চিত্তদ্বারা ... , মুদিতা (পরের উন্নতি-অনুমোদন) সংযুক্ত চিত্তদ্বারা ... , উপেক্ষা (সমদর্শন) সংযুক্ত চিত্তদ্বারা সর্বত্র, সমগ্র আত্মবৎ চিন্তায়, সত্ব-সমন্বিত বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করিয়া বিহার করে। মাণব! এই প্রকারে ভাবিত উপেক্ষা চিত্তবিমুক্তি দ্বারা যে প্রমাণকৃত কর্ম সম্পাদিত হয়, উহা তথায় সংলগ্ন হয় না, উহা তথায় প্রতিষ্ঠিত থাকে না। হে মাণব! এই উপেক্ষাও ব্রহ্ম সহব্যতার মার্গ।"

৪৭২। এইরূপ উক্ত হইলে তোদেয় পুত্র শুভমাণব ভগবানকে ইহা করিলেন,"আশ্চর্য, ভো গৌতম! আশ্চর্য, ভো গৌতম! যেমন অধঃমুখকে ঊর্ধমুখ করা হয়, ...। সুতরাং আমি ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘের সহিত মহামান্য ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতেছি। প্রভু গৌতম! আজ হইতে আমাকে অঞ্জলিবদ্ধ শরণাগত উপাসকরূপে স্বীকার করুন। ভো গৌতম! এখন যাই, আমাদের বহুকৃত্য, বহু করণীয়।"

"মাণব! তুমি এখন যাহা সময়োচিত মনে কর, তাহা করিতে পার।"

তখন ... শুভমাণব ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করিয়া আসন হইতে উঠিয়া ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

সেই সময় জাণুশ্রোণি ব্রাহ্মণ দিবা-দ্বিপ্রহরে সর্বশ্বেত বর্ণের অশ্বরথে আরোহণ করিয়া শ্রাবস্তী হইতে বাহিরে যাইতেছেন। জাণুশ্রোণি ব্রাহ্মণ ... শুভমাণবকে দূর হইতে আসিতে দেখিলেন এবং শুভ মাণবকে কহিলেন,"হন্দ, মাননীয় ভারদ্বাজ! দিবা-দ্বিপ্রহরে কোথা হইতে আসিতেছেন?"

"এই এখান হইতেই, ভো! আমি শ্রমণ গৌতমের নিকট হইতে আসিতেছি।"

"মাননীয় ভারদ্বাজ! শ্রমণ গৌতমের প্রজ্ঞা-ব্যক্ততা সম্বন্ধে কেমন মনে করেন, তাঁহাকে পণ্ডিত মনে হয়?"

"ওহে মহাশয়! আমি কে, আর শ্রমণ গৌতমের প্রজ্ঞা-ব্যক্ততার বিষয় জানিতে পারি, কি সাধ্য আমার? যিনি শ্রমণ গৌতমের প্রজ্ঞা-ব্যক্ততার সম্বন্ধে জানেন, তিনিও তাদৃশ হইবেন, নহে কি?"

"মাননীয় ভারদ্বাজ! কিন্তু শ্রমণ গৌতমকে উদার প্রশংসায় প্রশংসা করিতেছেন।"

"মহাশয়! আমি কে, আর শ্রমণ গৌতমকে প্রশংসা করিব, আমার কি সাধ্য? প্রভু গৌতম প্রশংসিত অপেক্ষা প্রশংসিতই, তিনি দেব-মানবের শ্রেষ্ঠ হন। মহাশয়! ব্রাহ্মণেরা পুণ্য সম্পাদনের জন্য ও কুশল আরাধনার জন্য যে পঞ্চধর্ম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রজ্ঞাপন করেন, শ্রমণ গৌতম উহাদিগকে বৈরীহীন, বিদ্বেষহীন মৈত্রীচিত্তের ভাবনায় পরিবার বা সহায়ক বলেন।"

এইরূপ কথিত হইলে জাণুশ্রোণি ব্রাহ্মণ সর্বশ্বেত অশ্বরথ হইতে অবতরণ করিয়া, উত্তরাসঙ্গ একাংস করিয়া, যে দিকে শ্রমণ গৌতম আছেন, সেদিকে যুক্তাঞ্জলি প্রণাম করিয়া উদান (উল্লাসধ্বনি) উচ্চারণ করিলেন,"রাজা পসেনদি কোশলের একান্তই সৌভাগ্য, যাহার রাজ্যে তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ বিহার করিতেছেন। রাজা পসেনদি কোশলের মহালাভ সুলব্ধ হইয়াছে।"

শুভ সূত্র সমাপ্ত।

১০০। সঙ্গারব সূত্র (২। ৫। ১০)

(বুদ্ধ জীবনীÍতপশ্চর্যা)

৪৭৩। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,−

এক সময় ভগবান মহা ভিক্ষুসংঘের সহিত কোশল জনপদে চারিকায় (ধর্ম-প্রচারার্থ) বিচরণ করিতেছেন। সেই সময় মণ্ডলকল্প[১] গ্রামে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অভিপ্রসন্না (শ্রদ্ধাবতী) ধনঞ্জানী নামিকা ব্রাহ্মণী বাস করিতেন। এক সময় ধনঞ্জানী ব্রাহ্মণী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রক্ষালন করিয়া তিনবার উদান উচ্চারণ করিলেন,[২]−

"নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স।" (৩)

"সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার।"

সেই সময় মণ্ডলকল্পে সঙ্গারব নামক মাণব (তরুণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত) বাস করিতেন। তিনি পঞ্চম ইতিহাস ও চতুর্থ নিঘণ্টু-কেটুভ-অক্ষর-প্রভেদ সহ ত্রিবেদের পারদর্শী, পদজ্ঞ, বৈয়াকরণ, লোকায়ত তথা মহাপুরুষ লক্ষণ-শাস্ত্রে সুনিপুণ ছিলেন। সঙ্গারব মাণব ধনঞ্জানী ব্রাহ্মণীর উক্ত উদানবাণী উচ্চারণ করিতে শুনিলেন এবং ধনঞ্জানী ব্রাহ্মণীকে কহিলেন,"অমঙ্গলা এই ধনঞ্জানী ব্রাহ্মণী, পরাভূতা (বিনষ্টা); এই ধনঞ্জানী ব্রাহ্মণী ত্রিবিদ্যায় পারদর্শী ব্রাহ্মণেরা

---

[১]। চঞ্চলিকল্প, চণ্ডলকল্প, পচ্চলকল্প কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায়।

[২]। ধনঞ্জানী স্রোতাপন্ন আর্যশ্রাবিকা ভারদ্বাজ গোত্র ব্রাহ্মণের ভার্যা। ব্রাহ্মণ পূর্বে অপর ব্রাহ্মণদিগকে সময়ে গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া সৎকার করিতেন। বর্তমানে করেন না। সুতরাং ব্রাহ্মণেরা 'এখন তুমি ব্রাহ্মণভক্ত নহে, পূর্বের ন্যায় ব্রাহ্মণ সৎকার কর না' বলিয়া উপহাস করিতেন। সে ব্রাহ্মণীকে বলিলÍ'যদি কথা রাখ তবে একদিন ব্রাহ্মণদিগকে ভিক্ষা দিতে পারি।' 'তোমার দানীয় বস্তু যথেচ্ছা দান দিতে পার।' সে ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিরম্বু পায়স দানের নিমিত্ত সজ্জিত আসনে বসাইল। ব্রাহ্মণী পরিবেশন সময় অঞ্চল ধরিয়া হস্ত, প্রক্ষালন করিয়া অভ্যাস বশতঃ ভগবানকে স্মরণ করিয়া উদান উচ্চারণ করিলেন। (প. সূ.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিদ্যমান থাকিতে সেই মুণ্ডক শ্রমণকের প্রশংসা ভাষণ করিতেছে।"

"বৎস ভদ্রমুখ! তুমি সেই ভগবানের শীল ও প্রজ্ঞা সম্বন্ধে কিছু জান না। যদি তাত ভদ্রমুখ! তুমি সেই ভগবানের শীল-প্রজ্ঞা সম্বন্ধে জানিতে পার, তবে তুমি সেই ভগবানকে আক্রোশের যোগ্য ও পরিভাষের যোগ্য মনে করিতে না।"

"তাহা হইলে ভবতি! যখন শ্রমণ গৌতম মণ্ডলা কল্পে আগমন করেন, তখন আমাকে জানাইবেন।"

"বেশ, ভদ্রমুখ!" (বলিয়া) ধনঞ্জানী ব্রাহ্মণী সঙ্গারব মাণবকে প্রতিশ্রুতি দিলেন।"

অতঃপর ভগবান কোশল জনপদে ক্রমান্তয়ে চারিকার্থ পরিক্রমা করিয়া মণ্ডলকল্পের দিকে অগ্রসর হইলেন। তথায় মণ্ডলকল্পে ভগবান তোদেয় ব্রাহ্মণদের আম্রবনে বিহার করিতেছেন। ধনঞ্জানী ব্রাহ্মণী শুনিলেন যে ভগবান মণ্ডলকল্পে উপনীত হইয়াছেন; আর ... তোদেয় ব্রাহ্মণদের আম্রবনে বিহার করিতেছেন। তখন ধনঞ্জানী ব্রাহ্মণী যেখানে মাণব থাকেন, সেখানে গেলেন এবং সঙ্গারব মাণবকে কহিলেন,"তাত ভদ্রমুখ! সেই ভগবান মণ্ডলকল্পে উপনীত হইয়াছেন, আর ... তোদেয় ব্রাহ্মণদের আম্রবনে বিহার করিতেছেন। এখন বৎস ভদ্রমুখ! তুমি যাহা সময়োচিত মনে কর, (তাহাই-কর)।"

৪৭৪। "হাঁ, ভবতি!" (বলিয়া) সঙ্গারব মাণব ধনঞ্জানী ব্রাহ্মণীকে প্রত্যুত্তর দিয়া যেখানে ভগবান আছেন সেখানে গেলেন, তথায় গিয়া ভগবানের সহিত সম্মোদন করিয়া একপ্রান্তে, বসিলেন। একপ্রান্তে, বসিয়া সঙ্গারব মাণব ভগবানকে কহিলেন,"ভো গৌতম! কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ দৃষ্টধর্ম অভিজ্ঞাবসান প্রাপ্ত (ইহ জীবনে অভিজ্ঞাদ্বারা সর্ব কর্তব্য অবসানরূপ পরম নির্বাণ প্রাপ্ত) হইয়া ব্রহ্মচর্যের (ধর্মের) আদি আবিষ্কারকরূপে আপনাদিগকে ঘোষণা করেন। তথায় ভো গৌতম! যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দৃষ্টধর্মে অভিজ্ঞাবসান পারমী প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মচর্যের আমি আবিষ্কারক বলিয়া দাবী করেন, তাঁহাদের মধ্যে আপনি কে হন?"

"ভারদ্বাজ! দৃষ্টধর্মে অভিজ্ঞাবসান পারমী প্রাপ্ত হইয়া যাঁহারা ব্রহ্মচর্যের আদি আবিষ্কারক বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহাদের মধ্যেও আমি ভিন্ন মত পোষণ করি। (১) ভারদ্বাজ! কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা আছেন অনুশ্রাবিকা (শ্রুতি অনুসারী), তাঁহারা অনুশ্রবণ দ্বারা দৃষ্টধর্ম অভিজ্ঞাবসান পারমী প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মচর্যের আদি আবিষ্কারক বলে ঘোষণা করেন; যেমন ত্রৈবিদ্য (ত্রিবেদের অধিকারী) ব্রাহ্মণেরা। (২) ভারদ্বাজ! কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা আছেন তাঁহারা কেবল শ্রদ্ধার প্রভাবে দৃষ্টধর্ম অভিজ্ঞাবসান পারমী প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মচর্যের আদি আবিষ্কারক বলে ঘোষণা করেন; যেমন তার্কিক ও মীমাংসকগণ। (৩) ভারদ্বাজ! কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আছেন, যাঁহারা পূর্বে অননুশ্রুত ধর্ম বিষয়ে স্বয়ংই ধর্ম অভিজ্ঞাত হইয়া দৃষ্টধর্মে অভিজ্ঞাবসান পারমী প্রাপ্ত ব্রহ্মচর্যের আদি আবিষ্কারক বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহাদের মধ্যে, ভারদ্বাজ! অননুশ্রুত ধর্ম সম্বন্ধে স্বয়ংই ধর্ম অভিজ্ঞাত হইয়া দৃষ্টধর্ম অভিজ্ঞাবসান পারমী প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মচর্যের আদি আবিষ্কারক বলে আপনাদিগকে ঘোষণা করেন, সেই সকল সম্যকসম্বুদ্ধের মধ্যে আমিও অন্যতর হই; সুতরাং এই পর্যায়ে ভারদ্বাজ! ইহা তোমার জানা উচিত, যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পূর্বে অননুশ্রুত ধর্ম বিষয়ে স্বয়ংই ধর্ম অভিজ্ঞাত হইয়া দৃষ্টধর্মে অভিজ্ঞাবসান পারমী প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মচর্যের আদি আবিষ্কারক বলে ঘোষণা করেন, আমিও তাঁহাদের মধ্যে অন্যতর হই।

৪৭৫-৪৮৪। এক্ষেত্রে, ভারদ্বাজ! আমার সম্বোধি লাভের পূর্বেই অনভিসম্বুদ্ধ ও বোধিসত্ব অবস্থায়Iএই ধারণা জন্মিয়াছিলI‘গৃহবাস সম্বাধ, রজঃমার্গ; প্রব্রজ্যা উন্মুক্ত অবকাশ। এই একান্ত, পরিপূর্ণ, একান্ত, পরিশুদ্ধ, শঙ্খলিখিত (শঙ্খসন্নিভ উজ্জ্বল) ব্রহ্মচর্য আচরণ করা গৃহীদের পক্ষে সুকর নহে। সাধু, আমি কেশ-শ্মশ্রু-মুণ্ডন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিহিত হইয়া আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইব।’ ভারদ্বাজ! সেই আমি অপর সময়ে তরুণ অবস্থায় শিশু-কালকেশ, সুন্দর যৌবন সম্পন্ন প্রথম বয়সে অনিচ্ছুক মাতা-পিতার অশ্রুমুখে রোদনকে উপেক্ষা করিয়া কেশ-শ্মশ্রু-মুণ্ডন পূর্বক কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদন করিয়া আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হই।

এই প্রকারে প্রব্রজিত হইয়া ‘কুশল কি’ সন্ধানীরূপে অনুত্তর শান্তিবর পদ অন্বেষণ করিবার সময় যেখানে আলাড়-কালাম ছিলেন, সেস্থানে উপনীত হই এবং আলাড়-কালামকে কহিলাম, “আবুসো (বন্ধু) কালাম! আমি এই ধর্ম-বিনয়ে ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতে ইচ্ছা করি।’ এরূপ কথিত হইলে, ভারদ্বাজ! আলাড়-কালাম আমাকে কহিলেন,‘আয়ুষ্মান! অবস্থান করুন।’ ... [১] ভারদ্বাজ! রাত্রির পশ্চিম যামে আমার এই তৃতীয় বিদ্যা অধিগত হইল, অবিদ্যা বিহত ও বিদ্যা উৎপন্ন হইল; তমঃ বিনষ্ট হইল, আলোক উৎপন্ন হইল।”

৪৮৫। ইহা কথিত হইলে সঙ্গারব মানব ভগবানকে কহিলেন,“অহো! নিশ্চয় ভবৎ গৌতমের অস্থিত-প্রধান (অনন্যসাধারণ উদ্যম) ছিল। অহো! নিশ্চয় ভবৎ গৌতমের সৎপুরুষ-প্রধান ছিল; যেরূপ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের থাকা সম্ভব। কেমন, ভো গৌতম! (উৎপত্তি) দেবতা আছেন কি?”

---

[১]। এই হইতে অর্থাৎ ৪৭৫ হইতে ৪৮৪ অনুচ্ছেদের অনুবাদ বোধিরাজ কুমার সূত্রে ৩২৭ অনুচ্ছেদ হইতে ৩৩৬ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত দেখুন। (রাজকুমারের স্থলে “ভারদ্বাজ!!” সম্বোধন হইবে।)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"অবশ্যই ভারদ্বাজ! তাহা আমার বিদিত যে অধিদেব আছেন।"

"কেমন, হে গৌতম! দেবতা আছেন কি? জিজ্ঞাসিত হইয়া, 'ভারদ্বাজ! অবশ্যই ইহা আমার বিদিত যে অধিদেব আছেন' বলিতেছেন। এরূপ (অজ্ঞাত) হইলে ভো গৌতম! (আপনার কথন) কেন তুচ্ছ ও মিথ্যা হইবে না?"

"ভারদ্বাজ! দেবতা আছেন কি?Iজিজ্ঞাসিত হইয়া 'দেবতা আছেন' বলে যিনি বলেন, আর অবশ্যই বিদিত হইয়া 'আমার বিদিত আছে' যিনি এরূপ বলেন; অতঃপর বিজ্ঞপুরুষের এক্ষেত্রে একান্তই নিষ্ঠাবান হওয়া উচিত যে 'দেবতা আছেন'।"

"কেন, ভবৎ গৌতম! আপনি আমাকে প্রথমেই বর্ণনা করেন নাই?"

"ভারদ্বাজ! ইহা জগতে সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বজন সম্মত যে উৎপত্তি দেবতা আছেন।"

৪৮৬। এরূপ উক্ত হইলে সঙ্গারব মাণব ভগবানকে ইহা কহিলেন,"আশ্চর্য, ভো গৌতম! আশ্চর্য, ভো গৌতম! যেমন হে গৌতম! নিম্মুখকে ঊর্ধমুখ করা হয় ...। এখন আমি ভবৎ গৌতম, ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। ভবৎ গৌতম! আজ হইতে জীবনান্ত, পর্যন্ত, আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুন।"

সঙ্গারব সূত্র সমাপ্ত।

পঞ্চম ব্রাহ্মণ বর্গ সমাপ্ত।

মধ্যম পঞ্চাশ সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নির্ঘণ্ট

শব্দ	পৃষ্ঠাঙ্ক
অগ্নিবচ্ছ...	
অগ্নিবেশ্মন...	
অঙ্গরাজ....	
অঙ্গীরস....	
অঙ্গুত্তরাপ....	
অঙ্গুত্তরাপ জনপদ....	
অঙ্গুত্তরাপ দেশ....	
অঙ্গুলিমাল....	
অচিরবতী নদী....	
অজিত কেশকম্বল....	
অট্টকনগর....	
অদ্বৈতবাদী মার্গ....	
অনাথপিণ্ডিক....	
অনুরুদ্ধ....	
অপণ্নকধর্ম....	
অপ্রাণক ধ্যান....	
অবন্তিপুত্র মাথুররাজ....	
অব্যাকৃত মতবাদ....	
অব্রহ্মচর্যবাস ৪ প্রকার....	
অভয় রাজকুমার....	
অভিধর্ম....	
অভিবিনয়....	
অম্বলট্ঠিক বন....	
অসিতদেবল....	
অশ্বজানীয় দশবিধ শিক্ষা....	
অশ্বজিৎ....	
অশ্বলায়ন....	
কর্মIচতুর্বিধ....	
কলন্দক নিবাপ....	
কলার-জনক....	
কলিঙ্গরাজ্য....	
কশ্যপ....	
কশ্যপবুদ্ধ....	

শব্দ	পৃষ্ঠাঙ্ক
অষ্টক....	
আজীবক....	
আনন্দ....	
আনাপান স্মৃতি....	
আপণ-নিগম....	
আবর্তনী মায়া....	
আমলকী বন....	
আলাড়কালাম....	
ইচ্ছানঙ্গল....	
ইন্দ্রিয় পঞ্চ....	
উগ্রাহমান পরিব্রাজক....	
উজুকা....	
উত্তর মাণব....	
উদয়ন....	
উদায়ী....	
উদ্দক রামপুত্র....	
উপস্থানশালা	
উপালি....	
ঋষিদত্ত স্থপতি	
ঋষিপতন মৃগদাব....	
ঋদ্ধিপাদ চতুর্বিধ....	
একশালক....	
এসুকারী....	
ওপসাদ ব্রাহ্মণগ্রাম....	
কণ্নকত্থল....	
কন্দরক....	
কপিলবাস্তু....	
কম্মাস্সদম্ম....	
গুলিস্সানি....	
গৃধ্রকূট....	
গোব্রত....	
গৌতম....	
ঘটিকার....	

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কাত্যায়ণ....
কাপতিক ব্রাহ্মণ....
কামগুণ পঞ্চবিধ....
কাশী....

চাতুর্বর্ণ্য শুদ্ধি....
চাতুমা....
কিম্বিল....
কীটাগিরি....
কুকুরব্রত....
কুণ্ডধান....
কুতুহলশালা....
কুরুজনপদ....
কুরুপ্রদেশ....
কুরুরাজ্য....
কূটাগারশালা....
কৃষ্ণ....
কেণিয় জটিল....
কোকনদ প্রাসাদ....
কোলিয়দেশ....
কোলিয়পুত্র পুণ্ণ....
কোশল....
কৌসম্বী....
গগ্গরা....
গঙ্গা....
গার্গ....
গুন্দাবন....
ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণী....
ধর্মIঅষ্টবিধ....
ধর্মচক্র....
ধর্মIচারিপ্রকার....
ধর্মচেতিয়....
ধর্মIপঞ্চবিধ....
নলকপান....
নন্দিয়....
নলকার গ্রাম....

ঘোটমুখ....
ঘোষিতারাম....
চঙ্কীব্রাহ্মণ....
চতুর্যাম সংবর.... কাশী-কোশল....

কিকী—কাশীরাজ....

চিকিৎসা....
জম্বুবৃক্ষ....
জল–চতুর্বিধ ভয়....
জাতিIষড়বিধ....
জাণুশ্রোণি....
জীবক কোমারভচ্চ....
জেতবন....
জ্যোতিপাল....
তারুক্খ ব্রাহ্মণ....
তোদেয়্যব্রাহ্মণ....
ত্রিকোটী–অপরিশুদ্ধ মাংস....
ত্রিবিধ দণ্ড....
থুল্লকোট্ঠিত....
দক্ষিণাগিরি....
দণ্ডকারণ্য....
দীঘনখ....
দীর্ঘকারায়ণ....
দেবদত্ত....
ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ....
পেস্স....
পোক্খরসাতি....
পোতলিয়....
প্রধানIচতুর্বিধ....
বচ্ছগোত্ত....
বজিরী কুমারী....
বলIপঞ্চ....
বশিষ্ঠ....
বামক....
বামদেব....

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নালন্দা....
নালীজংঘ ব্রাহ্মণ....
নিগণ্ঠ দীর্ঘতপস্বী....
নিগণ্ঠ নাথপুত্র....
নির্বাণ।সাধনার পাঁচ অঙ্গ....
নিরর্থক কথা।বহুবিধ....
নেমী....
পকুধকাত্যায়ণ....
পঞ্চকংগ....
পঞ্চকংগ স্থপতি ....
পরিষদ।দ্বিবিধ....
পরিহানি।চতুর্বিধ....
পসেনদি কোশল....
পাটলিপুত্র....
পিটক....
পুণ্ডরিক নাগ....
পুদ্গল।চারি প্রকার....
পুদ্গল।চারি ধর্মযুক্ত....
পুদ্গল।সাত প্রকার....
পুনর্বসু....
পুরাণ-কশ্যপ....
পুরাণ-স্থপতি ....
পূর্ণিকা....
বারাণসী....
বাসবক্ষত্রিয়া....
বাহিতিক....
বিড়ূঢ়ভ....
বিদেহ....
বিম্বিসার....
বিমোক্ষ।আট....
বিশ্বামিত্রা....
বেখণস পরিব্রাজক....
বেণুবন....
বেলূব....
বেহলিঙ্গ....
বৈশালী....
বোধি-অঙ্গ।সপ্ত....
বোধিরাজকুমার....
ব্রহ্মচর্যবাস।চারি প্রকার....
ব্রহ্মা....
ব্রহ্মা সহংপতি....
ব্রহ্মায়ু....
ভগু....
ভর্গদেশ....
ভদ্দালি....
ভাবনা।আট অভিভূ আয়তন....
ভাবনা।চতুর্বিধ ধ্যান....
ভাবনা।দশ কৃৎস্ন আয়তন....
ভারদ্বাজ....
ভিক্ষু।পঞ্চবর্গীয়....
ভৃগু....
ভেস কলাবন....
ভোজন।একাসন....
মক্খলি গোশাল....
মগধ....
মঘদেব....
মঘদেব আম্রবন....
যমদগ্নি....
রত্ন।সপ্ত....
রাজগৃহ....
রাষ্ট্রপাল....
রাহুল....
রেবত....
লটুকিক....
লিচ্ছবী....
শক্র....
শঙ্খলিখিত ব্রহ্মচর্য....
শাক্য....

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মণ্ডলকল্প গ্রাম....
মথুরা।উত্তর....
মল্লিকা....
মল্লিকাদেবী....
মহাকাত্যায়ণ....
মহাপুরুষ লক্ষণ....
মহাবচ্ছ....
মাগন্দিয়....
মার্গ।অষ্টাঙ্গিক....
মাতরঙ্গারণ্য....
মাতলী....
মার....
মালুঙ্ক্যপুত্র....
মিগব।কৌরব্য....
মিথিলা....
মুণ্ডক....
মেদালুপ।নিগম....
মেধারণ্য....
মৈত্রায়ণী....
মোগ্গলায়ন....
মোর-নিবাপ....
যবন কম্বোজ....
সংযোজন।পঞ্চ অধঃভাগীয়....
সমণ মুণ্ডিকাপুত্ত....
সারিপুত্র....
সকুলুদায়ি....
শাক্যদেশ....
শীল।দশবিধ....
শুদ্ধোদন....
শুভমানব....
শূকর খতা....
শৈলব্রাহ্মণ....
শৈক্ষ্য-প্রতিপদা....
শ্রমণক....
শ্রাবস্তী....
সকুল-উদায়ী....
সকুলা....
সঙ্গারব মাণব....
সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত....
সঞ্জয় ব্রাহ্মণ....
সঞ্জিকাপুত্র মাণবক....
সদ্ধর্ম।সপ্তবিধ....
সন্থাগার....
সন্দক....
সংস্থাগার ....
সুধর্মা....
সুংসুমারগিরি....
সেনিয়।অচেল কুকুরব্রতিক....
সোমা....
স্নানীয় সোত্তি....
হলকর্ষণোৎসব।শাক্যের....
ক্ষেমা....

Visit: http://www.buddhistdownload.com